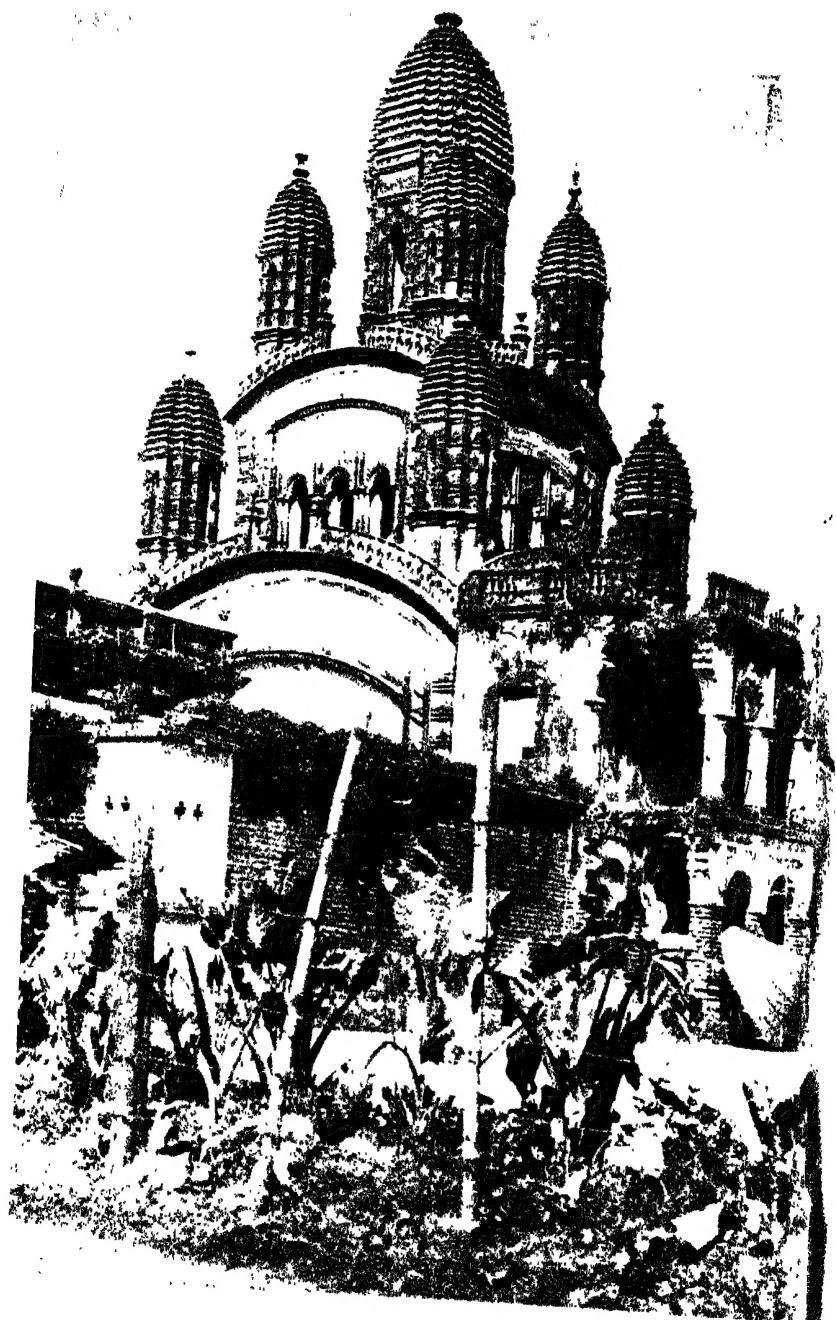


ଅନୁଷ୍ଠାନ (ବ୍ୟବସାୟ)

ଫା ୫୧୫୯ ୨୫.୦୩



The Temple of Nine Jewels

Photograph : Sambhu Saha

অমৃষ্ট মৃষ্টিহীন এবং সর্ববাপী ; [অতএব আকাশাদির দ্বারা অমৃষ্ট ও সর্ব-
বাপী প্রাণের পক্ষে দেহবিবেচনের সমপরিমাণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না] ।
আর, একই প্রদীপ-প্রভা যেরূপ ঘটের মধ্যে থাকিলে সকোচিত হয়, আবার
প্রাসাদের মধ্যে থাকিলে বস্তুত হয়, তরুণ সংকোচ-বিকাশশালিরূপেও প্রাণের
সর্বশরীরে সাম্যলাভ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, 'ইহারা সকলেই সমান
এবং সকলেই অনন্ত' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । কিন্তু সর্বগত আকাশাদির
পক্ষে বিভিন্ন শরীরে সমানপরিমাণ ব্রাহ্মলাভ করা বিবুদ্ধ হয় না (১) ।
এবং ঐ সাম্যানিবন্ধন সাম্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং শ্রুতিতেও যাহার মহিমা
প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি সাম্যনামক সেই প্রাণতত্ত্ব বিশেষরূপে জানে,
তাহার কিরূপ ফল হয়, বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার সাম্যতা প্রাণ-
তত্ত্ব জানে,—প্রাণায়তাব প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণের উপাসনা
করে, সেই ব্যক্তি সাম্যতা প্রাণের সাযুজ্য-সহযোগিতা অর্থাৎ তৎসমান
দেহোচ্ছিন্নাভিমান না পাবে। সালোক্য অর্থাৎ সত্ত্বলা লোকে বাস—গাবনা বিশেষ
দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ মনোমনে প্রাণের সাযুজ্য ও সালোক্য
লাভের তৃপ্ত অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

এম উ বা উল্লীখঃ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদত সর্বমুত্ত-
ক্রম, বাগেব গীথোক্ত গীথা চোতি ন উল্লীখঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

• (১) তৎসমা- সাম্যসাম্যানিবন্ধন প্রাণকে 'সাম' বলা হইয়াছে । এমন সংশয় হইতেছে
যে, প্রাণের এই সাম্যটুকু প্রকার—অলোক্য যেমন যখন যেরূপ পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন
তদনুরূপকণ্ঠবিস্তার লাভ করে, প্রাণও কি ত্রিক স্বেদকণ্ঠই তদ্বিধেই পরিণত হইয়া সেত্ব দেহের
সমান—এত হয়, আবার পিপীলিকাদেহে গ. বই হইয়া সকোচিত হয় । অত্রতা সাম্যটুকু এই
প্রকার অথবা অন্য কোনও প্রকার ? তদন্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না এরূপ
সাম্য হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতি বর্ণিয়াছেন "সকল সমাঃ সকল অনন্তাঃ" অর্থাৎ সমস্ত
প্রাণই সমান, কাহারো মধ্যে ছোট-বড় ভাব নাই, এবং সকলেই অনন্ত, কোন প্রাণই
কোথাও সীমাবদ্ধ নহে । ছোট বড় দেহভেদে প্রাণের হাবভাব স্বীকার করিলে শ্রুতি-কথিত
সর্বসাম্য রক্ষা পায় না । বিশেষতঃ অত্যেক পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হইলে প্রাণের অনন্তত্বও লুপ্ত
হয় না ; কাজেই বলিতে হইবে যে, পোষ ও মনুষ্য প্রভৃতি বস্তুগুলি যেরূপ সমস্ত জগতে ও
সমস্ত মনুষ্যেতে সমান—দনী দরিদ্র, শিশু বৃদ্ধ কোথাও তারতম্যবস্ত নহে, সর্বত্রই একরূপ,
পাণও ভেমনি ছাটবড় সর্বদেহেই সমান, কোথাও তাহার বৈষম্য নাই । এখানে এই
প্রকার সাম্যই শ্রুতির অভিপ্রেত ।

সরলাথঃ । এবঃ (প্রাণঃ) উ বৈ (এব) উদগীথঃ (সামাংশঃ ভক্তি-
বিশেষঃ), [প্রাণস্তোদগীথঃ সম্পদয়ীতুমাহ—] প্রাণঃ বৈ উৎ, [কথং ?] হি
(যস্মাৎ) উৎ সৰ্বং [জগৎ] প্রাণেন উৎকঃ (বিশ্বতম্) ; [তথা] বাক্ এব
গীথা (গীতিরূপা, শব্দায়কত্বাৎ গীতঃ) ; উৎ চ, গীথা চ ইতি—(মিলিত্বা)
সঃ উদগীথঃ । উচ্যতে] ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ । উক্ত প্রাণই উদগীথঃ [এখানে উদগীথ অর্থ
সামাবয়ব ভক্তিবিশেষ, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে গান নহে] । প্রাণই হইতেছে—
উৎ : কেন না, প্রাণ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ উত্তর অর্থাৎ বিশ্বত
রহিয়াছে ; আর বাক্ হইতেছে—গীথা—গীতিরূপ ; অতএব ‘উৎ’ ও
‘গীথা’ পদ দ্বয়ের যোগে ‘উদগীথ’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং উক্ত
প্রাণও ‘উদগীথ’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । এব উ বা উদগীথঃ । উদগীথো নাম
সামাবয়বো ভক্তিবিশেষঃ, নোদগানম্ ; সামাধিকারোৎ । কথমুদগীথঃ
প্রাণঃ ? প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হি যস্মাদিদং সৰ্বং জগৎ উত্তরম্ উৎকঃ স্তকঃ
উত্তমিতং বিশ্বতমিতার্থঃ, উত্তরাবস্থাতকোহয়ম্ উচ্চকঃ প্রাণগুণাতিধায়কঃ ।
তস্মাৎ উৎ প্রাণঃ, বাগেব গীথা । শব্দবিশেষত্বাৎ উদগীথভক্তেঃ ; গায়তে:
শব্দার্থত্বাৎ সা বাগেব ; ন হি উদগীথভক্তেঃ শব্দব্যতিরেকেণ কিকিঞ্জপম্
উৎপ্রেক্ষাতে ; তস্মাদ্ যুক্তমবধারণম্—বাগেব গীণেতি । উৎ চ প্রাণঃ, গীথ চ
প্রাণতত্ত্বা বাক্, ইত্যুভয়মেকেন শব্দেনাতিধায়তে—স উদগীথঃ ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

তীকা । প্রত্যবাদিশব্দবৎ উদগীথশব্দস্তাপি ভক্তিবিশেষে রূঢ়ত্বাৎ উদগীথেনাত্যাহঃমৈতত্ত্ব
চ উক্তব্রত্রে কর্ণপি প্রযুক্তত্বাৎ কথমুদগীথঃ প্রাণঃ ? ইত্যাহ—উদগীথো নামেতি ।
নঞপদভ্রাতঃ সৎকঃ । সামাধিকারতত্ত্ব প্রাণস্ত গচ্ছত্বাদিত হেতুত্বাহ সামাধি-
কারাদিতি । ন তবিতং উদগীথশব্দে প্রাণে কতি, তত্ত্ব তস্মিন বৃদ্ধপ্রয়োগাদর্শনাৎ নাপি
যোগোচয়বয়বভেদৈরিত শব্দতে—কথমিতি । যোগবৃত্তিমুখতা পরিহরতি—
প্রাণ ইতি । উচ্চকো নাত্যর্থত্ব বাচকো নিগাহাদিত্যাহ—উত্তরকৈতি ।
তথাপি কথং প্রাণো বা উদিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাণেতি । ‘বায়ুর্ধৌ গৌতম তৎ সূত্রম্’
ইত্যাদিক্রতেরিত্যর্থঃ । উদগীথভক্তেঃ শব্দবিশেষত্বেনপি গীথা ব্যাপতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—
পায়ভেদৈরিত্তি । অবাধারণঃ সাধয়তি—ন হীতি । তথাপি কথং প্রাণতত্ত্ব-
গীথম্ ? ইত্যাহ—বাক্তপসর্জনস্ত তত্ত্ব তথাৎ কথয়তি—উচ্চৈতি ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। “এব উ বা উদগীথঃ” ইত্যাদি। ‘উদগীথ’ অর্থ সামের অবয়ব ভুক্তিবিশেষ (অংশবিশেষ); কিন্তু উদগান—উচ্চৈঃস্বরে গান করা নহে। উদগাপই প্রাণ কি প্রকারে? [তদুত্তরে বর্ণিতোহেন—] প্রাণ হইতেছে উৎ; যেহেতু এই সমস্ত জগৎ প্রাণ দ্বারা উত্তর—উচ্চৈঃস্বরে রহিয়াছে; [নচেৎ সমস্ত জগৎ গলিয়া যাইত]; এই ‘উৎ’ শব্দটি উত্তমনার্থ-জ্যোতক এবং প্রাণের উল্লিখিত গুণ সঙ্গাব-প্রকাশক; সেই হেতুই উদগাপ হইতেছে—প্রাণস্বরূপ; আর বাক হইতেছে—গীথা; কারণ, সাম-ভুক্তি ‘উদগাপ’ ত ঋকবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। [গীথাব প্রকৃতভূত] গৈ’ ধাতুর অর্থ যখন শব্দ, তখন নিশ্চয়ই উহা বাক্যস্বরূপ; কেন না, উদগাপনামক ভুক্তিটির শব্দাত্মকতা ছাড়া অত্র কোন প্রকার স্বরূপ-সম্ভাবনাই করা যাইতে পারে না; অতএব বাক্যকে ‘গীথা’ বলিয়া অবধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইতেছে। উৎ—হইতেছে প্রাণ, আর ‘গীথা’ হইতেছে—প্রাণাধীন বাক্য; এইজন্ত সেই উভয়ই এক ‘উদগীথ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে—‘সঃ উদগীথঃ’ ইতি ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ । উক্তার্থদার্ঢ্যায় আখ্যায়িকা আরম্ভাতে—

ভাষ্যানুবাদ। উক্ত বিষয়টির দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে—

তত্রাপি ব্রহ্মদত্তৈশ্চৈকিতানৈযো রাজানং ভক্ষয়নুবাচাযং ভ্যস্ত রাজা বৃদ্ধানং বিপাতয়তাদ যদিতোহয়াস্ত আঙ্গিরসোহস্ত্রো-
নোদগায়াদিতি । বাচ চ হোব স প্রাণেন চোদগায়াদিতি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তত্র উক্তে অর্থে) হ (এতিহ্যে) অপি (আখ্যা-
য়িকাপি) ক্ষয়তে ইতি শেষঃ ।—

চৈকিতানৈযঃ (চৈকিতানস্ত অপত্যঃ—চৈকিতানঃ, তস্ত অপত্যঃ যুবা—
চৈকিতানৈযঃ) ব্রহ্মদত্তঃ (তন্মামকঃ ঋষিঃ, রাজানং (যজ্ঞে সোমং) ভক্ষয়নু
উবাচ; [কিম্ ?] অত্র (ময়া ভক্ষ্যমাণঃ চমসহঃ) রাজা (সোমঃ) ত্যস্ত
(স্ত্রো—মম) বৃদ্ধানং (শিরঃ) বিপাতয়তাত্ (বিস্পষ্টং পাতয়তু), যৎ (যদি)
অয়াস্ত আঙ্গিরসঃ । উদগাতা, স তি পূর্বর্ষীগাং যজ্ঞে প্রাণবাচকেন অয়াস্তা-
ঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে), ইতঃ (অস্মাৎ বাক্যসাহিত্যং প্রাণাৎ) অস্তেন
(দেবতাস্তরেণ) উদগায়ং (উদগানং কৃতবান্ স্মাৎ) ইতি । [অতঃ অমু-

মায়তে, যৎ] সঃ (উদ্গাতা) বাচা (প্রাণাধীনেন বাক্যেন : চ প্রাণেন চ (উক্তলক্ষণেন) হি এব (নিশ্চয়ে) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ ইতি), [এতৎ তু শ্রুতবচনং যন্তব্যমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

অনানুবাদ । কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি আখ্যায়িকাও শোনা যায় ;—চৈকিত্তাননামক ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্তনামক ঋষি যজ্ঞে সোমভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—এই রাজা (সোম) নিশ্চয়ই তাহার অর্থাৎ ভক্ষণকারী আমার শিবংপাত করুক, যদি অয়াস্ত্র আঙ্গিরস অর্থাৎ উদগাতা যাদ পূর্বোক্ত বাক্যসম্মিত প্রাণ ভিন্ন অপব কোনও দেবতাবিশেষে উদ্গান করিয়া থাকেন । এখন শ্রুতি বলিতেছেন—[ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] সেই উদগাতা নিশ্চয়ই বাক্য ও প্রাণদেবতা যোগেই উদ্গান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । তর্কাপ । তৎ তত্র ততশ্চিন্নক্তেহর্থো হ অপি আখ্যায়িকাপি শ্রুতৌ হ স্ম । ব্রহ্মদত্তঃ নামতঃ ; চৈকিত্তানস্থাপত্য চৈকিত্তানঃ, তদপত্যং যুবা চৈকিত্তানয়ঃ বাজানং যজ্ঞে সোমং ভক্ষয়ন্ উবাচ ;—কিম্ ? অয়ং চমসস্তো ময়া ভক্ষ্যমাণো রাজা ত্যস্ত তস্য মমানুতবাদিনো বৃদ্ধান শিরঃ বিপাতয়ত্যং বিস্পষ্টং পাতয়তু । তোঃ অয়ং তাতজ্ঞাদেশঃ, আশিষি লোটু—বিপাতয়তাদিতি ; যত্ত্বম্ অনৃতবাদী স্মিতিার্থঃ ।

কথং পুনরনৃতবাদিপ্রাপ্তিরিতি ? উচ্যতে—যদ্ যদ ইত্যোহস্মাৎ প্রকৃত্যং প্রাণাৎ বাক্যসংযুক্ত্যং, অয়াস্ত্রঃ—মুখ্যপ্রাণাভিপায়কেন অয়াস্ত্রাঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে—শিশ্রুতা পূর্নীর্য্যোং সত্রে উদগাতা,—সঃ অগ্নেন দেবতাস্বরেণ বাক্য-প্রাণবাতিরিক্তেন উদগায়ৎ উদ্গানং কৃতবান্ ; ততোহহম্ অনৃতবাদী স্ম । তস্য মম দেবতা বিপদ্রীতপ্রতিপত্তঃ বৃদ্ধানং বিপাতয়তু, ইত্যোবাং শপথং চকার—ইতি বিজ্ঞানে প্রত্যয়দান্য-কর্তৃবাতাং দর্শয়তি । তমিমে আখ্যায়িকানির্দ্ধারিতমর্থং স্মেন বচসোপসংহরতি শ্রুতিঃ—বাচা চ প্রাণপ্রধানয়া, প্রাণেন চ সস্ত্রাস্তভূতেন সোহয়াস্ত্র আঙ্গিরস উদগাতা উদগায়ৎ—ইত্যোবোহর্থো নির্দ্ধারিতঃ শপথেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

টীকা । তর্কপীতাদিবাক্যস্ত প্রকৃত্যপযোগমাশঙ্ক্য—উক্তার্থেতি । উল্লীখ-দেবতা প্রাণঃ, ন বাগাদিরিত্যুক্তার্থঃ । ‘জীবতি তু বংশে যুবা’ (পা० হু० ৪।১।১৬০) ইতি অরণ্যং গিজাদৌ বংশে জীবতি পৌত্রশ্রুতের্থদপত্যং, তৎ যুসংজ্ঞকমিতি দৃষ্টব্যম্ ।

ক্রিয়াপদনিশ্চয়কারঃ সচয়তি—তোস্মি ন্তি। তু প্রত্যয়ন্ত অয়মাশিষি বিষয়ে তাত্ত্বাদেশঃ
'তুহোত্তাত্ত্বাশিষ্যন্তরত্বাম্' (পা. ২. ৭।১।১৫) ইতি স্মরণাৎ ইত্যর্থঃ। যুদ্ধপাত-
প্রাপকঃ দর্শয়তি—যদৌ ন্তি।

অনুতবাদিহন্ত প্রাপকাত্বাৎ অপ্রাপ্তিরিতি শব্দে—কথাং পুনরিত্তি।
উক্তানন্ত বুদ্ধাদিসম্মিধানাং তদেবতা প্রাপ্ত্যাদিলক্ষণা কিং তস্মিন্ দেবতা? কিং বা
বর্ণহুত্বাদিসম্মিধানাং তদেবতৈব তত্র দেবতা? ইতি বিপ্রতিপত্তেরনুতবাদিহন্তে শব্দে ব্রহ্মদত্তঃ
শপথেন নির্ণয়ং চকাবেত্যা—উক্তাঃ ন্তি। প্রাপ্যাদিসংস্কৃতাং অথেনায়াস্তো
● যদ্বাদয়াদিতি সম্বন্ধঃ। নমু অয়াস্তাদিসংস্কৃতাং যথাপ্রাণে দেবতাভাং ন উক্তাত্তা
ভবিষ্যৎসংস্কৃতে, তত্রাহ—মুদো ন্তি। উক্তাবদাচায়েত্যুক্তসংস্কৃতিরিতি ইতি বিজ্ঞান
ন্তি। উক্তমীত্যা শপথক্রিয়য়া প্রাণ এবোল্লীখদেবতা। ইত্যস্মিন্ বিজ্ঞানে প্রত্যয়ো
বিশ্বাসস্তত্ত্ব যদাচাং, তত্র কর্তব্যতামাখ্যায়িকয়া দর্শয়তি ক্রতিরিতিং যাবৎ। আখ্যায়িকার্থ-
স্বেব নাচেতাদিনোক্তে পৌনঃকৃত্যনিগাশকাহ—ত মম মতি। শপথন্ত যাতস্তোণ
অপ্রামাণ্যেণৈপি ক্রতিমূলতয়া প্রামাণ্যং সিধ্যতিতি ভাবঃ। ১১ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'তদাপি' ইত্যাদি সেই এই অব্যবাহিত পূর্বোক্ত
বিষয়ে একটি আখ্যায়িকাতো শোনা যায়, ব্রহ্মদত্তনামক চৈকিতানৈয়, অর্থাৎ
চৈকিতানৈয় পুত্র—চৈকিতান, তাহার যুবা পুত্র—চৈকিতানৈয় রাজাকে অর্থাৎ
যজ্ঞীয় সৌমরস ভক্ষণ করিতে ক'বতে বলিয়াছিলেন। কি [বলিয়াছিলেন] ?
—এই যে চমসস্থ রাজা (সৌম),—যাহা আমি ভক্ষণ করিতেছি; তাহা,
তাহার অর্থাৎ মিথ্যাবাদী আমার বন্ধী—মন্তক নিপাতিত করুক; অর্থাৎ
স্পষ্টরূপে শিরঃপাত করুক; যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি। এখানে
'বিপাতয়তাং' পদটীতে আশংসা অর্থে লোট্। ('তু' প্রত্যয়) হইয়াছে; শেষে
সেই 'তু' স্থানে 'নাত্তু' (তাৎ) আদেশ হইয়াছে। (বি+পাতয়+তু—
তাৎ=বিপাতয়তাং)।

ভাল, এখানে মিথ্যাবাদিতার সম্ভাবনা ছিল কিসে? হাঁ, বলা হইতেছে,—
● অস্ম—পূর্বকর্তন পরিগণের যজ্ঞ উদ্গাতাই যুখ্যপ্রাণবাহক 'অয়াস্ত অগ্নিরস'
শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই অয়াস্ত উদ্গাতা যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত
অপর কোনও দেবভারূপে উক্তান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
আমি অনুতবাদী হইয়াছি; ['যদি আমি অনুতবাদী হইয়া থাকি, তাহা
হইলে] যজ্ঞদেবতা সেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন আমার মন্তক নিপাতিত
করুন', এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন। স্মৃতি ইহা দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ে দৃঢ়
প্রত্যয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শনক রিতেছেন। আখ্যায়িকা দ্বারা এই বিষয়টী

অবধারিত করিয়া ত্রুটি এখন নিজের কথায় তাহার উপসংহার করিতেছেন — সেই অশাস্ত্র আদ্বিত্য—উদগাতা যে, প্রাণতন্ত্র বাক্য ও নিজেরই অশাস্ত্রিত প্রাণের সাহায্যে উদগান করিয়াছিলেন, এই দিকান্তই উদগাতার উক্ত শপথ দ্বারা অবধারিত হইল বৃকিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

তস্মা হৈতস্ম সান্নো যঃ স্বং বেদ, ভবতি হ্যস্মাদম্, তস্মা বৈ সুর এব অম্, তস্মাদাহিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত, তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়াহিজ্যং কুর্যাৎ, তস্মাদ নজ্ঞে স্বরবত্তং দিদৃক্ষন্ত এব, অথো যস্মা স্বং ভবতি ; ভবতি হ্যস্মাদম্, ন এবমেতৎ সান্নো স্বং বেদ ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

অনুব্রাজ্যো যঃ (জনঃ) তস্মা (প্রকৃতস্মা) এতস্মা (প্রাণতন্ত্র প্রতিপন্নস্মা) সান্নো (সাম-শব্দবাচ্যস্মা প্রাণস্মা) স্বং (ধনং রহস্যং) বেদ (বিজ্ঞানাত) ; অস্মা (বিদুষঃ) হ (অবধারণে) স্বং (ধনং) ভবতি । তস্মা (সামন্যনঃ প্রাণস্মা) বৈ স্বরঃ (উদগাতাদিরূপঃ) এব স্বং (ধনং) [ভবতি] ; তস্মাৎ (হেতোঃ) আহিজ্যং (ঋত্বিক্-কর্ম—উদগানং) করিষ্যন্ উদগাতা বাচি (বাক্যবিশেষে) স্বরম্ ইচ্ছেত (ইচ্ছেৎ, সান্নো : ধনবত্তং সম্পাদয়িতুন্ উদগাতা আত্মনঃ স্বরসৌন্দর্য্যং সাধয়েদ্বিতি ভাবঃ) । তয়া স্বরসম্পন্নয়া (স্বস্বর-যুক্তয়া) বাচা আহিজ্যং (উদগানং) কুর্যাৎ [উদগাতা] ; যস্মাৎ যজ্ঞে স্বরস্মা ইন্দ্রা উপযোগতা অস্তি], তস্মাৎ এব যজ্ঞে স্বরবত্তং দিদৃক্ষন্তঃ (দ্রষ্টৃ-মিচ্ছন্তি) [জনাঃ] ; অথো (অপি) যস্মা (জনস্মা) স্বং (ধনং) ভবতি, [তমপি যথা দিদৃক্ষন্তে, তবাদিত্যর্থঃ] । [ইন্দ্রাণাং বিজ্ঞানকলম্বুসংস্পর্শতে—] অস্মা (বিজ্ঞাতুঃ) চ স্বং (ধনমপি) ভবতি ; যঃ সান্নো : এতৎ স্বম্ এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বেদিত্ব) , [তস্মৈ তৎ ফলমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৩ ॥ ২৫ ॥

অনুব্রাজ্যো যঃ । যিনি পূর্বেদান্ত এই প্রাণশচক সামের স্ব অর্থাৎ ধনস্বরূপ রহস্য জানেন, তদন্তই তাঁহারও ধনলাভ হইয়া থাকে । স্বরই হইতেছে সেই সামের স্ব—ধন ; যিনি আহিজ্য—ঋত্বিক্-কর্ম—উদগান করিবেন, তিনি অশাস্ত্রই বাক্যে স্বস্বর সম্পাদনে যত্নপর হইবেন—স্বস্বরসম্পন্ন সেই বাক্য দ্বারা আহিজ্য কর্ম করিবেন ; এই জন্তই সুধীগণ যজ্ঞে স্বস্বরসম্পন্ন উদগাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন ;

—জগতে যাহার ধন আছে, [তাহাকে যেকোন দেখিতে ইচ্ছা কবে, তদ্রূপ) । যে লোক সামের যথোক্তপ্রকার এই স্বরবিজ্ঞান জানেন, তাহার ঐ প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

শান্নং ব্রাহ্মণম্ । তস্য হৈতস্য । তস্মৈতি প্রকৃতং প্রাণমতি-
সম্বন্ধাতি । ই এতস্মৈতি মুখং বাপাদশ্যভিনয়েন । সান্নঃ সাম্যং দ্ব্যচাস্ত
প্রাণস্ত, যঃ যঃ ধনং বেদ ; তস্য হ কিং স্ত্যং ? ভবতি হ্যস্ত স্বম্ । ফলেন
প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য গুণ্যবেদে আহ—তস্য বৈ সান্নঃ স্বর এব স্বম্ । স্বর
ইতি কঠগতং মাদ্রুগ্যম্ ; তদেবাস্ত যং বিভূষণম্ তেন তি ভূষিতমুচ্ছিন্নং লক্ষ্যতে
উদগানম্ । যস্মাদেবম্ তস্মাদাহিক্যং ক্ষত্বিচ্ কস্ম উদগানং করিষ্যন্ বাচি বিষয়ে,
বাচি বাগাশ্রিতং স্বরমিচ্ছত ইচ্ছৎ । সান্নো ধনবস্তাং স্বরেণ চিকীর্ষু-
ক্ৰদগাতা । ইদন্ত প্রাসঙ্গিকং বিধায়তে ; সান্নঃ সৌমধ্যং স্বববধপ্রত্যয়ে
কর্তব্যো, ইচ্ছামাত্রেন সৌমধ্যং ন ভবতীতি দন্তদাবনটেলপাদি সামর্থ্যাৎ
কর্তব্যমিহার্যঃ । তন্মৈব সংস্কৃতয়া বাচি স্বরসম্প্রদায় আহিক্যং কুর্য্যাম্ ।
তস্মাৎ-যস্মাৎ সান্নঃ স্বভূতঃ স্বরঃ, তেন যেন ভূষিতঃ সাম । অতো যজ্ঞে
স্বরবন্তম্ উদগীতায়ং দিদৃক্ষস্ত এব দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি এব—ধনিনিমিব পৌকিকঃ ।
“সিদ্ধং হি লোকে, অথো অপি যস্ত যং ধনং ভবতি, তং ধনিনং দিদৃক্ষন্তে ইতি ।
সিদ্ধস্ত গুণবিজ্ঞানফলসম্বন্ধস্তোৎসাহারঃ ক্রিয়তে,—ভবতি হ্যস্ত স্বম্, য
এবমেতৎ সান্নঃ যং বেদেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

• টীকা । উল্লীখদেবতা প্রাণ এবেতি নিন্দ্য স্বমূর্বপ্রতিষ্ঠাগুণবিধানার্থম্ উত্তর-
কণ্ডিকাভ্রমবতারয়তি তদ্যেতাদিনা । কিমিত্যাদৌ ফলমভিলপ্যতে, তজ্জাহ—
ফলেনেন্তি । সৌমধ্যং সান্নো ভূষণমিত্যাহুভবমহুক্লযতি—তেন হীতি ।
কথং তিহি কঠগতং মাদ্রুগ্যং সম্পাদনীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি । প্রাণোহং মমৈব
গীতিভাবমাপন্ন সৌমধ্যং ধনমিত প্রকৃতে প্রাণবিজ্ঞানে গুণাবদবিবক্ষিতশ্চেৎ কিমি-
• ত্যাহুভবমহুক্লযতি কঠগতমাদ্রুগ্যম্ ? ইত্যাপদ্য দটকলতয়া, ইত্যাহ—ইদং দ্রষ্টম্ । অথোচ্ছায়াঃ
কর্তব্যত্বেন বিহিতায়াং তাবদ্যজ্ঞে সিদ্ধোপ কথং সৌমধ্যং সিধ্যৎ, নহি স্বর্গকামনামাত্রেন
স্বর্গঃ সিধ্যতি, অত আহ—সান্ন ইতি । তস্য মুখং তেন তচ্ছবিতস্য প্রাণস্তোপাসকায়কস্ত
স্বরবধপ্রত্যয়ে কার্যে সতি বিহিতেচ্ছামাত্রেন সান্নঃ সৌমধ্যং ন ভবতি, ইত্যস্মাৎ
সামর্থ্যাৎ দন্তদাবনাদি কর্তব্যমিত্যোক্তং অত্র বিধিসিদ্ধিমিতি বোজন্য । সৌমধ্যস্ত
সামভূষণে সমকমাহ—তস্মাদিতি । বৃষ্টাস্তমনন্তরবাক্যবটন্তেন স্পষ্টয়তি—প্রসিদ্ধং
হীতি । ভবতি হ্যস্ত স্বমিতি প্রাপেবোক্তবাৎ অনবিকা পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
সিদ্ধম্ভেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ । “তস্ম হৈতস্ম” ইত্যাদি । প্রস্তাবিত প্রাণের সহিত ‘তস্ম’ পদের সম্বন্ধ; ‘এতস্ম’ শব্দে মূখ্য প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করা হইয়াছে । ‘সায়ঃ’ অর্থ—সাম-শব্দ-বাচ্য প্রাণের । যে ব্যক্তি [পূৰ্ব্বোক্ত ‘এই সামশব্দবাচ্য প্রাণের] স্ব অর্থাৎ ধন জানেন; তাহার কি হয় ? [উত্তর—] নিশ্চয়ই তাহার স্ব (ধন) হয় । এইরূপ ফল কখন দ্বারা লোককে প্রলোভিত ও অভিমুখীভূত করিয়া (উজ্জ্বল করিয়া) তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—‘স্বয়ং’ হইতেছে পূৰ্ব্বোক্ত সামের স্ব (ধন) ; এখানে ‘স্বয়ং’ অর্থ কঠিনতা, মাধুর্য্য, (যাহার দরুণ লোককে ‘স্বকঠ’ বলা হয়) ; তাহাই [শব্দময়] সামের ভূষণ; সেই সুস্ববে ভূষিত হইলেই উদ্গামকে ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় । যেহেতু স্বই সামের সম্পদ; সেই হেতু আত্মিকার কার্য্য—উদ্গাম করিবার পূর্বে, উদ্গাতা যদি স্বরসম্পদের দ্বারা সামকে ধনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, বাক্য বিষয়ে অর্থাৎ বাক্যাত্মক স্বস্বর সম্পাদনে যত্ন করিবেন । এত যে, সুস্বরের বিধান, তাহা প্রাণজ্ঞকমাত্র; কেন না, উত্তম স্বর দ্বারা যদি সামকে স্বরসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা কেবল ইচ্ছামাত্রে হয় না; পরন্তু তাহার জ্ঞান দস্তশাবন ও তৈলপানাদি কার্য্যের অনুরোধ করিতে হয় । [উদ্গাতা] এইরূপ সুসংস্কৃত স্বরসম্পন্ন বাক্য দ্বারা আত্মিকার (উদ্গাম) করিবেন । সে হেতু - যেহেতু স্বয়ং হইতেছে সামের স্ব—ধনস্বরূপ, এবং তাহা দ্বারাই সাম শোভিত হয়; সেই হেতুই যজ্ঞে ধনার জ্ঞান স্বরসম্পন্ন (স্বকঠ) উদ্গাতাকেই সাধারণ লোকে দেখিতে ইচ্ছা করে । জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার ধন থাকে, সেই ধনী ব্যক্তিকে সকলে দেখিতে ইচ্ছা করে । প্রথমতঃ যে গুণবিজ্ঞানের ফল নিকাপিত হইয়াছে, এখানে সেই ফলপ্রাপ্তিবই উপসংহার করা হইতেছে মাত্র - ‘ভবতি হ সায়ঃ স্বঃ’—তাঁহারও ধনলাভ হয়, যিনি সামের উক্তপ্রকার ‘স্ব’ (স্বরসম্পদ) জানেন ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

তস্ম হৈতস্ম নাম্নো যঃ স্ব-বর্ণং বেদ, ভবতি হ্যস্ম স্ত-বর্ণম্,
তস্ম বৈ স্বর এব স্ত-বর্ণম্, ভবতি হ্যস্ম স্ত-বর্ণম্, য এবমেতৎ
সায়ঃ স্ত-বর্ণং বেদ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

সম্বলার্থঃ । অথাতোহপি সায়ো গুনো বিদীয়তে—তস্যোক্ত্যাদিনা ।
যঃ (জনঃ) তস্য (পূৰ্ব্বোক্তস্য) এতস্য (প্রাণাভিধেয়স্য) সায়ঃ হ স্ব-বর্ণং

(বর্ণদোষ্টবঃ) বেদ, অস্যা (বিহবঃ) হ (অপি) সুবর্ণঃ (বর্ণোৎকৃষঃ) ভাতি । তস্য সায়ঃ) বৈ (প্রসিদ্ধো) স্বরএব সুবর্ণম্ । | গুণবিজ্ঞান-ফলমুপসংহাযতে - | যঃ সায়ঃ এতৎ সুবর্ণম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, অস্যা (বিহবঃ) হ সুবর্ণং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

• **শ্রীলানুলাদ** । এখানে সামের আরও একটা গুণের বিধান করা হইতেছে—যে লোক সেই এই সামের সুবর্ণ (বর্ণগত উৎকর্ষ—স্ববিশেষ) জানেন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হয় ; সুবর্ণ তাহার সু-বর্ণ । পুনশ্চ বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—যে লোক সামের এই যথোক্তপ্রকার সুবর্ণ অর্জন করি, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

শ্রীলানুলাদ । অথাতো গুণঃ সুবর্ণোৎকর্ষো বিধীয়তে । অসাবপ সৌপর্ষ্যমের । এতাবানু বিশেষঃ পুষ্যঃ কণ্ঠগতমাধুৰ্যম্ ; ইদম্ভ লাক্ষণিকং সুবর্ণশব্দবচনম্ । তস্মৈ বৈতস্ম সায়ঃ যঃ সুবর্ণং বেদ, ভাতি হ্যস্ম সুবর্ণম্ ; সুবর্ণশব্দস্যামাচ্চাৎ, অবতর্যবয়োঃ লৌকিকম্ সুবর্ণং গুণবিজ্ঞান-ফলং ভবত্যত্যর্থঃ । তস্মৈ বৈ স্বরএব সুবর্ণম্ ; ভাতি হ্যস্ম সুবর্ণম্, যঃ এনেনেতৎ সায়ঃ সুবর্ণং বেদোক্ত পুষ্যং সর্ষম্ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

টীকা । সামো গুণান্তবমভারয়তি—অশ্রেতি । তচ্চ পুনরুক্তিঃ স্মাৎ, তত্রাহ—এতাবানুভিত । লাক্ষণিকং—কণ্ঠোৎকর্ষঃ বর্ণো দন্তোহয়মিত্যলক্ষণজ্ঞানপূর্বকঃ সূচ্য বর্ণোচ্চারণঃ মমৈব সামশব্দিত্যপাণ্ডিত্যতঃ ধর্মমিতি যাবৎ । লাক্ষণিকসৌখ্যগুণবৎ-প্রাণ-বিজ্ঞানবতো যথোক্তফলাভে হেতুমাৎ—সুবর্ণশব্দোভিত । বাক্যার্থমাহ—লৌকিক-মেনোভিত । ফলেন প্রলোভা অভিমুখ্যোভা, কিং তৎ সুবর্ণমিতি শুদ্ধবাবে কতে তস্মৈভিত । গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহরতি—ভবতীতি । সায়স্যচ্ছবচন্য প্রাণস্ত স্বরূপভূতভোক্ত যাবৎ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুলাদ । অতঃপর সামের সুবর্ণশালিত্ব আর একটা গুণ বর্ণিত হইতেছে । এই সুবর্ণও স্বরগত উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্বোক্ত গুণটী কণ্ঠগত মাধুর্য, আর এই গুণটী হইতেছে লাক্ষণিক ‘হহা দন্ত্য’ ‘হহা কণ্ঠ্য’ ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী উক্ত শব্দোচ্চারণ মাত্র ; ইহাও এখানে ‘সুবর্ণ’ শব্দের অর্থ । যে ব্যক্তি সেই এই সামের সুবর্ণ জানেন, তাহারও সুবর্ণ (বর্ণোচ্চারণে পটুতা অথবা কাঞ্চনপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে । কারণ, সুবর্ণ শব্দটী যেমন স্বরবোধক, তেমন কাঞ্চনেরও বাচক ; অতএব লোকপ্রাসঙ্গ্যে সুবর্ণলাভই যথোক্ত গুণবিজ্ঞানের ফল । স্বরই তাহার (সামের)

সুবর্ণ। যিনি সামের যথোক্ত সুবর্ণতত্ত্ব জানেন, তাঁহাবও সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। ইহার অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

তস্ম হৈতস্ম সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি ;
তস্ম বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খন্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো
গীযতেহম ইতু হক অহিঃ ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ। যঃ (জনঃ) তস্ম (পূর্বোক্তস্য) এতস্ম সাম্নঃ (প্রাণস্ম)
প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়স্থানং) বেদ, [সঃ বিদ্বান্] হ (কিল) প্রতিতিষ্ঠতি
(প্রতিষ্ঠাং লভতে) ; [কাসৌ প্রতিষ্ঠা ? ইত্যাহ—] বাক্ এব তস্ম (সামা-
ভিষ্মেষ) প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠতি অস্মান্ ইতি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ) । [কুতঃ ?]
হি (যস্মাৎ) এষঃ প্রাণঃ বাচি খন্ (নিশ্চয়ে) প্রাতীতঃ (সন্) এতৎ
(গানং) গীতে ; একে হ (অগ্রে গুনঃ) অগ্রে [প্রতিষ্ঠিতো গীতে] ইতি
উ (বিতর্কে) অহিঃ (কথয়তি) ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

অন্যানুবাদঃ। যে ব্যক্তি এই সাম-নামক প্রাণেব প্রতিষ্ঠা
(আশ্রয়স্থান) জানেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠাবান হন ; বাক্ই শু-
ভেছে ইহার প্রতিষ্ঠা ; কারণ, এই সামাখ্য প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াই গীতির আকারে গীত হইয়া থাকে ; অপর কেহ কেহ বলে—
অগ্রে [প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে] ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাস্যাম্ । তথা প্রতিষ্ঠাশ্রণং বিধিসম্মাহ—তস্ম হৈতস্ম
সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ ; প্রতিতিষ্ঠতিস্মামাত প্রাতীষ্ঠা—বাক্ ; তাং প্রতিষ্ঠাং
সাম্নো গুণং যো বেদ, স প্রতিতিষ্ঠতি হ । “তৎ যথা যথোপাসতে” ইতি
শ্রুতে: তদগুণত্বং যুক্তম্ ।

পূর্ববৎ ফলেন প্রতিলোভিতায় ‘কা প্রতিষ্ঠা’ ইতি শুক্রববে আহ—তস্ম বৈ
সাম্নো বাগেব । বাচিতি জিহ্বামূলাদিত্যং স্থানানামাখ্যা ; সৈব প্রতিষ্ঠা ।
তদাহ—বাচি হি জিহ্বামূলাদিবু হি যস্মাৎ প্রাতীতঃ সন্ এব প্রাণ এতদ্
গানং গীতে—গীতি ভাবমাপত্ততে, তস্মাৎ সাম্নঃ প্রতিষ্ঠা বাক্ । অগ্রে প্রাতীতঃ
গীযত ইতু হ একে অগ্রে অহিঃ ; হহ প্রততিষ্ঠতীত যুক্তম্ । অনিন্দিতহাদ্
একায়পক্ষস্ত বিকল্পেন প্রতিষ্ঠাশ্রণবিজ্ঞানং কুর্য্যাৎ—বাগ্ বা প্রতিষ্ঠা, অগ্নং
বেতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

টীকা । উপাস্ত প্রতীষ্ঠাশ্রবণে কথং উপাসকস্ত তৎশ্রবণং, তত্রাহ—তং যথোক্তি ।
অগ্নিশ্রবণং উরঃ-শিরঃ-কণ্ঠ-দন্তৌষ্ঠ নাসিকা তাদুনি গৃহ্যে । নিমিত্তাষ্টৌ স্থানানি বাক্-
ইত্যুচ্যন্তে, তত্রাহ—বাচি হীতি । গন্ধাস্তরমাহ—অন্ন ইতি । অন্নশ্রবণে
তৎপরিণামো দেহো গৃহ্যে । একীয়ণক্ষে যুক্তিমাহ—ইহেতি । কথং তর্হি প্রতিষ্ঠা-
শ্রবণং প্রাপ্তং বিজ্ঞানং কর্তব্যমত আহ—অনিন্দিতত্বাদিত্তি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

‘ভীষ্মানুবাদ’ । সেইরূপ সামাখ্য প্রাণের প্রতিষ্ঠানামক অপব
একটি শ্রবণ বিশদনের জন্য বলিতেছেন—যে লোক সেই এই সামের প্রতিষ্ঠা
জানেন ইত্যাদি । প্রাণ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তাহার
নাম—প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থ—বাক্ ; অর্থাৎ যে লোক সামের সেই প্রতিষ্ঠা
শ্রবণ জানেন, তিনি নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ‘তাঁহাকে যে যে ভাবে
উপাসনা করে, [উপাসক সেই সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়]’, এইরূপ অপর
ক্রতি অমুসারে উপাসকেব এইরূপ গুণলাভ যুক্তিসঙ্গতই বটে ।

পূর্বের স্থায় এখানেও শ্রবণশ্রবণে প্ররোচিত (উৎসুক) এবং ‘প্রতিষ্ঠা’
তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—বাক্ই উক্ত সামের
প্রতিষ্ঠা ; বাক্ শব্দটি বর্ণোচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূলাদির নাম । তাহাই প্রতিষ্ঠা-
স্বরূপ । যেহেতু উক্ত প্রাণ জিহ্বামূল প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থানে আশ্রিত
ব্যক্তিয়াই গানরূপে গীত হয়, অর্থাৎ গীতিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতুই
[বুঝিতে হইবে যে,] বাক্ই সামের প্রতিষ্ঠা-স্থান । অপর কেহ কেহ
বলেন যে, অগ্নে (অন্নময় দেহে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ;
এই কারণে অগ্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । [যাহা হউক,] এই অপর
পক্ষও যখন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রমাণবিরুদ্ধ নয়, তখন বিকল্প-
রূপে প্রতিষ্ঠাশ্রবণের উপাসনা করিবে,—হয় অগ্নকেই প্রতিষ্ঠা শ্রবণরূপে
চিন্তা করিবে, না হয় বাক্কেই প্রতিষ্ঠা-শ্রবণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

অথাৎ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ, স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম
প্রস্তোতি, স যত্র প্রস্তয়াৎ তদেতানি জপেৎ ।

“অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্ম্যামৃতং গময়েতি ।

ন যদাহাসতো মা সদগময়েতি, মৃত্যুর্বা অসৎ, সদমৃতং
মৃত্যোর্ম্যামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিতোবৈতদাহ ; তমসো মা

জ্যোতির্গময়েতি, যুহ্যুর্বে তনো জ্যোতিরমৃতং যুতোঃস্মাহমৃতং
গময়ামৃতং না কুর্ক্বিতোবৈতদাহ ; যুতোঃস্মাহমৃতং গময়েতি,
নাত্র তিরোহিতমিবািস্তি । অথ যানোত্তরাণি স্তোত্রাণি, তেসা-
অনেহ্নাগ্নমাগায়েৎ, তস্মাদ্ধ তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত
তত্ত্ব স এষ এবস্মিতৃদগা নাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়েত
তমাগায়তি, তদ্বৈতল্লোকজিহ্বে ন হৈবালোভাতায়া আশাস্তি,
য এবমেতৎ মান বেদ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সংল্লাখ্যঃ । সাম্প্রতং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্য বিদীয়তে—‘অথাভঃ’
ইত্যাদিভিঃ । অথ (অনন্তরং), অতঃ (অস্মাৎ—যস্মাৎ বিদুষা প্রযোজ্যমানং
জপকর্ম্য দেবভাবপ্রাপ্তিফলম্, তস্মাৎ হেতোঃ) পংম’নানাম্ (পবমান-
সংজ্ঞকানাং ত্রয়াণং যজুষাম্) অভ্যাহোঃ (জপকর্ম্য ; অভি—আভিমুখো
আরোহতি দেবভাবম অনেন জপদ্বয়াদ্ধা, ইতি অভ্যাহোঃ ; জপকর্ম্যং সংজ্ঞক-
[বিদীয়তে] । সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রস্তোতা (প্রস্তাবাখ্য স্তোত্রপাঠকঃ) বৈ থলু
(নিশ্চয়ে) সাম প্রস্তোতি (প্রস্তাব পঠাত) ; সঃ যত্র (যস্মিন্ কালে)
প্রস্তয়াৎ (স্বকর্তব্যং সমাচরেৎ), তৎ (তদা) এতানি (বক্ষ্যমাণানি ত্রীণি
যজুঃবি) জপেৎ—(১) অসং মা (মাং) সৎ (ব্রহ্ম) গময় ; (২) তমসঃ
(অজ্ঞানাৎ) মা (মাং) জ্যোতিঃ (প্রকাশং ব্রহ্ম গময় ; ৩) যুতোঃ
[সকাশাৎ] মা (মাং) অমৃতং (মুক্তিং) গময় তাত । [মন্ত্রাণামর্থম্ অতি-
দুর্বোধতয়া প্রুতিঃ স্বয়মেব ব্যক্তীকরোতি—] সঃ (মন্ত্রঃ) যৎ আহ—অসতঃ মা
সৎ গময়—ইতি ; [তস্তায়মর্থঃ—] ।

মৃত্যুঃ (মরণহেতুভূতে স্বাভাবিকে জ্ঞান-কর্ম্মণী), বৈ (এব) অসৎ, (অসৎফলক-
ত্বাৎ ; তথা অমৃতং (মরণনিবারকে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞান কর্ম্মণী) সৎ, (সস্তাবহেতু-
ত্বাৎ) ; [ততশ্চ] মা (মাং) যুতোঃ (স্বাভাবিকজ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণাৎ) অমৃতং
(শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ম্মণী) গময় (প্রাপয় —মা (মাং) অমৃতং কুরু ইত্যেব
এতৎ (ব্রাহ্মণং, আহ (কথিতবৎ) । তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়—ইতি,
[অন্তায়মর্থঃ—] মৃত্যুঃ বৈ (এব) তমঃ (অজ্ঞানাৎ, অজ্ঞানাং হি মরণহেতুত্বাৎ
মৃত্যু-রূচ্যতে), জ্যোতিঃ (জ্ঞানং চ অমৃতং, (অমরণহেতুত্বাৎ জ্যোতিষো-
হমৃতম্) ; [ততশ্চ] যুতোঃ (অজ্ঞানলক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং প্রকাশ-

লক্ষণং জ্ঞানং) গময় (প্রাপয়),—মাম্ অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং)
আহ । মৃত্যোঃ । উক্ত লক্ষণং) মা (মাং) অমৃতং (অমরগণভাবং) গময়
(প্রাপয়)—ইত্যত্র তিথোহিতামিব (অস্পষ্টার্থম্—ব্যাখ্যাযোগাৎ) [কাকি-
দপি] নাসি, [অতো নৈতৎ ব্যাখ্যাত] ।

অথ (যজমানোদগানানন্তরম্) যানি ইতরাণি (অংশিষ্টানি) স্তোত্রাণি
[সন্তি], তেষু অশ্রাভ্যঃ স্তোত্রং আশ্রনে (আশ্রয় উপকারার্থম্) আগায়েৎ
(প্রাণবিদ্ উদ্গাতা) প্রাণবদেব উদ্গানং কার্য্যাত) । [অস্মাৎ হেতোঃ] সঃ এষঃ
এবংবিদ্ উদ্গাতা আশ্রনে বা (আশ্রার্থং বা) যজমানায় বা যঃ কামং কাময়তে
(যৎ ফলং সাধারতুম্ ইচ্ছতি), তং কামম্ আগায়তি (সম্যক্ গায়তি), তস্মাৎ
(হেতোঃ) তেষু (যজমানসম্বন্ধিষু স্তোত্রেষু) প্রযজ্ঞামানেষু] উ [যজমানঃ]
যঃ কামং (ফলং) কাময়তে (অভিলষতি), তং বরং বৃণীত (প্রার্থয়েৎ) ।
যঃ (যঃ কাম্যৎ) এতৎ সাম (প্রাণং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ
(বিজ্ঞানাত), [তস্মৈতৎ ফলমুচ্যতে—] তৎ (যথোক্তং) এতৎ (প্রাণাশ্র-
দর্শনং) হ লোকজিৎ (প্রাণাশ্রলোকসাধনং) এব (নিশ্চয়ে), নৈব
হ অলোক্যতায়াঃ (লোকপ্রাপ্ত্যভাবস্ত) আশা (আশঙ্কা) অস্তি ; (সর্বথাপি
লোকপ্রাপ্তসাধনমেবৈতৎ প্রাণাশ্রবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥ ১৮ ॥

অন্যানুলাদে । সম্প্রতি “অথাতেঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণবিজ্ঞান
সম্পন্ন ব্যক্তির জপক্রিয়া বিহিত হইতেছে—

অতঃপর পবমানসংস্কৃত তিনটি মন্ত্রের অভ্যারোহ (দেবপ্রাপক
জপকর্ম্ম) কথিত হইতেছে । সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক অংশ-
বিশেষের পাঠক) সাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তাব নামক
সামাংশ পাঠ করিয়া থাকেন ; তিনি যখন প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তখন
এই [তিনটি মন্ত্র] জপ করিবেন,—‘অসৎঃ মা সৎ গময়’, ‘তমসঃ মা
জ্যোতিঃ গময়’, ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ ইতি । [শ্রুতি নিজেই
এই মন্ত্রার্থ বলিয়া দিতেছেন—] ‘অসতো মা সৎ গময়’ এই মন্ত্রটী যাহা
বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন— অসৎ অর্থ—
মৃত্যু ; আর ‘সৎ’ অর্থ—অমৃত ; [সুতরাং, ইহার অর্থ হইতেছে
যে,] আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত

(অমর) কর। ‘তমসো মা জ্যোতিঃ গময়’ এই মন্ত্রেও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—‘তমঃ’ অর্থ—অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু, আর ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—প্রকাশাত্মক জ্ঞান; [স্মৃতবাং অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু হইতে জ্যোতিরূপ অমৃত লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর। আর, ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ এই মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন অংশই তিরোহিত—অস্পর্শ নাই, [স্মৃতবাং, ইহার অর্থ প্রকাশ করা শ্রুতির আবশ্যক হয় নাই; ইহার অর্থ হইতেছে—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত লইয়া যাও ।]

অতঃপর আর যে (ছয়টি) স্তোত্র অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে অন্নাদা (অন্নভোগ যাহার ফল, সেই) স্তোত্র [প্রাণের ন্যায় প্রাস্তোতাও] আপনার জন্ত গান করিবেন। যেহেতু, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন উদগাতা আপনার জন্ত কিংবা যজমানের জন্ত যে ফল কামনা করেন, তাহাই গান করেন, অর্থাৎ গানের দ্বারা সেই সেই ফল সম্পাদন করেন, সেই হেতুই অবশিষ্ট স্তোত্র পাঠের সময় যজমান যে কোনও ফল কামনা করেন, তদ্বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবেন। যে ব্যক্তি এই সামসংজ্ঞক প্রাণকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি নিশ্চয়ই এই প্রাণাত্ম-লোক (প্রাণাত্মভাব) জয় কবেন কখনই তাহার অলোকাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির অভাবাশঙ্কা থাকে না; [তিনি নিজেই যখন প্রাণ স্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার ত আর অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতেই পারে না] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৩]

শান্তিঃ। এবং প্রাণবিজ্ঞানবতো অপকর্ম বিধিস্থতে।

যদ্বিজ্ঞানবতো অপকর্মণ্যধিকারঃ, তদ্বিজ্ঞানমুক্তম্। অথানন্তরম্, যস্মাচ্চৈবং বিদ্বা প্রযুক্ত্যমানং দেবতাব্যয় অস্ত্যারোহকং অপকর্ম, অতঃ তস্মাৎ তু তদ্বিধীয়তে ইহ। তস্ম চ উদগীথসংক্কাৎ সর্বত্র প্রাপ্তৌ পবমানানামিতি বচনাৎ, পবমানেষু ত্রিষপি কৰ্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াং পুনঃ কালসঙ্কোচং কৰোতি—স বৈ ধনু প্রাপ্তোতা সাম প্রাপ্তোতি। স প্রাপ্তোতা, যত্র যস্মিন্ কালে সাম প্রাপ্তয়াং প্রারভতে, তস্মিন্ কালে এতানি কৰেৎ। অস্তু চ অপকর্মণ

আখ্যা ‘অভ্যারোহঃ’ ইতি । আভিমুখ্যেন আরোহতি অনেন জপকৰ্ম্মণা এব বিৎ দেবভাবমাত্মনম্—ইত্যভ্যারোহঃ । এতানীতি বহুবচনং ত্রীণি যজুর্বি । দ্বিতীয়ানির্দেশাদ্ ব্রাহ্মণোৎপত্ত্বাচ্চ যথাপঠিত এব স্বরঃ প্রযোক্তব্যঃ, ন মাস্তঃ । যাজমানং জপকৰ্ম্ম । ১

• এতানি তানি যজুর্বি—“অসতো মা সদগময়,” “তমসো মা জ্যোতির্গময়,” “মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়” ইতি । মন্ত্রানামর্থস্তিরোচ্চিতো ভবতীতি স্বয়মেব বা চষ্টে ব্রাহ্মণং মন্ত্রার্থম্—স মন্ত্ৰো যদাহ যদুক্তবান্; কে হসাবর্থঃ? ইত্যাচ্যতে—“অসতো মা সদগময়” ইতি । মৃত্যুর্মে অসৎ—স্বাভাবিককৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে মৃত্যু-রিত্যাচ্যতে; অসৎ অত্যন্তাধোভাবহেতুত্বাৎ; সৎ অমৃতম্—সৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে, অমরণহেতুত্বাদমৃতম্ । তস্যাং অসতঃ অসৎকৰ্ম্মণোহজ্ঞানোচ্চ মা মাং সৎ শাস্ত্রীয়কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানে গময় দেবভাবসাধনাত্মভাবম্ আপাদয়েত্যর্থঃ । তত্র বাক্যার্থমাহ—অমৃতং মা কুরু, ইত্যেবৈবতদাহেতি । ২

তথা, “তমসো মা জ্যোতির্গময়” ইতি । মৃত্যুর্মে তমঃ, সৰ্বং হি অজ্ঞানম্ আবরণাশ্লকত্বাৎ তমঃ, তদেব চ মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ । জ্যোতিঃ অমৃতং পুনোক্তাবপরীতং দৈবং স্বরূপম্ । প্রকাশাত্মকব্রাহ্মজ্ঞানং জ্যোতিঃ, তদেবামৃতম্ অবিনাশাত্মকত্বাৎ; তস্যাং তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি । পূৰ্ব্বং মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েত্যাদি; অমৃতং মা কুরুত্যেবৈবতদাহ—দৈবঃ প্রাজাপত্যঃ ফলভাব-মাপাদয়েত্যর্থঃ । ৩

• পূৰ্ব্বো মন্ত্ৰোহিসাধনত্বভাবে সাধনভাবমাপাদয়েতি; দ্বিতীয়স্ত সাধন-ভাবাদপি অজ্ঞানরূপাৎ সাধ্যভাবমাপাদয়েতি । মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়েতি পূৰ্ব্বয়োর্বৈব মন্ত্ৰয়োঃ সমুচ্চিতোহর্থঃ তৃতীয়েন মন্ত্ৰেণোচ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধার্থ-তৈব । নাত্র তৃতীয়ে মন্ত্ৰে তিরোহিতম্ অন্তর্হিতামিব অর্থরূপং পূৰ্ব্বয়োর্বৈব মন্ত্ৰয়োরাশ্চ, যথাক্রমং এবার্থঃ । ৪

• যাজমানমুক্তানং কৃত্বা পবমানেষু ত্রিষু অথ অনন্তরং যানীতরাণি শিষ্টা ন স্তোত্রাণি, তেষাং অনে অন্নাত্মমাগাথে—প্রাণবিহুলাভা! প্রাণভূতঃ প্রাণবদেঃ । যস্মাৎ স এষ উল্লাতা এবং প্রাণং যথোক্তং বেত্তি, ‘অঃ’ প্রাণবদেব তং কামং সাধয়িতুং সমর্থঃ; তস্মাদ্যজ্ঞমানন্তেষু স্তোত্রেষু প্রযুক্ত্যমানেষু বরং বৃণীত; যং কামং কাময়েত, তং কামং বরং বৃণীত প্রার্থয়েত । যস্মাৎ স এষ এবংবিহুলাভেতি তস্মাচ্ছন্দাৎ প্রাণেব সম্বধ্যতে । আয়নে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়েত ইচ্ছত্বাদ্গতা, তমাগায়তি আগানেন সাধয়তি । ৫

এবং তাবজ্ঞান-কৰ্মভ্যাং প্রাণাশ্মপত্তিরিত্যুক্তম্ ; তত্র নাস্ত্যাশঙ্কাসম্ভবঃ ;
অতঃ কৰ্মাপায়ে প্রাণাপত্তিৰ্ভবতি বা ন বা ইত্যশঙ্ক্যতে ; তদাশঙ্কা-
নিবৃত্ত্যর্থমাহ—তদ্বৈতল্লোকজিদেবেতি । তৎ হ তদেতৎ প্রাণদর্শনং কৰ্ম-
বিযুক্তং কেবলমপি লোকজিদেবেতি লোকসাধনমেব । ন হ এব
অলোকাভ্যায়ৈ অলোকাহঁহায় আশা আশংসনং প্রার্থনং, নৈবাস্তি, হ ।
ন হি প্রাণাশ্মনি উৎপন্নাত্মাভিমানস্ত তৎপ্রাপ্ত্যাশংসনং সম্ভবতি । ন হি
গ্রামস্থঃ কদা গ্রামং প্রাপ্নুয়ামিত্যরণ্যস্থ ইবাশাস্তে । অসম্বন্ধকৃষ্টবিষয়ে
হি অনাত্মাত্মাশংসনম্, ন তৎ স্বাত্মনি সম্ভবতি । তস্মাৎ ন আশা অস্তি—কদাচিত্
প্রাণাত্মভাবং ন প্রতিপদ্যেয়ম্ ইতি । ৬

কস্মৈতৎ ? য এবমেতৎ সাম পাণং যথোক্তং নির্দ্ধারিত-মহিমানং বেদ—
'অহমস্মি প্রাণ ইন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গৈরানুতরৈঃ পাপুভিঃ অধর্ষণীয়ে বিস্কন্ধঃ; বাগাদি
পঞ্চকং চ মদাশ্রয়ত্বাদ্ অগ্নাদাদ্যগ্নধরুপং স্বাত্মাবিকর্ষজ্ঞানোথে দ্রব্যবিষয়াসঙ্গ-
অনিতানুতরপাপুদোষবিযুক্তম্ ; সর্বভূতেষু চ মাশ্রয়ান্নাত্মোপযোগবন্ধনম্ ;
আত্মা চাহং সর্বভূতানাম্ আঙ্গিবেদগতঃ ; ঋগ্যজুঃসামোক্তগীতভূতায়াম্চ বাচ
আত্মা, তদ্ব্যাপ্তেস্তদ্বৈতকত্বাচ্চ ; মম সাত্মো গীতভাবমাপত্তমানস্ত বাহ্যং ধনং
ভূষণং সৌন্দর্য্যম্ ; ততোহপাত্তরহং সৌবর্ণ্যং লাক্ষণিকং সৌন্দর্য্যম্ ; গীতি-
ভাবমাপত্তমানস্ত মম কণ্ঠাদিহানানি প্রতিষ্ঠা ; এবংগুণোহহং পুত্তিকাদি-
শরীরেষু কাংশ্চেন পবিসমাপ্তঃ অমূর্ত্তহাং সর্বগতত্বাচ্চ' ইতি—আ এবমভি-
মানাভিযাক্তেঃ বেদ উপাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণ ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

টীকা । অর্থাতঃ পবমানানাম্ ইত্যাম্বিক্যমবতারয়তি—এবমিতি । তত্রাধশব্দং
ব্যাচষ্টে—যদ্বিজ্ঞানবত ইতি । অতঃশব্দার্থমাহ—যস্ম্যাস্তেতি । ইহতি
প্রাণবিহুতিঃ । কদা তর্হি অপকর্য কৰ্ত্তব্যং, তত্রাহ—তস্মৈতি । উল্লীখেনাত্মায়াম,
কং ন উৎগায়েতি চ প্রকরণাদুৎগীথেন সম্বন্ধাৎ অপকর্য সর্বজ্ঞোদগানকালে প্রাপ্তৌ পবমানা-
নামেবেতি বচনাৎ কালনিয়মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । স বৈ স্বত্বাদিবাক্যাতাৎপৰ্য্যমাহ—পবমান-
মিতি । নম্ কৰ্ত্তব্যব্যবহারোহঃ শ্রয়তে: অপকর্য বিধিসিদ্ধিমিতি চোচ্যতে, কিং কেন
সঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্য আহ—অস্মৈ চোক্তে । অভিযারোহশব্দস্ত ন তত্র রুচিঃ, বুদ্ধপ্রয়োগা-
ভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আভিমম্শ্রোনেতি । বহুর্থব্রাহ্মণায়াম্ অনিয়তপাদাকরত্বাৎ
“অসতো মা সদগময়” ইত্যরণ্য একো বারো বা মতৌ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—এতানীতি ।
যদ্বামী বাজুবা মত্ৰাভিহি মাত্রেণ স্বরেণ বৈভাবিকগ্রহোক্তেন ভাবমিত্যাশঙ্ক্য আহ—
দ্বিতীয়েতি । যত্র স্বরো বিযুক্তিতত্ত্ব তৃতীয়নির্দেশো দৃষ্টতে । উক্তৈ রূচা দ্রিয়তে,

উকৈঃ সান্না, উপাংগু বজ্জুবা' ইতি । প্রকৃতে তু দ্বিতীয়ানিদেশাঙ্কপকর্ষমাত্রং প্রভীয়তে, মন্ত্রস্ত স্বরো ন প্রতিভাতীত্যং । কেন তর্হি স্বরো প্রয়োগো মন্ত্রাণ্যামিতি চেৎ, তত্রাহ—
ত্রাশ্রয়ণেন্দি । ভবতু, শাতপথেন স্বরো মন্ত্রাণাং প্রয়োগস্তথাপি কিমভিজ্ঞাঃ, কিং বা
বাজনানং জপকর্ষেতি বাক্যমাহ—যাজ্ঞমান্যামিতি । ১

ব্যাচিখ্যাসিদ্ধবজ্জুবাং স্বরূপং দর্শয়তি—এতানীতি । মন্ত্রাণ্যশ্বেন পদার্থো
বাক্যার্থস্তৎকলং চেতি ত্রয়মুচ্যতে । ২

লৌকিকং তমো ব্যবর্তয়তি—অর্কং হীতি । পূর্বেজ্ঞপদেন ব্যাখ্যাতং তমো গৃহ্যতে ।
• বৈশদ্র্যো হেতুমা—প্রকাশাত্মকত্বাদিতি । জ্ঞানং তেন সাধ্যমিতি বাবৎ ।
পদার্থোক্তিসমাপ্তাবিশদঃ । উত্তরবাক্যাভাং বাক্যার্থস্তৎকলং চেতি দ্বয়ং ক্রমেণোচ্যতে,
ইত্যা—পূর্ববাদিতি । কলবাক্যমাদায় পূর্বস্মাৎবিশেষং দর্শয়তি—অমৃতমিতি । ৩

প্রথমদ্বিতীয়ময়োরর্থভেদাপ্রভাভে: পুনরুক্তিমাপদ্য অবাস্তবতেন্দ্রমাহ—পূর্বো মন্ত্র
ইতি । তথাপি তৃতীয়ে মন্ত্রে পুনরুক্তিস্তদবস্থা, ইত্যাক্ষাহ—পূর্বস্মোরিতি । ৪

বৃত্তমনুজ্ঞোত্তরবাক্যমবগাধ্য ব্যাচষ্টে—যাজ্ঞমান্যামিতি । স্বা প্রাণস্ত্রিষু পবমানেন্
সাধারণমাগানং কৃৎ শিষ্টেযু স্তোত্রেযু স্বার্থমাগানমকরোৎ, তথোচ্যাহ—প্রাণবিদিত্তি ।
তদ্বিধোহপি তদমাগানে যোগাতামাহ—প্রাণভূত ইতি । হেতুবাক্যমাদৌ
ষোজয়তি—যস্মাদিতি । ঐতিজ্ঞাবাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি । কিমিতি ব্যত্যাসেন
বাক্যস্বরূপাণ্যনমিত্যাশ্চকার্য্যচেতি জ্ঞানেন পাঠক্রমমনাদৃতা পরিহরতি—যস্মাদিত্যা-
দিনা । স এব এবংবিদুলাতা, আত্মনে যজমানায় বা বা কামং কাময়তে, তমাগানে
সাধয়তি । যস্মাদিতি হেতুগ্রন্থস্তস্মাদিতি ঐতিজ্ঞাগ্রন্থং প্রাপেব সম্বধাত ইতি ষোজনা । ৫

বৃত্তং কীর্তয়তি—এবং তবাবাদিত্তি । তত্র কৰ্ম্মসমুচ্চিতে জ্ঞানে দেবতাগ্ৰৌ শঙ্কা-
সম্ভবো নান্তি বিধঃ সহকৃতয়োক্তানকর্ষণোঃ ভদাশ্চিহ্নেতুত্বাদিত্যাহ—তত্রৈতি । সমনস্তরং
স্বাক্যমবতারয়তি—অত ইতি । সমুচ্চর্য্যং কলাপেদুর্ভবাদিতি বাবৎ । ন হেতাদিনা
পদানি চিল্লন্দবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অলোকাহ'ত্বায়ৈতি । তদেব নুটয়তি—
ন হীতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—নহীতি । দৃষ্টমানমাগানং তর্হি কস্মিন্ বিধে
জ্ঞানিত্যাশঙ্ক্যাহ অদম্মিকৃৎচেতি । প্রাণাশ্বনা ব্যবহৃত্তস্ত বিদ্রবস্তদাশ্রয়ঃ
কদাচিতদং ন প্রতিপত্ত্বয় ইত্যশংসনং নাপ্তিতি নিগময়তি—তস্মাদিতি । ৬

• কৰ্ম্মসমুচ্চিতাহুপাসনাং কেবলাচ্চ প্রাণাশ্বজং কলমুক্তং, তত্র সমুচ্চিতাহুপাত্ত্বজমানস্ত
বা কলং কেবলাকোপাসনাং তয়োঃস্তত্তরস্তাত্ত্ব বা কস্তচ্চিহ্নেতি জিজ্ঞাসমানঃ শঙ্কে—
কস্মৈতি । জ্ঞানকৰ্ম্মগোক্তরজ্ঞ সমভাবাহুতয়োঃপি বচনাং কলসিদ্ধিঃ । আশ্রমাস্তর-
বিষয়ং তু কেবলজ্ঞানস্ত লোকজয়হেতুত্বমিত্যাভিপ্রেত্যা—য এবমিতি । এবংশক
প্রকৃতপদার্থমিহাং পূর্বেজ্ঞং সর্বং বেদ্বজ্জপং সংকিপতি—অহমস্মীত্যাদিনা ।
তস্ত বাগাদিত্যো বিশেষং দর্শয়তি—ইতিয়েতি । কিমিদানীং প্রাণৈকোপাত্ত্বজ
বাগাদিপককর্ষণেন্দিতিমিতি, নেত্যা—বাগাদীতি । তস্ত প্রাণাশ্রয়েষ্মপি কৃতো
দেবতাজ্ঞ, আসদপাণ্যবিদ্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাজ্ঞাবিকৈতি । অরকুতোপকারং

প্রাণবায়ু বায়াদৌ স্মারয়তি—অর্কোতি । রূপায়কে জগতি প্রাণস্ত বরুণমহুসন্ধে—
আত্মা চেতি । নামায়কে জগতি প্রাণস্ত আশ্বমুক্তং স্মারয়তি—ঋগ্ভিত্তি । সতি
সামবে গীতিভাবাবস্থায়ং প্রাণস্তোক্তং বাহুবাস্তরং চ সৌম্যং সৌবর্গ্যমিতি গুণব্রহ্মসুবদতি—
মমেতি । তত্শিব বৈকল্লিকীং প্রতিষ্ঠামুক্তামহুস্মারয়তি—গীতীতি । যথেষেত্যানি-
নোক্তং পরায়ুগতি—এবংগুণোহহমিতি । ইত্যেবমভিমানান্তি ব্যক্তিপর্যন্তং যো
যায়তি, ভসোদং কলমিত্যুপসংহরতি—ইত্যুতি ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ । ১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । অতি এখন যথোক্ত প্রকার প্রাণ-বিজ্ঞানাম্পন্ন
ব্যক্তির জন্ম জপকর্ষ বিধানের ইচ্ছা করিতেছেন । যথিযক্ক বিজ্ঞানশালী
ব্যক্তির জপক্রিয়ার অধিকার, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । যেহেতু বিষৎ-
পুরুষাভিষ্ঠিত এই জপক্রিয়ার ফল হইতেছে—দেবভাবে অভ্যারোহ অর্থাৎ
দেবভাবাপ্তি ; সেই হেতু অতঃপর, এখানে তাহাই বিহিত হইতেছে । উল্লীধ-
প্রকরণে বিহিত উল্লীধের সর্বত্রই জপের সম্ভাবনা ছিল ; এইজন্ম বিশেষ
করিয়া ‘পবমানানাম্’ বলা হইয়াছে ; তাহার পর, ‘পবমান’ শব্দে
(‘পবমানানাম্’) বহুবচন থাকায় তিনটি ‘পবমান’ শব্দেরই জপক্রিয়ায় প্রসক্তি
ছিল ; এই জন্ম “স বৈ থলু প্রস্তোতা সাম প্রতীতি” বলিয়া পুনশ্চ তাহার
কাল-সঙ্কোচ করিতেছেন,—সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠকর্তা
—ঋগ্ভিগ্ভিশেষ) ঠিক সেই সময়ই এই তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন । এই জপ-
ক্রিয়ার বিশেষ নাম—‘অভ্যারোহ’ ; [ইহার যৌগিকার্থ এইরূপ—] প্রাণবিৎ
এই জপক্রিয়া দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করেন বলিয়া ইহার নাম
‘অভ্যারোহ’ । ‘এতানি’ এই বহুবচন থাকায় যজুর মন্ত্র তিনটি বুঝিতে
হইবে ; ‘এতানি’ পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় এবং ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে
পণ্ডিত হওয়াৎ যথাক্রম স্বরানুসারেই ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু মন্ত্র-
ভাগোক্ত স্বরানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে না (*) । এই জপক্রিয়াটি
ব্রহ্মজ্ঞানের কর্তব্য (ঋষিকের নহে) । ১ -

(*) তাৎপর্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । আপভব বলিয়াছেন
—“মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বৈদ্যমধেয়ম্”, অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, উভয়ের সম্মিলিত নাম ‘বেদ’ ।
মন্ত্রভাগের গুঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করে বলিয়া ‘ব্রাহ্মণ’ নাম প্রদত্ত হইয়াছে । মন্ত্রভাগে
প্রধানতঃ ক্রিয়ারিধি ও তদুপযোগী কথাবার্তা আছে, আর ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ জ্ঞান ও
ইতিহাসাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে । আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষৎটিও বহুবর্ষে

সেই যজুঃ তিনটি এই—“অসতঃ মা সৎ গময়,” “তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়,” “মৃতোঃ মা অমৃতং গময়” ইতি । মন্ত্রগুলির অর্থ তিরোহিত (অম্পষ্ট) আছে ; এই জন্ত, এই মন্ত্রদ্বয়ে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ এই শ্রুতি) নিজেই সেই সমুদয় অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন । সেই অর্থ কি-প্রকার, তাহা বলিতেছেন,—‘অসতঃ মা সৎ গময়’ ইতি, মৃত্যুই অসৎ ; এখানে মৃত্যু’ শব্দে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম অভিহিত হইয়াছে, অত্যন্ত অধঃপতনের কারণ বলিয়া উহাই অসৎ ; আর সৎ হইতেছে অমৃত ; শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম মৃত্যুভয় নিবারণের হেতু বলিয়া, তাহার সৎ-পদবাচ্য । অতএব [ইহার অর্থ হইতেছে যে,] অসৎ হইতে—অসৎ কর্ম ও জ্ঞান হইতে আমাকে সতে—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম ও জ্ঞানে লইয়া যাও, অর্থাৎ দেবভাব লাভের উপায়ভূত দাস্ত্র্যভাব লাভ করাও । বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—আমাকে অমৃত কর ; এই অর্থই প্রথম মন্ত্রটি বলিয়াছেন । ২

সেইরূপ, ‘তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়’ এর মন্ত্রেরও অর্থ বলিতেছেন—‘তমঃ’ অর্থ—মৃত্যু ; কেন না, অজ্ঞানমাত্রই বোধশক্তির আবরক, আবরক বলিয়াই তমঃ-শব্দবাচ্য ; তাহাই আবার মৃত্যুর হেতুভূত বলিয়া মৃত্যু-রূপ ; আর ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—অমৃত, অর্থাৎ তমের বিপরীত দৈব রূপ ; জ্ঞান স্বভাবতঃই প্রকাশাত্মক, এই কারণে জ্যোতিঃ-শব্দবাচ্য ; তাহাই আবার

দ্যাবাপৃথিবী শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত ; ইহা ছাড়া মাধ্যমিনী শাখাতেও অনুরূপ উপনিষৎ আছে । উভয়ের মধ্যে বিষয়গত অনেক সাম্য থাকিলেও পাঠগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে । জুর্বেদে ছন্দোহুম্বারী পাদবিভাগ কিংবা অক্ষর-সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই ; স্মৃতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে মন্ত্র কয়টি ? সেই সন্দেহ তন্ত্রনার্থ ভাব্যকার বলিয়াছেন—‘ত্রিণি জু’বি যজুর্মন্ত্র এখানে তিনটি ; কমও নহে, বেশীও নহে । পুনশ্চ আশঙ্কা হইল যে, এই তিনটিই যখন মন্ত্র, তখন বৈভাবিক-গ্রহে মন্ত্রসম্বন্ধে যে সমস্ত স্বরপ্রক্রিয়া কথিত আছে, যেমন—“উটৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উটৈঃ সায়ী, উপাংস্ত বজুযা” অর্থাৎ ঋক্ ও সামমন্ত্র উটৈঃস্বরে পাঠ করিবে, আর উপাংস্ত স্বরে বজুর্মন্ত্র পাঠ করিবে, উপাংস্ত অর্থ—মৃদু স্বর, বাহা কেবল পাঠকের মাত্র কর্ণগোচর হয়, ইত্যাদি ; এখানে সে সমস্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত ভাব্যকার বলিলেন—এখানে মন্ত্রোক্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে না, বধাশ্রুত ব্রহ্ম দীর্ঘ অনুসারে পাঠ করিতে হইবে মাত্র । বিশেষতঃ “উটৈঃ ঋচা” ইত্যাদি হ্রস্ব অনুসারে জানা যায়, যেখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত থাকে, সেখানে তৃতীয়া বক্তৃত্তির নির্দেশ থাকে, কিন্তু এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকার বুঝা যায় যে, এখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ।

অধিনাশাত্মক বলিয়া অমৃত; সেই তমঃ হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও । ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ ইত্যাদির অর্থও পূর্ববৎ, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর,—দিব্য প্রোক্ষাপত্য (প্রজাপতিহরূপ) ফল আমাকে লাভ করাও, ইহাই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে । ৩

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই য, সাধন-হীন অবস্থা হইতে আমাকে সাধনাবস্থা প্রাপ্ত করাও, আর দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, অজ্ঞানাশ্রয় সাধনাবস্থা হইতেও আমাকে ফলীভূত সাধনাবস্থা লাভ করাও । প্রথমোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের যাহা অর্থ, ‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’ এই তৃতীয় মন্ত্রে আবার তাহাই সমুচিত বা সন্মিলিতভাবে অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই (স্পষ্টই) আছে । পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের দ্বায় এই তৃতীয় মন্ত্রে প্রতিপাদ্য অর্থ কিছুমাত্র তিরোহিত অর্থাৎ লুকায়িত নাই, যথাক্রম অর্থ ই ইহার অর্থ; [কাজেই ক্রটি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যিক মনে করেন নাই] । ৪

অতঃপর, প্রাণবিৎ [অতএব] প্রাণাত্ম্যভাবাপন্ন উদগাতা ঠিক প্রাণের দ্বায় পবমানদ্বয়ে যজমানসম্বন্ধী উদগান সম্পাদন করিবার পর অবশিষ্ট যে সমস্ত স্তোত্র আছে, তাহাতে আপনার জন্ত অন্নাত্ম গান করিবেন । যেহেতু সেই এই উদগাতা যথোক্ত প্রকারে প্রাণতত্ত্ব জানেন, সেই হেতু প্রাণের দ্বায়ই অল্পীকৃত কাম (ফল) সাধন করিতে সমর্থ হন; অতএব যে সময় সেই সমস্ত স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় যজমান বর প্রার্থনা করিবে।—সে যে ফল কামনা করে, সেই ফল বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবে । ‘তন্মাৎ’ শব্দ থাকায় তাহার অগ্রে ‘বন্মাৎ এবং বিদ্ উদগাতা’ এইরূপ পদ যোজনা করিতে হইবে । যেহেতু এবং বিদ্ উদগাতা নিজের জন্তই হউক, আর যজমানের জন্তই হউক, যে ফল কামনা করেন—ইচ্ছা করেন, তাহাই আগান করেন—যথাবিধি গান দ্বারা সম্পাদন করেন, [‘সেই হেতু’ যজমান বর প্রার্থনা করিবে] । ৫

এইরূপে ত জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা প্রাণাত্ম্যভাবপ্রাপ্তির কথা বলা হইল; এ বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই; অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় হইতেছে যে, অজ্ঞানের কর্মের অপারে অর্থাৎ অভাব হইলেও প্রাণাত্ম্যভাব প্রাপ্তি হয় কি না ? সেই আশঙ্কা অগনয়নার্থ বলিতেছেন—“তদ্ হ এতলোক-জিদেব” ইতি, সেই এই প্রাণাত্ম্যদর্শন বা প্রাণবিজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্মবিযুক্ত হইলেও

নিশ্চয় লোকজিং—অবশ্যই অতীষ্ট লোকপ্রাপ্তির সাধক হয় ; নিশ্চয়ই অলোকা-
তার জন্তু—অতীষ্টলোকপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পক্ষে কখনও ত আশা প্রার্থনা
নাই । গ্রামস্থ লোক কখনই অরণ্যস্থ লোকের ত্রায় প্রার্থনা করিতে পারে
না যে, আমি কবে গ্রাম প্রাপ্ত হইব ; কেন না, অসম্মিহিত বা অপ্রাপ্ত অনাশ্র-
বস্ত্ত বিষয়েই আশংসা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত স্বীয়
আত্মাতে ত আর সেরূপ আশংসা হইতে পারে না । অতএব ‘আমি কখনও
প্রাণায়ত্নে নাই পাইতে পারি’ এরূপ সম্ভাবনা তাহার হইতে পারে না । ৬

উক্ত ফলপ্রাপ্তি কাহার হয় ? না, যে ব্যক্তি যথোক্ত মহিমাবিত
এই সামান্যক প্রাণকে জানে,—আমি হইতেছি—ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত-
রূপ আশুর পাপ দ্বারা অধঃগীর্ণ-বিশুদ্ধ ; এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি
ইন্দ্রিয়ও আমার আশ্রয়ে থাকিয়াই অগ্ন্যাগ্ন্যাত্মত্বাপন্ন এবং স্বাভাবিক
বা অপরিপুষ্ট-জ্ঞানজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তিজনিত আশুরপা-
বিশুদ্ধ হয়, অধিকন্তু সর্বভূতে মদাশ্রিত অগ্নাত্তের ভোগ্য বস্ত্তর উপভোগেও
সমর্থ হয় ; আঞ্জিরসদ্ব-নিবদ্ধন আমিই সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ,—ঋক্,
যজুঃ, সাম ও উকীর্থাগ্ন্যক বাক্যেরও আমিই আত্মা ; কারণ, ঐ
সমস্তই আমার অধীন এবং আমার দ্বারা নির্বাহিত হয় ; গীতিভাবপ্রাপ্ত
সামস্বরূপ আমার বাহ্য ধন—অলঙ্কার হইতেছে স্বরসৌষ্ঠব, তদপেক্ষাও
অন্তরতর অর্থাৎ সন্নিহিত ভূষণ হইতেছে সৌবর্ণ্য—বর্ণ-সৌষ্ঠব, তাহাও স্বর-
সৌন্দর্য্যই বটে ; গীতিভাবপ্রাপ্ত আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান হইতেছে—
কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি স্থান ; ঐদৃশগুণসম্পন্ন আমি অমৃত—নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন,
এবং সর্বব্যাপীঃ বলিয়া, পুষ্টিকাশীরেও সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত আছি ; যতকাল
আপনাত্ত প্রাণায়ত্নে অতিব্যক্ত না হয়, ততকাল যে জানে—উপা-
সনা করে ; [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয়ং ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

- আত্মবেদনগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ; মোহনুবীক্য নান্যদাত্ম-
নোহপশ্যৎ ; মোহমস্মাত্যাগ্রে ব্যাহরৎ, ততোহহংনামাভবৎ,
তস্মাদপ্যোতর্হামিত্তিতোহহময়মিত্যোবাগ্ৰ উক্তাখ্যান্যনাম প্রকৃতে—
যদস্ম ভবতি, স যৎ পূর্কোহস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপান্ ঔষৎ,
তস্মাৎ পুরুষঃ, ওষতি হ বৈ স তং যোহস্মাৎ পূর্কো বুভুযতি, য
এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ—অগ্রে (শরীরান্তরোৎপত্তে: প্রাক্) ইদং (অনুভূয়মানঃ
শরীরজাতং) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার-হস্তপদাদিসম্পন্নঃ বিরাক্ষরূপঃ) আত্মা
(প্রজাপতিঃ—প্রথমশরীরী) এব (ইতরবাবচ্ছেদে) আসীৎ, (নান্যং শরীরা-
ন্তরমিত্যর্থঃ) । সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) অনুবীক্য (মনসি আলোচ্য, আত্মনঃ
স্বরূপং বিচিন্ত্য) (আত্মনঃ) (স্বস্মাৎ) অগ্ৰৎ (পৃথগভূতং বস্তুস্বরূপং) ন অপশ্যৎ
(ন দৃষ্টবান্, আত্মানমেব কেবলং দৃষ্টবান্) । সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্রে (প্রথমং)
'অহম্ অস্মি' (সর্বাত্মা অহমস্মি) ইতি ব্যাহরৎ (উক্তবান্) ; ততঃ (অহং-
শব্দোচ্চারণাদেব) 'অহং'নামা (অহম্ ইতি নাম যন্ত, সঃ তথাভূতঃ) অভবৎ;
তস্মাৎ (হেতোঃ) এতহি অপি (ইদানীমপি) আমন্ত্রিতঃ (কস্মন্? ইতি পৃষ্টঃ সন্)
অগ্রে 'অহম্ অস্মি' ইতি এব উক্তা (কথয়িত্বা), অথ (অনস্তরং) অগ্ৰৎ নাম
কৃতে (কথয়তি),—যৎ (নাম) অস্ম (আমন্ত্রিতস্ত) ভবতি (কৃতসংক্লেপ-
অন্তি—যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত-প্রভৃতি) । যৎ (যস্মাৎ) সঃ (প্রজাপতিঃ) পূর্কঃ
(প্রথমোৎপন্নঃ সন্) সর্বান্ পাপান্ ঔষৎ (প্রাক্তন-জ্ঞানকর্মসংস্কারবলেন
দহ্যবান্), তস্মাৎ পুরুষঃ (পূর্কম্ ঔষৎ ইতি ব্যাপ্ত্যা 'পুরুষ'পদবাচ্যঃ অভবৎ) ।
[ইদানীং বিভ্রাফলমুচ্যতে—] য এবং (যথোক্ত-প্রকারম্) বেদ (বিজানতি),
সঃ [অপি],—যঃ (জনঃ) অস্মাৎ (বিতুষঃ) পূর্কঃ (প্রথমঃ অগ্রগণ্যঃ) বুভুযতি
(ভবিষ্যিচ্ছতি), তং (জনঃ) হ বৈ (নিশ্চয়ে) ওষতি (দহতি), [এতন্নজন-
কারী স্বয়মেব বিনশতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ । এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অগ্ৰ কোনও
শরীর প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)

আত্মা—বিরাট প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; তিনি বিশেষ আলোচনা করিবার পর—তাহার অতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না । তিনিই অগ্রে ‘অহম্ অস্মি’ অর্থাৎ আমি হইতেছি সকলের আত্মা, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন ; সেই হেতুই তিনি ‘অহম্’ নামে পরিচিত হইলেন । সেই কারণেই, এখনও ‘তুমি কে ?’ জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রথমে ‘এই আমি’ বলে ; পরে, তাহার যাহা নাম, সেই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে । যেহেতু তিনি এই সমস্তের পূর্বের সমস্ত পাপ দক্ষ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই ‘পুরুষ’-পদবাচ্য হইয়াছেন । অপরও যে লোক এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দক্ষ করেন, [ইহাই বিচার ফল] ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । আত্মবেদমগ্র আসীৎ । জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং সমুচ্চি-
তাভ্যাং প্রজাপতিঃ প্রাপ্তিক্স্যাখ্যাতা ; কেবলপ্রাণদর্শনেন চ—“তদ্বৈতলোক-
জিদেব” ইত্যাদিনা । প্রজাপতিঃ ফলভূতস্ত সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-
বিভূত্বাপবর্ণনেন জ্ঞান-কর্ম্মণোরৈক্যিকরোঃ ফলোৎকর্ষো বর্ণয়িতব্যঃ—ইত্যেব-
মর্থমারভাতে । তেন চ কর্ম্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্ম্মস্তুতিঃ কৃত্য ভবেৎ সামর্থ্যাৎ ;
বিবক্ষিতং যেতৎ—সর্ক্সমপ্যেতজ্ঞান-কর্ম্মফলং সংসার এব, ভগ্নারত্যাদ্বিযুক্ত-
শ্রবণাৎ কার্য্যকরণলক্ষণত্বাচ্ছুল্যবাস্তানিত্যবিষয়ত্বাচ্চেতি । ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ
কেবলান্না বক্ষ্যমাণান্না মোক্ষহেতুত্বমিত্যুক্তরার্থকেতি । ন হি সংসারবিষয়াৎ
সাধ্য-সাধনাদিভেদলক্ষণাৎ অবিরক্তস্ত আত্মৈক্যজ্ঞানবিষয়েইদিকারঃ, অত্বি-
তস্তেব পানে । তস্মাজ্ঞান-কর্ম্মফলোৎকর্ষোপবর্ণনম্ উত্তরার্থম্ । তথাচ
বক্ষ্যতি—“তদেতৎ পদনৌয়মস্ত” “তদেতৎ প্রেয়ঃ পূজাৎ” ইত্যাদি । ১

আত্মৈব, আত্মেতি প্রজাপতিঃ প্রথমোহুজঃ শরীর্যভিধীয়তে । বৈদিক-
জ্ঞান-কর্ম্মফলভূতঃ স এব,—কিম্ ? ইদং শরীরভেদজাতং তেন প্রজাপতি-
শরীরেণ অবিভক্তম্ আত্মৈবাসীৎ, অগ্রে প্রাক্শরীরাস্তরোপপত্তেঃ । স চ
পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্ ; স এব প্রথমঃ সত্ত্বতঃ
অশ্রুবীক্ষ্য অম্বালোচনং কৃৎস্না—‘কোহহং কিংলক্ষণো বাস্মি’ ইতি, নাত্তদ্বৎসরম্,
আত্মনঃ প্রাণপিণ্ডাত্মকাৎ কার্য্যকরণরূপাৎ, নাপশ্রুৎ ন দদর্শ । কেবলন্ত
আত্মানমেব সর্ক্সাত্মানমপশ্রুৎ, তথা পূর্ক্সজ্ঞানশ্রৌতবিজ্ঞানসংক্লতঃ ‘সোহহং প্রজা-
পতিঃ, সর্ক্সাত্মাহমস্মি’ ইতি অগ্রে বাহরৎ বাহুতবান্ । ততঃ তস্মাৎ, যতঃ পূর্ক্স-

জ্ঞানসংস্কারাদান্মানমেব ‘অহম্’ ইত্যভ্যধাৎ অগ্রে, তস্যাৎ অহংনাং অভবৎ, তন্তোপনিষদ্—অহমিতি ঋতিপ্রদর্শিতমেব নাম বক্ষ্যতি ; তস্যাৎ,—যস্যাৎ কারণে প্রজাপতো এবং বৃত্তম্, তস্যাৎ তৎকার্যভূতেনু প্রাণিবু এতর্হি এতন্নিয়মি কালে আমন্ত্রিতঃ—‘কন্তুম্’ইত্যাচঃ সন্ ‘অহময়ম্’ ততোবাগ্রে উক্তা কারণাত্মা ভিধানেন আত্মানমভিধায়াগ্রে, পুনর্কিংশেবনাম-জিজ্ঞাসবে, অথ অনন্তরঃ বিশেষ পিণ্ডাভিধানং ‘দেবদন্তো যজ্ঞদন্তো’ বেতি প্রক্ৰতে কথয়তি—যন্নামান্ত্র বিশেষপিণ্ডসা যাতাপিতৃকৃতং ভবতি, তৎ কথয়তি ॥ ২

স চ প্রজাপতিরতিক্রান্তজন্মানি সম্যক্কর্ম-জ্ঞানভাবনামুষ্ঠানৈঃ সাধকা-বহ্নায়াম্, বৎ যস্যাৎ কর্মজ্ঞানভাবনামুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বঃ প্রতিপিতৃহুনাং পূর্বঃ প্রথমঃ সন্, অস্যাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিতৃহুসমুদারাৎ সর্বস্যাৎ, আদৌ ওষৎ অদহৎ ; কিম্ ? আসন্নাজ্ঞানলক্ষণান্ সর্বান্ পাপান্ প্রজাপতিত্বপ্রতি-বন্ধকারণভূতান্ ॥ ৩

যস্মাদেবম্, তস্যাৎ পুরুষঃ—পূর্বমোষদিতি পুরুষঃ । যথায়ঃ প্রজাপতিরোষিত্বা প্রতিবন্ধকান্ পাপান্ সর্বান্, স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ ; এবমন্তোহপি জ্ঞান-কর্মভাবনামুষ্ঠানবাহিনা, কেবলং জ্ঞানবলাদা ওষতি তস্মাকরোতি হইবে সঃ তম্ ; কম্ ? যোহস্মাদিহুযঃ পূর্বঃ প্রথমঃ প্রজাপতিঃ বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি, তমিত্যর্থঃ । তৎ দর্শয়তি—য এবং বেদেতি ; সামর্থ্যাজ্জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্ ।

নহু অনর্থায় প্রাজাপত্য প্রতিপিতৃসা, এবংবিদা চেৎ দহতে ? নৈষ দোষঃ ; জ্ঞানভাবনোৎকর্ষাতাবাৎ প্রথমং প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্ত্যভাবমাত্রজ্ঞাৎ দাহন্য । উৎকৃষ্টসাধনঃ প্রথমঃ প্রজাপতিত্বং প্রাপ্নুবন্—নূনসাধনো “ন প্রাপ্নোতীতি স তৎ দহতীত্যাচ্যতে ; ন পুনঃ প্রত্যক্ষমুৎকৃষ্টসাধনেন ইতরো দহতে । যথা লোকে আজিস্ততাং যঃ প্রথমমাজ্জিমুপসর্পতি, তেনেতরে দহা ইব অপকৃতসামর্থ্যা ভবন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

টীকা । ব্রাহ্মণাশ্রমবতারা পূর্বেণ সযজ্ঞং বক্তৃং বৃত্তং কীর্তয়তি—আটৈঅবেত্যা-দিনা । কেবলপ্রাণদর্শনে চ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তিব্যাখ্যাতেতি সযজ্ঞঃ । ইদানীম্ আশ্রমভ্যাদেত্তেদম্ ইত্যতঃ প্রাজ্ঞনগ্রহস্য আগাততত্ত্বাংগধ্যাহ—প্রজাপতেতিতি । আদিপদেন সর্বাশ্রমাদি গৃহ্যতে । কলোৎকর্ষণপর্বনঃ কুর্যোপযুক্ত্যতে, তত্রাহ--তেন চেতি । কর্মকাণ্ডপদেন পূর্বগ্রহোহপি সংগৃহীতঃ । কলাতিশয়ো হেতুতিশয়া-পেকঃ, অগ্রথা আকস্মিকতাপাতাৎ । অতো জ্ঞানকর্মকলভূতত্ববিভূতিকৃত্যমানা জ্ঞানকর্মগো-র্ধ্বং দর্শয়তীত্যাহ—আমর্থ্যাদিতি । আগাতিকং ত্যাংগধ্যমুক্তা, পরমতাংগধ্যাহ—বিবক্ষিতং ত্বিতি । কিঞ্চ, বিষয়ং সংসারাত্তত্বং, কার্যকরণান্নাহং, অন্নাদিকার্য-

কারণবদিত্যাহ—কার্যোতি । প্রাজাপত্যপদস্য সংসারান্তর্ভূতত্বে বেদন্তরমাহ—স্বনোতি ।
 স্থলং সাধয়তি—ব্যাক্তেতি । অনিত্যত্বাৎ দৃশ্যত্বাচ্চ প্রজাপতিত্বং সংসারান্তর্গতমিত্যাহ
 —অনিত্যোতি । ইতিশব্দো বিবক্ষিতার্থসমাপ্তার্থঃ । কিমিত্যেতৎ বিবক্ষিতমুপবর্ণ্যতে,
 তত্রাহ—ব্রহ্মবিদ্যায়্যাহ ইতি । তচ্চেনং বিবক্ষিতার্থবচনম্ একাকিঞ্চা বিদ্যায়্যাহ
 বক্ষ্যমাণায়্যাহ মুক্তিচেতেতুস্মিন্তুত্বার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ । যদা হি কর্মজ্ঞানকলঃ প্রজাপতিত্বং
 সংসারী ইত্যুচ্যতে, তদা তৎপর্যন্তাৎ সর্বস্মাৎ তদ্বাদিরক্তস্য বক্ষ্যমাণবিদ্যায়্যাহবিকারঃ
 সোহস্মাভীত্যর্থঃ । অথ যস্য কস্যাচিদধিতামাত্রেন তত্রাধিকারসম্ভববৈধেয়গাং ন যুগ্মম্
 ইত্যশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । উভয়ত্রাপি বিষয়শব্দঃ পূর্বেণ সমানাদিকরণঃ । বিবক্ষিত-
 মমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । বৈরাগ্যমন্তরেণ জ্ঞানানধিকারাজ্জ্ঞানাদিকলস্য প্রজা-
 পতিত্বস্তোৎকর্ষবতঃ সংসারত্ববচনং ততো বিরক্তস্য বক্ষ্যমাণবিদ্যায়্যাহবিকারার্থম্ ।
 বিরক্তস্য বিদ্যাধিকারে মোক্ষাদপি বৈরাগ্যং স্যাদিতি্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি । নহ
 মোক্ষার্থং বিদ্যায়াং প্রবর্ত্তিতবাং, মোক্ষশ্চ অপূরবার্হত্বাৎ ন প্রেক্ষাবতা অর্থ্যতে, তত্রাহ—
 তদেতদিতি । ১

আপাতিকমনাপাতিকং চ তাৎপর্যমুক্ত্যাহ । প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি ব্যাকরোতি—
 আত্মৈবতি । তস্যামেধাধিকারে প্রকৃতত্বং স্থচয়তি—অন্তঃ ইতি ।
 পূর্বাংশ্মিনপি ব্রাহ্মণে তস্য প্রকৃতত্বমন্তীত্যাহ—বৈবদিকোতি । স এব আত্মনিত্তি
 সম্বন্ধঃ । স্থিত্যবস্থায়্যামপি প্রজাপতির্যেব সমষ্টিদেহঃ তত্ত্বাষ্টাষ্ট্রানাং তিষ্ঠতীতি বিশেষবিস্তিঃ,
 ইত্যশঙ্ক্যাহ—তেনোতি । আত্মশব্দেন পরস্যাপি গ্রহসম্ভবে কিমিতি বিরোডে-
 বোপাদীয়তে, ইত্যশঙ্ক্যাহ ব্যাকরণেনাদিত্যাহ—অ চেতি । বক্ষ্যমাণমথালোচনাদি
 বিবাড়াশ্চকর্তৃকমেবেত্যাহ—অ এবতি । স্বরূপধর্মবিষয়ো যো বিমর্শো । নাত্তদিত্তি
 ব্যাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—বস্তুস্তরমিতি । দর্শনশক্ত্যাবাদেব বস্তুস্তরং প্রজাপতিন
 দষ্টবীনিতি্যাশঙ্ক্যাহ কেবলং ইতি । সোহহমিত্যাди ব্যাচষ্টে—তথ্যেতি । যদা সর্ক্সায়া
 প্রজাপতিরহমিতি পূর্বাংশ্মিন লগ্ননি প্রোতেন বিজ্ঞানেন সংস্কৃতো বিরোড়ায়া, তথেনানীমপি
 কলাবহুঃ সোহহঃ প্রজাপতিরহমিতি প্রথমং ব্যাহতবানিত্তি বোজনম্ । ব্যাহরণকলমাহ—
 তত ইতি । কিমিতি প্রজাপতেরহমিতি নাযোচ্যতে, সাধারণং হৌং সর্ক্সেয়াম্ ;
 ইত্যাপেক্ষ্যেণাসনার্থমিত্যাহ—তস্মোতি । আধ্যাত্মিকস্ত চাক্ষুশস্ত পুরুষস্তাহমিতি রন্তং
 নামেতি যতো বক্ষ্যতি, অতঃ ক্রতিসিদ্ধমেবৈতন্মানাস্য ধ্যানার্থমিহোক্তমিত্যর্থঃ । প্রজা-
 পতেরহংনামে লোকপ্রসিদ্ধং প্রমাণয়িতুমুত্তরং ব্যাক্যমিত্যাহ—তস্মাদিতি । ২

উপাসনার্থং প্রজাপতেরহংনামোক্ত্যাহ । পুরুষনামনিরূচনং করোতি—অ চেত্যাদিনা ।
 পূর্বাংশ্মিন লগ্ননি সাধকবহিরাং কর্ণাচ্ছৃষ্টানৈরহমহমিকর্য্য প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তানাং মধ্যে
 পূর্ক্সো যঃ সম্যক্ কর্ণাচ্ছৃষ্টানৈঃ সর্বং প্রতিবন্ধকং বস্মাদবহং, তস্মাৎ স প্রজাপতিঃ
 পুরুষ ইতি বোজনম্ । উক্তমেব ক্ষুটয়তি—প্রথমঃ লগ্নিতি । সর্ক্সাদনাস্য
 প্রজাপতিত্বপ্রতিপিংসুসমুদায়াৎ প্রথমঃ সন্নোষদিত্তি সম্বন্ধঃ, আকাজ্ঞাপূরকং দাহং দর্শয়তি
 —কামিত্যাাদনাম্ । ৩

পূৰ্ণং প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকপ্রশংসিথে শিদ্ধমৰ্বমাহ—সম্মাদিত্তি । পূৰ্ণবশুণোপাসকস্য ফলমাহ—যথোক্তি । অয়ং প্রজাপতিরিত্তি ভবিষ্যদবৃত্তা সাধকোক্তিঃ, পূৰ্ণবঃ প্রজাপতিরিত্তি ফলাবহঃ স কথ্যতে । কোংসাবোবতীত্যপেক্ষ্যামাহ—তং দৰ্শয়তীতি । পূৰ্ণবশুণঃ প্রজাপতিরহমস্মীতি যো বিদ্বাং, সোংস্থানোবতীত্যর্থঃ । বিদ্বাসাম্যো কথমেবা ব্যবস্থা, ইত্যশঙ্ক্যঃ—সামর্থ্যাদিত্তি । হেতুসাম্যো দাহকত্বাহুপপত্তেঃ তৎপ্রকৰ্ণবানিতরান্ দহতীত্যর্থঃ । অসিদ্ধং দাহমাদায় চোদয়তি—নশ্চিত্তি । তথা চ তৎ-প্রোক্ষ্যোগ্যং তদুপাস্ত্যাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । ঐবাক্তিতঃ দাহঃ দৰ্শয়ন্তুরমাহ—নৈশ দোষ ইতি । তদেব স্পষ্টয়তি—উৎকৃষ্টেতি । প্রাপ্তবন্ ভবতীতি শেষঃ । উপচারিকং দাহং দৃষ্টাভেন সাধয়তি—যথোক্তি । আজিৰ্ম্ময়াদা, তাং সরত্তি ধাবন্তীত্যাজিহতঃ, তেবামিতি বাবৎ । ৩৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । “আত্মৈব ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি । সমুচিত অর্থাৎ সহায়ুষ্টিত জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা যে, প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, একথা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ; আর শুদ্ধ প্রাণ-দর্শনেও যে, ত্রৈপদ লাভ হয়, তাহাও “তন্ধৈ-তল্লোকজিৎ এষ” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । অতঃপর জ্ঞান ও কর্মেব ফলস্বরূপ প্রজাপতির যে, জগৎ-সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্যে স্বাতন্ত্র্যাদি বিভূতি বা মহিমা, তদুপবর্ণন দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের উৎকর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যিক, সেই উদ্দেশ্যেই এই চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । ইহা দ্বারা কর্ম-কাণ্ডোক্ত জ্ঞানসহকৃত কর্মেরও স্তুতি সাধিত হইল ; কিন্তু ইহার অভিপ্রেত প্রয়োজন হইতেছে এই যে, কর্মকাণ্ডে যত কিছু জ্ঞান-কর্ম বিহিত আছে, সংসারই সে সমুদয়ের মুখ্য ফল ; কারণ, ঐ সমস্ত ফলে ভয় ও উদ্বেগাদির উল্লেখ আছে, অধিকন্তু তৎসমস্তই কার্য্য-করণভাবাপন্ন (দেহেন্দ্রিয়াত্মক) এবং স্থূল, বায়ু ও অনিত্যতাদোষগ্ৰস্ত ; কেবল ব্রহ্মমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞাই মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু ; সুতরাং পরবর্তী ব্রহ্মবিজ্ঞার জন্মও এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে (১) । তুচ্ছা নঃ থাকিলে যেমন জলপানে প্রবৃত্তি হয় না,

(১) তাৎপৰ্য্য—এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ কেন আরম্ভ হইতেছে, এবং পূর্ব ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি প্রকার, তাহা কায় তাহা বলিয়া দিতেছেন । এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম প্রয়োজন প্রাজাপত্য-পদলাভরূপ উৎকৃষ্ট ফল-প্রদর্শন দ্বারা পূর্বকাণ্ডোক্ত জ্ঞান-কর্মের প্রশংসা করা ; কারণ, সাধনের উৎকর্ষ না থাকিলে কখনই উল্লেখকর্ষ হইতে পারে না ; কাজেই ফলোৎকর্ষ বর্ণনা দ্বারাই তৎসাধনভূত জ্ঞান-সহকৃত কর্মেরও স্তুতি সম্পন্ন হইল । দ্বিতীয় প্রয়োজন—ব্রহ্মমাণ ব্রহ্মবিজ্ঞার স্তুতি করা ; কেননা, দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—প্রাজাপত্য অধিকার

তেননি নানারকম সাধা-সাধনভাবপূর্ণ (কার্য-কারণাত্মক) এই সংসারে
যাহার বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য হয় না, তাহার কখনই আত্মজ্ঞানে অধিকার ও
প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; [পরবর্তী ব্রহ্মবিদ্যার যোক্ষরূপ ফল দর্শন করিলে
সহজেই পূর্বোক্ত ফলে লোকের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে] ; অতএব
জ্ঞানমিশ্রিত কর্মফলের যে, উৎকর্ষ বর্ণন, তাহা পরবর্তী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্বও
বটে । ‘মুমুকু ব্যক্তির ইহাই একমাত্র প্রাপ্য’, ‘সেই এট আত্মবস্তুটি পূত্র
অপেক্ষাও প্রিয়’ ইত্যাদি ক্রটিতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত করা হইবে । ১

ক্রতির ‘আত্মৈব’ এই আত্মা অর্থ—প্রজাপতি, যিনি অণু হইতে জাত
প্রথমশরীরী বলিয়া অভিহিত হন । বেদোক্ত জ্ঞান কর্ম্যাহুষ্ঠানের ফলস্বরূপ
একমাত্র তিনিই,—কি ? না, সেই প্রজাপতির শরীরের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ
তদাত্মক এই বিভিন্নজাতীয় শরীরসমূহ অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্বে তৎ-
স্বরূপই (প্রজাপতিস্বরূপই) ছিল । সেই আত্মাও (প্রজাপতিও) আবার
পুরুষবিধ—পুরুষাকৃতি অর্থাৎ হস্ত-মন্ত্রকাদি সম্পন্ন বিরাটস্বরূপ । সর্বাণ্যে
সমুৎপন্ন সেই প্রজাপতিই অনুবোধন করিয়া আমি কে, এবং আমার লক্ষণ—
বিশেষত্বই বা কি’, ইহা আলোচনা করিয়া—প্রাণসমস্টীভূত এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মক
আপনা হইতে পৃথগ্ভূত অপর কোনও বস্তু দর্শন করিলেন না (দেখিতে
পাইলেন না), পরন্তু সর্বাঙ্গস্বরূপ কেবল আপনাকেই দর্শন করিলেন । সেই
রূপ, পূর্বজন্মোৎপন্ন শ্রোতবিজ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন তিনি প্রথমে ‘আমি হইতেছি—
সেই প্রজাপতি, আমি হইতেছি—সকলের আত্মা’ এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন ;
প্রজাপতি যেহেতু পূর্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে ‘অহম্’
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই তিনি ‘অহ’ নামে পরিচিত হইলেন ।
‘অহম্’ নামই যে, তাহার ক্রতিপ্রদর্শিত উপনিষদ—ওহ নাম, তাহা পরে বলা
হইবে । সেই হেতু,—যেহেতু সর্বকারণ প্রজাপতিতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল,
সেই হেতু, এখনও—বর্তমান সময়েও প্রজাপতির কার্যভূত (প্রজাপতি-সৃষ্ট)

লাভ, তাহাও যখন স্থলতা ও অনিত্যতাদিদোষগ্রস্ত সংসারেরই অন্তর্ভূত, অথচ বাক্যমাণ
ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সংসারের অতীত নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যোক্ষ ; তখন
সহজতাই লোকের পূর্বোক্ত জ্ঞানকর্মে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, এবং ব্রহ্মবিদ্যায়ও প্রবৃত্তি
হইতে পারে, এইজন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—‘উত্তরার্ধঃ চ’ । উভয়ের মধ্যে শেবোক্ত
উদ্দেশ্যটাই ক্রতির অভিপ্রেত ।

প্রাণিগণের মধ্যে কেহ আমন্ত্রিত হইলে ‘তুমি কে’ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথমেই ‘এই আমি’ (‘অয়ম্ অহম্’) বলিয়া অর্থাৎ আপনাকে কারণভূত প্রজাপতিরূপে পরিচিত করিয়া, তাহাব পর বিশেষ নামজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে, আপনার দেহপিণ্ডের পরিচায়ক ‘দেবদত্ত’ বা ‘যজ্ঞদত্ত’ প্রভৃতি নাম বলিয়া থাকে,—যে নাম তাহার পিতামাতা দেহপিণ্ডের পরিচয়ার্থ রক্ষা করিয়াছেন, সেই নাম বলিয়া থাকেন । ২

যেহেতু সেই প্রজাপতি, যাহারা কৰ্ম ও জ্ঞানভাবনা দ্বারা প্রজাপতিত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রথমে সমুৎপন্ন হইয়া, পূৰ্ব্বজন্মের সাধকাবস্থায় যথাযথ-রূপে অমুষ্ঠিত কৰ্ম ও জ্ঞানভাবনা প্রভাবে, প্রজাপতি-পদাভিলাষী অপর সকলের অগ্রেই দক্ষ করিয়াছিলেন ; কি দক্ষ করিয়াছিলেন ? না, প্রজাপতিত্ব-লাভের প্রতিকূলভূত আসক্তি ও অজ্ঞানাত্মক পাপসমূহ [দক্ষ করিয়াছিলেন] ।

যেহেতু এই প্রকার অবস্থা, সেইহেতুই তিনি পুরুষ—অর্থাৎ ‘পূৰ্ব্বম্ ঔষৎ’ এই কারণে (‘পূৰ্ব্ব’ শব্দের পু—পু, ‘আর’ ‘উষ্’ বাতুর যোগে নিস্পন্ন) পুরুষ-পদবাচ্য হইলেন । এই প্রজাপতি যেৰূপ প্রতিবন্ধক পাপরাশি দক্ষ করিয়া পুরুষ—প্রজাপতি হইয়াছেন, এইরূপ অন্তঃ জ্ঞানসংকৃত কস্মাস্থানরূপ অগ্নি দ্বারা, অথবা কেবলই জ্ঞান দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করেন ; কাহাকে ? না, যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর অগ্রে প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে [ভস্ম করেন] । ভস্মীকরণের কৰ্ত্তার নির্দেশ করিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানাস্থানলাভে উৎকর্ষসম্পন্ন, [তিনি] । ৩

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, প্রজাপতি-পদেচ্ছু ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী পুরুষ দক্ষই করিয়া ফেলে, তাহা হইলে প্রজাপতিত্ব লাভের অভিলাষ ত কেবল অনর্থেরই কারণ হইল ? না,—ইহা দোষাবহ নহে ; এই দাহ অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল যাহাদের জ্ঞান ভাবনা সমুৎকর্ষ লাভ করে নাহ, তাহাদের প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি না হওয়াই ঐ দাহ শব্দের অর্থ । উত্তম-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে প্রজাপতি-পদ অধিকার করিয়া থাকে ; কাজেই নূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সেই পদ লাভ করিতে পারে না, এইজন্যই উত্তমসাধন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে যেন দক্ষ করে বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু সত্য সত্যই যে, উৎকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে দক্ষই করিয়া ফেলে, তাহা নহে । যেমন নির্দিষ্ট সীমান্তে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সীমান্তস্থানে উপস্থিত হইতে পারে,

তাহা হারা যেমন অপর গজ্জবর্ণ জ্বতসামর্থ্য দক্ষপ্রায় কৃত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি ১) ॥ ৩৭ ॥ ১ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ । যদিদং তুষ্টিবিতং কৰ্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকৰ্ম-
ফলং প্রাজাপত্যলক্ষণম্, নৈব তৎ সংসারবিষয়মতাক্রামং, ইতীমমর্থং ।
প্রদর্শয়িষ্যাম্—

টীকা—জ্ঞানকৰ্মফলং সৌত্রং পদমুকুটজামুক্তিঃ, তদনুমুক্ত্যভাবাৎ তদ্বৈত-সম্যগ্ য়সিদ্ধয়ে
প্রবৃতিরর্থিকা, ইত্যাদি সৌত্রবিভেদিত্যন্ত তাৎপর্যম্—যদিদমিতি । তুষ্টিবিতং
সৌত্রমতিপ্রতীতি যাবৎ—

ভাষ্যানুবাদ । এখানে কৰ্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানও কৰ্মের ফলস্বরূপ, যে
প্রাজাপত্য পদের প্রশংসা করা এটির অভিপ্রেত, সেই প্রাজাপত্য পদও
সংসারের অধিকার অতিক্রম করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তাহাও সংসারেরই
অন্তর্গত, ইহা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—

সৌত্রবিভেৎ, তস্মাদেকাকী বিভেতি, ন হায়মৌল্যাক্ষত্রে—
যন্মদন্ত্যাস্তি কস্মান্ন বিভেদীতি, তত এবাস্ত ভয়ং বীয়ায়, কস্মাদ্য-
ভেষ্যং দ্বিতীয়াদ্ভৈ ভয়ং ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

সন্ন্যাসঃ । প্রাজাপত্যকসম্যাপি সংসারান্তর্গতং প্রদর্শয়িতুম্—
“সৌত্রবিভেৎ” ইত্যাদি ।

সঃ (কৰ্মজ্ঞানফলভূতঃ প্রজাপাতঃ) অবিভেৎ (অন্বদাদিবৎ ভীতঃ
অভিবৎ) ; তস্মাৎ (একাকিনঃ প্রজাপতে ভয়োদগমাদেব হেতোঃ) [ইদানী-
মপি] একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) বিভেতি । সঃ অয়ং (ভীতঃ প্রজাপতিঃ)
হ (ত্রৈতিহে) ঈক্ষাঃ চক্রে (আনোচিতবান্—) যৎ (যস্মাৎ) যদন্ত্য

(১) তাৎপর্য—‘আজি’ অর্থ—নির্দিষ্ট সীমা, ‘আজিস্ততাং’ অর্থ—যাহারা সেই সীমাস্ত
স্থানকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে । এখনও এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন
একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, অমুকস্থান হইতে বাহির হইয়া যে লোক সর্বপ্রথমে
অমুক স্থানে যাইতে পারিবে, সে ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিবে । সে ব্যক্তি প্রথমে
নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়, অধিকন্তু তাহা
যারা অপর গন্তারা পরাভূত হয়, হীমশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপমানও
দক্ষপ্রায় হয় । এখানেও, যে ব্যক্তির সাধন-সম্পাদ উৎকৃষ্ট, তিনি প্রাজাপত্যপদ লাভ করেন,
হীনসাধন ব্যক্তির তদধর্মে শোকানলে দক্ষপ্রায় হন ।

(যজ্ঞাতিরিক্তম্ বস্তুস্তরং) নাস্তি (ন বিদ্যতে), [তস্মাৎ হেতোঃ] হু
(বিতর্কে) কস্মাৎ (কারণাৎ) বিভেমি (ভীতো ভবামি) ইতি । ততঃ
(তস্মাৎ আলোচনাৎ) এব তস্ত ভয়ং বীয়ায় (বিগতমভূৎ) । [অবিন্ধ্যামূলকং
হি ভয়ং জ্ঞানোদয়ে ন সম্ভবতীত্যাহ—] কস্মাৎ (হেতোঃ) অভেবাৎ [ন
কস্মাদপীতিভাবঃ] ; হি (যতঃ) দ্বিতীয়াৎ (স্বযাতিরিক্তবস্তুস্তরাৎ) বৈ (এব)
ভয়ং ভবতি (উৎপদ্যতে), [সর্কীত্বাভাবাপন্নস্য তস্য হু ভয়ং ন সম্ভবতীতি
ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ । প্রাজাপত্য পদটিও যে, সংসারেরই অন্তর্গত, "তৎ-
প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই প্রথমোক্ত পন্ন প্রজাপতি ভীত হইয়াছিলেন ;
সেইজন্তই লোক একাকী থাকিলে ভয় পায় । তিনি (প্রজাপতি)
আলোচনা করিলেন—যখন আমি হইতে আর পৃথক্ বস্তু কিছু নাই,
তখন কেনইবা আমি ভীত হইতেছি । তাহার পরই তাহার ভয় বিদূরিত
হইল । প্রকৃতপক্ষে, কেনই বা তিনি ভীত হইবেন ?—কারণ, দ্বিতীয়
হইতেই ত ভয় হইয়া থাকে : [তাহার ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই],
সুতরাং ভয়েরও সম্ভাবনা নাই] ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । মোহবিভেৎ । সঃ প্রজাপতিঃ, যোহয়ং
প্রথমঃ শরীরী পুরুষবিধো ব্যাখ্যাতঃ, মোহবিভেৎ ভীতবান্ অশ্বাদাদি
বদেবেত্যাহ । যস্মাদয়ং পুরুষবিধঃ শরীর-করণবান্ আশ্বনাশবিষয় বিপরীত-
দর্শনবদ্ধাৎ অবিভেৎ, তস্মাৎ তৎসাম্যাতাৎ অজ্ঞত্বেহপি একাকী বিভেতি ।
কিঞ্চ, অশ্বাদাদিবদেব ভয়হেতু-বিপরীতদর্শনাপনোদকারণং যথাত্তাত্ত্বদর্শনম্ ।
মোহয়ং প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্ ঈক্ষণং চক্রে কৃতবান্ হ । কথম্ ? ইত্যাহ—যৎ যস্মাৎ
মন্তোহিত্বং আশ্বব্যতিরেকেণ বস্তুস্তরং প্রতিবন্দীভূতং নাস্তি, তস্মিন্নাশ্ব-
বিনাশহেতুভাবে, কস্মাৎ হু বিভেমাতি । তৎ এব—যথাত্তাত্ত্বদর্শনাৎ অস্ত
প্রজাপতের্ভয়ং বীয়ায়, বিস্পষ্টম্ অপগতবৎ । তস্ত প্রজাপতের্বস্তুস্তরং, তৎ
কেবলাবিদ্যানিমিত্তমেব ;—পরমার্থদর্শনে অনুপপন্নম্ ; ইত্যাহ—কস্মাৎ হি
অভেজ্ঞং ?—কিমিত্যসৌ ভীতবান্ ? পরমার্থনিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেব
ইত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাৎ দ্বিতীয়াৎ বস্তুস্তরাৎ ভয়ং ভবতি, দ্বিতীয়াং চ বস্তুস্তর-
মবিন্ধ্যাপ্রত্যাপস্থাপিতমেব । ন হি অদৃশ্যমানং দ্বিতীয়ং ভয়জন্যনো হেতুঃ,
"তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একতমনুপপত্তঃ" ইতি যদ্ববর্ণাৎ । বচৈকত্ব-

দর্শনেন ভয়মপহনোদ, তদ্ যুক্তম্, কস্মাৎ ? দ্বিতীয়াং বস্তুত্বরাষ্ট্রে ভয়ং
ভবতি, তৎ একত্বদর্শনেন দ্বিতীয়দর্শনমপনৌতম্, ইতি নাস্তি যতঃ । ১

অত্র চোদয়ন্তি—কুতঃ প্রজাপতেরেকত্বদর্শনং জাতম্ ? কো বা তস্মৈ উপ-
দিদেশ ? অথানুপদিষ্টমেব প্রাহুরভূৎ ; অস্বদাদেৱাপি তথা প্রসঙ্গঃ । অথ
জন্মান্তরকৃত-সংস্কারহেতুকম্ ? একত্বদর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ ; যথা প্রজাপতেৱতি-
কান্তজন্মাবস্থকশ্চেকত্বদর্শনং বিজ্ঞমানমাপি অবিজ্ঞা বন্ধকারণং নাপ্নিন্তে ;
যতঃ অবিজ্ঞাসংযুক্ত এবায়ং জাতোহবিভেৎ, এবং সর্কেষামেকত্বদর্শনানর্থক্যং
প্রাপ্নোতি । অন্ত্যমেব নিবর্তকমিতি চেৎ ; ন ; পূর্ববৎ পুনঃ প্রসঙ্গেনাতৈ-
কাত্যাৎ । তস্মাদনর্থকমেবৈকত্বদর্শনমিতি । ২

নৈব দোষঃ । উৎকৃষ্টহেতুত্ববদ্বাৎ লোকবৎ ; যথা পুণ্যকর্মোত্তবৈর্কিবিষ্টকঃ
কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্তে জন্মনি সতি প্রজা-মেধানুত্তিবৈশারদ্যং দৃষ্টম্,
তথা প্রজাপতের্ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যাস্বার্থ্যবিপরীতহেতুসর্কপাপ্যাদাহাদিশুদ্ধৈঃ কার্য্য-
করণৈঃ সংযুক্তমুৎকৃষ্টং জন্ম, তদ্বৎস্বা অনুপদিষ্টমেব যুক্তম্ একত্বদর্শনং
প্রজাপতেঃ । তথা চ স্মৃতিঃ—

“জ্ঞানমপ্রতিষৎ যন্ত বৈরাগ্যঞ্চ প্রজাপতেঃ ।

ঐশ্বৰ্য্যকৈব ধর্ম্যশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টিয়ম্ ॥” ইতি ।

সহসিদ্ধত্বে ভয়ানুপপত্তিরিতি চেৎ—ন হি আদিত্যেন সহ তম উদেতি । ন ;
অনুপদিষ্টার্থত্বাৎ সহসিদ্ধবাক্যসা । ৩

• শ্রদ্ধা-তাৎপর্য্য-প্রণিপাতাদীনাং অহেতুত্বমিতি চেৎ,—তান্নতম্—“শ্রদ্ধা-
বাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেদ্ধিয়ঃ ।” “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন” ইত্যেবমাদীনাং
শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানাং জ্ঞানচেতুনাংহেতুত্বম্ । প্রজাপতেৱিৱ জন্মান্তরকৃত-ধর্ম্য-
হেতুত্বে জ্ঞানশ্রুতি চেৎ ; ন ; নিমিত্তবিকল্পসমুচ্চয়গুণবদগুণবদভেদোপপত্তেঃ ।
লোকে হি নৈমিত্তিকানাং কার্য্যগাং নিমিত্তভেদোহনেকথা বিকল্লাতে । তথা
নিমিত্তসমুচ্চয়ঃ । তেষাঞ্চ বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাঞ্চ পুনর্গুণবদগুণবদ-
কৃতো ভেদো ভবতি । তদ্বথা—রূপজ্ঞানং এব তাবন্নৈমিত্তিকে কার্য্যে তমসি
বিনালোকেন চক্ষুরূপসল্লিকর্ষো নস্তক্ষরাণাং রূপজ্ঞানে নিমিত্তং ভবতি ; যন
এব কেবলং রূপজ্ঞাননিমিত্তং যোগিনাম্ ; অস্মাকন্ত সল্লিকর্ষালোকাত্যাং সহ
তথা দিত্যচন্দ্রাত্মালোকে ভেদৈঃ সমুচ্চিতা নিমিত্তভেদা ভবন্তি । তথালোকবিশেষ-
গুণবদগুণবদেন ভেদাঃ স্যঃ । এবমেব আত্মৈকত্বজ্ঞানেহপি কচিজ্জন্মান্তরকৃতং
কর্ম নিমিত্তং ভবতি ; যথা প্রজাপতেঃ । কচিৎ তপো নিমিত্তম্ ; “তপসা ব্রহ্ম

বিজিজ্ঞাসম্” ইতি শ্রুতেঃ । কচিৎ “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ”, “শ্রদ্ধাবান্নভতে জ্ঞানম্”, “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন”, “আচার্য্যাদৈব”, “জ্ঞাতবো ব্রহ্মব্যঃ শ্রোতব্যঃ” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্য একান্তজ্ঞানলাভনিমিত্তং শ্রদ্ধাপ্রভৃতীনাং, অধ্যাদিনিমিত্তবিশোগহেতুভ্যঃ ; বেদান্তশ্রবণ-মনন-নিদিধাসনানাঞ্চ সাক্ষাৎ-জ্ঞেয়বিষয়ভ্যঃ ; পাপাদিপ্রতিবন্ধক্কে চ আত্মমনসোভূতার্থজ্ঞাননিমিত্ত-স্বাভাব্যঃ । তস্মাদ্ হেতুভ্যং ন জাতু জ্ঞানস্ত শ্রদ্ধাপ্রণিপাতাদীনামিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

টীকা । আঃ বিবক্তিতার্থসিদ্ধার্থঃ হেতুঃ—ভয়ভাক্ৰমিতি শেষঃ । জ্ঞানকল্পফলং ত্রৈলোক্যাস্বকশত্রুত্বমুৎকৃষ্টমপি সংসারাস্তভূতমেব, ন কৈবল্যমিতি বস্তুমুত্তরং বাক্য-মিত্যর্থঃ । অহমেকাকী, কোহপি নাং হনিষ্যতীতি আত্মনাশ-বিষয়বিপরীতজ্ঞান-বদ্বাং প্রজাপতিভীতবানিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য কাৰ্য্যপতেন ভয়লিপ্তেন কারণে প্রজাপতো তদনুমেয়মিত্যাঃ—যস্মাদিত্তি । তৎসামান্যাদেকাকিত্বাবিশেষাদিত্তি যাবৎ । প্রজাপতেঃ সংসারাস্তভূতম্ হেতুস্তরমাহ—কথংচেতি । যথাস্বাদিদীর্ঘী রজ্জু-হৃৎপাদৌ সৰ্প-পুরুষাদিভিন্নজন্মিতভয়নিবৃত্তয়ে বিচায়েণ তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্যতে, তথা প্রজাপতিরপি ভয়স্ত তদ্বৈতোক্ত বিপরীতমিহো ধ্বংসিত্বং তত্ত্বজ্ঞানং বিচার্য্য সম্পাদিতবানিত্যর্থঃ । পরমার্থদর্শনমেব প্রমুখপূর্বকং বিশদয়তি—কথংমিত্যাदिনা । তস্মিন্মিত্যত্র তস্মাদিত্যাণৌ গঠিতব্যান্ । মচ্ছকোপলক্ষিতং প্রত্যক্চৈতন্যম্ অদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপেণ জ্ঞাত্বা সহেতুং ভীতিং প্রজা-পতিরক্ষিপদিত্যুক্তম্, ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানফলমাহ—তত ইতি । কস্মাদ্বিত্যাদেকান্তরস্ত পূর্বেণ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য বিদ্বৎসো হেতুভাবাং ন ভয়মিত্যুক্তসম্বন্ধার্থভ্রান্তরস্ত নৈবমিত্যাহ—তস্মৈত্যাदिনা । অহুপগম্ভো হেতুমাহ—যস্মাদিত্তি । পরমার্থদর্শনেহপি বস্তুস্তরাং কিমিতি ভয়ং ন ভবতীত্যাপেক্যাহ—দ্বিতীয়ং চেতি । অবয়বভিরেকাভ্যাং বৈতন্ত্য অবিদ্বাঃপ্রভৃৎপ্ৰাপিতদেহপি কৃতন্তদ্ব্যবহৈতদর্শনং ভয়কারণং ন ভবতীত্যাপেক্যাহ—ন হীতি । তত্ত্বজ্ঞানে সতি অজ্ঞানায়োগাৎ তদ্ব্যবহৈতং তদর্শনং চাযুক্তমিত্যভ্যো হেতুভাবাং ভয়ানুপগমিরিত্যর্থঃ । অবৈতজ্ঞানে ভয়নিবৃত্তিরিত্যত্র যন্ত সংবাদয়তি—তত্নেতি । বিরূপৈক্যদর্শনেবৈব প্রজাপতের্ভয়মপনীতং, ন অবৈতদর্শনেন, ইত্যগ্নিস্বর্গেহপি যদ্বদন্তরাতীত্যাदि শক্যং ব্যাখ্যাতুমিত্যাশঙ্ক্য অস্বীকুৰ্মমাহ—যস্মৈচেতি । তদেব প্রমথরা একটয়তি—কস্মাদিত্যাदिনা । ১

প্রথমব্যাখ্যানানুসারেণ ‘চোদ্যুখাপয়তি’ অত্নেতি । প্রজাপতেব্রহ্মকায়ৈকাজ্ঞানাং ভীতিধ্বংসিক্রান্তা, ন চ তন্ত তত্ত্বজ্ঞানং যুক্তং, হেতুভাবাদিত্যাহ—কৃত ইতি । যস্মাৎ অস্বাকমৈক্যধীঃ, তস্মাদেব তন্তাপি জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কো বেতি । ন হি তন্ত শাস্ত্রশ্রবণমাচাৰ্য্যভাবাং, নাপি সন্ন্যাসন্তস্তাঃ বর্ষিকবিষয়ভ্যং, নাপি শব্দৈত্ত্ববর্ণ্যাসক্তভ্যং, অতো-হস্মান্ন এসিদ্ধশ্রবণাদিবিদ্বাহেতুভাবাং ন প্রজাপতেবৈক্যধীমুক্তেত্যর্থঃ । উপদেশানপেক্ষমেব প্রজাপতেবৈক্যজ্ঞানং প্রাপদুর্ভূতমিতি শক্যতে—অত্নেতি । অতিপ্রসক্ত্যা প্রত্যাহ—অস্মদাদেদেদিত্তি । প্রজাপতেবৈক্যমানাবস্থায়াম্ আচাৰ্য্যত সত্ত্বাং শ্রবণাত্যবৃত্তেবৈক্য-

জানোদয়াৎ তৎসংস্কারোৎ তথাবিধেবেব তজ্জ্ঞানং কলাবগ্ভায়াপি ত্রাদিতি চোদয়তি—
‘অথৈতি । দ্বয়তি—একজ্জৈতি । অজ্ঞানঞ্চ সিদ্ধে নার্যবস্থিতাশঙ্কাহ—যথৈতি ।
তত্র গমকমাত—যত্ন ইতি । দাষ্টান্তিকমাহ—এনামিতি । নবম্মিলেব অজ্ঞানি
প্রজাপতেরৈকাদীরনপেক্ষা দ্বায়তে, ‘জ্ঞানমপ্রতিষং যত্ন’ ইতি স্মৃতেঃ । ন চ তদুৎপত্তা
নস্তরমেব সংহতুং বন্ধং নিরুণক্তি, ভয়াবত্যাগিকলেন প্রারককথাং প্রতিবন্ধাৎ ; অতো যরণ-
কালিক্তং ‘সদজ্ঞানঞ্চসীতি শব্দতে—অস্ত্যমেবেতি । প্রযুক্তকলন্ত কর্ণণঃ
শোপণাদিকাজ্ঞানলেশাৎ বিজ্ঞানশক্তি প্রতিবন্ধকত্বেপি অজ্ঞান্তরাদিসর্বসংসারহেতুজ্ঞান-ক্ষংসি-
• জ্ঞানসামর্থ্যপ্রতিবন্ধকত্বে মান্যভাবাৎ মধ্যে জাতং জ্ঞানমনিবর্তকবিত্যশংকাং বক্তৃম্, অন্তান্ত
চ জ্ঞানিত্ত নিবর্তকত্বে নাস্ত্যদ্বং হেতুঃ । যজ্ঞমানান্তরস্তান্তো জ্ঞানে তদ্বৎ সিদ্ধাদুৎপত্ত্য-
দ্বস্ত অজ্ঞানঞ্চসিদ্ধেন অনিয়মাৎ । ন চ বজমানান্তরে প্রজাপতে চান্ত্য জ্ঞানং জ্ঞানত্বজ্ঞান-
ক্ষংসি, পূর্বজ্ঞানেষু বন্ধহেতুজ্ঞানক্ষংসিদ্ধাদুৎপত্ত্যজ্ঞানত্বহেতোঃ অনৈকান্ত্যাৎ । ন চান্ত্যম্
ঐক্যজ্ঞানম্, ঐক্যজ্ঞানত্বজ্ঞানক্ষংসীতি যুক্তম্ । উপান্ত্য-তাদৃগ্-জ্ঞানবদন্তোহপি তদযোগাৎ,
উপান্ত্যো হেতোরনৈকান্ত্যাৎ, ইত্যভিপ্রোত্য দ্বয়তি—নেত্যাদিনা । কৃপ্তকারণা-
ভাবাৎ তদন্তরেণ চ উৎপত্ত্যতিপ্রসঙ্গাৎ, সংস্কারধীনত্বেপি বিশেষ্যভাবাৎ অন্ত্যস চ জ্ঞানন্ত
অজ্ঞানক্ষংসিদ্ধাসিদ্ধেরযুক্তং প্রজাপতেরৈকত্বদর্শনম্, ইতুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২

প্রজাপতেঃ স্তম্ভ-প্রতিবুদ্ধবৎ প্রকৃষ্টাদৃষ্টোৎপাদ্যধরণবদ্বাৎ পূর্বকল্পীয়পদপদার্থব্যাক্য-
শ্রবণতঃ স্মৃতিবিপরিসংগিনো ব্যাক্যাত্ বিচার্যমাণাদদৃষ্টসহকৃতাৎ তত্তজ্ঞানং স্যাৎ, লোকে বিশি-
ষ্টাদৃষ্টোৎপাদ্যধরণানাং প্রজ্ঞাত্তিশরদর্শনাৎ ; তেন চ জ্ঞানেন অজ্ঞান্তরহেতুবিদ্বাক্ষয়েহপি
আরকং কর্ণ তজ্জ্ঞানং চ ভয়াবত্যাগি অবিদ্বালেশতো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি—নৈম দোম
ইতি । সংগৃহীতমর্থং সমর্থয়তে—যথৈত্যাদিনা । ধর্মাদিচতুষ্টিয়াবিপরীতমধ্যর্থা-
চতুষ্টিয়ং, তত্র হেতোঃ সর্বস্য পাপুণো জ্ঞানত্বত্বশ্রেন নাশাদিতি যাবৎ । উৎকৃষ্টত্বং
প্রকৃষ্টজ্ঞানাদিশালিত্বম্ । উক্তজ্ঞানকলমাহ—তদুৎপত্তবপ্রোতি । তস্য জ্ঞানাদিৎপা-
বদো পৌরাণিকো স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি । অপ্রতিষমপ্রতিবন্ধং নিরসুশ-
মিতোভ্যং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে । বসৈত্যতচ্চতুষ্টিয়ং সহসিদ্ধং, স নিরবর্ততেতি সম্বন্ধঃ ।
সহসিদ্ধত্বস্মৃতেঃ ‘সোহবিভেৎ’ ইতি ক্রতিবিকৃত্যাদপ্রামাণ্যমিতি বিরোধাত্মকরণস্তায়েন
শব্দতে—সহসিদ্ধিজ ইতি । সত্যোব সহজে জ্ঞানে স্বহেতোর্ভরমপি সাদিতি চেৎ, ন,
ইত্যাহ—ন ইতি । অস্ত্রোনাচাধ্যোণামুপদিষ্টেবেব প্রজাপতেজ্ঞানমুদেতি, ইত্যোবসম্বর্থ-
ত্বং সহসিদ্ধব্যাক্যস্য তজ্জ্ঞানাৎ প্রাক্ তস্য ভরমবিরুদ্ধম্ উক্তুং চাজ্ঞানলেশাৎ, অতো ন
বিরোধঃ ক্রতিস্মৃত্যোরিতি সম্বধেৎ—নেত্যাদিনা । ৩

জ্ঞানোৎপত্তেরাচাধ্যাদ্যনপেক্ষত্বে প্রজ্ঞাদি-বিধানানর্থক্যাৎ অনেকক্রতিস্মৃতিবিরোধঃ
সাদিতি শব্দতে—প্রোজ্জৈতি । আদিপদেন শবাদিগ্রহঃ, অজ্ঞানাদিনু তেবাং হেতুত্বমিতি
চেৎ, ন, ইত্যাহ—প্রজ্ঞাপতেরিবেতি । চোদিতং বিরোধং নিরাকরোতি—
নেত্যাদিনা । নিমিত্তানাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো গুণবদ্ব্যগুণবদ্ব্যবস্থিতানেন প্রকারেণ
কার্যোৎপত্তৌ বিশেষবস্তুভাবং ন প্রজ্ঞাদিবিধানানর্থক্যমিত্যর্থঃ । সংগ্রহব্যাক্য

বিশ্বগোতি—লোককে হীতি । তচ্চি সৰ্বং বিকল্পাদি যথা জ্ঞাতুং শক্যং, তথৈকশ্লিষ্মৈব নৈমিত্তিকে কণজ্ঞানাথাকার্যো দর্শয়ামি গ্রাহ—তদ্ব্যপ্তেতি । তত্র বিকল্প-মুদাহরতি—তমঙ্গীত্যাদিনা । সমুচ্চয়ং দর্শয়তি—অস্ম্যাকং হিতি । বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাং চ নিমিত্তানাং গুণবদগুণবয়প্রযুক্তং ভেদং কথয়তি—তথ্যেতি । আলোকবিশেষস্যা গুণবত্ত্বং, বহুলত্বমগুণবত্ত্বং, মন্দপ্রভত্বং চক্ষুর্বাদে গুণবত্ত্বং, নির্মলত্বাদি তিমিরোপহতত্বাদি চ অগুণবত্ত্বমিতি ভেদঃ । দৃষ্টান্তং প্রতিপাদ্য দাষ্টীত্বিকম্ভাহ—এবমিতি । তথাক্রম্যপি প্রজাপতিতুল্যস্ত বায়বদেবাদেজ্জ্ঞানান্তরীয়সাধনবশাৎ দৈশ্বর্যমুগ্রহাৎ অগ্নিন্ অগ্নিনি স্মৃতবাক্যাদৈকাজ্ঞানমুদৌতি শেষঃ । তদন্ততুল্যো বাহিষিকারী কচিদিদৃশ্যতে । তপোহ্রদয়ব্যতিরেকাখ্যামালোচনম্ । যেতকেতুপ্রভৃতিষু জ্ঞাননিমিত্তানাং সমুচ্চয়ং দর্শয়তি—কচিদিদৃশ্যাদিনা । একান্তং নিয়তমাবশ্যকং জ্ঞানোদয়লাভে নিমিত্তত্বমিতি বাবৎ । অথ প্রণিপাতাদিব্যতিরেকেণ ন প্রজাপতেরপি জ্ঞানং সম্ভবতি, সামগ্র্যাতাবাদত আহ—অধর্মাদৌতি । প্রণিপাতাদেঃ জ্ঞানোদয-প্রতিবন্ধকনিবর্তকত্বাৎ প্রজাপতেচ্চ তন্নিবৃত্তেজ্জ্ঞানান্তরীয়সাধনায়ত্ত্বাৎ আধুনিক-প্রণিপাতাদিনা বিনা স্মৃতবাক্যাদেব ঐক্যমীঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । তচ্চি অবগাদিব্যতিরেকেণাপি প্রজাপতেজ্ঞানং জ্ঞানিত্যাশঙ্ক্যাহ—বেদোক্তেতি । ন তৈবিনা জ্ঞানং কচিদিদৃশ্যং, প্রজাপতেজ্ঞানান্তরীয়প্রবণবশাৎ ইদানীমস্মুস্মৃতবাক্যং, তদ্ব্যপ্তিরিতি শেষঃ । তচ্চি প্রজ্ঞাদিকমপি প্রতিবন্ধকনিবর্তকত্বেন প্রজাপতেদয়দর্শয়ং, তন্নিবৃত্তিমত্বয়েণ জ্ঞানোৎপত্ত্য-মুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পাপাদৌতি । আত্মমনসোর্মিথঃ সংযুক্তয়োঃ সম্বন্ধি যৎ পাপং, তৎকার্যং চ রাগাদি, তেন জ্ঞানোৎপত্তৌ প্রতিবন্ধস্ত পূর্বেক্তেন জ্ঞানেন কয়ে সতি প্রজাপতেরিত্যশঙ্ক্যাহ—স্মৃতবাক্যস্ত পরমার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ কেবলস্ত নিমিত্তত্বাৎ, তস্ত আধুনিকপ্রজ্ঞাব্যতিরেকেণ জ্ঞানোদয়েহপি ন তদ্বিধিবৈষম্যম্ । অস্ম্যাকং তদশ্বাদেব তদ্ব্যপ্তেত্ববাক্যতাংপর্যাদিজ্ঞানং সর্কেষামেব জ্ঞানসাধনম্, আচার্যাদিষু পুনর্বিবিকল্পসমুচ্চয়া-বিত্যর্থঃ । অধিকারিভেদেন জ্ঞানহেতুযু বিকল্পেহপি তেষামস্মানু সমুচ্চয়ং ন ক্রতিস্মৃতি-বিরোধেহিতি, ইতাপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । “সোহবিভেৎ” ইত্যাদি । সেই প্রজাপতি—
 যিনি প্রথম শরীরী পুরুষাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; তিনি ভীত
 হইয়াছিলেন,—বলা হইল যে, তিনিও আমাদেরই মত ভয় পাইয়াছিলেন ।
 যেহেতু পুরুষবিধ—দেহেজ্জিয়বিশিষ্ট প্রজাপতি আপনার বিনাশাদি বিষয়ক
 বিপরীত দর্শনে অর্থাৎ তাদৃশ ভ্রান্তিজ্ঞানবশতঃ ভীত হইয়াছিলেন, সেই
 হেতু, অস্ত্রাপি তৎসমানজাতীয় (দেহেজ্জিয়সম্পন্ন) ব্যক্তি একাকী থাকিতে
 ভয় পায় । অপিচ, আমাদের ঋায় তাঁহার পক্ষেও যথার্থ আত্মজ্ঞানই
 ভয়োৎপাদক ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তিসাধন । সেই এই প্রজাপতি আলো-
 চনা করিয়াছিলেন ; কি প্রকার ? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আমা হইতে

স্বতন্ত্র অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীভূত অন্য কোনও বস্তু নাই; আমার বিনাশকর তাদৃশ বস্তুর অভাবে আমি কেন ভয় পাইতেছি? সেট কারণেই—স্বাভাবিকভাবে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ফলেই প্রজ্ঞাপতির সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছিল। প্রজ্ঞাপতির যে, সেই ভয়, তাহা কেবলই অজ্ঞানমূলক; সুতরাং আত্মদর্শন উপস্থিত হইলে তাহা কখনই থাকিতে পারে না; তাই বলিলেন—‘কস্মাৎ হি অভয়েত্’?—কি কারণে তিনি ভীত হইবেন? অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থতত্ত্বের নিরূপণ হইলো, কখনই ত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না; যেহেতু দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে, অথচ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই অবিজ্ঞা-সমুৎপিত; সুতরাং অপর কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর না হইয়া কখনই ভয়োৎপাদক হয় না; কেন না, শ্রোত মস্ত্রে আছে যে ‘যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন করে, তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?’ ইতি। অতএব তিনি যে, একত্ব-দর্শনের বলে ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তিই বটে। কারণ কি? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই—অপর বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে; একত্বদর্শনের বলে সেই বৈতদর্শন অপনীত হইয়াছিল; কাজেই তাহার আর ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। >

কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রজ্ঞাপতির একত্ব-দর্শন জন্মিল কোথা হইতে? কে-ই বা তাহাকে সেই উপদেশ দিয়াছিল? যদি বিনা উপদেশেই হইয়া থাকে, তবে, আমাদেরও তাহা হইতে পারে; আর যদি বল, জন্মান্তরসঞ্চিত সংস্কারই এই একত্বদর্শনের মূল কারণ, তাহা হইলেও একত্বদর্শনের কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না; প্রজ্ঞাপতির প্রাক্তন জন্মের একত্বদর্শন বিদ্যমান থাকিয়াও যেরূপ [সেই জন্মে] বন্ধ-কারণ অবিজ্ঞার অপনয়নে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ সকলের পক্ষেই একত্বদর্শন অনর্থক হইয়া পড়িতে পারে। প্রজ্ঞাপতির যে, পূর্বজন্মে বন্ধন-হেতু অবিজ্ঞা অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার এ জন্মে ভয় দর্শনেই অন্মুমান করা যাইতে পারে। যদি বল সর্বশেষে, যে একত্বদর্শন হয়, তাহাই অবিজ্ঞা-নিবারক হয়; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্বজন্মের জ্ঞান এ জন্মেও তুল্যাবস্থায় সম্ভাবনা রহিয়াছে; অতএব এই একত্বদর্শন অনর্থকই হইতেছে। ২

না,—অনর্থক হইতেছে না; কারণ, লোকপ্রাপ্তির জ্ঞান, এখানেও হেতুটির উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক হয়। যেমন পুণ্যকর্মসমুদ্ভূত বিদ্বৎ দেহে-

জিহ্বাদিবিশিষ্ট জন্মলাভ হইলেই প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারজাত বিমল স্মৃতি-শক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তেমনি প্রজাপতিরও দক্ষ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলভূত পাপের বিনাশ হইলেই বিস্তৃত উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়, এবং সেই জন্মে, স্বগত বিমুক্তিবলে বিনা উপদেশেও একত্বদর্শন লাভ করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতির অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম, এই চারিটিই সহসিদ্ধ বা স্বাভাবিক' ইতি। ভাল, প্রজাপতির জ্ঞানচতুষ্টয় যদি স্বভাবসিদ্ধই হয়, তাহা হইলে ত কখনই তাঁহার ভয় হইতে পারে না,—স্বপ্রকাশ আদিত্যের সঙ্গে ত কখনও অন্ধকারের উদয় হয় না ; না,—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যোপদিষ্টে 'সহসিদ্ধ্যাব' কথার অর্থ—অন্তের উপদেশ ব্যতিরেকে লব্ধ ; অভিপ্রায় এই যে, প্রজাপতির যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য, তাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ হয় নাই, পরন্তু স্বায় শক্তিবলেই লব্ধ হইয়াছে ; এইজন্যই উহা 'সহসিদ্ধ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

ভাল, যদি মনে কর যে, বিনা উপদেশেই প্রজাপতির জ্ঞান লাভ হইয়া ছিল, তাহা হইলে ত শ্রদ্ধা, তৎপর্য্য বা একনিষ্ঠা ও প্রণিপাত প্রভৃতি জ্ঞানলাভের প্রসিদ্ধ হেতুগুলির অহেতু হইয়া পড়িল ? প্রজাপতির জ্ঞান জন্মান্তরসঞ্চিত ধর্ম্ম হইতেই যদি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে ত 'শ্রদ্ধাবান্, তৎপর (শ্রুত্যাৰ্থে নিষ্ঠাবান্) ও সংযতেজ্জিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে', 'তাহা তুমি গুরুর নিকট প্রণিপাত দ্বারা অবগত হও' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত জ্ঞানহেতু-গুলির অহেতু হইতে পারে, অর্থাৎ কারণতাপ্রসিদ্ধিই বাহ্যত হইয়া যায় ? না, —অহেতু হয় না ; কারণ, নিমিত্তসমূহের সমুচ্চয় (একত্র বহু নিমিত্তের উপস্থিতি), বিকল্প (পৃথগ্ভাবে এক একটি নিমিত্তের উপস্থিতি) এবং অধিকারীর গুণবত্ত্ব ও অগুণবত্ত্বভেদে এ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। জগতে যে সমস্ত কার্য্যোপদার্থ নিমিত্তবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদের সেই নিমিত্তভেদে অনেকপ্রকার কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেইরূপ নিমিত্তসমূহের আবার সমুচ্চয় এবং বিকল্পও হইতে দেখা যায়। সেই বিকল্পিত বা সমুচ্চিত নিমিত্তসমূহের মধ্যেও আবার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে বহু প্রভেদ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই যে, সাধারণতঃ চক্ষুঃ ও আলোকপ্রভৃতি বহুবিধ নিমিত্তের সাহায্যে শ্বেত-পীতাদিরূপ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সূত্রায়

চাক্ষুষ জ্ঞানটী নৈমিত্তিক ; কিন্তু সেই একই রূপজ্ঞান-কার্য্য সম্পাদনে, দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মচর্য্যশৃংখল প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকারের মধ্যেও আলোকনিরপেক্ষ শুধু চক্ষুঃসংযোগই নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে ; যোগিগণের পক্ষে মনই রূপজ্ঞানের একমাত্র নিমিত্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু আমাদের পক্ষে আবার সেই রূপ-জ্ঞানেই চক্ষুঃসংযোগ ও আলোক—আলোকের মধ্যেও আবার স্বর্ষ্যচন্দ্রাদি বিবিধ আলোকের সহিত সমুচিত

• বা একত্রিত হইয়া নিমিত্তের প্রভেদ জন্মাইয়া থাকে ; অধিকন্তু সেই বিশেষ বিশেষ আলোকেরও গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষদ্বারা [কার্য্যোৎপাদনে] বহুপ্রকার প্রভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে । এই প্রকার আত্মৈকত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও কোথাও জন্মান্তরকৃত কৰ্ম্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, যেমন প্রজাপতির হইয়াছিল ; কোথাও বা কেবল তপস্শ্রাটী নিমিত্ত হইয়া থাকে ; কারণ, ঋতি বলিয়াছেন—‘তপস্শ্রা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে অবগত হও’ ; কোথাও আবার ‘উপযুক্ত আচাৰ্য্যাবান্ পুরুষই তাহাকে জানে,’ ‘শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন,’ ‘গুরুর নিকট প্রণিপাত (পূজতি) দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও,’ ‘আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাই বীৰ্য্যবতী হয়,’ ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, দর্শন করিবে, এবং প্রত্যক্ষ করিবে’ ইত্যাদি ঐতিহ্যবৃত্তি হইতে জানা যায় যে, পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা প্রভৃতিও জ্ঞানলাভের একান্ত বা অব্যভিচারী নিমিত্ত কারণ ; কেন না, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অধর্ম্মাদি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায় ; বেদান্তশাস্ত্রের যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সে সমুদয়েরও মুখ্য বিষয় হইতেছে—সাক্ষাৎ বিজ্ঞেয় ব্রহ্মবস্ত । বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপাদি দোষগুলি বুদ্ধি ও মন হইতে বিদূরিত হইলে পর, স্বভাবতঃ সত্যগ্রাহী বুদ্ধির পক্ষে একত্বদর্শন সম্পাদন করা ত স্বভাবসিদ্ধই বটে ; অতএব, শ্রদ্ধা প্রভৃতি জ্ঞানহেতুগুলির কস্মিন্ কালেও জ্ঞানহেতুত্বের ব্যাঘাত হইতে পারে না (১) ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যোক্ত “নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়-গুণবদগুণবদ্ভেদোপপত্তেঃ” কথায় অভিপ্রায় এই যে,—কার্য্য যাত্রেয়ই কতকগুলি নিমিত্ত থাকে ; কিন্তু স্থলভেদে সেই নিমিত্ত-গুলির অনেকপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায় ; কোন স্থানে সমস্ত নিমিত্তগুলিরই আবশ্যক হয়, কোন স্থলে বা কয়েকটির মাত্র অপেক্ষা হয় ; আবার একের সম্বন্ধে যে যে নিমিত্ত আবশ্যক হয়, অপরের সম্বন্ধে সে সমুদয়ের অপেক্ষা হয় না । তাহার উপর আবার নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির এবং কার্য্যকাত্রেয় গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষও কাব্যের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।
 স হৈতাবানাস—যথা জ্বীপুমাংসৌ সম্পরিষত্তৌ ; স ইমমেবা
 জ্ঞানং দেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদ-
 মর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া
 পূর্য্যত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ । [প্রজাপতে: সংসারান্তর্গতত্বমেব সমর্থয়িতুং পুনরাহ—]
 “স বৈ” ইত্যাদি । সঃ (প্রথমোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ) বৈ [যস্মাৎ একাকী
 সন্] ন এব (নিশ্চয়ে) রেমে (রতিং ন অনুভূতবান্), তস্মাৎ (হেতোঃ)
 [ইদানীমপি জনঃ] একাকী (দ্বিতীয়রহিতঃ সন্) ন রমতে (রতিম্ ন অনু-
 ভবতি) । সঃ (এবম্ অরতিযুক্তঃ প্রজাপতিঃ) দ্বিতীয়ং (আত্মনঃ সহায়-
 ভূতং অন্যং কিঞ্চিং) ঐচ্ছৎ (অভিলষিতবান্) । সঃ হ [সন্যসঙ্কল্পত্বাৎ]
 এতাবান্ (এতৎপরিমাণঃ) আস (বভূব),—যথা সম্পরিষত্তৌ (পরস্পরা-
 নিষিতৌ) জ্বী-পুমাংসৌ (জ্বী চ পুমান্ চ, তৌ—জ্বীপুমাংসৌ, তথা আত্মানমেব
 জ্বীপরিষত্তমিব যেনে ইত্যর্থঃ) । সঃ (এবংভাবাপন্নঃ প্রজাপতিঃ) ইমম্ আত্মানম্
 (স্বদেহম্) এব দেধা (দ্বিপ্রকারেণ—জ্বীপুংরূপেণ) অপাতয়ৎ (বিভক্তম্
 অকরোৎ), ততঃ (বেধাকরণাৎ) পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাং (পতি-পত্নৌ
 জ্ঞাতে) ; তস্মাৎ—(যস্মাৎ প্রজাপতে: শরীরার্দ্ধ এব পত্নী অভূৎ, তস্মাৎ হেতোঃ)
 ইদং (শরীরং) স্বঃ (আত্মনঃ) অর্দ্ধবৃগলং (অর্দ্ধং চ তৎ বৃগলং বিদলং দলার্দ্ধ-
 মिति যাবৎ) ইব,—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্নামা ঋষিঃ) আহ স্ব । তস্মাৎ
 (হেতোঃ) আকাশঃ (আকাশবৎ শৃষ্ঠ্যপ্রায়ঃ) অয়ং (পুংসেহঃ) স্ত্রিয়া (অর্দ্ধাঙ্গ
 ভূতয়া) পূর্য্যতে (পূর্ণঃ ভবতি) এব (নিশ্চয়ে) । তাং (শরীরার্দ্ধভূতাংশত-

থাকে ; যেখানে উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন একটুমাত্র নিমিত্ত দ্বাৰা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে,
 সেখানেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণসম্পন্ন একাধিক নিমিত্তের প্রয়োজন হইয়া পড়ে ; ইত্যাদি
 বহু কারণে বুঝা যায় যে, কার্য্যবিশেষের জন্ত নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির যে, সর্বত্রই সমানভাবে
 প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, পরন্তু যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে ততটুকুমাত্রই গ্রহণ করিতে
 হয় । কিন্তু তা’ বলিয়া নির্দিষ্ট নিমিত্তগুলির নিমিত্ত নষ্ট হইতে পারে না । আলোচ্য স্থলেও
 প্রজাপতির পক্ষে প্রজা প্রণিপাতাদি নিমিত্তের আবশ্যক না থাকিলেও, অন্তের পক্ষে যখন
 আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন প্রজা প্রভৃতির অনিমিত্ততা শঙ্ক্য হইতেই পারে না ।

রূপাখ্যাং স্থিয়ং) সমভবৎ (মিথুনীভাবেন উপগতঃ) [মনুসংজ্ঞকঃ প্রজাপতিঃ];
ততঃ (তস্মাৎ উপগমনাৎ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) অজারস্ত (উৎপন্নঃ) ॥ ৪০ ॥ ৩৥

মূলানুবাদ। সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; সেইজন্ত এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না ; তিনি আপনার দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন ; তাহার পর তিনি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয়। তিনি এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল। এইজন্তই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [পত্নী-রহিত] এই নিজ দেহকে অর্দ্ধবৃগলের স্থায়—অর্দ্ধাংশশূণ্য শস্ত্রবীজের মত বলিয়াছিলেন ; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শূণ্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি—যিনি মনু নামে পরিচিত, তিনি সেই শরীরার্দ্ধভূতা স্ত্রীতে—যাঁহার নাম শতরূপা, সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন ; তাহা হইতে মনুষ্যাগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৪০ ॥ ৩।

শাক্তব্রহ্মাণ্যম্ । ইতচ্চ সংসারবিষয় এব প্রজাপতিত্বম্, যতঃ
সঃ প্রজাপতিত্বৈ নৈব রেমে রতিং নাভবৎ—অরত্যাবিষ্টোহভূদিত্যর্থঃ, অস্মদা-
দিবদেব যতঃ ; ইদানীমপি তস্মাদেকাকিত্বাদিধর্ম্যবদ্বাৎ একাকী ন রমতে রতিং
নাস্তিভবতি । রতিনা মেষ্টার্থসংযোগস্তাক্রোড়া তৎপ্রসঙ্গিন ইষ্টবিয়োগাৎ মনস্ত্রা-
কুলোভাবোহরতিরিত্যুচ্যতে । সঃ তস্তা অরতেরপনোদায় দ্বিতীয়ম্ অরত্যাপঘাত-
সমর্থং স্ত্রীবস্ত্র ইচ্ছং গৃহ্মিকরোৎ । তস্ত চৈবং স্ত্রীবিষয়ং গৃহ্ম্যতঃ স্থিয়া পরি-
ষক্তশ্চেবায়ানো ভাবো বভূব

সঃ তেন সত্যোপুদ্বাৎ এতাবান্ এতৎপরিমাণ আস বভূব হ । কিম্পরি-
মাণঃ ? ইত্যাহ—যথা লোকে স্ত্রী পমাংসৌ, অরত্যাপনোদায় সম্পরিষক্তৌ
যৎপরিমার্ণৌ স্ত্রীতাম্, তথা তৎপরিমাণো বভূবেত্যর্থঃ । স তথা তৎপরিমাণমেব
ইমমান্নানং বেধা দ্বিপ্রকারমপাতয়ৎ পাতিতবান্ । ‘ইমমেব’ ইত্যবধারণং মূল-
কারণাধিরাভৌ বিশেষণার্থম্ । ন কৌরস্ত সর্কোপমর্দেন দধিভাবাপত্তিবৎ বিরীট
সার্কোপমর্দেন এতাবানাস ; কিং তর্হি ? আত্মনা বাবস্থিতশ্চৈব বিরাজঃ সত্য-
সকলদ্বাৎ আত্মব্যতিরিক্তং স্ত্রী-পুংসপরিষক্তপরিমাণং শরীরান্তরং বভূব । স এব

চ বিরীঢ়ি তথাভূতঃ—‘স হৈতাবানাস’ ইতি সামান্যধিকরণ্যাৎ । ততস্তস্ম্যাৎ
পাতনাৎ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্—ইতি দম্পত্যোনির্দ্বন্দ্বচনং লৌকিকয়োঃ ;
অতএব তস্মাদ্—যস্মাদানু এবাদ্ধিঃ পৃথগ্ভূতঃ—যেহং স্ত্রী, তস্ম্যাৎ
ইদং শরীরমাশ্রনোতর্দ্ধং বৃগলম্, অর্দ্ধঞ্চ তদ্বৃগলং বিদলঞ্চ তদর্দ্ধ-
বৃগলং, অর্দ্ধবিদলমিবেত্যর্থঃ ; প্রাক্ স্ত্রীদ্বহনাৎ, কস্মাদ্বৃগলমিত্যাচাতে—স
আনু ইতি ।

এবমাহ স্য উক্তবান্ কিল যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যজ্ঞস্ত বক্তো বক্তা—যজ্ঞবল্ক্যঃ, তস্মা-
পত্যং যাজ্ঞবল্ক্যো দৈববরাতিরিত্যর্থঃ ; ব্রহ্মণো বা অপত্যম্ । যস্মাদয়ং পূর্ক্ববার্দ্ধ
আকাশঃ স্ত্যাদিগ্ধাঃ, পুনরুদ্বহনাৎ তস্ম্যাৎ পৃথ্যাতে স্ত্যাদর্ধেন, পুনঃ সম্পূর্কীকরণে-
নেব বিদলার্দ্ধঃ । তাং স প্রজাপতির্দ্বারাধ্যঃ শতরূপাধ্যাম্ আশ্রনো হুহিতরং
পত্নীত্বেন কল্লিতাং সমভবৎ মৈথুনমুপগতবান্ ; ততস্তস্ম্যাৎ তদুপগমনাৎ যনুয্যা
অজায়ন্তোৎপন্নঃ ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

টীকা । প্রজাপতের্ভগ্নবিষ্টত্বেন সংসারান্তর্ভূতত্বমুক্তম্, ইদানীং তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—
তিস্থেতি । অরত্যাবিষ্টে প্রজাপতেরেকাকিঞ্চ হেতুকরোতি—যত ইতি । কার্য-
স্মারতিঃ কারণস্মারতেলিঙ্গমিত্যনুমানঃ সূচয়তি—ইদানীমপীতি । আদিপদেন ভয়া-
বিষ্টত্বাদিগ্রহঃ । অরতিং প্রতিযোগিনিকুক্তিভায়া নির্বর্তি—অতিনামেতি । কথং
তর্হি বধোক্তারতিনিরসনমিত্যাশঙ্ক্য স দ্বিতীয়মৈচ্ছনিত্যোত্যাচটে—অ তস্ম্যা ইতি ।
স হেতুস্ত বাক্যস্ত পাতনিকাং করোতি—তস্মেতি ।

তেন ভাবেনেতি যাবৎ । কথমভিমানমাত্রেণ বধোক্তপরিমাণং, তত্রাহ সত্যেতি ।
নিপাতোহবধারণে । তন্ত্বেব পুনরনুবাদোহঘ্যর্থঃ । পৰিমাণমেব প্রমুখকং বিবৃণোতি
—কিমিত্যাদিনা । সম্প্রতি স্ত্রীপুংসয়োঃপত্তিমাং—অ তথেতি । নহু বধোভাবে
বিরাজো বা সংসক্তস্ত্রীপুংসাপত্তস্ত পিত্ত বা ? নাট্যং, সশব্দেন বিরাড়্গ্ৰাণোপাৎ, তস্ত
কর্ম্মস্বাৎ, দ্বিতীয়ে হু আশ্রয়শাস্ত্রপত্তিস্তত্রাহ—ইমমিতি । তথা চ সশব্দেন কর্তৃত্বা
বিরাড়্গ্রহণমবিকৃতমিত্যর্থঃ । তদেব স্মৃটয়তি—নেত্যাদিনা । কস্ত তর্হি বিধাকরণম্ ?
ইত্যশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি । তচ্চ বিধাকরণকর্মেতি শেবঃ । কথং তর্হি তত্রায়ণকঃ
সম্ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—অ এব চেতি । তথাভূতঃ—সংসক্তস্ত্রীপুংসো(স্ত্রী)রিমাণোহভূদিত
যাবৎ । ন কেবলং যনুঃ শতরূপেত্যনয়োরেব দম্পত্যোরিদং নির্দ্বন্দ্বচনং, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধয়োঃ
সর্ব্বয়োরেব তয়োরেতদ্ব্যজ্ঞবৎ, সর্ব্বজ্ঞাস্ত সম্ভবাদিত্যাহ—লৌকিকমোরিতি । উক্তে
নির্দ্বন্দ্বচনে লোকান্তত্বমুকূলয়তি—তস্মাদিতি । প্রাপ্তিঃ সংসর্গচারিণীমধ্যম্যংপূর্ক-
মিত্যর্থঃ । আকাজ্জাদ্বারা বস্ত্রীসাদায় অনুভবমবলম্বা ব্যাচটে—কস্মেত্যাদিনা । বৃগল-
শব্দো বিকারার্থঃ ।

অনুভবসিদ্ধেহর্থে প্রাথমিকসম্মতিমাহ—এবমিতি । বধোপাতনে সতি একো ভাগঃ

পুরুষঃ, অপরন্ত জীতি, অত্রৈব হেতুস্তরবাহ—যস্মাদিত্তি । উদহনাৎ প্রাপবহ্নায়াম্
আকাশঃ পুরুষার্ধিঃ স্মার্কগুহ্যো যস্মাদসম্পূর্ণো বর্ততে, তস্মাৎ উদহনেব প্রাপ্তব্রাহ্মেন পুন-
রিতরো ভাগঃ পৃথগ্ভে, বধা বিদলার্কোহসম্পূর্ণঃ সম্পূটীকরণেন পুনঃ সম্পূর্ণঃ ক্রিয়তে, তদ্বাদিত্তি
যোজন্য । পূর্ব্বমপি স্বাভাবিকযোগ্যতাবশেন সংসর্গোহভূৎ, অনাদিক্কাৎ সংসারন্তেতি সৃষ্টিভূৎ
পুনরিত্যুক্তম্ । পুরুষার্ধিতেতদ্বার্দ্ধিত ৫ মিথঃ সম্বন্ধাৎ যজুৰ্যাদিসৃষ্টিরিত্যাহ—তামি-
ত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

- ভাস্ম্যানুবাদ । এই কারণেও প্রাজাপত্যপদটি সংসারান্তর্গত ;
যেহেতু সেই প্রজাপতি নিশ্চয়ই রতি—প্রীতি অল্পভব করিতে পারিলেন না ;
ঠিক আমাদেরই মত অতৃপ্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন ; সেই হেতুই এখনও একা-
কি অবস্থায় কোন ব্যক্তিই রতি অল্পভব করে না । রতি অর্থ—অভীষ্ট-
বস্তুর প্রাপ্তিজন্য ক্রৌড়া বা আয়োদ । যে লোক অভীষ্ট বস্তু পাইতে প্রয়াসী,
তাহার পক্ষে অভিলষিত বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে মনে যে, আকুলতা—অরতি
হওয়া, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে । তিনি (প্রজাপতি) সেই অরতি অপ-
নোদনের জন্ত অরতিনিবারণরূপ অপর কিছু অর্থাৎ জীপদার্থ ইচ্ছা করিয়া-
ছিলেন, -তিনি জী-বস্তু পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন । তিনি এইরূপ
জীলাভের ইচ্ছা কবিলে পর, জীসংযুক্তের গায় তাঁহার মানসিক ভাব উপস্থিত
হইয়াছিল, অর্থাৎ আপনাকে যেন জীসংযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।
তিনি সত্যসন্ধর ; এইজন্য সেই ইচ্ছার কলে এতাবানু—এবংবিধ হইয়াছিলেন ।
কি প্রকার হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—জগতে জী ও পুরুষ যেরূপ
নিরানন্দভাব অপনোদনের জন্ত পরস্পরে মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয়,
ঠিক সেইরূপ—সেই পরিমাণই হইয়াছিলেন । তিনি ঐরূপ ভাবনানুসারে
আপনার এই দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । “ইমমেব দেহঃ”
(এই দেহকেই) এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দেশের অভিপ্রায় এই যে,
মূলকারণ হইতে বিরাটদেহের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা, অর্থাৎ দুই বেরূপ
আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত বা বিকৃত করিয়া পশ্চাৎ দধিতাবে
পরিণত হয়, কিন্তু বিরাটপুরুষ সেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দিত
করিয়া উক্তপরিমাণবিশিষ্ট হন নাই ; পরন্তু তাহার স্বরূপ পূর্বে বেরূপ ছিল,
সেইরূপই রহিল ; আপনার অমোঘ সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, সমালদিত
জীপুরুষাকার একটি মূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই বিরাটরূপের
কোনও পরিবর্তন হয় নাই । “সহ এতাবানু” এই সামান্যধিকরণ্য হইতে

অর্থাৎ ‘সঃ’ পদের সহিত ‘এতাবান্’ পদের অগত অভেদ নির্দেশ হইতেও এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে (১) ।

সেইরূপে দুই ভাগে পাতন করাতেই—দেহ বিভাগ করাতেই পতি ও পত্নী হইয়াছিল ; ইহাই হইল ব্যবহারসিদ্ধ ‘দম্পতি’ (পতি ও পত্নী) শব্দের নিৰ্দ্ধারণ বা ব্যুৎপত্তিপ্রণালী । যেহেতু এই যে জ্যোতি, ইহা আত্মারই অর্দ্ধাংশ, কেবল পৃথগভাবে অবস্থিতমাত্র ; সেই হেতু আপনার (জ্যোতিষ্মন্ত) শরীরটি ‘অর্দ্ধবৃগল’ অর্থাৎ অর্দ্ধ অথচ বৃগল - অর্দ্ধবৃগল,—দার-পরিগ্রহের পূর্বে যেন অর্দ্ধাংশে বণ্টিতই থাকে । দার পারগ্রহের পূর্বে কাহার অর্দ্ধবৃগল (অর্দ্ধাংশ), তাহা বলিতেছেন,—নিজের, অর্থাৎ আপনারই ‘অর্দ্ধবৃগল’ ছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একথা বলিয়াছিলেন ; যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের অর্থ এইরূপ—বল্ক অর্থ—বক্তা ; যজ্ঞেব বল্ক=যজ্ঞবল্ক ; তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য [তদ্বিত অণ্-প্রত্যয়,] ‘দৈবগতি’ ইহার নামান্তর ; অথবা, যজ্ঞবল্ক অর্থ—ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য ! যেহেতু অর্দ্ধাংশরূপ এই পুরুষদেহ আকাশ অর্থাৎ জ্যোতিৰূপ অর্দ্ধাংশশূন্য, সেই হেতুই সংযোজনের পর বিদলিত অর্দ্ধাংশ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিবাহের পরে পুরুষের ঐ শূন্যদেহও অপসার্ক—জ্যোদেহ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে । সেই প্রজাপতি,—যাঁহার অপসর নাম মনু, তিনি আপনার পত্নীরূপে পারকল্পিত সেই শতরূপানারী দৃষ্টিতে সঙ্গত জ্যোতি-পুরুষভাবে উপগত হইয়াছিলেন । সেই উপগমনের ফলে মনুবাগণ জন্মলাভ করিয়াছে --উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪০॥ ও ॥

সো হেয়মীক্ষাক্ষত্রে কথং নু মাঅন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোহসানীতি, সা গৌরভবদৃষত ইতরস্তাৎ সমেবাতবৎ ততো গাবো-
হজায়ন্ত, বড়বেতরাভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাৎ
সমেবাতবৎ তত একশফমজায়তাহজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোহবিরিতরা

(১) তাৎপর্য—ক্রটিতে ‘সঃ এতাবান্ আস’ ‘তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন’ বলা হইয়াছে । ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি (সঃ), জ্যোতি-পূংভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিয়াই ‘এতাবান্’ (এই পরিমাণ) হইয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে, যুক্তিকা যেরূপ ঘটাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপে দৃষ্টি আকারে বিকৃত হয়, তিনিও যদি ঠিক তদ্রূপেই আপনার পূর্বতন স্বরূপটি বিদ্রব করিয়া, জ্যোতি-পূং-পরিদৃষ্টরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে ‘তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন’ না বলিয়া ‘তাঁহার এইরূপ পরিমাণ হইয়াছিল’ বলাই সঙ্গত হইত, কিন্তু সামান্যাদিকরণ বা অভেদনির্দেশ কখনই সঙ্গত হইত না ।

মেঘ ইতরস্তাংসমেবাতবৎ ততোহজাবয়োহজায়ন্তৈবমেব যদিদং
কিঞ্চ মিথুনমা পিপীলিকাভ্যস্তং সৰ্ব্বমসৃজত ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সম্বলানাং । সা (পূর্বোক্তা) ইয়ং (শতরূপা), উ হ (বিতর্কে)
ঈক্ষাংচক্রে (মনসি আলোচনাং কৃতবতী),-- হু (বিতর্কে) মা (মাং) আত্মনঃ
এব জনায়িত্বা (উৎপাদ্য) কিঞ্চ সম্ভবতি (উপগচ্ছতি) ? হস্ত (ষেদে)
তিরোহসানি (অস্তহিতা ভবেয়ম্) ইতি ; [এবং নিশ্চিত্য] সা গোঃ (গোরূপা)
অভবৎ ; [তস্যাঃ তং চেষ্টিতং বিদিত্বা] ইতরঃ (মনুঃ অপি) ঋষভঃ
(বৃষভঃ সন্) তাম্ (গোরূপাং শতরূপামেব) সমভবৎ (উপগতবান্) ; ততঃ
[তস্যাং উপগমনাং] গাবঃ অজায়ন্ত (উৎপন্নঃ) ; অনন্তরং ইতরা
(শতরূপা) বড়বা (অশ্বী) অভবৎ, ইতরঃ (মনুশ্চ) অশ্ববৃষঃ (অশ্বপ্রধানঃ) ;
ইতরা (শতরূপা) গর্দভা, ইতরঃ (মনুঃ) গর্দভঃ [সন্] তাম্ (শত-
রূপাম্) এব সমভবৎ (উপগতঃ) ; ততঃ একশফং (অবিভক্কথুরম্—
অশ্বাশ্বতর-গর্দভত্রয়ম্) অদ্রায়ত ; ইতরা অজা অভবৎ, ইতরঃ বন্তঃ (অজঃ)
[অভবৎ] ইতরা অবিঃ (মেঘা), ইতরশ্চ মেঘঃ অভবৎ ; এবংরূপঃ মনুঃ]
তাম্ এব সমভবৎ, ততঃ (তস্যাং সংগমাং) অজাবয়ঃ (অজাশ্চ অবয়ঃ
মেঘাশ্চ) অজায়ন্ত ; আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাম্ আরভ্য) ষৎ কিঞ্চ
মিথুনং (জ্বী-পুংভাবাত্মকং দ্বন্দ্বং), তং সৰ্ব্বম্ এবমেব (পূর্ববদেব) অসৃজত
(উৎপাদয়ামাস) [মনুর্নাম প্রজাপতিঃ] ৪১ ॥ ৪ ॥

*মূলানুবাদ । সেই শতরূপা চিন্তা করিলেন,—ভাল, মনু
আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া আমাতেই আবার উপগত
হইলেন কি প্রকারে ? যাহা হউক, আমি তিরোহিত হই—রূপান্তরে
আবৃত হই ; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গো হইলেন, তদদর্শনে মনুও
বৃষভরূপী হইয়া তাহাতে উপগত হইলেন ; সেই সংসর্গের ফলে গো-জাতির
উৎপত্তি হইল ; শতরূপা আবার অশ্বরূপী হইলেন, মনু তখন বলবান
অশ্বরূপ ধারণ করিলেন ; শতরূপা গর্দভী হইলেন, মনুও গর্দভ হইলেন ;
এইরূপে তিনি সেই শতরূপাতে রমণ করিলেন ; তাহাতে একশফ
(যাহাদের পায়ে একটিমাত্র খুর থাকে, সেই অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভজাতি)
উৎপন্ন হইল । পুনশ্চ শতরূপা অজা হইলেন, মনুও অজ (ছাগ)

হইলেন ; শতরূপা আবার মেঘরূপ ধারণ করিলেন, মনুও মেঘশরীর গ্রহণপূর্বক তাহাতে উপগত হইলেন ; তাহার ফলে ছাগ ও মেঘজাতি জন্ম লাভ করিল । এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু জীপুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে, সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । সা শতরূপা উহ ইয়ং সেয়ং হৃহিতৃগমনে স্মার্তং প্রতিবেদমহুস্মরন্তী ঈক্ষাক্ষক্রে,—‘কথং হু ইদমকৃত্যম্, যৎ মা মাম্ আত্মন এব জনয়িত্বা উৎপাত্ত সম্ভবতি উপগচ্ছতি । যদ্যপ্যয়ং নিদ্ব্যং, অহং হস্তেদানীং তিরোহসানি—জাত্যন্তরেণ তিরস্বতা ভবানি’ইত্যেবমীক্ষিত্বা অসৌ গৌর ভবৎ । উৎপাত্ত-প্রাণিকস্মাভিশ্চোত্তমানায়াঃ পুনঃ পুনঃ সৈব মতিঃ শতরূপায়াঃ মনোশ্চাভবৎ । ততশ্চ ধ্বজ ইতরঃ, তাং সমেবাভবদিত্যাঙ্গি পূদবৎ । ততো গাবোহজায়ন্ত । তথা বড়বা ইতরাভবৎ, অশ্ববুধ ইতরঃ । তথা গর্দভা-তরা, গর্দভ ইতরঃ । তত্র বড়বাস্ববুবাদীনাম্-ঈদমাং তত একশফং একধুরম-স্বাস্থতরগর্দভাখ্যং ত্রয়মজায়ত । তথা অজেতরাভবৎ, বহুশ্চাগ ইতরঃ । তথা অবিরিতরা, শ্বেষ ইতরঃ । তাং সমেবাভবৎ । তাং তামিতি বীপ্সা ; তামজাং তামবিক্ষেতি সম্ভবদেবেত্যর্থঃ । তত অজাশ্চ অবয়শ্চ অজাবগোহজায়ন্ত । এবমেব যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চৈদং মিথুনং জীপুংসলক্ষণং বৃন্দম্, আ পিপীলিকাভাঃ পিপীলিকাভিঃ সহ অনেনৈব ত্রায়েন তৎ সর্বমসৃজত ৭গৎ সৃষ্টবান্ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

টীকা । স্মার্তং প্রতিবেদমিতি “ন সপোজাং সমানপ্রবরাং ভাৰ্যাং বিদেত”ইত্যাদিক-মিতি যাবৎ । অকৃত্যং হীদং যৎ হৃহিতৃগমনং, মাতৃতন্মাপক্ষমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতন্মাসপ্তমা-মিতি স্মৃতিরিতি মহাহ—কথামিতি । তয়োর্জাত্যন্তরগমনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্য-প্ৰীতি । শতরূপায়াঃ গোভাবশ্যগ্নায়াম্বভাদিতাবে মনোভবতু তাবতা যথোক্তদোষ-পরিহারঃ, তয়োর্গর্দভাদিতাবে তু ন কারণমন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উৎপাদ্যেতি । ততস্তথা গোভাবাদনন্তরমিতি যাবৎ । গবাং জন্মার্থং মিথঃসম্ভবনং ততঃশকার্যঃ । তত্র তেভামুৎ-পত্তৌ সত্যামিতি যাবৎ, বাক্যদ্বয়ে বীপ্সা বিবক্ষিতেত্যাহ—তামিতি । তামেবাভি-নয়তি—তামজামিতি । তাং বড়বাঃ তাং গর্দভাঃ চেতাপি ত্রয়ম্ । ততো মিথঃ-সম্ভবাদ্ব্যখোক্তামিতি যাবৎ । বিশেষণামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকমুপদেশোপভবঃ সাক্ষিপ্যোপ-সংহরতি—এবমেবেতি । তদ্বিভজতে—ইদং মিথুনমিতি । গন্তকর্ষপ্রয়োগে-জায়ঃ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই পূর্বোক্ত এই শতরূপা মনুর হৃহিতৃগমনে সৃতিশাস্ত্রোক্ত দোষ স্মরণপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—ভাল, এরূপ অকার্য্য

কিরূপে সম্ভবপর হয় ? যে, আমাকে আপনা হইতেই উৎপাদন করিয়া কত্য়ানীয় সেই আমাকেই সম্ভোগ করিতেছেন ! যদিও ইনি (মহু) স্তৃণাশ্রুত নিলঙ্ক হউন, তথাপি আমি তিরোহিত হই—ভিন্নজাতীয় শরীর গ্রহণ করিয়া আপনাকে আবৃত করি। শতরূপা এইরূপ বিবেচনা করিয়া গোরূপা হইলেন। বিভিন্ন প্রাণীর কৰ্ম্মানুসারে উৎপাদিত শতরূপার ও তদুৎপাদক মহুর মনে বারংবার সে একই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলে পর, মহুও ঋষভ (বৃষ) হইয়া তাঁহাতে (শতরূপাতে) উপগত হইলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। সেই সম্ভোগের ফলে গোজাতি জন্মলাভ করিল। শতরূপা বড়বা (ঘোটকী) হইলেন, আর মহু একটি অশ্ব হইলেন; সেইরূপ শতরূপা হইলেন গর্দভী, আর মহু হইলেন গর্দভ। তন্মধ্যে বড়বা ও অশ্ববৃষ প্রভৃতির সঙ্গমেব ফলে একশব্দ, অর্থাৎ একধরুবিশিষ্ট অশ্ব, অশ্বতঃ ও গর্দভ, এই তিনটি জাতির জন্ম হইল। এইরূপ আবার শতরূপা হইলেন অজা, আর মহু হইলেন ছাগ; সেইরূপ শতরূপা হইলেন স্ত্রী-মেঘ, আর মহু হইলেন মেঘ; মহু তাহাতেও উপগত হইলেন;—এখানে ‘তাম্’ পদের বীজ (স্বিকৃতি) বৃদ্ধিতে হইবে; [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সেই সেই অজাতে, এবং সেই সেই মেঘরূপাতে প্রত্যেকেতেই উপগত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গমের ফলে ছাগ ও মেঘজাতির জন্ম হইল। জগতে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু মিথুন—স্ত্রী-পুরুষভাবাপন্ন প্রাণী আছে, তৎসমস্তই উক্ত প্রণালী অনুসারে উৎপাদন করিলেন (১) ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সোহবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যাহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবং, সৃক্ষ্যাং হাশ্বেতস্ম্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—আদিপুরুষ প্রজাপতি আপনার বাসস সঙ্কল্প-প্রভাবে আপনার দেহ হইতেই একটী স্ত্রী ও পুরুষমূর্তিতে বিভক্ত হইলেন; সেই স্ত্রী ও পুরুষমূর্তি দুইটি তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, তাহা দ্বারাই পৃথগ্ভাবে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন; ক্রমে যজুৰ্বা, গো প্রভৃতি প্রাণিনিবহ সৃষ্টি করিলেন এবং উক্তনোক্তর সেই সৃষ্টির বিকাশেই এই বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। পুরুষটির নাম হইল মহু, আর স্ত্রীটির নাম হইল শতরূপা।

যাহারা বলেন, এই প্রাণিজগতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই, প্রকৃতির পরিণাম-বৈচিত্র্যে অথবা ঈশ্বরের ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার কলে ক্রমে এই জগৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

সকললাভঃ । সঃ (প্রজাপতিঃ) [ইদং জগৎ সৃষ্টা] অবেৎ
(অমৃতত) ; যৎ, অহং (প্রজাপতিঃ বাব (এব সৃষ্টিঃ (সৃজ্যতে ইতি
সৃষ্টিঃ—সৃষ্টং বস্তু) অস্মি (ভবামি) ; হি (যস্মাৎ) ইদং (দৃশ্যমানং) সৰ্ব্বং
অস্মি (সৃষ্টবান্ অস্মি) ইতি । ততঃ (যস্মাৎ প্রজাপতিরেব সৃষ্টিশব্দেন
আত্মানং নির্দিদেশ, তস্মাৎ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামা) অভবৎ [প্রজাপতিঃ] ;
যঃ এবং (সৃষ্টিভবঃ) বেদ (বিজ্ঞানাতি), [সঃ] অস্ম (প্রজাপতেঃ)
এতস্মাৎ সৃষ্টাং ভবতি (প্রভবতি—সৃষ্টা ভবতি ইত্যর্থঃ । ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মানুব্রহ্মান্দ । সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে মনে
চিন্তা করিলেন—যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই
হেতু আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমার সৃষ্টি সমস্ত পদার্থই মৎস্বরূপ ; তাঁহার
সেই চিন্তার ফলেই সৃষ্টি নাম হইল । যে লোক প্রজাপতির এবং বিধ
সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও প্রজাপতির সৃষ্টি জগতে প্রভুত্ব লাভ
করেন ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ । স প্রজাপতিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ সৃষ্টা অবেৎ ।
কথং ? অহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ—সৃজ্যত ইতি সৃষ্টং জগচ্চ্যুতে সৃষ্টিরিত্তি,—
যস্মাৎ সৃষ্টং জগৎ মদভেদত্বাৎ অহমেবাস্মি, ন যন্তো ব্যতিরচ্যতে ; কুত এতৎ ?
অহং হি যস্মাৎ ইদং সৰ্ব্বং জগদস্মি সৃষ্টবানস্মি, তস্মাদিত্যর্থঃ । যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দেন
আত্মানমেবাভ্যধাৎ প্রজাপতিঃ, ততস্তস্মাৎ সৃষ্টিরভবং সৃষ্টিনামাভবৎ । সৃষ্টাঃ
জগতি হ অস্ম প্রজাপতেঃ এতস্মান্ এতস্মিন্ জগতি স প্রজাপতিবৎ সৃষ্টা ভবতি,
স্বাত্মনোহননুভূতস্ত জগতঃ । কঃ ? য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনোহ-
ননুভূতং জগৎ ‘সাধ্যাত্মাধিভূতাদিভেদং জগদহমস্মি’ ইতি বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকা । যত্বেপি মহাদিসৃষ্টিরেবোক্তা, তথাপি সৰ্ব্বা সৃষ্টকৃত্তেবতি সিদ্ধবৎকৃত্যাহ—
স প্রজাপতিরিত্তি । অবগতিং প্রস্তুপ্তকং বিশদয়তি—কথামিত্যাাদনা । কথং
সৃষ্টিরস্মীত্যবধার্যতে, কত্বক্রিয়য়োঃ একত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃজ্যত ইতীতি । পদার্থ-
যুক্ত্য বাকার্থমাহ—যস্মায়োতি । ঙ্গচ্ছন্দাছপরি তচ্ছন্দমধ্যাহ্নত্যা অহমেব তদস্মীতি
সদৃশঃ । তত্র হেতুমাহ—মদভেদত্বাদিত্তি । এবকার্থমাহ—নেতি । মদভেদ-
ত্বাদিত্ত্যুক্তমাক্ষিপ্য সমাধস্তে—কুত ইত্যাদনা । ন হি সৃষ্টং সৃষ্টের্ভাবস্তরং, তন্তৈব
ভেদ ভেদ মায়াবিবৎ অবস্থানাদিত্যর্থঃ । ততঃ সৃষ্টিরিত্তাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিত্তি । কিমর্থম্
সৃষ্টরেবা বিভূতিরূপদিষ্টেত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃষ্ট্যামিত্তি । জগতি ভবতীতি সদৃশঃ । বাকার্থ-
মাহ—প্রজাপতিবাদিত্তি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই প্রজাপতি এট বিধ জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন ; কি প্রকার ? আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমি হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নয় ; সুতরাং আমিই হইতেছি—সৃষ্টিরূপ ; সৃষ্টির কোন বস্তুই আমি হইতে অতিরিক্ত নহে । এখানে সৃষ্টি অর্থ—বাধা সৃষ্ট হয় ; সুতরাং সৃষ্টিশব্দে প্রজাপতি-সৃষ্ট সমস্ত জগৎ বুঝাইতেছে । কি কারণে প্রজাপতির সৃষ্টিরূপই সম্ভব হয় ? যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতুই ইহা আমি হইতে অতিরিক্ত নহে । প্রজাপতি যেহেতু আপনাকেই সৃষ্টিশব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই প্রজাপতিসৃষ্ট এই জগৎগুণে সৃষ্টি নাম প্রচলিত হইয়াছে । সে ব্যক্তিও প্রজাপতির জায় আপনার অনতিরিক্ত জগৎনির্মাণে সমর্থ হয় ; কোন্ ব্যক্তি ? না, যে ব্যক্তি এই প্রকারে—প্রজাপতির জায় আপনার অনতিরিক্তরূপ এই জগৎকে—‘আমিই হইতেছি—অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিত্যাক এই জগৎস্বরূপ’, এইরূপে অবগত হন ; তিনি—॥ ৪০ ॥ ৫ ॥

অথৈত্যভ্যমহং স মুখাচ্চ যোনেইস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত, তস্মাদেতদুভয়মলৌকিকমন্তরতো অলৌকিকা হি যোনিরন্তরতঃ । তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজ্যেত্যেকৈকং দেবমেতৈশ্চৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ ছেব সর্বে দেবাঃ ।

• অথ যৎকিঞ্চিদমার্জং তদ্রেতমোহসৃজত, তদু সোমঃ, এতাবদ্বা ইদং সর্বমগ্নৈবানাদশচ—সোমং এবান্নমগ্নিরনাদঃ, সৈষা ব্রহ্মণোহিতসৃষ্টিঃ । যচ্ছ্রুয়মো দেবানসৃজতাত যন্নর্ত্যঃ সন্নমুতানসৃজত তস্মাদিতিসৃষ্টিরিতিসৃষ্ঠ্যাং হাশ্চৈতস্তাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতভাষ্যঃ । অথ (স্ত্রী-পুরুষসৃষ্টেরনন্তরং) সঃ (প্রজাপতিঃ) অভ্য-মহং ; মহনমকরোং) ; [তদেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—] ইতি (এবংপ্রকারেণ) মুখাৎ যোনেঃ হস্তাভ্যাং চ [যানভ্যাং] (হস্তাভ্যাং যথায়ানাং আত্মনো-ধরূপাদ্ যোনেরিত্যর্থঃ) অগ্নিম্ অসৃজত (সৃষ্টবান্) ; তস্মাৎ (মহন-গ্নিযোনিভ্যাং হেতোঃ) এতৎ উভয়ং (হস্তৌ যুগং চ) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরা-

বচ্ছদেন) অলোমকং (লোমবর্জিতং) ; হি (তথাহি) যোনিঃ (স্ত্রী-চিহ্ন-মপি) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরে) অলোমকা (লোমরহিতা এব) । তৎ (তস্যাং হেতোঃ) [যাজ্ঞিকাঃ] দেবম্ (অগ্নিাদিকম্) একৈকং (স্বরূপতো ভিন্নং) [মন্ত্রম্বানাঃ] যৎ আতঃ (বদন্তি)—‘অমুং (অগ্নিং) যজ, অমুং (ইন্দ্রং) যজ’ ইতি, [তৎ ন সমীচীনমিত্যভিপ্রায়ঃ ।] হি (যস্যাং) সা বিনৃষ্টিঃ (সর্কা সৃষ্টিঃ) এতস্ম (প্রজাপতেঃ) এব ; এষঃ (প্রজাপতিঃ) এব সর্কে দেবাঃ (অগ্নাদিত্যাকাঃ, অতো দৈবতভেদবুদ্ধিঃ ভ্রমরূপা ইত্যর্থঃ) ।

[ভোক্তা অগ্নিরুক্তঃ, ইদানীং ভোগামগ্নমাহ—] অথ (অগ্নিসৃষ্ট্যানন্তরং) ইদং (অমৃত্ত্বয়মানম্) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) আর্দ্রং (দ্রব্যাত্মকং বস্তু, সোম ইতি যাবৎ), তৎ (সর্গং) রেতসঃ (প্রজাপতেঃ স্বকোয়াং বীজাৎ) অসৃজত ; তৎ (প্রজাপতিনা সৃষ্টং দ্রব্যাত্মকং বস্তু) উৎ (নিশ্চয়ে) সোমঃ (অদনীয়ঃ সোমঃ) । ইদং সর্গং (জগৎ) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণম্)—অগ্নং চ এব, অগ্নাদঃ চ এব (ভোক্তৃ-ভোগাত্মকমেব) ; [তত্র] সোমঃ এব অগ্নং (ভক্ষণীয়ং), অগ্নিঃ এব চ অগ্নাদঃ (অগ্নিভোক্তা) । সা এষা (বক্ষ্যমাণা) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্টিঃ (আত্মনোহপি অধিকা), যৎ শ্রেয়সঃ (প্রশস্ততরান্) দেবান্ অসৃজত (সৃষ্টবান্) ; [কৃত এতৎ ? ইতাহ—] যৎ [প্রজাপতিঃ স্বয়ং] মর্তাঃ (মরণধর্ম্মা সন্) অমৃতান্ (মরণশূন্যান্—অমরান্) অসৃজত ; তস্যাং (হেতোঃ) [দেবসৃষ্টিঃ] অতিসৃষ্টিঃ [উচ্যতে] । যঃ এতং (যথোক্তপ্রকারং অতিসৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ, সঃ অস্ম (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ । অতঃপর প্রজাপতি মন্ত্রনক্রিয়া করিয়াছিলেন ; [সেই মন্ত্রন দ্বারা] হস্ত ও মুখরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ভোক্তৃস্বরূপ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ; এই কারণেই এই উভয় স্থান (মুখ ও হস্ত) অভ্যন্তরভাগে লোমবিহীন ; উৎপত্তি-স্থান স্ত্রীচিহ্নও অভ্যন্তরে লোম-হীনই । অতএব যাজ্ঞিকেরা যে, বলিয়া থাকেন, ‘অমুকের যাগ কর, অমুকের যাগ কর’, তাহাতে তাহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন ; [কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রম ;] কারণ, ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই সৃষ্টি, এবং ইনিই সে সমস্ত দেবতাস্বরূপ ।

অতঃ পর, যাহা কিছু আর্দ্র অর্থাৎ দ্রবময় বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ

হইতে (আত্মনিহিত বীজ হইতে) সৃষ্টি করিলেন । সেই আর্দ্র বস্তুটি হইতেছে সোম ; এই সমস্ত সৃষ্টিই এতদুভয়াগ্নক—অন্ন ও অন্নাদময় (ভোক্তৃ-ভোগ্যাগ্নক) ; তন্মধ্যে সোমই অন্ন, আর অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা । তিনি যে, নিজেব অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ব্রহ্মের (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ; যেহেতু, তিনি নিজে মরণশীল (মর্ত্য) হইয়াও অমৃত অর্থাৎ মরণ-বিহীন দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি । যে লোক প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনি নিজেও প্রজাপতির অতিসৃষ্টিতে প্রভু হ লাভ করেন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ । এবং স প্রজাপতির্জগদিদং মিথুনাগ্নকং সৃষ্ট । ব্রাহ্মণাদিবর্ণনিয়ন্তাদেবতাঃ সিস্কুরাদৌ—অথ-ইতি শব্দদ্বয়মভিনয়প্রদর্শনার্থম্ —অনেন প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপ্য অভ্যমহং আভিমুখেন মননমকরোৎ । স মুখং হস্তাভ্যাং মথিতা, মুখাচ্চ যোনেইস্তাভ্যাঞ্চ যোনিভ্যাম্ অগ্নিং ব্রাহ্মণ-জাতঃসুগৃহকর্তারম্ অসৃজত সৃষ্টবান্ । যস্মাৎ দাহকস্তাগ্নেধোনিঃ এতদুভয়ং—হস্তৌ মুখঞ্চ, তস্মাদুভয়মপ্যোতদলোমকং লোমবিবর্জিতম্ ; কিং সর্বমেব ? ন ; অন্তরতঃ অভ্যন্তরতঃ । অস্তি হি যোক্তা সামাগ্নয়ুভয়স্তাস্ত্র । কিম্ ? অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ স্ত্রীণাম্ । তথা ব্রাহ্মণোহপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতেঃ ; তস্মাদেকবোনভ্যাং জ্যেষ্ঠেনেবাসুজ্ঞোহমুগৃহতে অগ্নিনা ব্রাহ্মণঃ । তস্মাদ্-ব্রাহ্মণোহগ্নিদেবত্যা মুখবীৰ্য্যশ্চেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ । ১

তথা বনাশ্রয়া-গ্নাং বাহুভ্যাং বলভিদাদিকং কল্লিয়জাতি-নিয়ন্তারং কল্লিয়ক । তস্মাদৈক্লং কল্লং বাহুবীৰ্য্যশ্চেতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাবগতম্ । তথা উরুত জীহা চেষ্টা, তদাশ্রয়াদ্ বনাদিলক্ষণং বিশো নিয়ন্তারং বিশক । তস্মাৎ কুব্যাদিপরো বনাদিদেবতাশ্চ বৈশ্রঃ । তথা পূষণঃ পৃথ্বীদৈবতং শত্রুং চ পতন্ত্যাং পরিচরণক্ষমম্ অসৃজতেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ । তত্র কল্লাদিদেবতাসর্গ-মিহাসুজ্ঞং বক্ষ্যমাণমপি উক্তবচনসংহরতি সৃষ্টিসাকল্যাণুকীর্ত্যে । যথেষ্ট শ্রুতির্ক্যাবস্থিতা, তথা প্রজাপতিরেব সর্বৈ দেবা ইতি নিশ্চিতোহর্থঃ, অষ্টু-রনন্তত্বাং সৃষ্টানাম্, প্রজাপতিনেব সৃষ্টত্বাং দেবানাম্ । ২

অঐতবং প্রকরণার্থে ব্যবস্থিতে তৎস্বত্যাভিপ্রায়েণ অবিদ্বন্মতাস্তরনিন্দো-

পত্নাসঃ । অগ্নিনিদ্ৰা অগ্নস্তৃতয়ে (ক) । তৎ তত্র কৰ্ম্মপ্রকরণে কেবলযাজ্ঞিকা
যাগকালে যদিদং বচ আহঃ—‘অমুমগ্নিং যজ, অমুমস্তং যজ’ ইত্যাদি—
নামশস্ত্রোক্তকৰ্ম্মাদি-ভিন্নত্বাৎ ভিন্নমেব অগ্ন্যাদিদেবম্ এতৈকং যজমানা
আহুরিত্যভিপ্রায়ঃ । তৎ ন তথা বিভ্রাৎ ; যস্মাদেতসৌব প্রজাপতেঃ সা
বিসৃষ্টিদেবভেদঃ সৰ্ব্বঃ ; এষ উ হি এব প্রজাপতিরেব প্রাণঃ সৰ্ব্বে দেবাসঃ । ৩

অত্র বিপ্রতিপত্ত্বন্তে পর এব হিরণ্যগৰ্ভ ইত্যোকে ; সংসারীতাপরে ।
পর এব তু মন্ত্রবর্ণাৎ—‘ইন্দ্রঃ যিত্রঃ বরুণমগ্নিমাহঃ’ ইতি ক্রতে ; ‘এব
ত্রৈক্যেব ইন্দ্র এব প্রজাপতিরেতে সৰ্ব্বে দেবাসঃ’ ইতি চ ক্রতে ; স্মৃতেশ্চ—

“এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মতুমগ্নে প্রজাপতিম্” ইতি ।

“যোহসাবতীজ্রিয়োহগ্রাহঃ স্মশ্নোহব্যাক্তঃ স্নাতনঃ ।

সৰ্ব্বভূতমগ্নোহচিন্ত্যঃ স এব সয়মুদভৌ ॥” ইতি চ ।

সংসার্যোব বা স্মাৎ,—‘সৰ্ব্বান্ পাপান্ ঔষৎ’ ইতি ক্রতে ; ন হুসংসারিণঃ
পাপান্নাহপ্রসঙ্গোহস্তি ; তয়ারতি-সংযোগশ্রবণাচ্চ ; ‘অথ যন্নৃত্যঃ সন্মৃতান-
সৃজত’ ইতি চ, ‘হিরণ্যগৰ্ভং পশুত জায়মানম্’ ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ ; স্মৃতেশ্চ
কৰ্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায়াম্—

“ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যাক্তমেব চ ।

উতমাসঃ সাত্বিকীমেতাঃ গতিমাহম্মনাৰিণঃ ॥” ইতি । ৪

অধেবং বিরুদ্ধার্থানুপপত্তেঃ প্রামাণ্যাব্যাবাৎ ইতি চেৎ ; ন ; কল্পনাস্ত-
রোপপত্তেরবিরোধাৎ উপাধি বিশেষসম্বন্ধাৎ বিশেষকল্পনাস্তরমুপপদ্যতে ;

“আসীনো দূবং ব্রজতি শয়ানো যাতি সৰ্ব্বতঃ ।

কন্তং মদামদং দেবং মদন্তো জাতুমর্হতি ॥”

ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যাঃ । উপাধিবশাৎ সংসারিত্বম্, ন পরমার্থতঃ ; স্বতোহ-
সংসার্যোব । এবমেকত্বং নানাত্বঞ্চ হিরণ্যগৰ্ভস্য । তথা সৰ্ব্বজীবানাম্, “তত্ত্ব-
মসি” ইতি ক্রতে : । হিরণ্যগৰ্ভস্তু পাণ্ডিত্যাত্মশয়্যাপেক্ষয়া প্রায়শঃ পর এবেতি
শ্রুতিস্মৃতিবাচ্যঃ প্রকৃত্যঃ ; সংসারিত্বস্তু কচিদেব দর্শয়ন্তি । জীবানাং তু
উপাধিগতাভিজ্ঞবাহুল্যাৎ সংসারিত্বমেব প্রায়শোহভিলপ্যতে । ব্যাবৃত্তকৃত্ত্বমো-
পাধিভেদাপেক্ষয়া তু সৰ্ব্বঃ পরমেনাভিধায়তে শ্রুতিস্মৃতিবানৈঃ । ৫

তাকিকৈস্ত পরিভাষ্যাক্ষয়বানৈঃ ‘অস্তি নাস্তি, কৰ্ত্তা এককৰ্ত্তা’ ইত্যাদি বিরুদ্ধং
বহু তর্কয়ন্তিরাকুলীকৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ ; তেনার্থানিশ্চয়ো দুর্লভঃ । যে তু কেবল-

শাস্ত্রানুসারিণঃ শাস্ত্রদর্পাঃ, তেবাং প্রত্যক্ষবিষয় ইব নিশ্চিতঃ শাস্ত্রার্থো দেবতাদিবিষয়ঃ । ৬

তত্র প্রজাপতেরেকস্য দেবসাত্ত্রাণ্ড-লক্ষণো ভেদো বিবক্ষিত ইতি—
তত্রাগ্নিরুক্তোহতা, আত্মঃ সোম ইদানীমুচ্যতে । অথ যৎকিঞ্চিদং লোকে আর্দ্রং
দ্রব্যায়ুক্তম্, তৎ রেতস আয়নো গীজাদসৃজত ; “বেতস আপঃ” ইতি ক্রতেঃ ।
দ্রব্যায়ুক্ত সোমঃ ; তস্মাৎ যদার্দ্রং প্রজাপতিনা রেতসঃ সৃষ্টম্, তচ্ছ সোম এব ।
• এতাবধৈ এতাবদেব, নাতোহনিকম্, ইদং সর্বম্ । কিং তৎ ? অন্নকৈব সোমো
দ্রব্যায়ুক্তাদাপ্যায়কম্ ; অন্নাদশচাগ্নিঃ, ঔষ্মাৎ কুষ্মদাচ্চ । তত্রৈবমবধিধতে
—সোম এবান্নম্, যদন্ততে তদেব সোম ইত্যর্থঃ ; য এবাতা স এবাগ্নিঃ ;
অর্থবলাদ্ধি অবাণবণম্ । অয়মগ্নিবপি কচিং হুয়মানঃ সোমপক্ষসৌব ; সোমো-
হপি উজ্যামানোহগ্নিরেব, শত্ৰুত্বাৎ । এবমগ্নীষোমাত্মকং জগৎ আত্মাশ্চেন পশুন্
ন কেনচিদোষণে লিপাতে ; প্রজাপতিশ্চ ভবতি । সৈবা ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ
অতিসৃষ্টরাঅনোহপ্যতিশয়া । ৭

কা সা ? ইত্যাহ যৎ প্রেরসঃ প্রশসাতরাদাঅনঃ সকাশাদ্ যস্মাদসৃজত
দেবান্, তস্মাদেবসৃষ্টিরতিসৃষ্টিঃ । কথং পুনরায়নোহতিশয়া সৃষ্টিঃ ? ইত্যত
আহ—অথ যদ্ যস্মাৎ মর্তাঃ সন্ মরণধর্ম্মা সন্, অমৃতান্ অমরণধর্ম্মিণো
দেবান্, কর্ম্মজ্ঞানবহিনা সর্বানায়নঃ পাপান্ ওষিষা অসৃজত ; তস্মাদিয়ম্
অতিসৃষ্টিকুংকুষ্টজ্ঞানস্ত ফলমিত্যর্থঃ । তস্মাদেতামতিসৃষ্টিং প্রজাপতেরাঅ-
ভূতাং যো বেদ, স এতস্মামতিসৃষ্ট্যাং প্রজাপতিরিব ভবতি প্রজাপতিবদেব
সৃষ্টি ভবতি ॥ ৪৩ । ৬ ॥

টীকা । নম্ সর্বা সৃষ্টিকলা, উক্তং চ প্রজাপতের্কিছুতিসকীর্জনকলং, কিমবশিষাতে,
যদর্ধমুত্তরং বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যত—এবামতি । আদাবভ্যময়মিতি সন্থকঃ । অভিনয়প্রদ-
র্শনমেষ বিশদয়তি—অনেনেনেতি । মুখাদেয়গ্নিঃ এতি বোনিষে গমকমাহ—যস্মা-
দিতি । প্রত্যক্ষবিরোধঃ শঙ্কিত্বা দুযয়তি—কিমিত্যাদিনা । ইত্যয়োরূপে চ বোনি-
শকপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ—অস্তি হীতি । প্রজাপতের্মুখাৎ ইখমগ্নিঃ সৃষ্টোহপি
কথং ব্রাহ্মণমসৃষ্টয়াতি, তত্রাহ—তথ্যেতি । উক্তেহর্বে ক্রতিসৃতিসংবাদং দর্শয়তি—
তস্মাদিতি । ‘আয়েয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ’ ইত্যাদ্য ক্রতিসৃক্তদৃশ্যসারিণী চ স্মৃতির্দ্রষ্টব্য্যা । ১

‘অগ্নিমসৃজত’ ইত্যেতদ্ব্যপলক্ষণার্থমিত্যাভিপ্রেত্য সৃষ্টাস্তরমাহ—তথ্যেতি । বলতিদিক্রঃ ।
আদিশব্দেন বরুণাদিগৃহ্যতে । ক্ষত্রিয়ং চাসৃজত ইত্যস্ববর্ততে । উক্তমর্বে প্রমাণেন
জটয়তি—তস্মাদিতি । ‘এলো রাজন্তঃ’ ইত্যাদ্য ক্রতিসৃক্তদৃশ্যসারিণী চ স্মৃতিরবধা ।
বিশং চাসৃজতেতি পূর্ববৎ । ইহাশ্রয়াদুক্তো জাতব্যং বচনোজ্যেষ্ঠম্বং চ তচ্ছকার্যঃ ।

‘পজ্যাং শূজো অজায়ত’ ইত্যাদ্য ক্রতিভূতাবিধা চ স্মৃতিরনুসৰ্গব্যা। অগ্নিসর্গস্ত বক্ষ্য-
মাণেন্দ্রাদিসর্গোপলক্ষণভে সতি সৃষ্টিসাক্ষ্যাদেব উ এব সৰ্কে দেবা ইত্যুপসংহরনিক্ষিপিত
কলিতমাহ—তদ্রোতি । উক্তেন বক্ষ্যমাণোপলক্ষণং সৰ্কশবঃ সৃচয়তীতি ভাবঃ । কিঞ্চ
সৃষ্টিরজ্ঞ ন বিবক্ষিতা, কিন্তু যেন প্রকারেণ সৃষ্টিক্রুতিঃ স্থিতা, তেন প্রকারেণ দেবতাদি সৰ্কঃ
প্রজাপতির্যেবেতি বিবক্ষিতমিত্যাহ—যথোতি । তত্র হেতুমাং—স্মৃতি-রিত্তি । তথাপি
কথং দেবতাদি সৰ্কং প্রজাপতিমাত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিনোতি । ২

তদ্বদিতমিত্যনিবাক্যস্ত তাৎপৰ্য্যমাহ—অথোতি । প্রজাপতির্যেব সৃষ্টং সৰ্কং
কার্যমিতি প্রকরণার্থে পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ ব্যবহৃতিতে সতানন্তরং তত্ৰৈব সৃতিবিবক্ষণা
তদ্বদিতমিত্যাত্মবিধন্যতাস্তরস্ত নিন্দার্থং বচনমিত্যর্থঃ । মতান্তরে নিম্নিত্তেহপি কথং
প্রকরণার্থঃ স্ততো ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যোতি । একৈকং দেবমিত্যস্ত তাৎপৰ্য্যমাহ—
নামোতি । কার্কং কালাপকর্মমতিবং নামভেদাৎ কৃত্ব তদ্বদেবতাস্ততিভেদাদ্ ঘট-
শকটাদিবং অর্থক্ৰিয়াভেদাচ্চ প্রত্যেকং দেবানাং ভিন্নত্বাৎ কর্মধামেতদ্বচনমিত্যর্থঃ । আদি-
শলেন রূপাদিভেদাৎ তত্ত্বিরূপং সংগৃহ্যতি । নতত্র কর্মধাং নিন্দা ন প্রতিভাতি, তন্মাতোপ-
স্তাস্তৈব প্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্রোতি । একান্তব প্রাণস্তানেকবিধো দেবতাপ্রভেদঃ
শাকল্যব্রাহ্মণে বক্ষ্যত ইতি বিবক্ষিতা বিশিনষ্টি—প্রাণ ইতি । ৩

অগ্নাদয়ো দেবাঃ সৰ্কে প্রজাপতির্যেবেত্যুক্তং, স্মৃতি- তৎস্বরূপনির্দিষ্টাঃ স্মৃতিব্যা তত্র
বিপ্রতিপত্তিং দর্শয়তি—অন্যোতি । হিরণ্যগৰ্ভস্ত পরমাত্মে, দ্বিতীয়ে কল্পে সংসারিষ্ণং
বিধেয়মিতি বিভাগঃ । তত্র পূৰ্ব্বপক্ষং গৃহ্যতি—পর এব স্মৃতি । নহ একস্তানেকা-
ন্তকথং মন্ত্রবর্ণনবিগম্যতে, ন তু পরমাত্মং প্রজাপতিরিত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণবাক্যমুদাহরতি—
এম ইতি । ব্রহ্ম-প্রজাপতী সূত্র-বিদ্যালো । এবশবঃ পরমাত্মবিষয়ঃ । স্মৃতেশ্চ পর এব
হিরণ্যগৰ্ভ ইতি সযজ্ঞঃ । তত্ৰৈব বাক্যাস্তরং পঠতি—যোহস্মাবিতি । কর্ম্মলিঙ্গা-
বিষয়বৃত্তীল্লিঙ্গত্বম্ । অগ্নাহবং জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বম্ । তত্র হেতুমাং—সূক্ষ্মমাংব্যাক্ত-
ইতি । ন চ ভক্তাসবং, এমাত্মাদিভাবাভাবশাক্ষিভেন সদা সম্বাদিত্যাহ—অনাতন ইতি ।
ইতচ্চ তস্ত নাসবং সৰ্কোবামাত্মাদিত্যাহ—সর্বোতি । অন্তঃকরণবিষয়ত্বমাহ—অচিন্ত্য-
ইতি । যোহস্মৈ পরমাত্মা যথোক্তবিশেষণঃ, স এব স্বয়ং বিরোড়ান্না ভূতবানিত্যাহ—অ-
এবেতি । মন্ত্রব্রাহ্মণস্মৃতিষু পরন্ত সৰ্কদেবতাস্ত্রয়দৃষ্টেব চ সূত্রস্ত তৎপ্রতীতেন্তস্ত পরন্ত-
মিত্যুক্তম্ ; ইদানীং পূৰ্ব্বপক্ষাস্তরমাহ—অংদার্যোবেতি । সৰ্কপাণ্যুদাহরপ্রবণমাত্রেণ
কথং প্রজাপতেঃ সংসারিষ্ণং, তত্রাহ—ন হীতি । অন্তস্তদ্ব্যঙ্গোপদেশাদিত্যাহ পরস্তাপি সৰ্ক-
পাণ্যুদায়াকীকরাৎ নেদং সংসারিষ্ণে লিঙ্গমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্রোতি । অস্বজ্ঞভেতি চ
প্রবণমিতি সযজ্ঞঃ । ন কেবলং মর্ত্যজ্ঞভেত্রেব সংসারিষ্ণং, কিন্তু অস্বজ্ঞভেত্রেত্যাহ—
হিরণ্যগৰ্ভমিতি । যথোক্তহেতুনাং সংসার্যেব স্মৃতিভি প্রতিজ্ঞয়াংস্বয়ঃ । কর্ম্মকল-
দর্শনাধিকারে ব্রহ্মত্যাগ্ভায়াঃ স্মৃতেশ্চ তৎফলভূতস্ত প্রজাপতেঃ সংসারিষ্ণমেবেত্যাহ—
স্মৃতেশ্চোতি । বিরোড্ব্যঙ্গত্বাচ্যে । বিষয়জ্ঞো মহাদমঃ । ধর্ম্মতত্ত্বভিমানিনী দেবত-
বমঃ । মহান্ প্রকৃতেন্নাত্মো বিকারঃ সূত্রম্ । অব্যাক্তং প্রকৃতিস্মৃতি ভেদঃ । ৪

অন্তু তর্হি বিবিধবাক্যবশাৎ প্রজ্ঞাপতেঃ সংসারিত্বসংসারিত্বং চ, ইত্যাদি—অথেন্টি ।
তদ্বিবিধবাক্যপ্রবণানন্তর্য্যামর্থশকার্থঃ । এবং শব্দঃ সংসারিত্বাসংসারিত্বপ্রকারণসামর্থ্যার্থঃ । বিরোধ-
ভূতমপ্রমাণ্যং নিরাকরোতি—নেত্যাাদিনা । স্বতোহসংসারিত্বং, কল্পনয়া চ সংসারিত্ব-
মতি কল্পনান্তরসম্ভবাৎ বিবিধক্ষতীনাং বিরোধেৎ প্রমাণাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । কল্পনয়া সংসারিত্ব-
মতোতৎ বিশদয়তি—উপাধীতি । উপাধিকী পরন্তু বিশেষকল্পনেত্যত্র প্রমাণমাহ—
স্বাদীন ইতি । স্বরন্তেন কূটস্থোহপ্যাখ্যা মনসঃ শীঘ্রং দূরগমনদর্শনাৎ তদুপাধিকো
র্যত্র ব্রজতি ; যথা স্বপ্নে শয়নোহপি মনসো গতিব্রান্ত্যা সর্বত্র যাতীয ভাতি, তথা
দাগরেহপীত্যর্থঃ । কল্পিতেন হৃদ্যাদিবিকারেণ স্বাভাবিকেন ভদভাবেন চ মুক্তমান্নানং ন
চন্দ্রদপি নিশ্চেষ্টং শক্লোভাতাহ—কস্তুমিতি । আদিপদেন দ্যায়তীব্যেত্যাদিচ্ছতয়ো
হুন্তে । উদাহৃতপ্রতীনাং তাৎপর্যমাহ—উপাধীতি । কিং তর্হি পারমার্থিকং ? তদাহ—
স্বত ইতি । পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । হিরণ্যগর্ভস্ত বাস্তবমবাস্তবং চ রূপং নিরূপিতমুপা-
স্মৃতি এবমিতি । তত্শাণ্মদাদিবং ন স্বতো ব্রহ্মত্বং, কিন্তু সংসারিত্বমেব স্বাভাবিক-
মত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তস্ত সাধ্যবিকলতামাহ—তথেন্টি । সর্বত্রীবানামেকত্বং নানাৎ চেতি
পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । তেবাং স্বতো ব্রহ্মত্বে প্রমাণমাহ—তস্তুমিতি । কন্তর্হি হিরণ্যগর্ভে
বিশেষঃ, যেনাদৌ অশ্মদাদিভিরূপান্ততে, তত্রাহ—হিরণ্যগর্ভাচ্ছিত্তি । নহু ক্ষতিস্বতি-
াদেষু কচিং তস্ত সংসারিত্বমপি প্রদর্শ্যতে, সত্যং, তৎ তু কল্পিতমিত্যভিপ্রোক্তাহ—স-
স্মারিত্বং ত্রিতি । অশ্মদাদিষু তুল্যমেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জীবানাং ত্রিতি । কথং
হি 'তত্ত্বমসি' 'কেত্বজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যাদিচ্ছতিস্বতিবাদাঃ সংগচ্ছন্তে, তত্রাহ—
বাস্তবেন্টি । ৫

স্বমতে তদ্বনিচ্ছয়মুক্তা পরমতে তদভাবমাহ—তাকিকৈচ্ছিত্তি । নবেকজীব-
াদেহপি সর্বব্যবস্থাপ্রপণতেত্ত্বনিচ্ছয়দৌলভ্যং তুল্যমিতি চেৎ ; নেতাহ—যে ত্রিতি ।
প্রবং প্রবোধাৎ প্রাগশেষব্যবস্থাসম্ভবাদুর্দ্ধং চ তদভাবস্তেইবাদেকমেব ব্রহ্মানাত্তবিদ্যাবশাৎ
শেষব্যবস্থারান্দ্রমিতি পক্ষে ন কাচন দৌষকলেতি ভাবঃ । ৬

সর্বদেবভাস্করস্ত প্রজ্ঞাপতেঃ স্বতোহসংসারিত্বং কল্পনয়া বৈপরীত্যমিতি স্থিতে সতি
থেত্যাভ্যন্তরগ্রহস্ত তাৎপর্যমাহ—তত্নেন্টি । বিবক্ষিত ইচ্ছান্তরগ্রহপ্রবৃত্তিরিতি শেবঃ ।
স্ত বিবয়ং পরিশিনষ্টি—তত্রাগ্নিরিতি । অত্রাণ্ডথোনির্দারগার্থা সম্ভবী । সম্প্রতি
প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথেন্টি । অন্তুঃ সর্গানন্তর্য্যামর্থশকার্থঃ । রেতসঃ
কোশাদপাং সর্গেহপি সোমশব্দে কিমায়তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রবাত্মকশ্চেতি ।
ইচ্ছাখ্যাছতেঃ সোমোৎপত্তিশ্রবণাৎ তত্র শৈঠ্যোপলব্ধেন্টি ভাবঃ । সোমস্ত
বাস্করকে কলিতমাহ তস্মাদিতি । অগ্নীবোমরোরজাতয়োঃ সৃষ্টাবপি অগ্নি
ষ্টব্যস্তরমবশিষ্টমন্তীত্যশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি । আপ্যায়কঃ সোমো দ্রবাত্মকত্বাৎ,
দগ্নং চাপ্যায়কং অসিদ্ধং, তস্মাদুপপন্নং সোমস্তারত্বমিত্যাহ—দ্রবাত্মকত্বাদিতি ।
সাম এবান্নমগ্নিরান্ন ইত্যবধারণস্ত বিবক্ষিতমর্থমাহ—তত্নেন্টি । যথোক্তং বাক্যং
প্তমর্থঃ । যথাক্রমতমধারণমবধারণ্য কৃতো বিধান্তরেণ তদ্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থ-

বনাদীতি । অন্নাদন্ত সংহর্ষাৎ অগ্নিভক্ষণস্ত চ সংহরণীয়তয়া সোমভক্ষণবধারণিতুং
 যুক্তমিত্যর্থঃ । নহু অন্নস্ত সোমদ্বেন ন নিবমোহংগের্ণ জলাদিনা সংহারাৎ, ন চাতুর্যগিহেন
 নিয়মঃ সোমস্তাপি কদাচিদিজ্যমানত্বেন অত্বাৎ, তৎকৃতোহর্ষবলমিত্যাশঙ্ক্যাহ অগ্নিন-
 পীত । সোমপি সংহায়াশ্চেৎ সোম এব, স চ সংহর্ষা চেদগ্নিরেব, ইত্যবধারণগিন্দি-
 রিত্যর্থঃ । প্রজাপতে: সর্বাগ্নয়নুপক্রমা জগতো দেধাবিত্ত্বাভিধানং কুত্রোপযুক্তমিত্য-
 শঙ্ক্য ভক্ত স্ত্রে পর্যাবসানাৎ তন্নিরান্নবুদ্ধোপাসকস্ত সর্বদোষরাহিত্যঃ ফলমত্র বিবক্ষিত-
 মিত্যাহ—এবমিত্য । অনুগ্রাহকদেবশৃষ্টিযুক্তা তদুপাসকস্ত কলোক্ত্যর্থমাদে দেবশৃষ্টিঃ
 জোতি—ঐশেষতি । ৭

‘অগ্নিযুক্তা’ ইত্যাদিশ্রুতেরগ্ৰাণ্যদয়োহস্তাবয়বাঃ, তৎকথং তৎশৃষ্টিভূতোহতিশয়বতীত্যা-
 শঙ্কতে—কথমিতি । প্রজাপতেঃজমানাবহ্মাপেক্ষয়া দেবশৃষ্টিরুৎকৃষ্টত্ববচনমবিক্রমমিতি
 পরিহরতি—অন্ত আহেতি । দেবশৃষ্টিরতিশৃষ্টিত্বাভাবশঙ্কানুবাদার্থঃ অবশ্যকঃ ।
 জ্ঞানস্তেতু্যপলক্ষণং, কণ্ঠগোহপীতি দ্রষ্টব্যম্ । অতিশৃষ্ট্যামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মা-
 দিতি । দেবাদিশৃষ্টি তদাত্মা প্রজাপতিরহমেব ইত্যুপাসিতৃত্ত্বাবাপত্ত্যা তৎপ্রশৃষ্টং কল-
 তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—প্রজাপতি এইরূপে স্রী-পুরুষাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি
 করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিয়ন্ত্রী (শাসনক্ষম) দেবতা সমূহ সৃষ্টি করিতে
 ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে—শ্রুতির ‘অগ’ ও ‘ইতি’ শব্দ দুটি অভিনয় বা অনুকরণ
 প্রকাশক—এই প্রকারে মুখে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া অভিমুখন করিয়াছিলেন,
 অতীষ্টসিদ্ধির অন্তুকূলরূপে মন্থন (ঘর্ষণ) করিয়াছিলেন । তিনি দুই হাতে
 মুখমণ্ডল মন্থন করিয়া, সেই মুগ ও হস্তদ্বয়রূপ বোনি (উৎপত্তিস্থান) হইলে
 ব্রাহ্মণজাতির অনুগ্রাহক অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । বেহেতু মুখ ও
 হস্তদ্বয়, উভয়ই দাহকারী অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সেই হেতুই এই উভয় স্থান
 কলোমক অর্থাৎ লোমবজ্জিত ; তবে কি সমস্ত অংশই [লোমশৃণ্ড] ? না,—
 তাহা নহে, অন্তরে অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তরভাগে [লোমশৃণ্ড] ; প্রসিদ্ধ জন-
 নেন্দ্রিয়ের সহিত এই উভয়স্থানের বাদৃশ্যও আছে ; সচ সাদৃশ্যটি কি ? না,
 রমণীগণের জননেন্দ্রিয়ও অভ্যন্তরভাগে লোমশৃণ্ড হইয়া থাকে ; (ইহাই উভয়ের
 মধ্যে সাম্য বা সমানত্ব) ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতেই জন্ম
 ধারণ করিয়াছে ; এই কারণে উভয়ই এক কারণোৎপন্ন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
 যেমন কনিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তেমনি অগ্নিও ব্রাহ্মণের প্রতি
 অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই কারণেই শ্রীত ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ
 আছে যে, ব্রাহ্মণগণ অগ্নিদৈবতক ও মুখবীর্ঘ্য, অর্থাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণের

অল্পগ্রাহক দেবতা এবং তাহাদের বীৰ্য্য বা শক্তিও মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে (১) । ১

এইরূপ বলের অধিষ্ঠান বাহুবল হইতে ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহাদের নিয়ন্তা (পরিচালক) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ; এই জন্তই ঋতিতে ও স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়জাতি ও বাহুবল উভয়ই ইন্দ্রদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ । এইরূপ উরু হইতে চেষ্টা ও চেষ্টাশ্রয় বৈশ্বজাতি ও তাহার নিয়ন্তা বসু প্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন] ; এই কারণেই বৈশ্বজাতি কৃষিকর্মে তৎপর ও বসু প্রভৃতি দেবতা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । এইরূপ পৃথিবীদৈবতক পুষা ও পরিচর্যাশ্রম শূদ্রজাতিকে পদ হইতে সৃষ্টি করিলেন ; কারণ, ঋতি-স্মৃতিতে এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে । যদিও এখানে ক্ষত্রিয়াদি দেবতা-সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাহ, পরে বলা হইবে ; তথাপি এখানে সৃষ্টির প্রসঙ্গ পরিপূরণার্থ সে সমস্ত কথাও ক্ষত্ৰ্য্যক্তেরই মত উল্লেখিত হইল । উক্ত ঋতি যেসকল অর্থ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থই নিশ্চিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সর্বদেবাত্মক ; কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই স্রষ্টা হইতে ভািন্ন ; দেবগণও ত প্রজাপতি কর্তৃকই সৃষ্ট ; সূত্রায় তাহারও প্রজাপতি হইতে ভিন্ন নহে (২) । ২

এইরূপই যখন প্রকরণার্থ অবধারিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার

(১) তাৎপর্য্য—ব্রাহ্মণের শক্তি যে, মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ের প্রসিদ্ধি সূচক একটি উদাহরণ এই :—মহামুনি বান্দ্যাকর তপোবন-সন্নিবাসে যখন লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতুর সহিত রামচন্দ্রের পুত্র লবের বাদ-বিতর্ক হয়, সে সময় চন্দ্রকেতু রামচন্দ্রের বিজয়-কীত্তিরূপে মহাবীর পরশুরামের পরাজয় ঘোষণা করিলে পর, তদন্তরে লব বিক্রমচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

“সিদ্ধং হেতব্ বাচি বীৰ্য্যং বিজানাং বাহেবাবীৰ্য্যং যন্ত তৎ ক্ষত্রিয়াণাম্ ।

শান্তগ্রাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্ন্যঃ, তস্মিন্ দাস্তে কা ণ্ডতিস্ততঃ রাজঃ ॥”

(২) তাৎপর্য্য—ঘট-স্রষ্টা কৃতকার ও তৎসৃষ্ট ঘট কখনই এক অভিন্ন পদার্থ নহে ; সূত্রায় এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা প্রজাপতি ও তৎসৃষ্ট দেবতা এক হইবে কিরূপে ? তদন্তরে বলা যাইতে পারে যে, এখানে ‘স্রষ্টা’ শব্দে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যিনি নিজে নিমিত্তও বটে এবং উপাদানও বটে ; এরূপ কারণকেই ‘স্রষ্টা’ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; যেমন লুতা (মাকড়সা) স্বসৃষ্ট সূতার নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণাত্মক, প্রজাপতিও তেমনি স্বকারণ্য সম্বন্ধে নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণাত্মক ; এই জন্ত তৎসৃষ্ট দেবতাপ্রণ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না ; এই নিয়ম অব্যতিচারী ; সূত্রায় নির্দোষ ।

উৎকর্ষধ্যাপনের জন্যই অগ্ন্যাগ্ন্য অবিষং-সম্মত মতগুলির উপস্থাপন বা উল্লেখ করা হইতেছে ; কারণ, একের নিন্দা ত অপরের প্রশংসাসূচকই হইয়া থাকে । [এখন সেই অবিধানের মতগুলি উপস্থাপ্ত হইতেছে —] লোকপ্রসিদ্ধ কৰ্ম্ম-প্রকরণে যাজ্ঞিকগণ, যজ্ঞাশুষ্ঠানকালে যে, এই কথা বলিয়া থাকেন—‘এই অগ্নির অর্চনা কর, এই ইন্দ্রের অর্চনা কর’ ইত্যাদি ; একবার অুত্তিপ্রায় এই যে, যজ্ঞীয় দেবতাগণের নাম, স্তোত্র ও কৰ্ম্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাহার অগ্ন্যাগ্নি দেবতাকেও বরুণতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া ঐক্লপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু যজ্ঞাশু বাক্তি কখনই দৈবততাব ঐক্লপে বুঝিবেন না ; কেননা, বিভিন্নাকার ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই বিসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি ; এবং এই প্রজাপতিই প্রাণীকৃপী সৰ্ব্বদেবাত্মক । ৩

এবিষয়ে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একশ্রেণীর লোকেরা বলেন,—হিরণ্যগৰ্ভ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই বটে ; অপর সমুদায় বলেন,—তাহা নহে, হিরণ্যগৰ্ভও সংসারী (কৰ্ম্মকলভোক্তা জীব-শ্রেণীরই অন্তর্গত) । কিন্তু মন্ত্রশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তিনি পরব্রহ্মস্বরূপই বটে ; কারণ, মন্ত্রে আছে—‘এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন,’ এবং অগ্ন্য শ্রুতিতে আছে—‘ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র ; ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই সৰ্ব্বদেবাত্মক’ ইতি । স্মৃতিতেও আছে—‘এই আদি পুরুষকে (প্রজাপতিকে) কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অগ্নি আবার মনু বলিয়া নির্দেশ করেন’, এবং ‘এই যিনি অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগম্য, সূক্ষ্ম, অব্যাক্তরূপী চিরন্তন ও সৰ্ব্বভূতময়, তিনিই প্রথমে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন’ ইতি । অথবা, তিনি সংসারী—জীবশ্রেণীভুক্তও হইতে পারেন ; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন, ‘তিনি সৰ্ব্ববিধ পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সংসারী না হইলে ত তাহার পক্ষে কখনই পাপ দাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে না ; বিশেষতঃ ভয় ও অরতি-সম্বন্ধও তাঁহার সংসারিত্বের অপর কারণ, এবং ‘অতঃপর তিনি নিজে মর্ত্য হইয়াও যে অমর সৃষ্টি করিয়াছিলেন’, ‘জায়মান হিরণ্যগৰ্ভকে দর্শন কর’ ইত্যাদি মন্ত্রেও তাঁহার সংসারিত্ব শ্রুতি রহিয়াছে কৰ্ম্মকল-জ্ঞাপক শ্রুতি হইতেও ইহা জানা যাইতেছে—‘ব্রহ্মা (বিরাট্), বিশ্বপ্রভৃৎগণ (মনু প্রভৃতি), ধর্ম (যম), মহান্ (মহত্ত্ব—অর্থাৎ তত্ত্বপাশ্বিক সূত্রাত্মা) ও অব্যাক্ত (প্রকৃতি), এ সমস্তকে সাত্বিক কৰ্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করেন’ ইতি । ৪

ভালকথা, একই বিষয়ে এবংবিধ বিরুদ্ধার্থ-সংঘটন যখন সম্ভবপর হয় না, তখন কোন বাক্যেরই প্রামাণ্য হইতে পারে না ; ফলে প্রজ্ঞাপতির সংসারিত্ব বা অসংসারিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না ; না, এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, অজ্ঞপ্রকার কল্পনা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে, অর্থাৎ উপাধি বিশেষের সম্বন্ধনিবন্ধন এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, [যাঁহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব কল্পনার ব্যাঘাত না ঘটে] । ‘যিনি একত্র অবস্থিত হইয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন, যদামদ অর্থাৎ যদযুক্ত ও যদবিযুক্ত সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে ?’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সংসারিত্ব ধর্ম্মটি উপাধিক, পারমার্থিক নহে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি অসংসারীই বটে । এইপ্রকার উপাধিসম্বন্ধনিবন্ধন হিরণ্যগর্তের একত্ব ও নানাত্ব, দুইই সম্ভব হয় ; ‘তুমি তৎস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অজ্ঞাত জীবের সম্বন্ধেও ঐরূপই ব্যবস্থা । হিরণ্যগর্তের উপাধি স্বতই বিসৃদ্ধ ; এই জ্ঞাত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিকাংশস্থলে পরমেশ্বররূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন, অতি অল্প স্থানেই তাঁহার সংসারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বভাবতই অন্তর্ভুক্ত ; এই জ্ঞাত অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের সংসারিত্বই নির্দেশ করিয়াছেন ; সর্বোপাধিবিমুক্ত স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া আবার সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র জীবের পরমেশ্বরভাবও নির্দেশ করিয়াছেন । ৫

কিন্তু যাহারা তাত্ত্বিক—আগম-প্রমাণের বলবতায় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা ‘আত্মা আছে, নাই, কর্তা ও অকর্তা’ ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধ তর্ক করিয়া শাস্ত্রার্থ ‘আকূল (বিরুদ্ধ বা অনিশ্চিতরূপ) করিয়া থাকেন ; তাহার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, যাহারা একমাত্র শাস্ত্রানুসারী গর্ভহীন, তাঁহাদের নিকট দেবতাদি অপরোক্ষবিষয়-প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) প্রত্যক্ষবৎ সুনিশ্চিত হইয়া থাকে । ৬

এখানে আদিদেব একই প্রজ্ঞাপতির—অত্মা (ভোক্তা) ও অদনীয়রূপ রূপ-ভেদ বর্ণনা করাই শ্রুতির অভিপ্রায় ; অন্যথ্যে—প্রথমে ভোক্তা আশ্রয় কথা উক্ত হইয়াছে, এখন অদনীয় সোমের কথা বলা হইতেছে । জগতে বাহ্য কিছু আর্দ্র—জ্বলন্ত বস্তু, তাহা রেত হইতে—আশ্রয় বীজ হইতে সৃষ্টি করিলেন ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—‘রেত হইতে জন (জলীয় দ্রব্য) [প্রাচুর্য্য

হইয়াছে]' ; সোমও জ্বায্যক ; অতএব প্রজাপতি স্বীয় রেত হইতে, যে আর্দ্র বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সোমই বটে । জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এতাবৎই—এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই । ইহা কি ?—না, অন্ন হইতেছে—সোম, জ্বায্যকত্বনিবন্ধন তৃপ্তিসাধক ; উষ্ণ ও ক্রান্ত বলিয়া অগ্নি হইতেছে—অন্নাদ অর্থাৎ ভোক্তা । এবিষয়ে, এইরূপই অবধারণ হইতেছে যে, সোমই অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন ; এবং যিনি ভক্ষণকর্তা, তিনিই অগ্নি ; [যদিও এখানে অবধারণসূচক কোন শব্দ নাই সত্য, তথাপি] অর্ধ-স্রুতির অনুরোধে অবধারণ বুঝিতে হইবে । সময় বিশেষে অগ্নিও হুয়মান (আহতিরূপে অর্পিত) হইলে সোমস্থানীয় অর্থাৎ অন্নমধ্যে পরিগণিত হয়, এবং সোমও আবার সময়বিশেষে ইজ্যমান (অর্চনীয়) হইয়া অগ্নিস্থানীয় অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া থাকে ; কুরগ, তখন তাঁহার ভোক্তৃত্বই থাকে, (ভোগ্যত্ব থাকেনা) । অগ্ন্যবোম্যাক এই জগৎকে যে লোক আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সে লোক কোন প্রকার দোষে—পুণ্য বা পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না, অধিকন্তু প্রজাপত্যপদ লাভেও সমর্থ হয় । ইহা হইতেছে প্রজাপতির অতিসৃষ্টি—প্রজাপতি অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক । ৭

সেই সৃষ্টিটি কি ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি শ্রেয়ান্—আপনার অপেক্ষাও উৎকর্ষসম্পন্ন এই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই দেবসৃষ্টি তাঁহার অতিসৃষ্টি । ভাল, সৃষ্টি আবার আপনা হইতেও অতিশয় হয় কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিজে মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমৃত—মরণরহিত দেবগণকে জ্ঞান ও কর্মরূপ বহি দ্বারা আপনার সর্ববিধ পাপরাশি দক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্মের ফল স্বরূপ (১) । অতএব যে লোক প্রজাপতির আত্মস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত এই অতিসৃষ্টি জানেন

(১) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জন্মকালে স্বয়ং প্রজাপতিও পাপ-রহিত ছিলেন না, এবং মৃত্যুর অধিকার হইতেও বিমুক্ত ছিলেন না ; কিন্তু তিনি জ্ঞান ও কর্মমুক্তাদের সাহায্যে স্বীয় সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া নিষ্পাপ অবস্থায় দেবগণকে সৃষ্টি করায় দেবগণ আজন্ম পাপবিমুক্ত ; কাজেই প্রজাপতি অপেক্ষাও তাহার কার্যের উৎকর্ষ অধিক হইতেছে ; এই জন্ত দেবসৃষ্টিকে অতিসৃষ্টি বলা হইয়াছে ।

—অনুধ্যান করেন, তিনিও প্রজাপতির ন্যায় এই অতিসৃষ্টিতে প্রভু হন—
অর্থাৎ প্রজাপতিরই মত সৃষ্টিকর্তা হন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

আ ভাস-ভাষ্যম্ । “তদ্ধেদং তহঁবাকৃতমাসীৎ ।” সর্বং বৈদিকং
সাধনং জ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণং কত্রাঁত্বেনেককারকাপেকং প্রজাপতিত্বফলাবসানং
সাধ্যম্ এতাবদেব,—যদেতদ্ ব্যাকৃতং জগৎসংসারঃ । অথৈতত্ত্বৈব সাধ্যসাধন-
লক্ষণস্ত ব্যাকৃতস্ত জগতো ব্যাকরণাৎ প্রাগ্‌বীজাবস্থা যা, তাং নির্দিদিক্তি
অক্ষুরাদিকার্য্যাহুমিতামিব বৃক্ষস্ত, কর্ম্মবীজোহবিজ্ঞানেক্ত্রো হসৌ সংসার-
বৃক্ষঃ সমূল উদ্ধর্তব্য ইতি ; তদুদ্ধরণে হি পুরুষার্থপরিসমাপ্তিঃ । ওথাচোক্তম্—
“উদ্ধর্মূলোহবাক্ষাথঃ” ইতি কাঠকে ; গীতাসু চ “উদ্ধর্মূলমধঃশাখম্” ইতি ;
পুরাণে চ “ব্রক্ষবৃক্ষঃ সনাতনঃ” ইতি ।

টীকা । পূর্বোত্তরগ্রন্থয়োঃ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকমাদায় বৃত্তং কীর্তয়তি—তদ্ধেত্যা-
দিদ্যা । তস্ত আদেষদ্বাৰ্ণং বৈদিকমিত্যুক্তম্ । সাধনমিত্যুক্তে মুক্তিসাধনং পুরঃ স্মরতি, তন্নি-
রন্ততি—জ্ঞানেতি । একরূপস্ত সৌক্যত্বেনেকরূপং ন সাধনং ভবতীতি ভাবঃ । মুক্তিসাধনং
মান-বস্তত্ত্বং তদজ্ঞানম্, ইদং তু কারকসাধ্যমতোহপি ন তদ্ধেতুরিত্যাহ—কত্রাঁদীতি ।
কিং চেদং প্রজাপতিত্বফলাবসানম্, ‘যুতুরস্তায়া ভবতি’ ইতি ঋতেঃ । ন চ তদেব
কৈবল্যং, ভয়াবস্ত্যানিশ্চরণাৎ, অতোহপি নেদং যুক্তার্থমিত্যাহ—প্রজাপতিত্বেনেতি । কিঞ্চ,
নিভাসিত্বা মুক্তিঃ, ইদং তু সাধ্যফলমতোহপি ন মুক্তিহেতুরিত্যাহ—জাধ্যামিতি । কিঞ্চ,
মুক্তির্যাকৃতাদর্থান্তরমন্তদেব, “তদিদিত্যং” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ; ইদং তু নামরূপং ব্যাকৃত-
মতোহপি ন তদ্ধেতুরিত্যাহ—এতানদেবেতি । সম্ভ্রুতাব্যাকৃতকণ্ডিকামবতারয়ন্
প্রবেশকাত্যং প্রাক্তনস্ত তদ্ধেদমিত্যাদেক্ষ্যাক্যস্ত ভাৎপথ্যমাহ—অপেক্ষিত । জ্ঞানকর্ম্ম-
কলোস্ত্যানন্তর্য্যামধ-শদার্থঃ । বীজাবস্থা সাভাসপ্রত্যগবিজ্ঞা, তস্মা নির্দেষ্টমিষ্টদ্রবেব, ন সাক্ষা-
নির্দেষ্টদ্রবমনির্দীচ্যাদ্বাদিতি বক্তুং নির্দিদিক্ততীত্যুক্তম্ । বৃক্ষস্ত বীজাবস্থাং লোকে
নির্দিশতীতি সম্বন্ধঃ । বজ্রজ্ঞানে পুর্ম্বাণ্ডিস্তদেব বাচ্যং, কিমিতি প্রত্যগবিজ্ঞোচ্যতে ?
তত্রাহ—কর্ম্মমিতি । উদ্ধর্তব্য ইতি তদ্ব্যলনিরূপণমর্থবদিতি শেষঃ । অথ পুরুষার্থমর্থয়-
মানস্ত তদুদ্ধারোহপি কোণযুক্ত্যতে, তত্রাহ—তদুদ্ধরণে হীতি । নহু সংসারস্ত মূলমেব
নাশ্তি, অভাববাদাৎ ; প্রধানাচ্যেব বা তদ্ব্যলং, নাজাতং ব্রক্ষ ; ইত্যাশঙ্ক্য ক্রতিস্মৃতিভ্যাং পরি-
হরতি—তথা চেতি । উদ্ধর্মূলং কৃষ্টং কারণং কার্য্যাপেক্ষয়া পরমব্যাকৃতং মূলমন্তেত্বাদ্ধর্মূলে
হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ, মূলাপেক্ষয়াংবাচ্যঃ শাখা ইত্যবাক্ষাথঃ । এবম্ ‘উদ্ধর্মূলমধঃশাখম্’ ইত্যাদি-
গীতাসুপি নেতব্যাঃ । অস্তি হি সংসারস্ত মূলম্ ‘নেদমমূলং ভবিষ্যতি’ ইতি ঋতেঃ ; তচ্চা-
জাতং ব্রক্ষৈবেতি ক্রতিস্মৃতিপ্রসিক্তমিতি ভাবঃ ।

আ ভাস-ভাষ্যানুবাদ । “তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্
আসীৎ” ইত্যাদি । বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক যত সাধন (উপায়) আছে, তৎ

সমস্তই কর্তা প্রভৃতি বহু কারক-সাপেক্ষ ; এবং সে সমুদয়ের শেষ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভহ প্রাপ্তি ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে সমস্ত উপার সাধ্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত, এবং “এতাবৎ এব” এই পর্য্যন্তই বটে—যাহা এই নাম-রূপাভিব্যক্ত বিশ্বসংসারমণ্ডল । অঙ্কুরাদি কার্য্য-দর্শনে যেমন বৃক্ষের পূর্ববর্তী বীজাবস্থা অঙ্কুরিত হয়, তেমনি সাধ্য ও সাধনভাবে অভিব্যক্ত এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্বে যে বীজাবস্থা ছিল, এখন ঐতি তাহাই নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । উদ্দেশ্য-কর্ম্মরূপ বীজ হইতে অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত এই (জন্ম মরণ প্রবাহরূপ) সংসারবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করা ; কারণ, সংসারের উন্মূলনে জীবের সর্বপ্রকার পুরুষার্ধ সমাপ্ত হইয়া যায় । এ কথা কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—‘উর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ (এই সংসার-বৃক্ষ)’ ; ভগবদগীতাতেও আছে—‘উর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ’ [এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া], পুরাণ শাস্ত্রেও আছে—‘এট চিরন্তন ব্রহ্মবৃক্ষ’ (১) ইত্যাদি ।

তদ্বদং তর্হ্যবাকৃতমাসীৎ, তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-
নামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রি-
য়তেহসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নথাগ্রেভ্যেঃ ।
যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ স্মাদ্ বিশ্বন্তরো বা বিশ্বন্তরকুলায়ে,
তং ন পশ্যন্তি । অকুৎস্নো হি সঃ, প্রাণেন্নেব প্রাণো নাম ভবতি,
বদন্ বাক্ পশ্বত্শচক্ষুঃ শৃণুৎশ্রোত্রং মদ্বানো মনস্তান্শ্চৈশ্চৈতানি
কর্ম্মনামান্শ্চৈব । স যোহত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকুৎস্নো
হ্যেযোহত একৈকেন ভবতি, আত্মৈতোযোপাসীতাত্র হেতে সর্ব
একং ভবন্তি । তদেতৎ পদনীয়মস্মৈ সর্ব্বত্র, যদয়মাত্মানেন

(১) তাৎপৰ্য্য—উর্দ্ধমূলঃ অধঃশাখঃ’ ইত্যাদি বাক্যে রূপকচ্ছলে সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে । সংসার বধন বৃক্ষ হইল, তখন ইহার মূল, শাখা ও পত্রাদি থাকিবে আবশ্যক । এই সংসারবৃক্ষের মূলটি উদ্ধে (উপরে) আছে, অর্থাৎ সর্বোপরি বর্তমান পরমেশ্বর ইহার মূল, আর অধোবর্তী দেবাসুর মনুষ্যাদি তাহার শাখা-প্রপঞ্চ ; ইহা কলাও থাকিবে কি না, স্থির নাই ; এই কারণে ‘অশ্বখ’ ; কিন্তু, তথাপি ইহা সনাতন—অনাদি কাল হইতে প্রবহমান একপ্রকার নিত্যরহিত ।

হেতুং সৰ্ব্বং বেদ । যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং
শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ । তৎ (অপ্রত্যক্ষং বীজাবহং) ইদং (প্রত্যক্ষং নামরূপাভি-
ব্যক্তং জগৎ) তর্হি (তদা—উৎপত্তে: প্রাক্) অব্যাকৃতং (নাম-রূপাভ্যাম্
অনভিব্যক্তম্) আসৌ হ । তৎ (বীজরূপেণ স্থিতং জগৎ) নাম-রূপাভ্যাং—
অয়ং (পদার্থঃ) অসৌনামা (অদৌ নাম অস্ত—অসৌনামা, ছান্দসোহয়ং প্রয়োগঃ),
ইদংরূপঃ (ইদং স্বৈতপীতাদি রূপম্ অস্ত—ইদংরূপঃ) ইতি (এবং) ব্যাক্রিয়ত
(অয়মেব ব্যাক্রিয়তম্—ব্যবহারযোগ্যং বভূব) । [অতএব] এতর্হি (ইদানীং) অপি
'অসৌনামা, ইদংরূপশ্চ অয়ম্' ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (ব্যাকৃতং
ভবতীত্যর্থঃ) ইতি । যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে (ক্ষুরকোশে), অথবা যথা
বিশ্বন্তরঃ (অগ্নিঃ) বিশ্বন্তরকুলায়ে (কাষ্ঠাদৌ) অবহিতঃ (অন্তর্নিবিষ্টঃ) স্ত্রাৎ
(ভবেৎ), তথা সঃ (জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধঃ) এষঃ (পরমেশ্বরঃ) ইহ (নাম-
রূপাভ্যাম্ ব্যাকৃতং জগতি) আ নথাগ্রেভ্যঃ (নথাগ্রপর্য্যন্তং) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশঃ
কৃতবান্) । [তথাপি অজ্ঞাঃ] তং (সর্কানুস্মাতমপি পরমেশ্বরং) ন পশুতি
(পরমেশ্বরত্বেন ন জানন্তীত্যর্থঃ); হি (যস্মাৎ) সঃ (আ নথাগ্রপ্রবিষ্টঃ আত্মা)
অকৃত্বনঃ (উপাধিপরিচ্ছিন্নতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ অপূর্ণঃ); [তথাহি—] সঃ
(প্রবিষ্ট আত্মা) প্রাণন্ (প্রাণনাদি-ব্যাপারং কুর্সন্) এব প্রাণঃ নাম
(প্রসিদ্ধো); ভবতি; বদন্ (বচন-ব্যাপারং কুর্সন্) বাক্, পশুন্ চক্ষুঃ, শৃণু-
শ্রোত্রং, মনানঃ (সকল-বিকল্পলক্ষণং ব্যাপারং কুর্সন্) মনঃ ভবতি; তানি
এতানি (যথোক্তানি প্রাণাদীনি) অস্ত (আত্মনঃ) কৰ্ম্ম-নামানি এব [দেহ-
প্রবিষ্ট আত্মা এব ততৎকৰ্ম্মানুসারতঃ প্রাণাদি-নামভিঃ পৃথগিব প্রতীয়তে
ইতি ভাবঃ] ।

অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) একৈকং (প্রাণ ইতি বা,
বাগিতি বা—ইত্যেবং) উপাশ্তে, সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (নৈব আত্মানং
বেত্তি); হি (যতঃ) এষঃ (আত্মা) একৈকেন (প্রাণাণ্ডৈকৈকবিশেষণেন
বিশিষ্টঃ সন্) অকৃত্বনঃ (অসমন্তঃ) ভবতি; অতঃ 'আত্মা' ইত্যেব (বিশে-
ষণভেদান্ পরিত্যজ্য কেবলম্ আত্মস্বরূপেণৈব) উপাসীত; হি (যস্মাৎ)
অত্র (আত্মনি) এতে (প্রাণ্ডক্কাঃ প্রাণাদয়ঃ) সৰ্ব্বে একং ভবন্তি (এক-
রূপতাম্—অভিন্নতাং প্রতিপদ্যন্তে) । তৎ এতৎ অস্ত সৰ্ব্বস্ত (জীবনিবহস্ত)

পদনীয়ং (পাপাৎ); [কিং তৎ ?] যৎ (যঃ) অয়ং আত্মা ইতি । হি (যস্মাৎ) অনেন (আত্মনা জ্ঞাতেন) এতৎ সৰ্ব্বং (জগৎ) বেদ (জানাতি ইত্যর্থঃ) ; যথা হি বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পদেন (চরণেন পদচিহ্নেন বা) অনুবিন্দেৎ (নষ্টং গবাদিকং লভেত) ; তথা, যঃ এবং (যথোক্তং তদ্বং) বেদ, [সঃ] কীর্তিঃ (লোকপ্রতিষ্ঠাং) শ্লোকং (যশশ্চ) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

অূলানূলান্দ । সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বের অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্তমান ছিল । সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল,—‘দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত’ প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল ; এই জগৎ বর্তমান সময়েও বিশেষ বিশেষ নাম ও বিশেষ বিশেষ রূপ লইয়াই এই জগৎ (জাগতিক বস্তু) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে, অথবা বিশ্বস্তুর (অগ্নি) যেরূপ তদাশ্রয় কীটাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ সেই জগৎকারণ পরমেশ্বরও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ববায়বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন । [কিন্তু তিনি এক-রূপে প্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞজনেরা] তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; [কেন না, তাহারা যাহাকে দর্শন করে,] সেই আত্মা হইতেছে—অকৃত্স্ন অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণ আত্মার ঔপাধিক অংশবিশেষ মাত্র—[যেমন] প্রাণনাদি ব্যাপার নিষ্পাদন করেন বলিয়া প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ হন, সেইরূপ, বাগিল্লিয়ের ব্যাপার করতঃ শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করতঃ মনঃশব্দ-বাচ্য হন ; প্রকৃতপক্ষে বিস্তৃত সমস্তই তাহার কর্ম্মানুযায়ী নাম মাত্র । অতএব যে লোক তাহাকে উক্ত প্রকার এক একটিমাত্র গুণ-যোগে উপাসনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন না ; কারণ, এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট আত্মা ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; অতএব ‘আত্মা’ বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে ; ইহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই যে, পরিপূর্ণ আত্মা, ইহাই সর্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গম্যব্য স্থল ; কারণ, এতদ্বিজ্ঞানেই সর্ব বস্তু লাভ করা যায় । লোক যেমন পদের সাহায্যে

গন্তব্য স্থান লাভ করে, তেমনি যিনি যথাবর্ণিত প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও কীর্তি ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

শাক্ষ্যভাষ্যম্ । তদেদম্ । তদিত্তি বীজাবস্থাং ভগৎ প্রাপ্তং-পত্তেঃ, তর্হি তস্মিন্ কালে, পরোক্ষত্বাৎ সর্বনায়াঃ প্রত্যক্ষাভিধানেনাভি-ধীয়তে—ভূতকালস্বক্ষিত্বাদব্যাকৃত-ভাবিনো জগতঃ ; সুখগ্রন্থার্থমৈতিহ্য-প্রয়োগো হ-শব্দঃ ; ‘এবং হ তদা আসীৎ’—ইত্যাচ্যমানে সুখং তাং পরোক্ষমপি জগতো বীজাবস্থাং প্রতিপত্ততে,—যুগিষ্ঠিরো হ কিল রাজাসৌদিত্যুক্তে যবৎ ; ইদম্-ইতি ব্যাকৃতনামরূপাত্মকং সাধ্য সাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতমভিধীয়তে ; তদ্-ইদংশব্দনোঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থা জগদ্ব্যচকরোঃ সামান্যাদিকরণ্যাদেকত্ব-মেব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থা জগতোহবগম্যতে—তদেবেদং, ইদমেব চ তদ্ অব্যাকৃতমাসৌদিত্তি । অধৈবং সতি, নাসত উৎপত্তিন্ সতো বিনাশঃ কার্ষ্যস্তেত্যবধৃতং ভবতি । ১

তদেবভূতঃ জগদব্যাকৃতং সৎ নামরূপাভ্যামেব—নাম্না রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত । ব্যাক্রিয়তোত কর্মকর্তৃপ্রয়োগাৎ তৎ স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত—বি+আ+অক্রিয়ত—বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্থ্যাদং ব্যক্তীভাবমাপত্তত—সামর্থ্যাদাক্ষিপ্তানিয়ন্তৃ-কর্তৃ-পাধনক্রিয়া-নিমিত্তম্ । অসৌনামোতি সর্বনায়া-বিশেষাভিধানেন নামমাত্রং ব্যাপাদশতি ; দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি বা নামা-স্তেতি অসৌনামা অয়ম্ ; তথা ইদম্-ইতি গুরুকৃষ্ণাদোনামবিশেষঃ ; ইদং তুরূমিদং কৃষ্ণং বা রূপমস্তেতি ইদংরূপঃ । তদেদমব্যাকৃতং বস্ত, এতর্হি এতস্মি-ন্নপি কালে নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে—অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি । ২

বদর্থঃ সর্বশাস্ত্রারম্ভঃ, যস্মিন্নবিভক্ত্যা বাতাবিক্যা কর্তৃক্রিয়াফলাধারোপগা কৃত্যঃ, যঃ কারণং সর্বস্ত জগতঃ, যদাত্মকে নামরূপে সলিলাদিব স্বচ্ছান্নলমিব ফেনম্ অব্যাকৃতে ব্যাক্রিয়তে, যশ্চ তাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণঃ স্বতো নিত্যগুরুবুদ্ধমুক্তস্বতাবঃ, স এষ অব্যাকৃতে আত্মভূতে নাম-রূপে ব্যাকুর্তন, ব্রহ্মাদিত্ত্বপার্থ্যন্তেষু দেহেষুহ কামফলাশ্রয়েষু অশনান্নাদিমৎসু প্রবিষ্টঃ । ৩

নহু, অব্যাকৃতং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়তেভ্যুক্তম্ ; কথমিদানৌয্যতে—পর এব তু আত্মা অব্যাকৃতং ব্যাকুর্ত্মিহ প্রবিষ্ট ইতি ? নৈব দোষঃ ; পরস্তাত্মনোহব্যাকৃতজগদাত্মদেহেন বিবক্ষিতত্বাৎ । আক্ষিপ্তানিয়ন্তৃ-কর্তৃক্রিয়ানিমিত্তং হি জগদ-ব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়ত ইত্যবোচাম ; ইদংশব্দসামান্যাদিকরণ্যচ্চ অব্যাকৃত-শব্দস্ত । যথেষৎ জগৎ নিয়ন্তাভ্যনেককারকনিমিত্তাদিবিশেষবদ্ ব্যাকৃতম্,

তথাহি পরিত্যক্তাত্মবিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্ ; ব্যাকৃতাব্যাকৃতমাত্রম্ বিশেষঃ ।
দৃষ্টঞ্চ লোকে বিবক্ষাতঃ শব্দপ্রয়োগঃ—‘গ্রাম আগতঃ, গ্রামঃ শূন্তঃ’ ইতি,
কদাচিদ্ গ্রামশব্দেন নিবাসমাত্রবিবক্ষায়াং ‘গ্রামঃ শূন্তঃ’ ইতি শব্দপ্রয়োগো
ভবতি ; কদাচিৎ নিবাসিজনবিবক্ষায়াং ‘গ্রাম আগতঃ’ ইতি ; কদাচিচ্ছ-
ভয়বিবক্ষায়ামপি গ্রাম-শব্দপ্রয়োগো ভবতি—‘গ্রামক ন প্রবিশেৎ’ ইতি, যথা,
তদ্বদিহাপি জগদিদং ব্যাকৃতম্ অব্যাকৃতং চেত্যাভেদবিবক্ষায়ামান্যান্যনো-
ভবতি ব্যাপদেশঃ । তথেষং জগৎপত্তিৰিনাশাশ্রয়মিতি কেবলজগদ্ব্যপদেশঃ ।
তথা “মহানজ আত্মা” “অস্থুলোহনগুঃ” “স এষ নেতি নেতি” ইত্যাদি কেবলা-
ব্যাপদেশঃ । ৪

নহু পরেণ ব্যাকৃত্যি ব্যাকৃতং সৰ্ব্বতো ব্যাপ্তং সৰ্ব্বদা জগৎ ; স কথমিহ
প্রবিষ্টঃ পরিকল্প্যতে ? অপ্রবিষ্টো হি দেশঃ পরিক্ষিণেন প্রবেষ্টুং শক্যতে,
যথা পুরুষেণ গ্রামাদিঃ ; নাকাশেন ক্লিষ্টং, নিত্যপ্রবিষ্টত্বাৎ । পাবাণ-সর্পাদিষং
ধৰ্ম্মান্তরেণেতি চেৎ,—অথাপি স্তাৎ—ন পর আত্মা স্বেনৈব রূপেণ প্রবিবেশ ;
কিং তর্হি ? তৎস্ব এব ধৰ্ম্মান্তরেণোপভাষ্যতে ; তেন প্রবিষ্ট ইত্যাশ্চর্য্যতে ;
যথা পাবাণে সহজোহন্তঃ সর্পঃ, নারিকেলে বা তোরয়ম্ । ন, “তৎ সৃষ্টা
তদেবাস্থপ্রাবিশৎ” ইতি ক্রতেঃ ; যঃ স্রষ্টা, স তাবান্তরমনাপন্ন এষ কার্য্যং
সৃষ্টা পশ্চাৎ প্রাবিশদিতি হি ক্রয়তে । যথা ‘ভুক্তা গচ্ছতি’ ইতি ভুক্তি-গমি-
ক্রিয়য়োঃ পূৰ্ব্বাপরকালয়োঃ রিতরেতরবিচ্ছেদঃ, অবিশিষ্টশ্চ কৰ্ত্তা, তদ্বদিহাপি
স্তাৎ ; ন তু তৎস্বৈব তাবান্তরোপজনন এতৎ সত্ত্বতি । ন চ স্থানান্তরেণ
বিভুক্ত্য স্থানান্তরসংযোগলক্ষণঃ প্রবেশো নিরবয়বস্তাপরিক্ষিত্ত্ব দৃষ্টঃ । ৫

সাবয়ব এব, প্রবেশশ্রবণাদিতি চেৎ ; ন ; “দিব্যো হৃষীকঃ পুরুষঃ” “নিষ্কলং
নিক্রিয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । সৰ্ব্বব্যাপদেশ-ধৰ্ম্মবিশেষ-প্রতিবেশশ্রুতিভ্যাং ।
প্রতিবেশপ্রবেশবদিতি চেৎ ; ন ; বস্তুত্তরেণ বিশেষকৰ্ম্মরূপপত্তেঃ । দ্রব্যে গুণ-
প্রবেশবদিতি চেৎ ; ন, অনাশ্রিতত্বাৎ ; নিত্যপরতন্ত্রস্তবাপ্রিতস্ত গুণস্ত দ্রব্যে
প্রবেশ উপচর্য্যতে ; ন তু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ তথা প্রবেশ উপপত্ততে । কলে
বীজবদিতি চেৎ ; ন ; সাবয়ব-বৃদ্ধি-ক্সোৎপত্তি-বিনাশাদিধৰ্ম্মবৎ প্রসঙ্গাৎ ।
ন চৈবং ধৰ্ম্মবৎ ব্রহ্মণঃ, “অজোহজরঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাবিরোধাৎ । অত্র
এব সংসারী পরিক্ষিত্ত্ব ইহ প্রবিষ্ট ইতি চেৎ ; ন ; “সেয়ং দেবতৈকত”
ইত্যায়ত্যা “নাশ-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি তত্ত্বা এব প্রবেশ-ব্যাকরণ-
কৰ্ত্তৃশ্রুতেঃ । তথা “তৎ সৃষ্টা তদেবাস্থপ্রাবিশৎ” “স এতমেব সীমানং

বিদ্যার্থ্যেভ্যঃ দ্বারা প্রাপদ্যত” “সৰ্বাণি রূপাণি বিচিভা ধীৰো নামানি
কৃষ্ণাভিবদন্ যদান্তে”, “স্বং কুয়ার উত এ কুয়ার স্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি”
“পুরশক্রে দ্বিপদঃ” “রূপং রূপম্” ইতি চ মন্তবর্ণাৎ ন পরাদভ্যন্ত প্রবেশঃ ।
প্রতিষ্ঠানামিতরেতরভেদাৎ পরানেকত্বমিতি চেৎ ; ন ; “একো দেবো
বহুধা সৃষ্টিবিষ্টঃ” “একঃ সন্ বহুধা বিচার” “স্বমেকোহসি বহুনমুপ্রবিষ্টঃ”
“একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গুচঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরায়া” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ৬
• প্রবেশ উপপদ্যতে নোপপদ্যত ইতি—তিষ্ঠতু ভাবৎ ; প্রতিষ্ঠানাং
সংসারিত্বাৎ তদনন্তত্বাচ্চ পরন্ত সংসারিত্বমিতি চেৎ ; ন ; অশনান্নাত্মায়-
শ্রুতেঃ । সৃষ্টি-হুঃখিতাদিদর্শনান্তে চেৎ ; ন ; “ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন
বাহুঃ” ইতি শ্রুতেঃ । প্রত্যক্ষাদিবিরোধাদবুক্তমিতি চেৎ ; ন ; উপাধ্যায়-
জনিত-বিশেষবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেঃ । “ন দৃষ্টেঋষ্টারঃ পশ্চাৎ” “বিজ্ঞাতারময়ে
কেন বিজানীয়াৎ” “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতু” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো ন আত্মবিষয়ং
বিজ্ঞানম্ ; কিং তহি ? বুজ্যাত্মপাধ্যাত্মপ্রতিচ্ছান্নাবিষয়মেব—‘সৃষিতোহহং,
হুঃখিতোহহম্’ ইত্যেবমাদিপ্রত্যক্ষবিজ্ঞানম্ ; ‘অয়মহম্’ ইতি বিষয়েণ
বিষয়িণঃ সামান্যাদিকরণোপচারাৎ, “নাহুদতোহস্তি জটী” ইত্যাত্মপ্রতি-
বেদাচ্চ । দেহাবয়ববিশেষত্বাচ্চ সূখদুঃখরৌক্সিবসম্বন্ধম্ । ৭

“আত্মনস্ত কামায়” ইত্যাত্মার্বত্বশ্রুতেরবুক্তমিতি চেৎ ; ন ; “যত্র বা অত্রদিব
শ্রাৎ” ইত্যবিজ্ঞাবিষয়াত্মার্বত্বোপগমাৎ, “তৎ কেন কং পশ্যেৎ” “নেহ
নানান্তি কিঞ্চন” “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমহুপশ্রুতঃ” ইত্যাদিনা
বিজ্ঞাবিষয়ে তৎপ্রতিবেদাচ্চ নাস্বধর্মত্বম্ । ৮

তাত্ত্বিকসময়বিরোধাদবুক্তমিতি চেৎ ; ন ; বুজ্যাত্মাত্মনো হুঃখিতাহু-
পপত্তেঃ । ন হি হুঃখেন প্রত্যক্ষবিষয়েণাত্মনো বিশেষত্বম্, প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাৎ
আকাশস্ত শব্দগুণবস্তুবদাত্মনো হুঃখিত্বমিতি চেৎ ; ন ; একপ্রত্যয়বিষয়ত্বাচ্চপ
পত্তেঃ । ন হি সূত্রগ্রাহকেণ প্রত্যক্ষাবিষয়েণ প্রত্যয়েন নিত্যাহুমেয়স্তা
ত্মনো বিষয়ীকরণমুপপত্তে ; তন্ত চ বিষয়ীকরণে আত্মন একত্বাদিব্যভাব
প্রসঙ্গঃ । একস্টম্ব বিষয়বিষয়িত্বং দীপবদ্বিতি চেৎ ; ন ; যুগপদসম্ভবাৎ
আত্মত্বংশাহুপপত্তেচ্চ । ৯

এভেন বিজ্ঞানন্ত গ্রাহ-গ্রাহকত্বং প্রত্যক্ষম্ ; প্রত্যক্ষাত্মানবিষয়য়ো
হুঃখাত্মনোগুণগুণিত্বেনাহুমানম্ । হুঃখন্ত নিত্যমেব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাক্রপাদি
সামান্যাদিকরণাচ্চ ; যনঃসংযোগজহেতুপাত্মনি হুঃখন্ত সাবয়ব-বিক্রিয়

বহানিত্যপ্রসঙ্গাৎ । ন হবিকৃত্য সংযোগি জ্বাৎ গুণঃ কচ্চিৎপবন্ অপবন্
বা দৃষ্টঃ কচ্চিৎ । ন চ নিরবয়বঃ বিক্রিয়মাণঃ দৃষ্টঃ কচ্চিৎ, অনিত্যগুণাশ্রয়ঃ
বা নিত্যম্ । ন চাকাশ আগমবাদিভিনিত্যতয়াবগম্যতে । ন চাত্মো
দৃষ্টান্তোহস্তু । বিক্রিয়মাণমপি তৎ-প্রত্যয়ানিষুভেন্নিত্যমেবেতি চেৎ ; ন ;
জ্বাত্তাবয়বাত্তথাত্বাতিরেকেণ বিক্রিয়ানুপপত্তেঃ । সাবয়বত্বেহপি নিত্যত্ব-
মিতি চেৎ ; ন, সাবয়বস্তাবয়বসংযোগপূর্বকত্বে সতি বিভাগোপপত্তেঃ ।
বজ্রাদিষদর্শনাগ্নেতি চেৎ ; ন ; অমুমেষদ্বাৎ সংযোগপূর্বকত্বম্ । তস্মান্নাত্মনো
দুঃখাদ্যানিত্যগুণাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ । ১০

পরস্তাভূঃখিত্বেহত্মস্ত চ দুঃখিনোহিতাবে দুঃখোপশমনায় শাস্ত্রারম্ভানর্থকা-
মিতি চেৎ ; ন ; অবিজ্ঞাধারোপিতদুঃখিত্বভ্রমাপোহার্হহাৎ—আত্মনি প্রকৃত-
সম্ব্যাহপূরণভ্রমাপোহবৎ ; কল্পিতদুঃখাত্মাত্মাপগম্যচ্চ । ১১ ।

জলসূর্যাদি-প্রতিবিশ্ববদায় প্ররেশচ প্রতিবিশ্ববদ্ ব্যাকুলে কার্যো উপলভা-
ভম্ । প্রাণ্ডংপঙ্ক্তেরনুপলক্ আত্মা পশ্চাৎ কার্যো চ সৃষ্টে ব্যাকুলে
বুদ্ধেরন্তরূপলভ্যমানঃ সূর্যাদিপ্রতিবিশ্ববৎ জলান্দো কার্যঃ সৃষ্টা প্রবিষ্টে
ইব লক্ষ্যমাণো নির্দিষ্টতে—“স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ” “তৎ সৃষ্টা তদেবাত্ম-
প্রাবিশৎ” “স এতমেব সীমানং বিদার্ষ্যেতয়া দ্বারা প্রাপত্তত” “সেয়ং
দেবতৈক্ষত—হস্তাহমিমান্তিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশা”
ইত্যেবমাদিভিঃ । ন তু সর্বগতস্ত নিরবয়বস্ত দিগুদেশকালান্তরাপক্রমণ-
প্রাপ্তিলক্ষণঃ প্রবেশঃ কদাচিদপ্যুপপদাতে । ন চ পরাদাত্মনোহিত্তোহস্তু
দ্রষ্টা, “নাত্তদতোহস্তু দ্রষ্টা” “নাত্তদতোহস্তু শ্রোতৃ” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যবোচ্যম্ ।
উপলক্ষ্যার্থত্বাচ্চ সৃষ্টিপ্রবেশহিত্যপায়বাক্যানাম্ ; উপলক্ষে পুরুষার্থ-
শ্রবণাৎ—“আত্মানমেবাবৎ” “তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ।”
“স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” “আচার্য্যাবান্ পুরুষো
বেদ”, “তস্ত তাবদেব চিরম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।

“ততো মাং তত্ততো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।”

“তজ্যগ্রাং সর্ববিজ্ঞানাং প্রাপ্যতে হুমুতং ততঃ ॥”

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । তেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্টাদিবাक्यानामाয়েকদর্শনার্হ-
পরত্বোপপত্তিঃ । তস্মাৎ কার্যাস্থতোপলভ্যত্বমেব প্রবেশ ইতাপচর্চাতে । ১২

আ নথাগ্রেভ্যঃ—নথাগ্রমর্যাদমাত্মনশ্চৈতন্তনুপলভ্যতে । তত্র কথমিব
প্রবিষ্টঃ, ইত্যাহ—যথা লোকে, ক্ষুরধানে—ক্ষুরো ধীরতেহস্মিগ্নিতি ক্ষুরধানে,

তস্মিন্ নাপিতোপস্ফরাধানে ক্ষুরোহস্তঃস্থো যথোপলভ্যতে—অবহিতঃ প্রবেশিতঃ
 স্ত্রাৎ ; যথা বা বিশ্বস্তবঃ অগ্নিঃ—বিশ্বস্ত ভরণাদ্বিশ্বস্তবঃ, কুলাগ্নে নীড়েহগ্নিঃ
 কাষ্ঠাদৌ, অবহিতঃ স্ত্রাৎ—ইতানুবর্ততে ; তত্র হি স মথ্যমান উপলভ্যতে ।
 যথা চ ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে একদেশেহবস্থিতঃ, যথা চাগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ সর্বতো
 ব্যাপ্যাবস্থিতঃ, এবং সামান্যতো বিশেষতশ্চ দেহং সংব্যাপ্যাবস্থিত আত্মা । তত্র
 হি স প্রাণনাদিক্রিয়াবান্ দর্শনাদিক্রিয়াবাংশোপলভ্যতে । তস্মাৎ তত্রৈবং
 প্রবিষ্টং তমাত্মানং প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টং ন পশুস্তি নোপলভন্তে । ১৩

নহু অপ্রাপ্ত প্রতিবেদোহয়ম্—‘তন্ন পশুস্তি’ ইতি, দর্শনস্তা প্রকৃতত্বাৎ ; নৈব
 দোষঃ ; সৃষ্টাদিবা কান্যামাট্মকত্ব প্রতিপত্ত্যর্থপরত্বাৎ প্রকৃতমেব তস্ম দর্শনম্ ।
 “রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্ত রূপং প্রাতচক্ষণায়” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ।
 তত্র প্রাণাদিক্রিয়াবিশিষ্টস্য দর্শনে হেতুমাহ—অকৃতঃ অসমন্তঃ, হি স্ত্রাৎ
 সঃ প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টঃ । কৃতঃ পুনরকৃতম্ ? ইতি, উচ্যতে—প্রাণম্বেব
 প্রাণনক্রিয়ামেব কুর্স্বন্ প্রাণো নাম প্রাণসমাখ্যঃ প্রাণাতিধানো ভবতি ।
 প্রাণনক্রিয়াকর্তৃহাকি প্রাণঃ প্রাণিতাত্ম্যচ্যতে, নাহ্যাং ক্রিয়াঃ কুর্স্বন্—যথা
 লাবকঃ, পাচক ইতি । তস্মাৎ ক্রিয়াস্তববিশিষ্টস্তানুপসংহারাদকৃতং নো হি সঃ । ১৪

তথা বদনক্রিয়াঃ কুর্স্বন্—বক্তোতি বাক্, পশুন্ চক্ষুঃ, চেষ্টে ইতি চক্ষুঃ চেষ্টা,
 শৃণু—শৃণোতীতি শ্রোত্রম্, ‘প্রাণম্বেব প্রাণো বদন্ বাক্’ ইত্যাত্মাং ক্রিয়া-
 শক্ত্যুক্তবঃ প্রদর্শিতো ভবতি । ‘পশুংচক্ষুঃ শৃণু শ্রোত্রম্’ ইত্যাত্মাং বিজ্ঞান-
 শক্ত্যুক্তবঃ প্রদর্শ্যতে, নামরূপবিষয়ত্বাদিজ্ঞানশক্তেঃ । শ্রোত্র-চক্ষুর্বা বিজ্ঞানস্ত
 সাধনে, বিজ্ঞানং তু নাম-রূপসাধনম্ ; নহি নাম-রূপব্যতিরিক্তং বিজ্ঞেয়মস্তি ;
 তয়োশ্চোপলন্তে করণং চক্ষুঃশ্রোত্রে । ক্রিয়া চ নাম-রূপসাধ্যা প্রাণসম-
 বাধিনী ; তস্তাঃ প্রাণাশ্রয়ায়া অতিব্যক্তৌ বাক্ করণম্ ; তথা পাণিপাদ-
 পায়ূপস্থাখ্যানি ; সর্বেষামুপলক্ষণার্থী বাক্ । এতদেব হি সর্বং ব্যাকৃতং—
 “ত্রয়ং বা নাম রূপং কৰ্ম্ম” ইতি হি বক্ষ্যতি । মনোনো মনঃ—মহুত ইতি ;
 জ্ঞানশক্তিবিকাসানাং সাধারণং করণং মনঃ—মহুতেহেনুনেতি ; পুরুষস্ত কৰ্ত্তা
 সন্ মনোনো মন ইত্যুচ্যতে । ১৫

তাত্তেতানি প্রাণাদানি অস্তাত্মনঃ কৰ্ম্মনামানি—কৰ্ম্মজানি নামানি কৰ্ম্ম-
 নামাত্মেব, ন তু বস্তুমাত্রবিষয়গি ; অতো ন কৃত্বান্নাত্মবস্তুবজ্ঞাতকানি—এবং
 হি অসাবাত্মা প্রাণনাদিক্রিয়া তত্ত্বংক্রিয়াজনিত-প্রাণাদিনাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়-
 যোগেহবজ্ঞোভ্যমানোহপি । স বোহতোহস্মাৎ প্রাণনাদিক্রিয়াসমুদাহাৎ

এটেকং—প্রাণং চক্ষুরিতি বা বিশিষ্টম্ অরূপসংক্ৰান্তেতরবিশিষ্টক্রিয়াত্মকম্, মনসা ‘অয়মাত্মোত্তি’ উপাঙ্গে চিন্তয়তি, ন স বেদ—ন স জানাতি ব্রহ্ম । কস্মাৎ ? অক্ৰুৎনোহসমন্তো হি যমাদেব আত্মা, অস্মাৎ প্রাণনাদিসমুদায়াৎ, অতঃ প্রবিত্তঃ, এটেকেন বিশেষণেন বিশিষ্টঃ, ইতর-দক্ষ্যস্তরাহুপসংহারাদ্ ভবতি । বাবদয়মেবং বেদ—‘পশ্যামি’ ‘শৃণোমি’ ‘স্পৃশামি’ ইতি বা স্বতাব প্রকৃতিবিশিষ্টং বেদ, তাবদজসা ক্ৰুৎনমাত্মানং ন বেদ । ১৬

কথং পুনঃ পশুন্ বেদ ? ইত্যাহ—আত্মোত্তোব, আত্মা—ইতি প্রাণাদীনি বিশেষণানি যাত্ম্যুক্তানি, তানি যন্ত, সং—আপ্নুবন্ তানি আত্মোত্তোচ্যতে । তথা ক্ৰুৎনবিশেষোপসংহারী সন্ ক্ৰুৎনো ভবতি । বস্তুমাত্ররূপেণ হি প্রাণাছ্যপাধি-বিশেষক্রিয়াজ্ঞানিতানি বিশেষণানি ব্যাপ্নোতি । তথাচ বক্ষ্যতি ‘ধ্যায়তাং লোলায়তীৰ’ ইতি । তস্মাদাত্মোত্তোবোপাসীত । এবং ক্ৰুৎনো হসৌ শ্বেন বস্তুরূপেণ গৃহমাণো ভবতি । কস্মাৎ ক্ৰুৎনঃ ? ইত্যাহ—অত্রাশ্বান্ আশ্বানি হি যম্যাং নিরূপাধিকে জলস্বর্য্যপ্রতিবিম্বভেদা ইবাদিত্যে, প্রাণাছ্যপাধিকৃতা বিশেষাঃ প্রাণাদিকস্বৰ্জ-নামাভিধেয়া যথোক্তা হেতে একমতিভিন্নতাং ভবন্তি প্রতিপত্ত্বন্তে । ১৭

“আত্মোত্তোবোপাসীত” ইতি নাপূৰ্ব্ববিধিঃ, পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ । “বৎ সাক্ষাদ-পরোক্ষাদব্রহ্ম” । “কতম আত্মোত্তি,—যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” ইত্যেবমাত্মাত্মপ্রতি-পাদনপর্য্যন্তিঃ শ্রুতিভিত্তিকবিষয়ঃ বিজ্ঞানমুৎপাদিতম্ ; তত্রাত্মস্বরূপবিজ্ঞা-নেনৈব তদ্বিষয়ানায়াভিমানবৃদ্ধিঃ কারকাদিক্রিয়াকলাধ্যারোপণায়াত্মিকা অবিজ্ঞা নিবর্তিতা ; তস্মাৎ নিবর্তিতায়াং কামাদিদোষাহুপপত্তেরনাত্মচিন্তাহুপপত্তিঃ ; পারিশেষ্যাদাত্মচিন্তৈব । তস্মাৎ তদুপাসনমশ্বিন্ পক্ষে ন বিধাতব্যম্, প্রাপ্তত্বাৎ । ১৮

তিষ্ঠতু তাবৎ—পাঙ্কিক্যাশ্রোপাসনপ্রাপ্তিনিতিয়া বেতি ; অপূৰ্ব্ববিধিঃ স্মৃতাং, জানোপাসনয়োরেকত্বে সত্যপ্রাপ্তত্বাৎ ; “ন স বেদ” ইতি বিজ্ঞানং প্রাপ্তত্বাৎ “আত্মোত্তোবোপাসীত” ইত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহব-গম্যতে । “অনেন হেতৎ সৰ্বং বেদ” “আত্মানমেবাবেৎ” ইত্যাদি-শ্রুতিভিত্তিক বিজ্ঞানমুপাসনম্ । তন্ত চাপ্রাপ্তত্বাধিগাহ্যম্ । ন চ স্বরূপাবাধ্যানে পুরুষ-প্রকৃতিরূপপত্ততে ; তস্মাদপূৰ্ব্ববিধিরেবারম্ । কস্মাবিনিসাম্যাত্মাচ—যথা “যজ্ঞেত, জুহয়াৎ” ইত্যাদয়ঃ কৰ্ম্মবিধয়ঃ, ন তৈরন্ত আত্মোত্তোবোপাসীত “আত্মা বা অবৈ ত্রষ্টব্যঃ” ইত্যাত্মোপাসনবিধৌর্কিংশেযোহবগম্যতে । ১৯

মানসক্রিয়াস্বাচ্ছ বিজ্ঞানস্ত,—যথা “যষ্টে দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্তাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েদ্ বষট্‌করিণম্” ইত্যাত্মা মানসী ক্রিয়া বিধীয়তে, তথা “আত্মো-
তোবোপাসীত” “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাত্মা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানা-
স্বিক। তথাবোচাম—বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্ধমিতি। ভাবনাংশত্রয়ো-
পপত্তেচ্ছ,—তথা হি ‘যজ্ঞেত’ ইত্যাত্মাং ভাবনায়াং, কিম্? কেন? কথম্? ইতি
‘ভাবাত্মাকাঙ্ক্ষাপনয়কারণমংশত্রয়মবগম্যতে, তথা “উপাসীত” ইত্য-
াত্মাপি ভাবনায়াং বিধীয়মানায়াম্, কিমুপাসীত? কেনোপাসীত? কথ-
মুপাসীত? ইত্যাত্মাকাঙ্ক্ষায়াম্ ‘আত্মানমুপাসীত, মনসা, ত্যাগব্রহ্মচর্যাশম-
দমোপরম-তিতিকাদাতিকর্তব্যতাসংযুক্তঃ’ ইত্যাদিশাক্তেগৈব সমর্থ্যতে অংশ-
ত্রয়ম্ । ২০

যথা চ কৃৎসন্ত দর্শপূর্ণমাসাদিপ্রকরণস্ত দর্শপূর্ণমাসাদিবিধ্বাদেশেইনোপ-
যোগঃ, এবমোপনিষদাত্মোপাসনপ্রকরণস্ত আত্মোপাসনবিধ্বাদেশেইনোপ-
যোগঃ; “নেতি নেতি” “অস্থূলম্” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “অশনাং ততঃ”
ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্ উপাস্তাত্মস্বরূপবিশেষসমর্পণেনোপযোগঃ। ফলক—
মোক্ষোহবিজ্ঞানিস্থত্বির্কি। ২১

অগ্রে বর্ণয়ন্তি—উপাসনেনাত্মবিষয়ং বিশিষ্টং বিজ্ঞানান্তরং ভাবয়েৎ;
ভেনাত্মা জায়তে, অবিজ্ঞানিবর্তকঞ্চ তদেন, নাত্মবিষয়ং বেদবাক্যজনিতং
বিজ্ঞানমিতি। এতদ্বিশ্লিষ্টং বচনাত্মপি—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্যীত” “দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” “সোহবেষ্টব্যঃ স জিহ্বাসিতব্যঃ”
ইত্যাদৌনি। ২২

ন, অর্ধান্তরাভাবাৎ। ন চ “আত্মোতোবোপাসীত” ইত্যপূর্ববিধিঃ;
কস্মাৎ? আত্মস্বরূপকথনানাত্মপ্রতিবেদবাক্যজনিত-বিজ্ঞানব্যাতিরেকেণা-
র্ধান্তরস্ত কর্তব্যস্ত মানসস্ত বাহ্যস্ত বা অভাবাৎ। তত্র হি বিধেঃ সাফল্যম্, যত্র
বিধিবাক্যপ্রবণমাত্রজনিত-বিজ্ঞানব্যাতিরেকেণ পুরুষপ্রযুক্তির্গম্যতে—যথা, “দর্শ-
পূর্ণমাসাত্মাঃ স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদৌ। ন হি দর্শপূর্ণমাসাদিবিধিবাক্য-
জনিতবিজ্ঞানমেব দর্শপূর্ণমাসাত্মুষ্ঠানম্। তচ্ছাধিকারাত্তপেক্ষাত্মুভাবি; ন তু
“নেতি নেতি” ইত্যাত্মপ্রতিপাদক-বাক্যজনিতবিজ্ঞানব্যাতিরেকেণ দর্শপূর্ণ-
মাসাদিবৎ পুরুষব্যাপারঃ সম্ভবতি। সর্বব্যাপারোপশমহেতুত্বাৎ তদ্ব্যাক্য-
জনিতবিজ্ঞানস্ত। ন হি উদাসীনবিজ্ঞানং প্রযুক্তিজনকম্; অত্রস্বানাত্মবিজ্ঞান-

নিবর্তকত্বাচ্চ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “তত্ত্বমসি” ইত্যেবমাদিবাक्यानाम् । ন চ তন্নিবৃত্তৌ প্রযুক্তিরূপপত্ততে, বিরোধাৎ । ২০

বাক্যজনিতবিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি চেৎ ; ন ; “তত্ত্ব-
মসি” “নেতি নেতি” “আত্মবেদম্” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “ব্রহ্মৈবেদমমৃতম্”,
“নাগ্নদতোহস্তু ব্রহ্ম” “তদেব ব্রহ্ম হুং বিদ্ধি” ইত্যাদিবাक्यानाम् তদ্বাদিত্যাৎ ।
ব্রহ্মব্যবধিধর্ম্মবয়সম্পর্কণোক্তানীতি চেৎ ; ন ; অর্থান্তরাভাবাৎ, ইত্যুক্তোক্তর-
ত্যাৎ—আত্মবস্তুস্বরূপসম্পর্কৈক্যেব বাটক্যঃ “তত্ত্বমসি” ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল
এব তদর্শনস্ত কৃতত্বাদ্ ব্রহ্মব্যবধিধর্ম্মানুষ্ঠানান্তরং কর্তব্যমিত্যুক্তোক্তরমেতৎ ৭ ২৪

আত্মস্বরূপাধাখানমাত্রোক্তবিজ্ঞানে বিধিমন্তবেণ ন প্রবর্ততে, ইতি চেৎ ;
ন ; আত্মবাদিবাक्याশ্রবণেনাত্মবিজ্ঞানস্ত জনিতত্বাৎ—কিং ভোঃ কৃতস্ত করণম্ ।
তচ্ছবণেহপি ন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন ; অনবস্থা প্রসঙ্গাৎ,—যথা আত্মবাদি-
বাক্যার্থশ্রবণে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ততে, তথা বিধিবাक्याর্থশ্রবণেহপি বিধি-
মন্তরেণ ন প্রবর্তিষ্যতে, ইতি বিদ্যাস্ত্বাপেক্ষা ; তথা তদর্থশ্রবণেহপীত্যনবস্থা
প্রসঙ্গোক্ত । ২৫

বাক্যজনিতাত্মজ্ঞানস্বতिसম্বতে: শ্রবণবিজ্ঞানমাত্রাদর্শান্তরত্বমিতি চেৎ ; ন ;
অর্থপ্রাপ্তত্বাৎ—যদৈবাত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাদাত্মবিষয়ঃ বিজ্ঞানমুৎপত্তে,
তদৈব তদুৎপত্তমানং তদ্বিষয় মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেবোৎপত্তে ; আত্মবিষয়-
মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ চ তৎপ্রভবাঃ স্তুতয়ো ন ভবন্তি স্বাভাবিকোহিনাত্মবস্তুভেদ-
বিষয়াঃ । অনর্থত্বাবগতেন্চ,—আত্মাবগতো হি সত্যামত্বত্বনর্থত্বেনাবগম্যতে,
অনিত্যত্বাংশুদ্বাদিবহদোষবত্বাৎ, আত্মবস্তুশ্চ তদ্বিলক্ষণত্বাৎ । তস্মাদনাত্ম-
বিজ্ঞানস্বতীনামাত্মাবগতেরুভাবপ্রাপ্তিঃ ; পারিশেষেজ্ঞাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানস্বতি-
সম্বতেরর্থত এব ভাবাৎ ন বিধেয়ত্বম্ । শোকমোহভয়ান্নাদিভূঃখদোষ-
নিবর্তকত্বাচ্চ তৎস্বতে:—বিপরীতজ্ঞানপ্রভবো হি শোকমোহাদিদোষঃ ; তথা
চ “তত্র কো মোহঃ” “বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” “অভয়ং বৈ জনক
প্রাপ্তোহসি” “ভিষ্মতে হৃদয়গ্রাশ্চিঃ” ইত্যাদিপ্রকৃতয়ঃ । ২৬

নিরোধন্তুহি অর্থান্তরমিতি চেৎ—অথাপি স্মাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ত বেদবাক্য-
জনিতাত্মবিজ্ঞানাদর্শান্তরত্বাৎ তদ্বাস্তরে চ কর্তব্যতয়াবগতত্বাধিধেয়ত্বমিতি
চেৎ ; ন ; মোক্ষসাধনত্বেনানবগম্যত্বাৎ । ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞা-
নাদিত্যং পরমপুরুষাধসাধনত্বেনাবগম্যতে—“আত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব-
মভবৎ” । “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্ ।” “স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ,

ব্রহ্মৈব ভবতি ।” “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ”, “তস্মৈ তাবদেব চিরম্” “অতয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিশেভ্যঃ । অনন্তসাধনত্বাচ্চ নিরোধস্ত, —ন হ্যাত্মবিজ্ঞান-তৎস্বতিসম্ভাব্যতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ত সাধনমস্মি । অভ্যাপগমোদমুক্তম্ ; ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণাত্মোক্ত-সাধনমবগম্যতে । ২৭

আকাজ্জাতাবাচ্চ ভাবনাভাবঃ । যদ্বক্তং “যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদৌ, কিং ? ‘কেন ? কথম্ ? ইতি ভাবনাকাঙ্ক্ষায়াং ফলসাপ্যনেতিকর্তব্যতাভিরাকাঙ্ক্ষাপ-নয়নং যথা, তদ্বিহাপ্যাত্মবিজ্ঞানবিধাবপ্যুপপদ্যত ইতি ; তদসৎ ; “এক-মেবাদ্বিতীয়ম্” “তস্মসি” “নেতি নেতি” “অনন্তরমবাহম্” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিবার্থার্থবিজ্ঞানসমকালমেব সৰ্ব্বাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তেঃ । ন চ বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তঃ প্রবৰ্ত্ততে । বিধান্তরপ্রযুক্তৌ চানবহাদৌবসম্বোচাম । ন চ “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবার্থার্থবিধিরবগম্যতে, আত্মস্বরূপাধা-ন্যানেনৈবাবসিতত্বাৎ । ২৮

বস্ত্ত্বরূপাধাধ্যানমাত্রত্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ—অথাপি স্তাৎ, যথা “সোহরৌদৌৎ যদরৌদৌৎ, তদ্ব্রহ্মস্ম ব্রহ্মত্বম্” ইত্যেবমাদৌ বস্ত্ত্বরূপাধাধ্যান-মাত্রত্বাদপ্রামাণ্যম্, এবমাত্মার্থবাক্যানামপীতি চেৎ ; ন ; বিশেষাৎ । ন বাক্যস্ত বস্ত্ত্বাধ্যানং ক্রিয়াধাধ্যানং বা প্রামাণ্যপ্রামাণ্যে কারণম্ ; কিন্তু ইহ ? নিশ্চিতফলবজ্ঞানোৎপাদকত্বম্ । তদ্যজ্ঞান্ধি, তৎ প্রমাণং বাক্যম্, যত্র নাস্তি, তদপ্রমাণম্ । ২৯

কিঞ্চ, ভোঃ পৃচ্ছামস্ম—আত্মস্বরূপাধাধ্যানপরেণ বাক্যেণ ফলবল্লিচিতং চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, ন বা ? উৎপদ্যতে’চেৎ, কথমপ্রামাণ্যমিতি । কিংবা ন পশুগি অবিজ্ঞানশোকমোহভয়াদিসংসারবীজদোষনিবৃত্তিং বিজ্ঞানফলম্ ? ন শৃণোষি বা কিং—“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমহুপশ্রুতঃ” “মজ্জবিদেবাস্মি নাঅবিৎ, সোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্ত পারং তাগয়তু” ইত্যেবমাত্মাপনিষদাক্যশতানি, এবং বিদ্বতে কিং “সোহরৌদৌৎ” ইত্যাদিবু নিশ্চিতং ফলবচ্চ বিজ্ঞানম্ ? ন চেদ্বিদ্যতে, অতপ্রামাণ্যম্ ; তদপ্রামাণ্যে ফলবল্লিচিতবিজ্ঞানোৎপাদকস্ত কিমিত্যপ্রামাণ্যং স্তাৎ ? তদপ্রামাণ্যে চ দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যেণ কো বিশ্রুতঃ । ৩০

নহু দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যানাং পুরুষপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ প্রামাণ্যম্, আত্মবিজ্ঞানবাক্যেণ তন্নাশীতি ; সত্যমেবম্ ; নৈব দোষঃ, প্রামাণ্য-

কারণোপপত্তেঃ । প্রামাণ্যাকারণঞ্চ যথোক্তমেব, নাত্মং । অলঙ্কারচায়ং, যৎ সৰ্ব্বপ্রবৃত্তিবিজ্ঞ-নিবোধফলবহিঃক্ষানোৎপাদকত্বমাত্মপ্রতিপাদকব্যাক্যানাম্, নাপ্রামাণ্যাকারণম্ । ৩১

যতু ক্তম্—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত” ইত্যাদিবচনানাং বাক্যার্থবিজ্ঞান-ব্যতিরেকেণোপাসনার্থত্বমিতি ; সত্যমেতৎ ; কিন্তু নাপূৰ্ব্ববিধার্থতা ; পক্ষে প্রাপ্তস্ত নিয়মার্থতৈব । কথং পুনরুপাসনস্ত পক্ষপ্রাপ্তিঃ ?—যাবত। পারি-শেষাদাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসমুত্তিনির্ভীত্যেভ্যোভিত্যত্বম্ ? বাচম্—যদ্যপ্যেবম্, শরীরারম্ভকস্ত কৰ্ম্মণো নিয়তফলত্বাৎ, সমাগজ্ঞানপ্রাপ্তাবাপি অবশ্যস্তাবিনী প্রবৃত্তিৰ্জ্ঞানঃকায়ানাম্, লক্ৰবৃত্তেঃ কৰ্ম্মণো বলীয়স্তাৎ—যুক্তেষাদিপ্রবৃত্তিবৎ ; তেন পক্ষে প্রাপ্তং জ্ঞানপ্রবৃত্তিদৌৰ্বল্যম্ । তস্মাৎ ত্যাগবৈরাগ্যাদিনাধন-বলাবলম্বেনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসমুত্তিনিয়ন্তব্য। ভবতি ; ন ত্বপূৰ্ব্বা কৰ্ত্তব্য, প্রাপ্তবাদিতাবোচাম । তস্মাৎ, প্রাপ্তবিজ্ঞানস্মৃতিসমুত্তাননিয়মবিধ্যর্থানি “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত” ইত্যাদিবাক্যানি, অত্বার্থাসমুত্তবাৎ । ৩২

নহু অন্যোপাসনমিদম্, ইতি-শব্দপ্রয়োগাৎ ; যথা ‘প্রিয়মিত্যেত-দুপাসীত’ ইত্যাদৌ ন প্রিয়াদিগুণা এবোপাস্তাঃ, কিং তর্হি ? প্রিয়াদিগুণবৎ-প্রাণাদ্যেবোপাস্তম্ ; তথা ইহাপি ইতি-পবাস্ত্বশব্দপ্রয়োগাৎ আত্মগুণ-বদনাত্মবস্তৃপাস্তমিতি গম্যতে ; আত্মোপাস্তত্বব্যাক্যবৈলক্ষণ্যাচ্চ—পরেণ চ বক্ষ্যতি—“আত্মানমেব লোকমুপাসাত” ইতি ; তত্র চ ব্যাক্যে আত্মোপাস্ত-ত্বেনাভিপ্রেতঃ, দ্বিতীয়াশ্রবণাৎ ‘আত্মানমেব’ ইতি ; ইহ তু ন দ্বিতীয়া শ্রয়তে, ইতি-পরশাস্ত্রশব্দঃ “আত্মোপাস্তোপাসীত” ইতি । অতো নাত্মোপাস্তঃ, আত্মগুণশাস্ত্রঃ, ইতি স্ববগম্যতে । ন ; ‘ব্যাক্যশেষে আত্মন উপাস্তত্বেনাবগম্যাৎ ; অত্বেব ব্যাক্যশ্রয়শেষে আত্মোপাস্তত্বেনাবগম্যাতে—“তদেতৎ পদনীয়মস্ত সৰ্ব্বম্, বদয়মাত্মা” “অন্তরতরং বদয়মাত্মা” আত্মানমেবাবেৎ” ইতি । ৩৩

প্রবিশ্টিত দর্শনপ্রতিষেধাদহুপাস্তত্বমিতি চেৎ—যস্ত আত্মনঃ প্রবেশ উক্তঃ, তত্শ্চৈব দর্শনং বার্য্যতে, “তং ন পশ্যন্তি” ইতি প্রকৃতোপাদানাত্ । তস্মাদাত্ম-নোহহুপাস্তত্বমিতি চেৎ ; ন ; অকৃত্ত্বত্বদোষাৎ ; দর্শনপ্রতিষেধোহকৃত্ত্বত্বদোষা-ভিপ্রায়েণ, নাত্মোপাস্তত্বপ্রতিষেধায় ; প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টত্বেন বিশেষণাৎ । আত্মনশ্চৈহুপাস্তত্বমনভিপ্রেতম্, প্রাণনাদ্যেকৈকক্রিয়াবিশিষ্টত্বাত্মনোহকৃত্ত্বত্ব-বচনমনর্থকং ত্বাৎ—“অকৃত্ত্বমো হেবোহত একৈকেন ভবাত” ইতি । অতোহনৈকৈকবিশিষ্টত্বাত্মা কৃত্ত্বত্বাহুপাস্ত এবতি সিদ্ধম্ । ৩৪

যজ্ঞাশ্রয়শ্চেতি-পরঃ প্রয়োগঃ, আশ্রয়-প্রত্যয়য়োরাশ্রয়ত্বস্ত পূরনার্থ-
তোহবিষয়জ্ঞাপনার্থম্ ; অত্রথা “আশ্রানমুপাসীত” ইত্যেবমবক্ষ্যৎ । তথাচার্য-
দায়নি শব্দ-প্রত্যয়াবহুজাতৌ স্মাতাম্ ; তচ্চানিষ্টম্ “নেতি নেতি” “বিজ্ঞাতা-
রমরে কেব বিজানীয়াৎ” “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতু” “যতো বাচো নিবর্তন্তে
অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । যস্মু “আশ্রানমেব লোকমুপাসীত” ইতি,
তদু অনাশ্রোপাসনপ্রসঙ্গনিবৃত্তিপ্রদায় বাক্যাস্তরম্ । ৩৫

* অনির্জাতত্বসাম্যাত্মাদাত্মা জ্ঞাতব্যোহনাত্মা চ । তত্র কস্মাদাশ্রোপাসন এব
যত্র আশ্রীতে—“আশ্রোত্যেবোপাসীত” ইতি, নেতরবিজ্ঞানে, ইতি । অত্রোচ্যতে
—তদেতদেব প্রকৃতং পদনীয়ং গমনীয়ং, নাশ্রয়ং । অস্ত সৰ্ব্বশ্চেতি নির্দারণার্থা
বধী; অস্মিন্ সৰ্ব্বশ্চিন্নিত্যর্থঃ । যদয়মাত্মা যদেতদাশ্রয়ত্বম্ ; কিং ন বিজ্ঞাতব্য-
মেবাশ্রয়ঃ ? কিং তর্হি ? জ্ঞাতব্যত্বেইপি ন পৃথগ্জ্ঞানাস্তরমপেক্ষতে আশ্রয়জ্ঞানং ।
কস্মাৎ ? অনেনাত্মনা জ্ঞাতেন, হি যস্মাদেতৎ সৰ্ব্বমনাত্মজাতম্ অশ্রয়ং যৎ তৎ
সকলং সমস্তং বেদ জানাতি । নতু অশ্রয়জ্ঞানেনাশ্রয়ং ন জ্ঞায়তে ? ইতি, অস্ত
পরিহারং দৃষ্টুতাদিগ্রহেণ বক্ষ্যামঃ । ৩৬

কথং পুনরঃ পদনীয়মিতি ? উচ্যতে—যথা হ বৈ লোকে, পদেন—
গবাদি-পুংসাক্ষিতো দেশঃ পদমিত্যুচ্যতে, তেন পদেন, নষ্টং বিবিস্তিতং পশুং
পদেনাদিবিষয়মাণোহুবিবিস্তিত লভেত, এবমাত্মনি লব্ধে সৰ্ব্বমুপলভত ইত্যর্থঃ ।
নতু আত্মনি বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমজ্ঞজ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানে প্রকৃতে, কথং লাভোহ-
প্রকৃত উচ্যতে ? ইতি ; ন ; জ্ঞান-লাভয়োরেকার্ধত্বস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । আত্মনো
হলাভোহজ্ঞানমেব ; তস্মাজ্ঞানমেবাত্মনো লাভঃ, ন অনাত্মলাভবদপ্রাপ্ত-
প্রাপ্তিলক্ষণ আত্মলাভঃ, লব্ধ-লব্ধব্যাভেদাভাবাৎ । যত্র হি আত্মনোহনাত্মা
লব্ধব্যোভবতি, তত্রাত্মা, লব্ধা, লব্ধব্যোহনাত্মা । স চাপ্রাপ্ত উৎপাদাদি-
ক্রিয়াব্যবহিতঃ, কারকবিশেষোপাদানেন ক্রিয়াবিশেষমুৎপাদ্য লব্ধব্যঃ ।
স তু অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণোহনিত্যঃ, যিথ্যাজ্ঞানজনিতকামক্রিয়াপ্রভবত্বাৎ, যপ্তে
পূজাদিলাভবৎ । অয়মস্ত তদ্বিপরীত আত্মা । ৩৭

আত্মত্বাদেব নোৎপাদাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ । নিত্যলব্ধস্বরূপত্বেইপি সতি
অবিজ্ঞাতাত্মজ্ঞে ব্যবধানম্ ; যথা গৃহমাণস্যাপি শুভিকায়্য বিপর্ধ্যয়েণ
রক্ততাত্মায়া অগ্রহণং বিপরীতজ্ঞানব্যবধানমাত্রম্, তথা গ্রহণম্ জ্ঞান-
মাত্রমেব, বিপরীতজ্ঞানব্যবধানোপোহার্ধত্বাজ্ঞানম্ ; এবমিহাপি আত্মনোহ-
লাভঃ অবিদ্যাত্মজ্ঞব্যবধানম্ ; তস্মাদিত্যত্র তদপোহনমাত্রমেব লাভঃ,

নাশ্চ: কদাচিৎপদপাত্তে । তস্মাদায়ালাভে জ্ঞানাদর্শাস্তরসাধনস্তানর্থক্যং
বক্ষ্যাম: । তস্মান্নিরাশঙ্কমেব জ্ঞান-লাভগোরেকার্থত্বং বিবক্ষমাহ—জ্ঞানঃ
প্রকৃত্য অমুবিন্দেদিতি ; বিন্দতের্লাভার্থত্বাৎ ॥ ৩৮

গুণ-বিজ্ঞানফলমিদমুচ্যতে ; যথা—অয়মাত্মা নামরূপানুপ্রবেশেন খ্যাতিং
গতঃ আত্মৈত্যাদিনামরূপাভ্যাং, প্রাণাদিসংহতিং চ শ্লোকং প্রাপ্তবান্—
ইত্যেবং যো বেদ ; স কীর্ত্তিং খ্যাতিং শ্লোকং চ সম্ভবতিমিষ্টৈঃ সহ, বিন্দতে
লভতে । যদ্বা, যথোক্তং বস্ত্র যো বেদ, মুমুক্শুণামপেক্ষিতং কীর্ত্তিশক্তিতমৈক্য-
জ্ঞানং, তৎফলং শ্লোকশক্তিভ্যাং মুক্তিমাপ্নোতীতি মুখ্যমেব ফলম্ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

নীকা । সম্প্রতি প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাচষ্টে—তদ্বৈত্যাদিনা । অপ্রত্য-
ক্ষাতিধানেন তদিতি সর্বনান্না বীজাবস্থঃ জগদভিধীয়তে, পরোক্ষবাদিতি সম্বন্ধঃ ।
কথং জগতো বীজাবস্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য তর্হীতাত্ত্বার্থমাহ—প্রাপ্নিষতি । কথং তত্ত্ব পরো-
ক্ষত্বং, তত্রাহ—ভূতেতি । নিপাতার্থমাহ—অপ্নোতি । হশকার্থমভিনয়তি—
কেনেতি । যথাবর্ণিতমিত্যানর্থধ্বেন সংসারেহসারত্বোক্তিঃ । পদবয়স্যমানাধিকরণ্য-
লক্ষণার্থমাহ—তাদিদমিতি । একত্বমভিনয়োনাধারতঃ—তদেবেতি । একত্বাব-
গতিফলং কথয়তি—অথেনিতি । সামানাধিকরণ্যাবগাদেকত্বে নিশ্চিতং সত্যান্তরম্—

“নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাতাবো বিদ্যতে সতঃ ।”

ইতি স্মৃতিরনুসৃত্য ভবতীতি ভাবঃ । ১

অজাতং ব্রহ্ম জগতো মূলমিত্যুক্ত্বা তদ্বিবর্ত্তো জগদিতি নিরূপয়তি—তদেব ব্রহ্ম, ত-
মিতি । তৃতীয়ামিথংভাবার্থধ্বেন ব্যাচষ্টে—নাস্মিতি । ক্রিয়াপদপ্রয়োগাভিপ্রায়ে
তদমুবাদপূর্বকমাহ ব্যাক্রিয়ম্ভেতি । তত্র পদচ্ছেদপূর্বকং তদাত্মার্থমাহ—ব্যাক্রি-
য়ম্ভেত্যাদিনা । স্বয়মেবেতি কৃতো বিশেষ্যতে, কারণমন্তরেণ কার্যোৎপত্তিরনুজ্ঞেত্যা-
শঙ্ক্যাহ—জামর্থ্যাদিতি । নির্হেতুকার্য্যসিদ্ধানুপপত্ত্যাকিণ্ডো নিয়ন্তা জনয়িতা কর্তা
চোৎপত্তৌ সাধনক্রিয়া করণব্যাপারস্তন্নিমিত্তং তদপেক্ষ্য ব্যক্তিভাবমাশ্রুতেনৈতৎ যোজন্য ।
নামসামান্যং দেবদত্তাদিনা বিশেষনান্না সংযোজ্য সামান্যবিশেষবান্বৰ্ণো নামব্যাকরণব্যাণ্যে
বিবক্ষিত ইত্যাহ—অস্মাবিত্যাদিনা । অসৌ-শব্দঃ শ্রোতোহব্যবজ্ঞেন নেযঃ । রূপ-
সামান্যং গুরুত্বাদিনা বিশেষে সংযোজ্যোচ্যতে রূপব্যাকরণব্যাকোনেত্যাহ—তথৈ-
ত্যাদিনা । অব্যাকৃতমেব ব্যাকৃতায়ন! ব্যক্তিনিত্যত্বং সুপ্তপ্রবুদ্ধদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—
তদিদমিতি । ২

তদ্বৈতত্বাৎ মূলকারণমুক্ত্বা তস্যামরূপাভ্যাসিত্যাদিনা তৎকার্য্যমুক্ত্বা, ইদানীং প্রবেশ-
ব্যাকৃৎস-শব্দাপেক্ষিতমর্থমাহ—যদর্থ ইতি । কাণ্ডদ্বয়ান্নো বেদস্তারজ্ঞো যন্ত পরন্ত
প্রতিপত্ত্যর্থো বিজায়তে, কথংকাণ্ডং হি স্বার্থানুষ্ঠানাহিতচিত্তশুদ্ধিধারা তত্ত্বজ্ঞানোপ-
যোগীযতে, জ্ঞানকাণ্ডং তু সাক্ষাদেব তত্রোপযুক্ত্যতে ‘সর্বের বেদা যৎপদমানন্তি’ ইতি চ

শ্রয়তে; স পরোহজ্ঞ প্রবিষ্টো দেহাদাবিতি যোজন।। সৰ্ব্বজ্ঞানায়ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানি সমন্বয়-
মুক্তা তজ্জ বিরোধসমানার্থমাহ—যস্মিন্মিতি। অধ্যাসত্ত চতুর্বিধত্যাভীনাযত্তমত্তং
বারয়তি—অবিদ্যমোতি। তত্তা মিথ্যাজ্ঞানেন সাদিহাদনাত্ত্যাসহেতুত্বাসিদ্ধিবিহা-
শক্যাহ—স্মাত্ত্যাবিকোতি। বিদ্যাপ্রাপ্তভাবত্ববিদ্যায়া ব্যবৰ্ত্তয়তি—কণ্ঠিতি। ন
হি তদুপাদানত্বমভাবহে সত্ত্বতি, নচোপাদানাত্ত্বমন্তীতি ভাবঃ। অস্বয়স্ত সৰ্ব্বত্র যচ্ছদস্ত
পূৰ্ববদ্রষ্টব্যঃ। জ্ঞাননি কৰ্ত্তৃত্যায়াসত্তাবিক্রাকৃতত্বোক্ত্যা সমন্বয়ে বিরোধঃ সমাহিতঃ,
সম্প্রত্য্যাসকারণস্তোক্তত্বেহপি নিষিদ্ধোপাদানভেদঃ সাংখ্যবাদশাক্যোক্তমেব কারণং
উদ্ভেদনিরাকরণার্থং কথয়তি—যঃ কারণমিতি। ঐতিহ্যবাদেরু পরস্ত তৎকারণত্বং
প্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ। নামরূপায়কস্ত দৈত্যাবিদ্যাবিহীনমদেহাদিহাদিপনোক্তত্বং সিধ্যতী-
ত্যাহ—যদাত্ত্যাকৈ ইতি। ব্যাকতুঁরাজ্ঞনঃ স্বভাবতঃ শুদ্ধহে দৃষ্টান্তমাহ—সন্নিলা-
দিত্তি। ব্যাক্রিয়মাণয়োনিরূপয়োঃ দ্বিতোহশুদ্ধহে দৃষ্টান্তমাহ—মলমিবেতি। যথা
কেনাদি জলোথং তন্নাত্ত্যমেব, তথাজ্ঞাতব্রহ্মোথং জগদ্ ব্রহ্মমাত্রং তজ্জ্ঞানবাধ্যং চেতি
ভাবঃ। নিত্যশুদ্ধদ্বাদিলক্ষণমপি বস্ত্র ন স্বতোহজ্ঞাননিবৰ্ত্তকং, কেবলস্ত তৎসাধকত্বাৎ,
বাক্যোথবুদ্ধিবৃত্ত্যাক্রুৎ তু তথেনি মন্বানো ক্রভে—যশ্চেতি। ‘আকাশো হ বৈ নাম
নামরূপয়োনির্বিহিতা, তে বদন্তরা তদ্ব্রহ্ম’ ইতি ঐতিহ্যমিত্যাহ—তাত্ত্যামিতি।
নামরূপায়কদৈত্যাংসংশ্লিষ্টাদেব নিত্যশুদ্ধত্বশুদ্ধদৈত্বসম্বন্ধাধীনত্বাৎ, তত্রাবিদ্যা প্রযোজকে-
ত্যাভিপ্রেত্য তৎসম্বন্ধং নিষেধতি—বুদ্ধেতি। তস্মাদেব হঃপাদনর্থাসংশ্লিষ্টমাহ—
মুক্তেতি। বিদ্যাদশায়াং শুদ্ধাদিসম্বন্ধেহপি বন্ধাবস্থায়ং নৈবমিতি চেনেত্যাহ—
স্বভাব ইতি। অব্যাকৃতবাক্যোক্তমজ্ঞাতং পরমজ্ঞানং পরামুশতি—স ইতি। তমেব
কার্যত্বং প্রত্যক্ষং নিদিশতি—এষ ইতি। জ্ঞানো হি স্বতো নিত্যশুদ্ধদ্বাদিরূপোহপি
স্বাবিদ্যাবষ্টন্তান্নামরূপে ব্যাকরোতীতি তৎসৰ্জনস্তাবিদ্যামন্বয়ং বিবক্ষিতমাহ—অব্যাকৃত-
ইতি। তয়োরাগ্নানা ব্যাকৃতহে তদতিরেকেণাভাবঃ কলতীতি মহা বিশিনষ্ট-
আদ্যেতি। জননমাত্রমিহ-শব্দার্থং কথয়তি—ব্রহ্মাদীতি। তজ্জৈব হঃপাদিসম্বন্ধো
নামরূপীতি মন্বানো বিশিনষ্ট—কস্মেতি। ‘ব্রহ্মায়েকো পদময়সামানাদিকরণ্যাধিপতে
হেতুমাহ—প্রবিষ্ট ইতি। ৩

পরমায়্য প্রষ্টা যষ্টে প্রবিষ্টো জগতীত্যাদিষ্টমাক্ষিপতি—নস্মিতি। পূৰ্ব্বাপরবিরোধং
সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ষকত্বপ্রয়োগাজ্ঞপৎকতুঁরবিবক্ষিতত্বমুক্ত-
মিত্যাশক্যাহ—আক্ষিপ্তেতি। মুচ্যতে বৎসঃ স্বয়মেবেতিবৎ কর্ষককর্ত্তরি লকারো ব্যাক-
রণশৌকর্য্যাপেক্ষয়া, সগেব কর্ত্তরি নির্বহতীতি ভাবঃ। অব্যাকৃতশব্দস্ত নিয়ন্তাদিমুক্তজগ-
দাচিহ্নে হেতুস্তমাহ—ইদংশব্দেতি।

কথমুক্তসামানাদিকরণ্যমাত্রাদব্যাকৃতস্ত জগতো নিয়ন্তাদিমুক্তত্বং, তত্রাহ—যথেনি।
নিয়ন্তাদীত্যাশিষ্টেন কর্ত্তকরণাদিগ্রহণম্। নিমিত্তাদীত্যাশিপদেনোপাদানমুচ্যতে। বিমত্তং
নিয়ন্তাদিসাপেক্ষং কাৰ্য্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবসিত্যর্থঃ। কন্তুহি প্রাগবহে সম্প্রতিতনে চ জগতি
বিশেষন্তজ্ঞাহ—ব্যাকৃতেনিতি। কথং পুনরব্যাকৃতশব্দেন জগৎপাণি পত্রো গৃহ্যতে, একস্ত

শমস্তানে কার্ধ্যাযোগাদতঃ আহ—দৃষ্টশ্চেতি । উক্তমেব স্মৃতিয়তি—কদাচিদিত্তি ।
উভয়বিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্ত দাষ্টান্তিকমাহ—তদ্বদিত্তি । ইহেত্যেকাত্মকত্বাক্যোক্তিঃ ।
নিবাসমাত্রবিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্ত দাষ্টান্তিকমাহ—তথ্যেতি । নিবাসিজনবিবক্ষয়া
তৎপ্রয়োগস্তাপি দাষ্টান্তিকঃ কথয়তি—তথা মহানিত্তি । ৪

অব্যাকৃতবাক্যে পরস্ত প্রকৃতভাস্তস্ত প্রবেশবাক্যে সশব্দেন পরামৃষ্টস্ত যষ্টে কাণ্ডে
প্রবেশ উক্তস্তং চ প্রকারান্তরণোক্ষিপতি—নম্নিত্তি । কথয়তি স্মৃতিতামনুপপত্তিম্বেব
স্পষ্টয়তি—অপ্রবিষ্টো হীতি । দৃষ্টান্তাবষ্টেন প্রবেশবাদী শব্দতে—পাষাণেতি ।
তদেব বিবৃণোতি—অথাপীত্যাদিনা । পরস্ত পরিপূর্ণস্ত কচিং প্রবেশাভাবেষ্পীতি^১
যাবৎ । তচ্ছব্দঃ স্মৃতকার্যবিষয়ঃ । যথাস্তরং জীবাখ্যম্ । দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—যথ্যেতি ।
পাষাণাভাঃ সর্পাদিস্তত্র পবিষ্ট ইতি শব্দাণোহার্থং সহজবিশেষণম্ । সর্পাদেহাদিকপেণ
হি তদুৎপত্তকপরিণামভাস্তত্র সহজত্বং, পাষাণাদৌ যানি ভূতানি স্থিতানি তথাং পরিণামঃ
সর্পাদিঃ, তজ্জপেণ তত্র ভূতানামনুপ্রবেশবদপরিচ্ছিন্নস্তাপি পরস্ত জীবা কারণেণ বুদ্ধাদৌ প্রবেশ-
সিদ্ধিরিত্যর্থঃ । আক্ষেপ্তা জ্ঞেত—নেতি । তদেব স্পষ্টয়তি—যঃ স্রষ্টেতি ।

নহু তক্ষণা নির্মিতে বেদানি ততোহন্তস্তাপি প্রবেশো দৃষ্টতে, তথা পরেণ যষ্টে
জগত্যন্তস্ত প্রবেশো ভবিষ্যতি, নেত্যাঃ—যথ্যেতি । পাষাণসর্পাত্মনো কার্যস্থিত্তেব পরস্ত
জীবাণ্যে পরিণামে তৎস্মৃতেত্যাদিশ্রবণমনুপপন্নমিতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি—নম্নিত্তি ।
অন্ত তহি পরস্ত মার্জ্জাবাদিবৎ পূর্বাভাসনাত্যাগেনাবস্থানান্তরসংযোগাত্মা প্রবেশঃ, নেত্যাহ—
নচেতি । নিরবয়বোহপরিচ্ছিন্নস্তাত্মা, তন্ত স্থানান্তরেণ বিরোধঃ প্রাপ্য স্থানান্তরেণ সহ
সংযোগলক্ষণো যঃ প্রবেশঃ, স সাবয়বে পরিচ্ছিন্নে চ মার্জ্জাবাদৌ দৃষ্টপ্রবেশসদৃশো ন ভব-
তীতি বোদ্ধবান । বিযুক্ত্যেতি পাঠে তু স্মৃটেব বোদ্ধবান । ৫

প্রবেশশ্রুত্যা নিরবয়বত্বাসিদ্ধিং শব্দতে—স্মারদ্বয় ইতি । প্রবেশশ্রুতেরন্তরণোপপত্তে-
র্কক্ষমাণত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি—নেত্যাাদিনা । অন্বর্ত্ত্বং নিরবয়বত্বম্ । পুরুষত্বং
পূর্ণত্বম্ । প্রকারান্তরেণ প্রবেশোপপত্তিঃ শব্দতে—প্রতিবিষ্মেতি । আদিত্যাদৌ জলা-
দিনা সন্নিধির্বাতিসম্ভবাৎপ্রতিবাস্যাপ্রবেশোপপত্তিঃ ; আয়নি তু পরস্মিনসঙ্গেহনবচ্ছিন্নে
কেনচিদপি ভদভাবায় যথোক্তপ্রবেশসিদ্ধিরিত্যাহ—ন বস্তস্তরেণেতি । প্রকারান্তরেণ
প্রবেশঃ গোদয়তি—দ্রব্য ইতি । পরস্তাপি কাণ্ডে প্রবেশ ইতি শেষঃ । গুণাপেক্ষয়া পরস্ত
বৈলক্ষণ্যং দর্শয়ন্ত পরিহরতি—নেত্যাাদিনা । স্বাতন্ত্র্যশ্রবণমেব সর্ব্বেষ্বর ইত্যাদি ।

পনসাদিকলে বীজস্ত প্রবেশবৎ কাণ্ডে পরস্ত প্রবেশঃ স্তাদিতি শব্দিত্বা দৃষয়তি—
ক্ষল ইত্যাদিনা । বিনাশদীর্ঘাদিশব্দেনাশব্দত্বানীশ্বরবাদি গৃহ্যতে । এসদন্তেষ্টত্ব-
মাণক্য নিরাচষ্টে—নচেতি । জন্মাদীনামধর্ম্মাণামধর্ম্মিণো ভিন্নত্বাভিন্নত্বাসম্ভবাদিত্যায়ঃ ।
বীজকলয়োরবয়ববয়বিত্বং পাষাণসর্পয়োরাধারাধেয়তেত্যপুনরুক্তিঃ । পরস্ত সর্ব্বপ্রকার-
প্রবেশাসম্ভবে প্রবেশশ্রুতেরালম্বনং ব্যাচিন্ত্যাশক্য পূর্ষগক্ষমুপসংহরতি—অন্য এবতি ।
জগতো হি পরঃ স্রষ্টেতি বেদান্তমর্থ্যাদা, স্রষ্টেব চ এবেষ্টা, এবিষ্টা ব্যাকরণবাগীতি প্রবেশ-
ব্যাকরণয়োরেককর্তৃত্বশ্রুতেঃ, তস্মাৎ পরমাদন্তস্ত প্রবেশো ন যুক্তিমানিতি সিদ্ধান্তয়তি—

নেত্যাদিনা। তত্রৈব তৈত্তিরীয়জ্ঞতিঃ সংবাদয়তি—তথৈতি । ঐতরেয়জ্ঞতিরপি যথোক্তমর্থমুপোদয়তীত্যাহ—স এতমেবেতি । ঐনারায়ণাধ্যায়মন্ত্রমপ্যাহ্নকূলয়তি—সংবাদয়তি । বাক্যান্তরমুদাহরতি—অং কুমার ইতি । অত্রৈব বাক্যেণেবতাহ্নকূলয়তি—পূর ইতি । উদাহৃতজ্ঞতীনাং তাৎপৰ্য্যমাহ—ন পরাদিতি ।

পরন্তু প্রবেশে এবিষ্টানং মিথো ভেদান্তদ্বিতরন্তু তস্তাপি নানাদ্ব্যপ্রসঙ্গিরিতি শব্দতে—
প্রবিষ্টানামিতি । ন পরন্তু নৈকত্বমেকত্বজ্ঞতিরবিরোধাদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা ।
'বিচার' বিচচারেতি বাবৎ । ৬

পরন্তু প্রবেশে নানাদ্ব্যপ্রসঙ্গং প্রত্যাখ্যায় দ্বোবাস্তবং চোদয়তি—প্রবেশ ইতি ।
তৎবাং সংসারিৎশেপি পরন্তু কিমায়াতং, তদাহ—তদনন্ত্যাদিতি । জ্ঞত্যবষ্টন্তেন দ্বয়রতি
—নেতি । অমুভবমমৃত্যু শব্দতে—অমৃত্যুশেতি । নাসংসারিৎশেপি শেষঃ । গূঢ়াতিসঙ্কি-
রুত্তরমাহ—নেতি । আগমো হি পরন্তাসংসারিৎশে মানং ত্রয়োচ্যতে, স চাধ্যক্ষবিরুদ্ধো
ন স্বার্থে মানং, ন চ বৈপরীত্যং, জ্যেষ্ঠত্বেন বলবদ্বাদিতি শব্দতে—প্রত্যক্ষাদীতি ।
শব্দতে পূর্ববাদিনি স্বাশয়মাবিকৃতবতি সিদ্ধান্তী অভিসন্ধিমাহ—নোপাধীতি ।
উপাধিরন্তঃকরণং, তদ্যপ্রয়ত্বেন জনিতো বিশেষশ্চিদভাসসম্ভবতঃস্বাদিবিষয়ত্বং প্রত্যক্ষা-
দেবোক্তাসদ্বাদেনোক্তসংসারিত্বাবগমন্তু ন বিরোধোহন্তীত্যর্থঃ । কিঞ্চ, প্রত্যক্ষাদীনামনান্য-
বিষয়ত্বাদান্যাবিষয়ত্বাচাপমন্তু ভিন্নবিষয়ত্বা নানয়োপস্থিতো বিরোধোহন্তীত্যভিপ্রেত্যাঙ্ক-
নোৎপাদ্যকালবিষয়ে জ্ঞতীকৃতমাহরতি—ন দৃষ্টেতি । সুখাহমিত্যাদিপ্রতিভাসন্তু তর্হি
ক। প্রতিভাসত্যাগ্য পূর্বোক্তমেব স্মারয়তি—কিং তহীতি । বুদ্ধ্যাদিরূপাধিঃ, তত্রাজ্ঞ-
প্রতিচ্ছায়া তৎপ্রতিবিম্বস্তদ্বিষয়মেব সুখাহমিত্যাদি বিজ্ঞানমিতি যোজন্য । আত্মনো
দুঃখিভাবাবে হেতুস্তরমাহ—অমুমিতি । অয়ং দেহোহমিতি দৃষ্টেন ত্রুত্বাদান্যাত্মাধ্যাস-
দর্শনাদৃষ্টবিশিষ্টশ্চৈব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বান্ন কেবলশাস্ত্রান্নো দুঃখাদিসংসারোহন্তীত্যর্থঃ ।
কিঞ্চ, অমূল্যাদি বিশেষণমকরণং প্রকৃত্য তত্রৈব প্রত্যগায়ত্বং দর্শয়ন্তী জ্ঞতিরাত্মনঃ সংসারিত্বং
বারয়তীত্যাহ—নান্যাদিতি । কিঞ্চ, পাদয়োদুঃখং শিরসি দুঃখমিতি দেহাবয়বাবচ্ছিন্ন-
ত্বেন তৎপ্রতিভাসত্বপ্ৰতিচ্ছিন্নত্বান্নানি সংসারিত্বং প্রামাণিকমিত্যাহ দেহেতি । ৭

প্রতিবিশদাত্মনঃ সংসারিত্বং শব্দতে—আত্মনস্তিতি । সুখং তাবদাত্ম্যপ্রয়ম্ “আত্মনস্ত
কামায়” ইতি সূত্রসাধনস্তাস্ত্রার্থজ্ঞতেরন্তদ্বাদিনাভূতং দুঃখমপি তত্র, ইত্যাত্মনস্তসংসারিত্বমবু-
মিত্যর্থঃ । আবিল্লকসংসারিত্বানুবাদেনোহনতিশয়ানন্তপ্রতিপাদকমাত্মনস্ত কামা-
য়েত্যাদিবাক্যমিতি মত্বাহ—নেতি । তদাবিল্লকসংসারিত্ববাদীত্যত্র গমকমাহ—যত্নেতি ।
অমেন হি বাক্যেনাবিল্লকবস্ত্রায়ামেবাত্ম্যার্থং সুখাদেশরূপগম্যতে । অতো ন তস্তাত্ম-
ন্যর্থমিত্যর্থঃ । আত্মনি সংসারিত্বপ্রতিপাদ্যত্বেনপি গমকমাহ—তৎ কেনেতি ।
আত্মনোহসংসারিত্বে বিষদমুভবমমূল্যয়িতুং চ-শব্দঃ । ৮

তৎপ্রাপ্তপ্রাণাধ্যায়নঃ সংসারিত্বমিতি শব্দতে—তর্কাকেকেতি । বুদ্ধ্যাদিচতুর্দশগুণ-
বান্যেতি তর্কিকসময়ন্তেন বিরোধান্তস্তাসংসারিত্বমমূল্যং, তর্কাবিরুদ্ধো হি সিদ্ধান্তো ভবতি
ইত্যর্থঃ । সর্বতর্কাবিরোধী বা সিদ্ধান্তঃ? কতিপয় তর্কাবিরোধী বা? নান্তঃ, তর্কিকাদিসিদ্ধান্ত-

আপি মিথো বৈদিকতর্কৈশ্চ বিরোধাদসিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ । বিচার্যে তু শ্রৌততর্কবিরোধাদান্য-
সংসারিহাসিকান্তোহপি সিধ্যোদিত্যভিসঙ্গ্যাহ—ন যুক্ত্যন্যোপীতি । কিঞ্চ, হুংখাদিরাহ-
ধর্মো ন ভবতি, বেদান্তঃ, রূপাদিবিদিত্যাহ—ন হীতি । প্রত্যক্ষাবিষয়ভোক্তা প্রতীকন্তু-
বয়ঃখাবিশেষব্যবহৃতঃ ; প্রত্যক্ষাপত্যাক্রয়ো একাকশয়োবিব হুংখান্নোরপি গুণগুণিত-
সম্ভবাদিতি শব্দতে—আকাশশব্দেতি । যত্র ধর্মধর্মিভাবন্তত্বেকজ্ঞানস্যাবৎ দৃষ্টং,
যথা শুক্লো ঘট ইতি, তদ্ব্যাপকঃ ব্যাবর্তমানঃ হুংখান্ননোক্তধর্মিভঃ ব্যাবর্তয়তি,
একাকশয়োরাপি গুণগুণিত্যবো নান্যাকং সম্ভবতঃ, শব্দতন্মাত্রাকাশমিতি স্থিতেরিত্যাশয়ে-
নাং—নৈকোতি ।

কথং তদনুপপত্তিস্তত্রাহ—ন হীতি । নিত্যানুমেয়ন্তেতি অরতাকিকমতানুসারেণ
সাংখ্যসময়ানুসারেণ চোক্তম্ । আধুনিকং তাকিকং প্রত্যাহ—তচ্ছ চেতি । হুংখাদি-
বদান্ননোহপি প্রত্যক্ষেণ বিষয়িকরণে সত্যোক্ত্যনু দেহে তদৈক্যসম্মতেরাত্মান্তরস্ত তত্রা-
যোগাদেকত্র ভোক্তৃপ্রয়ানিষ্টে পুরুষান্তরস্তান্তঃ প্রত্যাপত্যকদ্বাদ্ব দ্রষ্টাভাবাদান্ননুপপত্ত্যসিদ্ধি-
বিতর্কঃ । দীপস্ত স্বব্যবহারহেতুত্বেন বিষয়বিষয়িত্বদেদেকতৈশ্চায়নো দ্রষ্টৃদৃশ্যসিদ্ধিদ্রষ্ট-
ভাবো নাস্তীতি শব্দতে—একতৈশ্চৈবতি । আনুমেয় বিষয়বিষয়িত্বং কাং স্মোনাংশাভ্যাং
বা ? আন্তোহপি যুগপৎ ক্রমেণ বা ? নান্ত ইত্যাহ—ন যুক্ত্যন্যোপীতি । ক্রিয়ায়াঃ গুণত্বং
কর্তৃত্বং, তত্র প্রাধাত্বং কর্তৃত্বমতো যুগপদেকক্রিয়াং প্রত্যেকস্ত সাকল্যেন গুণপ্রধানভাবোণা
ল্লৈবনিত্যার্থঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, একতাবেহস্তাভাবাদিতি মত্বা কল্লাস্তং প্রত্যাহ—আত্ম-
নাতি । এতেন প্রদীপদৃষ্টান্তোহপি প্রতিবীতন্তুপ্রাংশাভ্যাং তদ্বাবে প্রকৃতানুকূলত্বাৎ । ৯

ননু বিজ্ঞানবাদিনো যুগপদেকস্ত বিজ্ঞানস্ত সাকল্যেন গ্রাহ্যত্বকত্বমুপস্থিতি, তথা তদান্ন-
নোহপি ত্বাং, তত্রাহ—এতেনেতি । একস্তোভয়ত্বনিরাসেনেতর্কঃ । যাতুং প্রত্যক্ষমাণ-
মিকং পারিভাষিকং বায়নঃ সংসারিত্বম্ ; আত্মমাতিকং তু ভবিত্যঃ, হুংখাদি কচিদাশ্রিতং
গুণত্বাদ্ রূপাদিবিদিত্যশ্রেয় সিদ্ধে পরিশেষাদান্ননুপপত্ত্যসিদ্ধিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষেনেতি ।
ন হি মিথোবিকল্পয়ো গুণগুণিত্বমুমেয়ং, হুংখাদেশ্চ সাত্তাসবুদ্ধিহুংখাং পারিশেষ্যাসিদ্ধি-
রিত্যর্থঃ । সাত্তাসান্তঃকরণনিষ্ঠং হুংখাদীহ্যত্র প্রমাণভাবাৎ কথং সিদ্ধসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্য
হুংখাহমিত্যাদিপ্রত্যক্ষস্ত তত্র প্রমাণত্বাভুতানুমানস্ত সিদ্ধসাধ্যতয়া পরিশেষাগিদ্ধিরিত্যাহ—
দুঃশ্রমন্তেতি । যত্র রূপাদিমতি দেহে দাহচ্ছেদাদি দৃষ্টং, তত্রৈব তৎকৃতহুংখাদ্যপলভ্যাত্ম-
নন্তরত্বমিতি হেতুস্তরমাহ—রূপাদীতি ।

বস্তুাত্মনঃ সংযোগাদান্নি বুদ্ধ্যাদয়ো নব বৈশেষিকা গুণা ভবন্তীতি, তদ্ব্যবসিতি—মনঃ-
সংযোগজজ্ঞেহপীতি । হুংখাত্মনি মনঃসংযোগজজ্ঞেহপীতি পপতেহপি মনোবদাত্মনঃ
সংযোগিত্বাৎ সাবয়বত্বাদিপ্রসঙ্গাদান্নত্বেনেব ন স্তাদিত্যর্থঃ । তত্র সংযোগিত্বেন সক্রিয়ত্বং
সাধয়তি—ন হীতি । সম্প্রতি সক্রিয়ত্বেন সাবয়বত্বং প্রতিপাদয়তি—ন চেতি । যথা
হুংখাত্মান্নো বিক্রিয়েতি কৈশ্চিদ্রিষ্টত্বাত্তস্ত সক্রিয়ত্ববিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।
আত্মা ন পরিণামী নিরবয়বভাবভাবমিতি ভাবঃ । কিঞ্চ, আত্মা ন গুণী নিত্যত্বাৎ, সামান্ত্যবৎ,
ইত্যাহ—অনিত্যেতি । নিত্যং পশ্যাম ইতিশেষঃ । বাশঙ্কো নঞমুর্কণার্থঃ ।

আকাশে ব্যভিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । আকাশস্ত নিত্যত্বং চেৎ ‘আগ্নয়ন আকাশঃ সজুতঃ’ ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্ত্রাদিতি হৃদয়তুমাগমবাদিভিরিত্যুক্তম্ । পরমাণুদো ব্যভিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চান্য ইতি । ন তাবদগবঃ সন্তি ত্র্যপুকেতরসম্বে মানাভাবাৎ ; দিশশ্চাকাশেহন্তর্ভবন্তি, কালস্ত “সর্কে নিমেষা জজিরে” ইত্যাদিশ্রুতে-রূপপ্তিসান্, মনোহপায়ময়ং স্রুতিপ্রসিদ্ধমতো ন কচিৎব্যভিচার ইতি ভাবঃ । যস্মিন্ বিক্রিয়মাণে তদবেদমিতি বুদ্ধিন্ বিহন্তে, তদপি নিতামিতি স্থাথেন পরিণামবাদী শঙ্কতে—বিক্রিয়মানমিতি । ৩৭প্রত্যয়ন্তদবেদমিতি প্রত্যয়ঃ । বিক্রিয়াৎ বদন্ত । জব্যস্তাবয়বাশ্চাভাৎ বাচাৎ, তদেব তস্তানিত্যত্বমাত্মাভাবস্য প্রামাণিকত্বে দ্রবীচহাদিতি পরি-হরতি—ন দ্যব্যস্মেতি ।

আগ্নয়নঃ সক্রিয়ত্বং সাবয়বত্বং বাস্ত, তথাপি নানিত্যমিতি স্যাবাদী শঙ্কতে—সাবয়ব-ত্বেহপীতি । যৎ সাবয়বং তদবয়বসংযোগকৃতং, যথা পটাদি, তথা সতি সংযোগস্য বিভাগাবসানদ্বাদবয়ববিভাগে জব্যানাশোহবশ্যস্তাবীতি দৃশ্যতি—ন দ্যব্যবস্মেতি । যৎ সাবয়বং, তদবয়বসংযোগপূর্বকমিতি ন ব্যাপ্তিঃ । সাবয়বেষেব বজ্রাদিঅবয়বসংযোগ-পূর্বকত্বে প্রমাণাভাবাদিতি শঙ্কতে—বজ্রাদিমিতি । বিষতবয়বসংযোগপূর্বকং সাবয়বত্বাৎ পটবদিত্যনুমানেন পরিহবতি—নানুমেষত্রাদিতি । আগ্নেনো মনঃ-সংযোগজদ্ব্যুৎখাদিগুণেষে সাবয়বত্বসক্রিয়ত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গঃ প্রতিপাদ্য প্রকৃতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ১০

আগ্নেনোহনর্থকংসার্থশাস্ত্রারম্ভাশ্চাখ্যমুপপত্ত্যা সংসারিতেতার্থাপত্ত্যা শঙ্কতে—পর-স্মেতি । অবিদ্যাবিভ্রমানমানম্ভ্রমনর্থজ্ঞমং নিরাকর্তৃৎ তদারম্ভঃ সম্ভবতীত্যুপপত্ত্যা সমাধত্তে—নানিহেতি । পরমৈযাবিত্যাকৃতসংসারিত্বান্তিধ্বংসার্থং শাস্ত্রমিত্যেতদ্ব-দৃষ্টান্তেন স্পষ্টবতি—আত্মানীতি । যৎ তু পরস্যাচ্ছবিভ্রমশ্চ স চ ছঃষিনোহসংস্থং, তত্রাহ—কল্লিতেতি । ন তাবৎপরস্মাদন্তো দ্বঃষী ‘নাগ্নোহতোহন্তি জট্টা’ ইত্যাদিশ্রুতেঃ । স পুনরনাত্তনির্বীচ্যাত্তানসম্বন্ধাত্ত্বৈগৈচ্ছাদিভিরেক্যাত্ম্যাসমাপন্নঃ সংসরতি । তথা চ কল্লি-তাকারদ্বারা ছঃষিনঃ পরস্যায়নোহস্তীকাবান্নার্থশান্তেব্রুথানমিত্যর্থঃ । ১১

পুন্নস্য প্রবেশে প্রাপ্তাং দোষপরস্পরাং পরাকৃত্য তৎপ্রবেশশ্রুতং নিরূপয়তি—জ্ঞেনেতি । যথা জ্ঞে হব্যাদেঃ প্রতিবিম্বলবণঃ প্রবেশো দৃশ্যতে, তথ্যায়নোহপি হৃষ্টে কার্য্যে কালনিকঃ প্রবেশ ইত্যর্থঃ । অনবচ্ছিন্নাধয়চিক্কাহোর্বন্তুত্তরেণ সন্নির্কর্ষাসম্ভবান্ প্রতিবিম্বাখ্যপ্রবেশঃ সম্ভবতীত্যশঙ্ক্য বস্তুস্তরকল্পনয়া কল্পিতসন্নির্কর্ষাত্মাদায় প্রতিবিম্বপক্ষং সাধয়তি—আত্মেনেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—প্রাপ্তংপজ্জেরিত্যাদিনা ।

স্বাভিপ্রোতং প্রবেশং প্রতিপাদ্য পরেহে পরাচেই—ন ত্রিতি । কৃতশ্চিদিশো দেশাৎ-কালাত্তাপক্রমণেন দিগন্তরে দেশান্তরে কালান্তরে চ প্রাপ্তিলক্ষণ ইতি ষাৰৎ । যৎ তু পরস্মাদশ্চস্য প্রবেষ্টমিতি, তত্রাহ—ন চেতি । অথেনং প্রবেশাদি বস্তুতো বিভ্রমানমন্ত, কিমিত্যবিদ্বাং কল্লাতে, তত্রাহ—উপলব্ধীতি । আগ্নজ্ঞানার্থজ্ঞেন প্রবেশাদীনাং কল্পিত-দ্বান্তদ্বাক্যানাং ন স্বার্থে পথ্যবসানমিত্যর্থঃ । কলবৎসন্নিধাবকলং তদঙ্গমিতি স্থায়মাত্রিত্যোক্ত-

বেব প্রণয়তি—উপলব্ধিরিত্যাদিনা। তত্তঃশব্দো ভক্তিযোগপরামর্শী। তদিত্যাদ্যজ্ঞানমুচ্যতে। তস্যাগ্ৰাৎ সাধয়তি—প্রাপ্যতে ইতি। সৃষ্টাদিবাাক্যানামৈক্যজ্ঞানার্থে হেতুস্তরমাহ—ভেদেতি। কল্পিতঃ প্রবেশঃ প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১২

ক। পুনরুত্তর প্রবেশস্ত মর্যাদেত্যাশঙ্ক্যাহ—আ নশাগ্ৰেভ্য ইতি। সম্ভবতি মর্যাদান্তরে কিমিতি প্রবেশস্তেয়মেব মর্যাদেত্যাশঙ্ক্যাহ—নশাগ্ৰেতি। দৃষ্টান্তদ্বয়মাকাক্ষ্যপূর্বকমুখ্যায়তি—তত্রৈতি। প্রবেশাধারো দেহাদিঃ সপ্তমার্থঃ। প্রথমোদাহরণপ্রতীকোপাদানম্—যথৈতি। তদ্ব্যাচষ্টে—লোক ইতি। তত্র প্রবেশিতত্বং কুর্ত্ত্ব কথং সিদ্ধমত আহ—অন্তঃস্থ উপলভ্যত ইতি। বিধস্তরশক্ত্যাগ্নিবিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—বিশ্বস্থেতি। তত্ত তদ্ব্যচষ্টত্বং মহাভূতস্বাক্ষারত্বাচ্চাষ্টব্যম্। কাষ্ঠাদাবগ্নেরবহিতত্বে যুক্তিমাহ—তত্রৈতি। দৃষ্টান্তদ্বয়ে বিবক্ষিতমংশমন্ন্ত দাষ্টীতি কমাহ—যথৈত্যাদিনা। আয়নো জাগ্রৎ-সপ্নয়োর্দেহে দ্বয়ী বৃত্তিঃ, স্বাপে তু সামান্ত-বৃত্তিরেবেত্যবাস্তুরবিভাগমাং—তত্র ইতি। অবগ্ৰাহয়ঃ সপ্তমার্থঃ। ন কেবলং বিশেষ-বৃত্তিরেব তদোপলব্ধা, কিন্তু সামান্তবৃত্তিস্থেতি চকারার্থঃ। অবগ্ৰাহন্তরে সৈবেত্যপি তন্মৈ-বার্থঃ। ব্যাক্যাস্তরমবতারণিত্বং ভূমিকামাহ—তস্মাদিতি। সমাহৃত্যয়ী বৃত্তিরায়নঃ শরীরে দৃশ্যতে, তস্মাৎতৈব জনস্ব্যাবদবিদ্যমা প্রবিষ্টোহয়মিতি যোজনা। ব্যাকৃত্যং-জগতঃ সকাশাদায়ানং পৃথক্ৰ্ত্ত্ব তং ন পশ্যন্তীতি বাক্যং, তদ্ব্যাচষ্টে—তস্মাদানমিতি। বিশিষ্টং পশ্যন্তোহপি কেবলমায়ানং ন পশ্যন্তীতি যাবৎ। চাক্ষুষদ্বনিবেশতেইদমশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—নোপলভ্যত ইতি। ১৩

উক্তনিবেশমাক্ষিপতি—নম্নিতি। প্রতিবেশস্ত প্রাপ্তিং দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তন্নামরূপাত্ম্যং স এব ইত্যাদিবাাক্যানাং জ্ঞানার্থে মানমাহ—রূপমিতি।

বিশিষ্টস্ত দর্শনেহপি পূর্ণস্তাদর্শনে হেতুজ্ঞিরনস্তরবাক্যমিত্যাহ—তত্রৈতি। প্রতি-জ্ঞাবাক্যার্থে স্থিতে সতীতি যাবৎ। তস্মাস্তদর্শনেহপি পূর্ণস্তাদর্শনমিতি শেষঃ। বিশিষ্টস্তাপি পূর্ণত্বমাত্মবাদমুখ্যা প্রাণনাদিকর্ত্ত্বাবোপাদিতি শব্দে—কুত ইতি। প্রাণনাদিক্রিয়া-কর্ত্তা প্রাণাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পূর্ণো ন ভবতীত্যস্তরবাকৌকুস্তরমাহ—উচ্যতে ইতি। আয়নি প্রাণশব্দপ্রবৃত্তিমুপাদয়তি—প্রাণনক্রিয়াকর্ত্ত্বাদিতি। তৎকর্ত্ত্বা-দাত্মা প্রাণ উচ্যতে, প্রাণিতীতি ব্যুৎপত্তিরিতি যোজনা। সৃষ্টান্তমেবকার্যমাহ—নান্ধ্যমিতি। এবকার্যমন্ন্ত হেতুর্মুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১৪

স্বাপাবস্থারং সমস্তকরণোপসংহারেহপি প্রাপ্ত্য ব্যাপ্যদর্শনাৎপ্রাধান্ত্যবগমাৎপ্রাণ-মিত্যাদিবাাক্যমাদৌ ব্যাখ্যায় ক্রিয়াশক্তিহেন প্রাণসাদৃশ্যচাচো বদন্তিভ্যেতৎপূর্বকমুস্তর-বাক্যানি ব্যাচষ্টে—তথৈত্যাদিনা। প্রাণনবদনাভ্যামমুক্তকর্মেদ্রিয়ব্যাপারমূলক্য-বাক্যদ্বয়তাৎপর্যমাহ—প্রাণক্সেবেতি। প্রাণবাপ্যপাধ্যপাধ্যিরোপায়নিতীশেষঃ। দৃষ্টি-ক্ষতিভ্যামমুক্তজ্ঞানেদ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণং কৃৎসনস্তরবাক্যেত্যোক্ত্যাৎপর্যমাহ—পশ্যন্তিতি।

চক্ষুরূপাধিয়ারা আত্মনোতি পূর্ববৎ। উক্তবুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাপারভায়মুক্তং তদ্ব্যাপার-
মূললক্ষ্যায়নং স্পষ্টত্বাদিগরিচ্ছেদো ন সিধ্যতি, সম্বন্ধঃ বিনোপলক্ষণাবোপাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
নামরূপৈত্যাদিনা। প্রকৃতপ্রকারণকাতিরিক্তজ্ঞেয়াভাবাত্তদুপলভ্যে চ চক্ষুঃশ্রোত্রয়ো-
রিব স্বপাদেবপি করণত্বাদেব পাতকপদস্বকাত্তদুপলক্ষণসম্ভবাদায়নং স্পষ্টত্বাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।
তথাহপ্যুক্তকর্থেন্দ্রিয়ব্যাপারেণামুক্ততদ্ব্যাপারোপলক্ষণাদায়নো ন গন্তত্বাদিগরিচ্ছেদঃ
সংগচ্ছতে, বিনা সম্বন্ধমূললক্ষণাসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্রিয়া চেত্যাদিনা। সর্বা ক্রিয়া
নামরূপব্যক্ত্যা প্রাণাশ্রয়া চ তত্র প্রাণাশ্রয়-নামবিষয়োচ্চারণক্রিয়াব্যক্তকৃত্বঃ বাচঃ, ইত্যাদীনাং
তদাশ্রয়াদানাদিব্যক্তকতা, তস্মাদেকপ্রায়ক্রিয়া-ব্যক্তকৃত্বযোগাত্তদুপলক্ষণসম্ভবাদায়নো গন্তত্বা-
দিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। শক্তিবয়োত্তবোক্ত্যা সমস্তসংসারস্ত প্রতীচাধ্যাদোহজ বিবক্ষিত ইত্যাহ—
এতদেবেতি। উক্তুতশক্তিব্যমেতচ্ছদার্থঃ। উক্তেহর্থঃ বাক্যশেষমকুলয়তি—নয়মিত্য।
আত্মা যথানং সন্ম ন ইত্যুচ্যতে, মনুত ইতি ব্যুৎপত্তিরিতি বাক্যান্তঃ ব্যাচষ্টে—মন্ত্রান
ইতি। করণে প্রসিদ্ধস্ত মনঃশব্দস্ত কথমাত্মনি বুঞ্জিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যুৎপত্তিভেদমাহ—
জ্ঞানশক্তীত্যাদিনা। ১৭

আত্মাদিশব্দেভ্যো বিশেষমাহ—তানীতি। কৃৎস্নাত্তবদ্ব্যভ্যুতকানি ন ভবন্তী-
ত্যেতদেব স্মৃত্যিতি—এবং হীতি। প্রাণাদীনাং কর্ত্ত্বনামহে সতীতি যাবৎ। অব-
দ্যোতামানোহপি ন কৃৎস্নো দৃষ্টে ত্বাদিতি শেষঃ।

অকৃৎস্নদর্শিনোপ্যাত্মদর্শিদ্রব্যশঙ্ক্যাহ—স য ইতি। আত্মোপাসিতুরাত্মদর্শনাস্ত-
মজ্ঞানমিতি শক্তিত্বা পরিহরতি—কস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদ্বিশিষ্টাত্মদর্শী ন ব্রহ্মাত্মদ-
র্শীতি শেষঃ। উপাস্তজ্ঞানমুপাস্ত ইতি জানাতি ন স্বভাবাচুপাসনমিত্যুক্তম্। তথা
চ জানন্ন জানাতীতি ব্যাহতিরিগ্যাশঙ্ক্যাহ যাবদিত্যি। এবং বেদেত্যেতদেব—
বিব্রিযতে—পশ্যামীত্যাদিনা। ১৮

• আকাজ্ঞাপূর্বকঃ বিদ্বাত্তত্ত্বমবতারয়া—কথামিতি। তত্র ব্যাখ্যায়ং পদমামন্তে—
আত্মাত্মীতি। তদ্ব্যচষ্টে প্রাণাদীনীতি। তস্মিন্দৃষ্টে পূর্বোক্তদোষরাহিত্যং
দর্শয়তি—স তথেতি। তত্ত্বাদিশেষণব্যাপ্তিবিরোধেতি যাবৎ। কথং তত্ত্বাদিশেষণপসংহারী
তেন তেনাত্মনা তিষ্ঠন কৃৎস্নঃ ১৭, তাহ—বস্তুমাহেতি। স্বতোহস্য আগনাদিসম্বন্ধে
সম্ভবতি কিমিত্যুপাধিসম্বন্ধেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি। আত্মনি সর্কোপসংহারবতি
দৃষ্টে পূর্বোক্তদোষাভাবাত্ত পণ্ডরোবাত্মদর্শীভূতপসংহরতি—তস্মাদিত্যি। যথোক্তাত্মোপাসনে
পূর্বোক্তদোষাভাবে প্রাপ্তস্তম্বেব হেতুঃ স্মারয়তি—এবমিতি। তস্মার্থঃ ক্ষেপয়তি—
যেনেতি। বাঙ মনসাতীতেনাকায়াকরণেন অভ্যগ্ভূতেনেতি যাবৎ। আকাজ্ঞা-
পূর্বকমুত্তরবাক্যমবতায় ব্যাকরণোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদমখোক্তমাত্মান-
মেবোপাসীতেতি শেষঃ। অস্তৈব দ্ব্যভ্যুতকো দ্বিতীয়ো হিহকঃ। ১৭

বিদ্বাত্তত্ত্বং বিবিশ্পর্শং বিনা বিবক্ষিতেহর্থঃ ব্যাখ্যাপূর্ববিধিরমিতি পক্ষং প্রত্যাহ—
আত্মাত্মেবেতি। অত্যন্তাপ্রাপ্তার্থো হপূর্ববিধিবর্থা স্বর্গকামোয়িহোজ্ঞঃ জুহুয়াদিতি,
মায়ং তথা, পক্ষে প্রাপ্তবাদাত্মোপাসনস্ত, তত্ত তৎপ্রাপ্তিস্ত পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া বিচারবাসনে

স্পষ্টতবিষয়তাত্ত্ব্যঃ । ইদানীমান্নজ্ঞানস্তাবিধেয়ত্বাপনার্থঃ বস্ত্ত্বভাবালোচনয়া নিত্য-
প্রাপ্তিমাং - যং জ্ঞান্যাদিত্তি । উৎপাদ্যতামুক্তশ্রুতিভিন্নাস্ববিজ্ঞানং, কিং তাবতেত্যত
আহ—তন্নেতি । কারকাদিত্যাদিপদং তদবাস্তবতদবিষয়ম্ । নববিজ্ঞানায়ননীতায়-
মপি রাগদেবাদিসম্ভাবিত্বম্ প্রবৃতিঃ জ্ঞানং, ন ি বিষয়বিহুর্ষোর্বাহারে কশ্চিৎশেষঃ,
পঞ্চাদিত্তিচ্চাবশেষাদিত্তি জ্ঞাযাদন্ত অহ—তস্ম্যামিত্তি । বাধিতানুভূতিমাত্রান বৈধী
প্রবৃতিরবাধতাতিমানমন্তরেণ তদযোগাদিত্তি ভাবঃ । বিদ্যঃ স্মৃপুতুল্যত্বং ব্যাবস্ত্যতি -
পারিশেষ্যাদিত্তি । শ্রোতজ্ঞানং পূর্বমপি সর্বসাং চিত্তবৃত্তীনং জ্ঞানৈবাস্ত-
চৈতন্যবাক্তকত্বং প্রাপ্তমানজ্ঞানং, শ্রোতং তু জ্ঞানে নান্ত্যন্যস্মেতি ক্ষুরণমাস্তজ্ঞানমেবেতি
নিত্যপ্রাপ্তিমতিপ্রত্যাহ—তস্ম্যাদিত্তি । অগ্নিন্পক্ষইতি নিত্যপ্রাপ্তপক্ষেতি : ১৮

অপূর্ববিধিবাদী শব্দে—তত্চিহ্নতাবদিত্তি । সর্বেষাং সম্ভাবতো বিষয়প্রবণানী-
ন্দ্রিয়ানি নাস্তজ্ঞানবার্ত্তামপি মূষান্তে ; তদভাস্ত্যপ্রাপ্তভাষ্যজ্ঞানে ভবতাপূর্ববিধিরিতি
ভাবঃ । বিশিষ্টত্বাধিকারিণঃ শব্দজ্ঞানং শব্দাদেব সিদ্ধমিতি কথমপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
জ্ঞানেনতি । ন স্বত্র শব্দজ্ঞানং বিবক্ষিতং, কিন্তু উপাসনম্, উপাসনং নাম মানসং কর্ম ;
তদেব জ্ঞানাবৃত্তিরূপত্বজ্ঞানমিত্যেকত্বে । সত্যপ্রাপ্ত্যবিধেয়মিতিার্থঃ । তথোক্তকত্বং
বিয়োগতি—নেত্যাদিনা । অনেন ইত্যাদৌ বেদশব্দার্থান্তরবিষয়ত্বং 'স বেদ' ইত্যত্রাপি
কিং ন জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবেদেনতি । উক্তকতিভোগে যদিজ্ঞানং ক্রতং, তদুপাসন-
মেবেতি যোজন্য । 'স যোহত একৈকমুপাস্তে' ইত্যুপক্রমাৎ 'আন্তোভোবোপাসীত'
ইত্যুপসংহারাত 'ন স বেদ' ইত্যং তাবদেব-শব্দস্তোপাসনার্থত্বমেষ্টব্যম্, অস্ত্রযোগজমোপ
সংহারবিরোধঃ । তথা চাক্তিবিশ্বাসসম্ভবাদুপাসনমেব সর্বত্র বেদনং, তচ্চ সর্বথৈবাশ্রু-
মিতি তগ্নিপূর্ববিধিঃ জ্ঞাদিত্তি ভাবঃ ।

ইতচ্চ তস্মিন্নেষ্টব্যো বিধিরিত্যাং—ন চোক্ত । অতঃ প্রবর্ত্তকো বিধিরূপেয় ইতি
শেষঃ । স চাত্ম্যপ্রাপ্তবিষয়ত্বান্নিয়মাদিক্রণো ন ভবতীত্যাহ—তস্ম্যাদিত্তি ।
আন্তোপান্তিবিধেয়ে গ্রাহ্যে হেতুত্বমাহ—কর্ম্মবিধীতি । কর্ম্মজ্ঞানবিধোঃ শব্দানু-
সারেণাবিশেষমভিধাতি—যথেন্ত্যাদিনা । ১৯

সংপ্রত্যর্থতোহপ্যাবিশেষমাহ মানসেন্তি । তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেন্তি ।
যদি ক্রিয়া বিধীয়তে, কথং জ্ঞানায়িকেনি বিশেষ্যতে, তজ্ঞাহ—তথেন্তি ।

ইতশ্চাত্ম্যোপাসনে বিধিরন্তী গ্রাহ্য—ভাবেনতি । বেদান্তেষু ভাবনাপেক্ষিতাংশত্রয়ো-
পপত্তিঃ বিশদয়িত্বং দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । ভাবনায়ঃ বিধিরমানদে সতীতি শেষঃ ।
প্রেরণার্থকঃ শব্দব্যাপারঃ স্বজ্ঞানকরণকঃ স্তব্যাদিজ্ঞানৈতিকর্তব্যাতকঃ পুরুষপ্রযত্নভাব-
নিষ্ঠঃ শব্দভাবনোচ্যতে । স্বর্গং যাপেন প্রবাজাদিত্তিরূপকৃত্য সাধয়েদিত্তি পুরুষপ্রযত্ন-
রর্থভাবনেনি বিভাগঃ । দৃষ্টান্তস্বার্থঃ দৃষ্টান্তিকৈ বোজয়তি—তথেন্ত্যাদিনা ।
ত্যাগো নিষিদ্ধকাম্যরজনম্ । উপরমো নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগঃ । তিত্তিকাদীত্যাদিপদং
সমাধানাদিসংগ্রাহ্যমিতি প্রজয়তি সঙ্কঃ । শাস্ত্রং "নাস্তো দান্তঃ" ইত্যাদি । উক্তপ্রকার-
মংশত্রয়মন্তরপি মূলমিতি বক্তব্যাদিপদম্ । ২০

বিধিগ্ৰহণাং বেদান্তানাং কার্য্যপরিষেহি তত্ত্বানানাং তেষাং বস্তুগতত্যাশঙ্ক্যাহ—
যথা চেতি । বিদ্যুদেশজেন তল্লেশজেনেতি যাবৎ । অল্পলাদিবাক্যানাম্যোগেপিতত্ত্বত-
নিষেধেনাশ্রয়ঃ বস্তু সমর্পয়তাং কথমুপাস্তিবিধিশেষত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেত্যাদিনা ।
'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'ভরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদীনাং কলার্পকত্বেনোপাস্তি-
বিধ্যুপযোগমতিপ্রত্যাহ - ফলং চেতি । যোক্তো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ । ২১

আত্মোপাসনং বিধেয়মিতি পক্ষমুক্তা পক্ষান্তরমাহ—অপর ইতি । তত্ত্বাহুপযোগ-
মাশঙ্ক্যাহ—তেনেতি । শাক্তস্ত জ্ঞানভাসংস্পৃগপরোক্তানুবিষয়ভাভাবমিতি-শঙ্কেন হেতু-
করোতি । জ্ঞানান্তরং বেদান্তেষু বিধেয়মিত্যত্র মানমাহ এতস্মিন্নিতি । ২২

পক্ষদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমপক্ষং প্রত্যাহ—নার্থী স্তরাভাবাদিতি । তত্র নঞর্থমেব
শ্রয়ং ব্যাচষ্টে—ন চেতি । শাক্তজ্ঞানবতো বিষয়ভাবান্ন বিধিঃ সম্ভবতি, অবিদ্যাতৎকার্য্য-
নিবৃত্তৌ স্বয়ং কলাবস্তুরাচ্ছে তার্থঃ । হেতুভাগং পক্ষপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কস্মাদি-
ত্যাদিনা । আত্মোপদেশো নানাস্থনিষেধদ্বারা বাক্যোক্তজ্ঞানান্তিরেকেণেতি যাবৎ ।
কর্তব্যান্তরাভাবেহপি বাক্যজ্ঞানবিস্তানমেব বিধেয়ং আদিত্যাশঙ্ক্যাহ তদ্র ইতি ।

দৃষ্টান্তেহপি বাক্যোক্তজ্ঞানান্তিরেকেণ পুরুষপ্রভৃতিরসিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি ।
তদন্তুষ্ঠানং তাহ বাক্যার্থজ্ঞানাদীনমিতি বার্থো বিধিস্তত্রাহ তচ্চেতি । অধিকারো
বিধিপুরুষসদ্বক্তৃত্বকৃতজ্ঞানাপেক্ষমন্তুজ্ঞানমিতার্থবাবিধিরিতার্থ । তচ্চ একুতেপি বাক্যোক্ত-
জ্ঞানব্যতিরেকেণ পুরুষব্যাপারসম্ভবাবিধিসাক্ষ্যামিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাস্তি । অথ বিমতং
প্রবর্তকং বৈদিকজ্ঞানত্বাবিধিবাক্যোক্তজ্ঞানবদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রবর্তকবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ—
ন ইতি । মিথ্যাণানানিবর্তকত্বমুপাধান্তরমাহ—অত্রক্ষেতি । বাক্যোক্তজ্ঞানস্ত
তল্লিবর্তকত্বেনপি প্রবর্তকত্বং কিং ন আদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ২৩

দ্বিতীয়োপাধেঃ সাধনব্যাপ্তিং শঙ্ক্যাহ—বাক্যোক্তি । ব্রহ্মাত্মৈক্যাদীপন-বাক্যোক্ত-
বিজ্ঞানজ্ঞানভৎকার্য্যসিদ্ধির্যোগ্য সাধনব্যাপ্তিরিত্যাহ—নেত্যাদিনা । তদ্বাদিত্যাহ
বস্তুগতত্বাদিতি যাবৎ । উক্তানাং বাক্যানাং বিধাপেক্ষিতার্থসমর্পকত্বেন তচ্ছেষত্বং শঙ্কিত-
মন্ত্যভাবতে—দ্রষ্টব্যেতি । সিদ্ধান্তোপকরণে সমাহিতমেতদিত্যাহ—নেতি । তদেব
স্পষ্টয়তি—আত্মোক্তি । ২৪

পরোক্তমন্ত্যবয়তি—আত্মাস্মরূপোতি । কুত্র তচ্চি বিধিঃ ?—আত্মজ্ঞানে বা বাক্যশ্রবণে
বা তদন্তুজ্ঞানমুতিসম্ভানে বা চিত্তবৃত্তিনিরোধে বা ? নাহ ইত্যাহ—নাস্ত্রাবাদীতি ।
দ্বিতীয়ঃ শঙ্কতে—তচ্ছ বর্ণেহপীতি । অনিষ্টার্থবাদিবাক্যাস্তাসত্যাদিলক্ষণস্ত বিধিঃ
বিনা শ্রবণং তদ্ব্যমেরপি তদ্ব্যদ্বতে শ্রবণমবিকৃত্যভিমান্য দোষান্তরমাহ—নেত্যা-
দিনা । তদ্ব্যমেরপিপ্রয়োজকো বিধিরাত্মনোহপি শ্রয়ুঙেস্ত শ্রবণমিতি চেৎ, নৈবং, স
খল্ধ্যয়নবিধিরন্তো বা ? আত্মে তদপেক্ষয়া কৃতস্য তদ্ব্যমাদ্যেঃ স্বার্থবোধিত্বং কর্তব্যকাবেদিতি
স্বার্থনিষ্ঠত্বাবিশেষঃ, দ্বিতীয়ে তত্ত্বাপ্রমাণত্বাদীয়শ্রবণনিকাংকত্বং দুরোগ্যসারিতমিত্যাভি-
প্রোক্ত্যানবছাৎ বিবৃণোতি—যথেষ্টত্যাদিনা । ২৫

তৃতীয়মাশঙ্কতে—বাক্যজ্ঞানিতেনিতি । ততঃ সা বিধেয়তি শেষঃ । তত্ত্বা বিধেয়ত্বং

দৃশ্যতি—নেতি। অর্থপ্রাপ্তিঃ বিরূপোতি—যদৈদবেতি। অনাগ্নস্বৃতিহেতুজ্ঞাননিবৃত্তো
তৎকার্যস্বতানুপপত্তেঃ স্বভাববলপ্রাপ্তিবাস্বৃতিরিত্যুক্তমিদানীমনাগ্নস্বৃতে ননর্থত্বস্যাবয়ব্যতি-
রেকসিদ্ধত্বাচ্চাস্বৃতিঃ স্বভাবপ্রাপ্তেতাহ—অনর্থত্বেন্নেতি। অনাগ্ননোহনর্থত্বনিশ্চয়চ্চ
তদীয়স্বতানুপপত্তাবিতবস্বৃতিরর্থপ্রাপ্তেতাহ—আত্মানগতাবিতি। আগ্ননশ্চ পর
মেষ্টত্বাবগমাদর্থপ্রাপ্তা তদীয়স্বৃতিরিত্যাহ—আত্মবস্তুমশ্চেতি।

অর্থপ্রাপ্ত্যা বিধেয়ত্বাভাবমুপশংহয়তি—তস্মাদিতি। অনাগ্নস্বৃতিহেতুজ্ঞানভাবাদি-
অর্থত্বশ্চিদেকরসাস্বভাববলাদিতি যাবৎ। দুষ্টকলত্বাচ্চাস্বৃতির্ন বিধেয়ে-
তাহ—শৌকেতি। মিথ্যাজ্ঞানমেব সা নিবর্তয়তি, ন শোকাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরী-
তোতি। আগ্নস্বৃতে: শোকাদিনিবর্তকত্বেন মানমাহ তথা চোত। ২৬ ।

চতুর্থমুখাপযতি—নিরোধস্তহীতি। যদি বাক্যোক্তজ্ঞানাদেববিধেয়ত্বং, তর্হি চিত্ত-
বৃত্তিনিরোধে মুক্তিসাধনত্বেন বিধীয়তাং, তন্তোক্তজ্ঞানাদেবরর্থস্তরত্বাদিত্যর্থঃ। চোক্তমেব
বিরূপোতি—অথাপীতি। অর্থান্তরত্বস্তত্ত্ব বিধেয়তেতি শেষঃ। তত্ত্ব মুক্তিহেতুত্বেন
বিধেয়ত্বে যোগশাস্ত্রং সংবাদয়তি—তদ্রাস্তরেষিতি। “অথ যোগানুশাসনম্” ইতি নিঃশ্রে-
য়সহেতুঃ সমাধিঃ সূত্রিতস্তত্ত্ব চ লক্ষণমুক্তং যোগশ্চিদ্ভূতিনিরোধ ইতি। তান্নিরোধাবস্থায়ঃ
চাশ্বনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠং কৈবল্যমাখ্যাতং “তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্” ইতি, এবং যোগশাস্ত্রে
মুক্তিহেতুত্বেন্নেটো নিরোধবিধিরিত্যর্থঃ। যোগশাস্ত্রাদপি বলবতীং ক্রতিমাশ্চিত্তোত্তরমাহ
—নেত্যান্যাদিনা।

চিত্তবৃত্তিনিরোধস্ত মুক্তিহেতুত্বেন্নপি ন বিধেয়ত্বং, বিধিং বিনা তৎসিদ্ধিরিত্যাহ—অন-
ন্যোতি। ন তাবদ্ব্যাকৰ্ণকিনিরোধে বিধেয়ং, “কস্মিনাপি তৎসম্ভবাদিধিবিধেয়ত্বাৎ, নাপি
সর্বস্বজ্ঞানোত্তরনিরোধে বিধেয়ো, জ্ঞানাদেব তৎসিদ্ধিবিধানর্থক্যাদিত্যর্থঃ। “নাশ্চঃ পস্থা বিভূতে”
“জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্” ইত্যাদিশাস্ত্রমনুসবল্পপেত্যাবদং তাদতি—অভ্যুপগমোতি।
নিরোধস্ত মুক্তিহেতুত্বমিদমা পরামৃষ্টম্। যোগশাস্ত্রমপি ক্রতিস্বৃতিবিরোধে ন প্রমাণম্,
“এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” ইতি শ্রুত্যাদিতি ভাবঃ। ২৭

বেদান্তেষু বিধেয়ত্বাবোক্ত্যা বিধিনিরস্তঃ, সংপ্রত্যংশক্রয়বতী ভাবনা তেষুস্তীত্যুক্তং দৃশ-
য়তি—আকাঙ্ক্ষেন্নেতি। তদেব স্মৃতিযুক্তননুবদতি—যদুক্তমিতি। আগ্নাব-
ষ্টেন্নে নিরাচষ্টে—তদঙ্গাদিতি। বিধিমন্তরেণ বাক্যার্থজ্ঞানে প্রবৃত্তাযোগাট্টেধমেব জ্ঞানং
সর্বকাজ্ঞানিবর্তকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চোতি। যথঃ কৰ্ম্মকাণ্ডে স্বাধ্যায়বিধেরথাববোধ-
পর্যন্তত্বেন জ্যোতিষ্টোমাদিবিধ্যর্থজ্ঞানে বিধ্যস্তং নাপেক্ষতে, তথা জ্ঞানকাণ্ডেহপি শ্রাদ্ধ-
ত্যাঃ। তত্রাপি “বেদঃ কৃৎস্নোহধিপশ্বত্যঃ” ইতি বিধ্যস্তরপ্রযুক্তমেব বাক্যার্থজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ
—বিধ্যস্তরেতি। ক্রতহাস্তক্রতকল্পনাপ্রসঙ্গাচ্চ ন বিধিশেষত্বং বেদান্তানামিত্যাহ
—ন চেতি। ২৮

বেদান্তঃ স্বার্থে ন মানং, সিদ্ধার্থবাক্যত্বাৎ; “সোহরৌদ্রিৎ” ইত্যাদিবৎ ইত্যম্মানান্তেবাং
বিধিশেষত্বং প্রামাণ্যার্থবৈষ্ট্যমিতি শঙ্কতে—বস্তুস্মরুপোতি। তদেবানুমানং প্রপঞ্চয়তি
—অথাপীতি। বিধেরক্রতত্বেন্নপীতি যাবৎ। কলব্রশ্চিত্তজ্ঞানাজনকত্বমুপাধিরিতি মদানঃ

সমাধত্তে—ন বিশেষ্যাদতি । নঞর্থঃ স্ফটয়তি—ন বাক্যস্ফোতি । বিশেষং
ঘ্যাচষ্টে—কিং তর্হীতি । তন্তু প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বম্বয়ব্যতিরেকাত্যাং দর্শয়তি—
তদ্ব্যবহৃত্যেতি ৷২২

সামান্তাচার্যঃ প্রকৃতে যোক্তব্যম্ পৃচ্ছতি—কিস্তেতি । কিং তেষু তাদৃশজ্ঞানমুৎপত্ত্বতে
ন বেতি প্রশ্নার্থঃ । দ্বিতীয়েহমুত্তরবিবোধঃ স্তাদিতি যত্র পঞ্চান্তরমন্দ্ৰ অত্যাং—উৎ-
পদ্যতে চেদিতি । প্রামাণ্যে হেতুসম্ভাব্যপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । নিশ্চিতজ্ঞানজনকত্বেইপি
কলবদ্বিশেষণমসিদ্ধিমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং বোতি । বিদ্যদন্তবক্ষ্যমশ্রুতিসিদ্ধং বিশেষণমিতি
ভাবঃ । দৃষ্টান্তং বিঘটিয়িতুং প্রশ্নান্তরং প্রস্তোতি—এবমিতি । বেদান্তেষুিবেতি ভাবঃ ।
কিংবা বোতি শেষঃ । আন্তে সাধ্যবৈকল্যং যত্র দ্বিতীয়ং দৃশয়তি—ন চোদতি । তর্হি
তদদৃষ্টান্তেন তত্ত্বমস্তাদেরপি স্তাদপ্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদপ্রামাণ্য ইতি । বিমতঃ
স্বার্থে মানং, যথোক্তজ্ঞানজনকত্বাং, দর্শাদিবাক্যবদিতি ভাবঃ । বিপক্ষে দোষমাহ—
তদপ্রামাণ্যে চেতি । ৩০

প্রবর্তকজ্ঞানজনকত্বমুপাধিরিতি শব্দতে—নাশ্রিতি । সাধনব্যাপ্তিং ধূনীতে
আহত্বাতি । প্রবর্তকধীজনকত্বং ধর্ম্মিণি নাস্তীত্যঙ্গীকরোতি—অত্যম্যাত । তর্হি
যথোক্তোপাধিসম্ভাব্যদহ্মানানুত্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈম দোষ ইতি । ন হি প্রবর্তক-
ধীজনকত্বং প্রামাণ্যে কারণং, নিষেধবাক্যেইপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ । ন চ নিবর্তকধীজনকত্বমপি
তথা, বিধাবপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ । নোভয়ং, প্রত্যেকমভয়কারণভাবেনা প্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ ।
বেদান্তেষু প্রবর্তকধীজনকত্বাভাণে ন কেবলমদোষঃ, কিন্তু গুণ ইত্যাহ—অলঙ্কার-
শ্চেতি । “আত্মানং চৈব ইত্যাদিশ্রুতে: “এতদ্বুদ্ধা” ইত্যাদিস্মৃতেশ্চাত্মজ্ঞানং কৃতকৃত্যতা-
নিদানম্ । ন চ জ্ঞানস্ত প্রবর্তকত্বে তদ্ব্যক্তং, প্রবৃত্তীনাং ক্রেশাক্ষেপকত্বাৎ; অতো
যথোক্তজ্ঞানজনকত্বং বাক্যানাং ভূষণমেবেত্যর্থঃ । ৩১

শব্দোৎপত্তি জ্ঞানং বিধেয়মিতি প্রতিক্রিয়া পূর্ব্বোক্তপঞ্চান্তরমুৎপদতি । যত্র স্তমতি ।
উপাসনার্থমিত্যাশ্রোপাসনেন তৎসাক্ষাৎকারঃ ভাবয়েদিতিৈবমর্থমিত্যর্থঃ । অভ্যুপ-
গমবাদের পরিহরতি—অত্যম্যমিতি । যথোক্তেষু, বাক্যোপাশ্রোপাসনং তৎসাক্ষাৎকারমুদ্ভিষ্ট
বিধায়তে চেৎ, প্রকৃতেইপি বাক্যে তৎসম্ভাব্যপূর্ব্ববিধিরিতি প্রকৃমো ভজ্যেত, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
কিস্তিতি । কথং তর্হি বিধায়কারণব্যাচ্যুঞ্জিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পক্ষ্যেতি । যথা পক্ষে
প্রাপ্তস্বাভ্যন্তরীণবহুস্তিতি নিয়মরূপে বিধিরঙ্গীকৃতঃ, তথা অশ্রোপাসনস্তাপি পক্ষে
প্রাপ্তস্ত ভদেব কর্তব্যং নানাশ্রোপাসনমিতি যো নিয়মস্তদর্থতা প্রকৃতবাক্যস্তিতি ন প্রকৃম-
বিরোধোহস্তীত্যর্থঃ ।

পাক্ষিকীঃ প্রাপ্তিমুক্ত্যাক্ষিপতি—কথমিতি । কা পুনরজ্ঞানপণ্ডিতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
যাবতেতি । আত্মনি বাক্যোৎপত্তি বিজ্ঞানে সত্যনাস্ত্যস্তিতিহেতুনাং মিথ্যাজ্ঞানাদীনাম-
পনীতত্বাৎকর্তব্যে ফলাভাব ইতিহ্যায়েন তাসামসম্ভবাদাস্ত্যস্তিসম্ভতিরেব পুনঃ সদা
ত্যাং, একান্তান্তরাযোগাদিতি সিদ্ধান্তনোক্তভারাত্মোপাসনস্ত পক্ষে প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । তন্তু
নিত্যপ্রাপ্তিমুক্ত্যঙ্গীকরোতি—বাত্মমিতি । তর্হি নিয়মবিধিব্যাচ্যুঞ্জিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—

যদ্যস্মীতি । অংস্থানি নিত্যাপরোক্ষসংবিদেকতানে শ্রবণং বিস্মরণং বা বদ্যপি নোপপত্ততে, তথাপি তথোক্তশ্রুতশ্রুতবদিক্তান্নিষয়বিধেঃ সাবকাশত্বমিত্যাশয়েনঃ শরীরেনতি । অথারক্কলস্তাপি কর্ণঃ সমাগ্জ্ঞানান্নিবৃত্তেন বিদুৰো বাগদীনাং প্রবৃতিহতঃ কঃ— নরোতি । যথা মৃত্যুস্ত্রুপাংগদেবগতিবদ্ধাৎ যাবদেগং প্রবৃতিববৃত্ত্যাবিনী, তথা প্রবৃত্ত- কলস্ত কর্ণে জ্ঞানেনোগজীব্যতয়া ততো বলবত্তাবৃত্ত্যাবিদ্ভবোপি যাবজ্জোগং বাগদি- প্রবৃত্তিপ্রোবামিতার্থঃ । আরক্ককর্পপ্রাবল্যে কলিতমাহ—তেনেতি । আরক্কত কর্ণেণ যথোক্তেন জ্ঞায়েন প্রাবল্যে তদ্বশাৎ ক্ষুধাদিদোষো বদোক্তবতি, তদাঙ্গানি বিস্মরণাদিসত্তবাৎ তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তেঃ পাক্ষিকজ্ঞানবশ্যান্তাবিকর্ষাপেক্ষয়া তদৌর্ধ্বলাং স্তাদিতার্থঃ ।

তথাপি নিয়মবিধাঙ্গীকারস্ত কিমায়াতং ? তদাঃ—তস্মাদিতি । জ্ঞানস্ত পক্ষপ্রাপ্তভং তচ্ছকার্যঃ । আদিপদং ব্রহ্মচর্যশ্রমদহাদিসংগ্ৰহার্থম্ । বিজ্ঞায়েত্যাদিবাক্যানাং নিয়মবিধার্থ- ত্বমুৎসাহরতি—তস্মাদিতি । আদিপদেন প্রকৃতমপি বাক্যং সংগৃহ্যতে । তচ্ছকার্যমেব স্পষ্টয়তি—অস্ম্যদেহীতি । ৩০

শাক্তজানাদেব পুৰ্ব্বসিদ্ধেস্তত্ত্বং দাহুস্তেভ্যতীয়জ্ঞানস্ত বা বিধেয়ভাবাবদোপান্তাঃ শুদ্ধে সিদ্ধেহর্থে যানমিত্যুক্তম্ । ইদানীমিতি শব্দপ্রযুক্তং চোদ্যুপাংপয়তি—অন্যাহেতি । আত্ম- শব্দাদুচ্চমিতি-শব্দপ্রয়োগাদাত্মশব্দার্থস্তোপান্তদেহনাবিক্রিতত্বাদাত্মশব্দগতস্তান্নান্ননোহব্যাকৃত- শব্দিতত্ত্বং প্রধানত্বোপাসনমস্মিৎকো বিবক্ষিতমিতার্থঃ । উক্তমেবাং দৃষ্টোক্তেন স্পষ্টয়তি—যত্বে- ত্যাদিনা । অনাত্মোপাসনমেবাত্র বিধিসিদ্ধমিত্যত্র হেতুস্তরমাহ—আহেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—পরেণেতি । ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইহ স্ত্রিতি । বৈলক্ষণ্যাস্তর- মাহ—ইতি-পরশ্চেতি । বৈলক্ষণ্যকলমাহ—অত্র ইতি । নাত্মানাত্মোপাসনং বিব- ক্ষিতমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । লেখ্যর্থং ক্ষুটয়তি—অস্মৈবেতি । ৩১

আত্মনশ্চেতগাত্ত্বং, তদা প্রকৃতবিরোধঃ স্তাদিতি শব্দে—প্রবিষ্টিশ্চেতি । আত্মনো দর্শনপ্রতিবেশং প্রকটয়তি—যস্মৈতি । তত্শেবেতি নিয়মে হেতুমাহ—প্রকৃতোতি । তচ্ছকৃত প্রকৃতপরাংশিৎবাং প্রবিষ্টস্ত চ প্রকৃতত্বাস্তত্ত্বং তেনোপাদানাদিতি হেতুর্থঃ । পূর্বপক্ষং নিগময়তি—তস্মাদিতি । প্রাণনাদিবিশিষ্টস্ত পরিচ্ছিন্নত্বাস্তত্ত্বং দৃষ্টেহেপি পূর্ণত্বং ন দৃষ্টেতি নিষেধক্ৰতি পর্য্যবসানারোপক্রমবিরোধোক্তীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । তদেব বিশ- দয়তি—দর্শয়তি । কথময়মিতিপ্রারম্ভঃ ক্রতেরবগম্যতে, তত্রাহ—প্রাণনাদীতি । প্রাণনৈবেত্তাদিনা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টদেহাত্মনো বিশেষণাত্তত্ত্বং দৃষ্টেহেপি নাসৌ পরিপূর্ণো দৃষ্টঃ স্তাদিতি ক্রতেরাশয়ে লক্ষ্যতে; কেবলস্ত তু ততোপান্তত্বমভিসংহিতমকুংস্রতদোষাভাবাদি- ত্যর্থঃ । উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন ‘সাধয়তি—আত্মানশ্চেদিতি । তত্ত্বানুপাস্যত্বার্থঃ তদ্বচনবর্ধবদিত্যাশঙ্ক্য তদুপাস্যত্বনিষেধস্যাত্মোপাস্যত্বং পর্য্যবসানমতিপ্রোক্ত্যহ—অতো- হেনেকৈকেতি । ৩৪

উপক্রমোপসংহারাভ্যাংগাত্ত্বমাত্মনো বর্ণিতমিদানীমিতি-শব্দপ্রয়োগাদনাত্মোপাসনমিদনি- ত্যুক্তং প্রত্যাহ—যাস্ত্রিতি । প্রয়োগশব্দাদুপরিষ্টাৎ সশব্দো দ্রষ্টব্যঃ । ইতিশব্দস্ত যথোক্তার্থ- স্বাভাবে দোষমাহ—অন্যেহেতি । ন চাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যোপাস্যত্বত্বার্থমিতি-শব্দোহর্থবান্,

পূৰ্ণাপন্নবাক্যবিরোধাদিতি জ্ঞেয়ম্ । স্থিতিশব্দমন্তরেণ বাক্যপ্রয়োগে নোবমাহ—তথেষ্টি । তন্ত শব্দপ্রত্যয়বিষয়মিষ্টমেবেতি চেত্তত্রাহ—তচ্চেষ্টি । আয়োপাত্তবাক্যাবৈলক্ষণাদ-
নায়োপাদনমেতদিত্যুক্তং, তদ্ব্যয়তি—যজ্ঞিতি । ৩৫

আট্টম্ব জ্ঞাতব্যো নান্যেতি প্রতিজ্ঞায়ামত্র হীত্যাশিহা হেতুৰুক্তঃ, সংপ্রতি তদেতৎপদ-
নীয়মিত্যাদিবাক্যাপোহং চোক্তমুখ্যপয় ত—অনিজ্ঞাতভ্বেতি । উত্তরমাহ—অনেন্টি ।
নির্ধারণমেব ক্ষোরয়তি—আস্ম্যম্ভিতি । নাত্তদিত্যুক্তবাদনায়নো বিজ্ঞাতব্যভাবশ্চেনেন
হীত্যাশিহাশেষবিরোধঃ স্মাদিতি শব্দতে—কিং নেতি । তন্ত্রাজ্ঞেয়ং নিষেধতি—নেতি ।
তন্তাপি জ্ঞাতব্যে নাত্তদিতি বচনমনবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তহীতি । তন্ত সাবকা-
শব্দঃ দর্শয়তি—জ্ঞাতব্যভ্বেতহীতি । আয়নঃ সকাশাদনায়নোহর্থান্তরহাত্তান্ত্র-
জ্ঞানাজ্ঞ জ্ঞাতব্যাব্যোপাঞ্জ্ঞাতব্যে জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমেবেতি শব্দতে—কস্মা-
দিতি । উত্তরবাক্যোনোত্তরমাহ—অনেনেন্টি । আয়ন্তনায়জ্ঞাতস্য কল্পিতজ্ঞাতস্য
তদতিরিক্তস্বরূপাতাবাং তজ্জ্ঞানেনৈব জ্ঞাতব্যাসন্ধেনান্তি জ্ঞানান্তরাপেক্ষেত্যর্থঃ ।
লোকদৃষ্টমশ্রিত্যানেনেত্যাদিবাক্যার্থমাক্ষিপতি—ন ইতি । আয়কার্থাদানায়নন্তস্মিন্
অন্তর্ভাবাং তজ্জ্ঞানেন জ্ঞানমুচিতমিতি পরিহারতি—অস্ম্যন্তি । ৩৬

সত্যোপায়াভাবাদায়ত্ত্বস্য পদনীয়মসিদ্ধিরিতি শব্দতে—কথমিতি । অসত্যস্যাপ
কৃত্যচাৰ্য্যাদেবর্বিজ্ঞায়াকারিত্বসত্ত্ববাদায়ত্ত্বস্য পদনীয়মপশত্তিরিচ্যাহ—উচ্যতে ইতি ।
বিবিস্তিতং লক্ষ্মিষ্টম্ । অবেষণোপায়ত্বং দর্শয়িতুং পদেনেনি পুনরুক্তিঃ । অনেনেত্যত্র
বেদেতি জ্ঞানেনোপক্রম্যাহুর্বিবেদিতি লাভমুক্তং । কীটমিত্যাদিশ্রুতে পুনর্জানার্থেন বিদি-
নোপসংহারাদহাবন্দেদিতি ক্রতেক্লপক্রমোপসংহারাবরোধঃ স্যাদিতি শব্দতে নাস্মিতি ।
শব্দিতং বিরোধে নিরাকরোতি—নেতি । কথং তস্মৈকার্থ্যং, গ্রামাণো তদেকত্বাশ্রয়িত্ব-
নিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মান ইতি । গ্রামাদাবপ্রাপ্তে প্রাপ্তরেব লাভো ন জ্ঞানমাত্রং, তথাত্রাপি
কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেত্যাদিনা ।

জানলাভশব্দয়োর্থভেদন্তি কৃত্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র হীতি । অনায়নি লক্ষ লক্ষায়ো-
জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়শোচ ভেদে ক্রিয়াভেদাৎ কলভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । নবায়লাভোহপি জ্ঞানান্তিদ্ধতে,
লাভবাদনীজ্ঞলাভবিদ্যাশঙ্ক্য জ্ঞানহেতুমাঙ্গানধীনত্বমুপাধিবিচ্যাহ—অ চেতি । অপ্রাপ্তত্বং
ব্যক্তাকরোতি—উৎপাদ্যেতি । তদ্ব্যবধানমেব সাধয়তি—কারকেতি । কিকানায়-
লাভোহবিদ্যাকল্পিতঃ, কাচাচিংকত্বাৎ সম্প্রতিবাদিত্যাহ—অ জ্ঞিতি । কিক, অসাবপ্রা-
শিকত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবাদিত্যাহ—মথ্যেতি । প্রকৃতে বিশেষং দর্শয়তি—অয়ং জ্ঞিতি । ৩৭

বৈপরীত্যমেব ক্ষোরয়তি আত্মাদিতি । আয়নঃ তর্হি নিত্যশব্দভাং ন তজ্জালক-
বুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিচ্যতি । আয়ন্তলাভোহজ্ঞানং, লাভস্ত জ্ঞানমিত্যেতদদৃষ্টান্তেন
স্পষ্টয়তি—যথেষ্ট্যাদিনা । শুদ্ধিকার্যঃ শ্রুতপেণ গৃহমাশ্রয় অপিতি যোজন্য ।
আয়লাভোহবিদ্যানিবৃত্তিরেবেত্যোক্তং বক্ষ্যমাণং চ পূর্বকং দর্শয়তি—তস্মাদিতি ।
অবিরোধমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যাাদিনা । তস্মৈকার্থ্যভেদোপ কথমবুর্বিবেদিতি
মধ্যে প্রযুক্ত্যতে, তত্রাহ—বিন্দতেতিতি । ৩৮

আদিমধাবসানানামবিরোধমুক্তা কীৰ্ত্তিষিত্যাদিবাক্যমবত্যা ব্যাকরোতি—প্রণেত্যা-
দিনা। ইতি-শব্দাচুপরিষ্টাৎ যথোক্ত্য সপ্তকঃ। জ্ঞানন্ততিশ্চাত্ত্র বিবক্ষিতা, জ্ঞানিনামীদৃক্-
কলদ্যানভিলষিতবাদিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ‘তদ্বদম্’ ইত্যাদি। উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ
বীজাবস্থায়—কারণরূপে অব্যক্তাবস্থায় বিद्यমান ছিল; এই জগুই—তৎকালে
পরোক্ষ ছিল বলিয়াই অপ্রত্যক্ষবাচক সর্বনাম ‘তৎ’ শব্দে তাহার উল্লেখ করা
হইতেছে। অব্যাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ভবিষ্যৎ জগৎ তখনও অতীত কালের
সহিত সংসৃষ্ট থাকায় [তাহার পরোক্ষত্বাভিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে]।
বিষয়টি যাহাতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, সেই জগু ঐতিহ্যবোধক
(পুরাবৃত্তবোধক) ‘হ’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেন না,
‘যুগ্ধষ্টির নামে একজন রাজা ছিলেন’ এই কথা বলিলে যেমন ঐতিহাসিক
রূপে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি ‘তৎকালে এইপ্রকার ছিল’
বলিলে, জগতের বীজাবস্থাটি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহা
অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ‘ইদম্’ শব্দেও যথোক্তপ্রকার
সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) অভিব্যক্ত নাম-রূপাত্মক জগতের
নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে জগতের পরোক্ষাবস্থাবোধক ‘তৎ’ শব্দ ও
প্রত্যক্ষাবস্থা বোধক (স্তূলাবস্থাবোধক) ‘ইদম্’ শব্দের সামান্যিকরণ্য বা
অভেদ নির্দেশ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক
জগৎ ফলতঃ একই বস্তু, ভিন্ন নহে;—যাহা অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহাই
এখন ব্যক্তাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহা এই ব্যক্তাবস্থায় বর্তমান
আছে, তাহাই পূর্বে অব্যক্তাবস্থায় বর্তমান ছিল, (উভয়ের মধ্যে বরুপগত
পার্থক্য কিছুমাত্র নাই)। ইহা ছাড়া, অসতের উৎপত্তি হয় না, আর সৎ—
বর্তমান কার্য্য বস্তুরও বিনাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবধারিত হইল। ১

এবংবিধ জগৎ অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া [সৃষ্টির প্রারম্ভে] নাম-রূপাকারেই
—নাম ও বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে, ব্যাকৃত হইল (অভিব্যক্ত হইল)।
এখানে ‘ব্যাক্রিয়ত’ ক্রিয়াপদটির কন্ম-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ (*) থাকায় বুঝিতে

(*) ভাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ কাণ্যমাত্রেই স্বতন্ত্র কর্তা ও কৰ্ম্ম থাকে; কৰ্ত্তা উপযুক্ত
সাধনের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে কার্য্যটিকে অনায়াসসাধ্য
বুঝাইবার জন্ত কৰ্ম্মকেই কর্তার স্থানবর্তী করিয়া কর্তারূপে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে

হইবে যে, সেই জগৎ নিজেই—আপনিই ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ নাম ও রূপ-বিশেষে প্রত্যুত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় স্পষ্টরূপে ব্যক্তীভূত হইয়াছিল । বিনা হেতুতে যখন কার্য্য হইতে পারে না ; তখন [উল্লেখ না থাকিলেও] কার্য্য নিয়ামক (অধ্যক্ষ) কর্ত্তা, করণব্যাপারাদি আবশ্যকীয় কারণ-সমূহের সম্ভাব ধরিয়া লইতে হইবে । [এখন অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিতেছেন, —] ‘অসৌ-নামাঃ’ ‘ইদংরূপঃ’ অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যাহার নাম এবং এই দৃশ্যমান গুরু কৃষাদি বর্ণ যাহার রূপ, তাহা নাম-রূপ-বিশিষ্ট । এখানে সাধারণভাবে ‘অসৌ’ এই সর্বনাম শব্দ থাকায় নামমাত্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে, আর ‘ইদং-রূপঃ’ স্থলেও ‘ইদা’ শব্দ থাকায়, জগতে যত বকম রূপ আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে হইবে । সেই এই আলোচ্য অব্যাকৃত বস্তুটাই বর্ত্তমান সময়েও (আধুনিক সৃষ্টিকালেও) নাম-রূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া থাকে — ইহা ‘অমুক-নামক’ ও ‘গমুক আকৃতিবিশিষ্ট’ । ২

যে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্ত সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আরম্ভ, স্বভাবসিদ্ধ অবিজ্ঞা দ্বারা যাহার উপর কর্ত্ত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে, যিনি সমস্ত জগতের কারণ, স্বচ্ছ সঞ্জল হইতে যেরূপ জলীয় মলস্বরূপ ফেন সমুদ্রাত হয়, তেমান স্ব-রূপভূত নাম ও রূপ যাহা হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং যিনি স্বরূপতঃ উক্ত নাম ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, সেই তিনিই আত্মভূত নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়া কক্ষ-ফলাশ্রয় এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-সম্পন্ন ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত দেহীর অভ্যন্তরে প্র দৃষ্ট হইলেন । ৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাল, পূর্বে বলা হইয়াছে —‘অব্যাকৃত জগৎ আপনা হইতেই ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে ; এখন আবার এ কথা বলা হইতেছে কি প্রকারে যে, পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়া তন্মধ্যে

কর্ম্ম কত্ববাচ্য প্রয়োগ বলে ; ফল কথা, যে প্রয়োগে কর্ত্তার স্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, কর্ম্মেরই কর্ত্ত্ব মনে হয়, তাহাই কর্ম্মকর্ত্ত্ব-প্রয়োগ । যেমন ‘ছিগুতে বৃক্ষঃ স্বয়মেব’ অর্থাৎ বৃক্ষটি আপনিই যেন কাটা হইতেছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা ও সাধনাদি না থাকিলে কোথাও কোন ক্রিয়া হইতে পারে না ; জগতের অভিব্যক্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ; এই জন্তই ভাষ্যকার ‘সামর্থ্যাৎ নিয়ন্তৃ’ ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মাশ্রয়ে অনায়াসে জগৎসৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্ত কর্ম্ম-কর্ত্ত্ববাচ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে ।

প্রবেশ করিলেন ? না—এ কথা দোষাবহ হইতেছে না ; কারণ, সেখানে পরমাত্মাকেই অব্যাকৃত জগৎস্বরূপে পতিপাদন করা ঐশ্বর্য্যের অভিপ্রেত ; এইজন্যই [এক্রপ বলা হইয়াছে] আমরাও পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, অব্যাকৃত জগৎ যে স্বয়ংই ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাতেও জগতের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত কারণেরই সম্ভাব স্বীকার করিতে হইবে, (নচেৎ কার্য্যই জন্মিতে পারে না) । বিশেষতঃ ‘ইদং’ শব্দের সহিত ‘অব্যাকৃত’ শব্দের সামান্যিকরণও (অভেদ নির্দেশও) এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান (ব্যক্ত) জগতে যেক্রপ নিয়ন্তা (পরিচালক) প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তক্রপ সেই অব্যাকৃত জগৎ-সম্বন্ধেও এ সমস্ত নিমিত্তাদির সম্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, একটি ব্যাকৃত (ব্যক্ত), আর অপরটি অব্যাকৃত (অব্যক্ত) । তাহার পব বক্তার ইচ্ছানুসারে এক্রপ কর্ত্তহীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অন্তর্য্যও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—‘গ্রাম আসিয়াছে’ (গ্রামস্থ লোক আসিয়াছে), এবং ‘গ্রাম শূন্য হইয়াছে’ (গ্রামে লোকের বাস নাই), ইত্যাদি স্থলে গ্রাম-শব্দে কখনও কেবল বসতি মাত্র অর্থের বিবক্ষায় অর্থাৎ গ্রামে লোকের বাস নাই, এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে ‘গ্রামঃ শূন্যঃ’ এইরূপ শব্দ-ব্যবহার হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রাম-বাসী লোককে লক্ষ্য করিয়া ‘গ্রামঃ আগতঃ’ এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রামবাসী লোক ও তাহাদের বসতি, এতদ্ব্যয় অর্থকেই লক্ষ্য করিয়া ‘গ্রাম’ শব্দের “প্রয়োগ হইয়া থাকে ; যথা,—‘গ্রামং চ ন প্রবিধেৎ’ অর্থাৎ ‘এ গ্রামে প্রবেশ করিবে না’ ; [এখানে গ্রামে বাস ও গ্রামবাসী জনের সংসর্গ, উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে] ; তেমনি এখানেও ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগতের অভেদবিবক্ষায় আত্মস্বরূপে, আর ভেদবিবক্ষয়ে অনাত্মস্বরূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে ; ‘সেই এই জগৎ উৎপত্তি-বিনাশীল’, এইবাক্যে আবার কেবলই জগতের (জড়ভাবের) নির্দেশ হইয়া থাকে । সেইরূপ, ‘আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত)’, ‘যুগং নহে, অণুও নহে’ ‘এই আত্মা বস্তুটি ইহা নহে ইহা নহে’ ইত্যাদি স্থলে শুধু আত্মারই স্বরূপোন্মেষ হইয়া থাকে । ৪

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মা কর্ত্তব্য ব্যাকৃত (ব্যক্তীভাবাপন্ন) এই জগৎ যখন তাহা দ্বারা সর্বদা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহাকেই আবার ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কি

প্রকারে ? কেন না, অপ্রবিষ্ট স্থানেই কোনও পরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে ; যেমন লোকে গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু আকাশ ত কখনও কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না ; কারণ, তাহা সর্বদা সর্বত্র পরিব্যাপ্তই আছে । যদি বল, পাষণমধ্যগত সর্পাদির দ্বারা অথ কোনরূপেও তাহার প্রবেশ হইতে পারে অর্থাৎ যদি বল যে, পরমাত্মা স্বীয় ব্যাপকরূপে প্রবেশ করেন নাই ; তবে কি ? না, তাহার মধ্যগত থাকিয়াই অথ কোনও প্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন ; এই জন্মই তাহাকে ‘প্রবিষ্ট’ বলিয়া আরোপ করা হইয়া থাকে মাত্র ; পাষণের ভিতরে যেমন পাষণের সঙ্গে সঙ্গেই সর্পের অবির্ভাব হয়, অথবা নারিকেলের মধ্যে যেমন সঙ্গে-সঙ্গে জল উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ) । না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন’, ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অথ কোনও ধর্মাস্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । যেমন ‘ভোজন করিয়া গমন করিতেছে’ বলিলে পূর্বকালবর্তী ভোজনক্রিয়া ও পরবর্তী গমন-ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য প্রতীত হইলেও কর্তার পার্থক্য-প্রতীতি হয় না, (পরন্তু একই কর্তার প্রতীতি হয়), এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা হইতে পারে ; কিন্তু প্রবিষ্ট বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের যে, এক স্থান পরিত্যাগপূর্বক অন্য স্থানের সহিত সংযোগাত্মক প্রবেশ, তাহাত কোথাও দেখা যায় না ; [অতএব নিরবয়বের প্রবেশের কথা কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না] । ৫

যদি বল, শ্রুতিতে যখন প্রবেশের কথা আছে, তখন তিনি সাবয়বই বটে ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘পুরুষ দিব্য ও অমৃত (নিরবয়ব),’ ‘নিষ্ক্রিয় ও নিরংশ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিষেধক শ্রুতি হইতেও [তাহার নিরবয়বত্ব প্রমাণিত হয়] । যদি বল, সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের যেরূপ জলাদিতে প্রবেশ দৃষ্ট হয়, ইহারও তদ্রূপ প্রবেশ কল্পনা করা যাইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কোন বস্তুর সহিতই তাহার বিপ্রকর্ষ বা বাবধান উপপন্ন হয় না, [অথচ ব্যবধান না থাকিলেও একের মধ্যে অপরের প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে না] । [স্থান-

বাবধান না থাকিলেও। দ্রব্যের মধ্যে যেকোন গুণের প্রবেশ হয়, ত্র্যক্ষেরও সেরূপ প্রবেশ হইতে পারে? না,—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ত্র্যক্ষ ত গুণের আয় কোথাও আশ্রিত নহে; গুণ-পদার্থ নিতাই পরাধীন (দ্রব্যের অধীন) ও দ্রব্যাস্রিত; সুতরাং দ্রব্যের মধ্যে তাহার প্রবেশ-ব্যবহার উপপন্ন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ অ-পরাধীন ত্র্যক্ষের সম্বন্ধে ত সেরূপ প্রবেশ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আর ফলের মধ্যে বীজ প্রবেশের আয় যে, প্রবেশ বলিবে; তাহাও নহে; কারণ, তাহা হইলে, ফলের আয় ত্র্যক্ষেরও সাবয়বত্ত্ব, বুদ্ধি, হ্রাস, উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে; প্রকৃতপক্ষে ত ঐ সমস্ত ধর্মের সহিত ত্র্যক্ষের কাম্বুকালেও সম্বন্ধ নাই; কারণ, তাহা হইলে তিনি ‘দ্বন্দ্বরহিত ও মরণহীন’ ইত্যাদি শ্রুতি ও বুদ্ধির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (১)। আর যদি বল—অত্ কখনও পরিচ্ছিন্ন সংসারা (জীবই) ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, (ত্র্যক্ষ নহে); না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ‘সেং এই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষণ করিলেন’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব’ এই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ ও অভিব্যক্তি কার্য্যে কর্তৃত্ব উল্লিখিত আছে। সেইরূপ ‘তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন’, ‘তিনি এই সীমা বিদূর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন’, ‘স্বরস্বভাব ত্র্যক্ষ সমস্ত রূপ (আকাশ) নির্মাণ করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া, সেই সেই নামের উল্লেখ করতঃ অবস্থান করেন’, ‘তুমি কুমার, অথবা কুমারী, তুমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ড দ্বারা গমন করিয়া থাক’, ‘প্রথমে দ্বিপদ সৃষ্টি করিলেন,’ ‘তিনি বিভিন্ন বস্তুর্তে [প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে

(১) তাৎপর্য্য—ত্র্যক্ষের বুদ্ধি-কর্যাদি ধর্ম স্বীকার করিলে যে, শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা “অজঃ অজরঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বুদ্ধি বিরোধ এইরূপ—ত্র্যক্ষ যদি ধর্ম্মা হন, আর জয়, বুদ্ধি প্রভৃতি যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ ধর্ম্মগুলি ত্র্যক্ষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে ত অদ্বৈতত্ব থাকে না, আর অভিন্ন হইলেও উহাদের উচ্ছেদের সঙ্গে ত্র্যক্ষেরই উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়; কাজেই ঐ জাতীয় ধর্ম্মগুলিকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না; অতএব ত্র্যক্ষসম্বন্ধে ঐরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা বুদ্ধি-বিরুদ্ধ হয়; অতএব ত্র্যক্ষের বুদ্ধি কর্যাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এবং তন্নিবন্ধন সাবয়বত্ত্ব কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না।

প্রকাশ পাইলেন]’ এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো প্রবেশ হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবিষ্টদের মধ্যে যখন পরস্পর পার্থক্য বা প্রভেদ রহিয়াছে, তখন প্রবিষ্ট পরমাত্মারও বহু হইয়া পড়ে ? তদুত্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না; কারণ, ‘একই দেবতা (পরমাত্মা) বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন’ ‘তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছেন’, ‘তুমি বহুতে প্রবেশ করিয়াও একই আছ’ ‘একই, দেব (পরমাত্মা) সর্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, এবং তিনি সর্ব-ব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা’ ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাহার একত্বই ব্যবস্থিত হইয়াছে] । ৬

আত্মা, প্রবেশ উপপন্ন হয়, কি না হয়, সে কথা থাকুক ; প্রবিষ্টমাত্রই যখন সংসারী, এবং পরমাত্মাও যখন সেই সমস্ত সংসারী হইতে ভিন্ন নহে, তখন পরমাত্মারও নিশ্চয়ই সংসারিত্ব হইতে পারে ? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি যে, না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিতে তাঁহাকে অশনাদি (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি) ধর্মশূন্য বলা হইয়াছে। যদি বল যে, জীবের যখন সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তিনি অশনাদির অতীত হইতে পারেন না; না,—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শ্রুতিতে আছে—‘তিনি (আত্মা) লোক-দুঃখে (সংসারদুঃখে) লিপ্ত হন না’; ‘তিনি এ সমস্তের অতীত’। যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রুতির কথা যুক্তিসঙ্গত নহে; না, সে কথাও বলা চলে না; কারণ, আত্মার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ উপাধির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয় হয়, [কিন্তু আত্মা হয় না] ; কেন না, ‘দৃষ্টি’র দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে পার না’। ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’, ‘তিনি অস্ত্রের অবিজ্ঞাত, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞাতা’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় আত্মা নহে, তবে কি ? না, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিফলিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব, তাহাই ‘আমি সুখী, আমি দুঃখী’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা বিজ্ঞেয়, (কিন্তু আত্মা তাহার বিষয় নহে); কারণ, ‘অয়ম্ অহম্’ (ইহা আমি) ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের (অয়ং-পদবাচ্য জ্ঞেয় পদার্থের) সহিত বিষয়ীর (বিজ্ঞাতা আত্মার) সামান্যধিকরণ্য বা অভেদ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ ‘ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় আত্মার নিবেদন

রহিয়াছে (১) । বিশেষতঃ হস্তপদাদি দেহাবয়বে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয় বলিয়াও সুখ-দুঃখকে বিষয়ের (অনাত্মপদার্থের) ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২) । ৭

যদি বল, ‘আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্মই [সমস্ত বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে]’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন আত্মতৃপ্তিকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তখন আত্মার সুখ-দুঃখ নাই, এ কথাটা যুক্তিযুক্ত হয় না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘যে সময় অন্তরই মৃত হয় আত্মা হইতে আপনাকে’ যেনা ভিন্ন বলিয়াই মনে করে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিচ্ছিন্নময়িতা আত্মাকেই উল্লিখিত কামনার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ ‘তখন (যখন ব্রহ্মাত্ম) বোধ উপস্থিত হয়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ?’ ‘এ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্ম ভিন্ন) নাই’ [মুমুক্শু যখন] সর্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তখন তাঁহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানদশায় সুখ-দুঃখাদির সম্ভাব নিষদ্ধই হইয়াছে ; কাজেই সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে আত্মার ধর্ম বলা যায় না । ৮

যদি বল, তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে ; না, তাহাও বলা যায় না ; কারণ, যুক্তি দ্বারাও আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে না । কেন না, প্রত্যক্ষণ অগম্য

(১) তাৎপর্য—সাধারণতঃ জ্ঞান হই বিষয়ী, আর জ্ঞেয় বস্তু হয় বিষয় . বেদান্তমতে জ্ঞানই আত্মা ; হুতরাং আত্মাকেই বিষয়ী বলা যায় । ‘অয়ং অহম্’ স্থলে, ‘অয়ং’ পদের অর্থ—প্রত্যক্ষযোগ্য অনাত্মবস্তু ; হুতরাং তাহা আত্মোপাধিভূত বুদ্ধি-প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ; আর ‘অহং’ পদের অর্থ—আত্মা ; জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং আত্মা ও অনাত্মা স্বভাবতঃ ভিন্ন, কিন্তু তথাপি ব্যবহারক্ষেত্রে বিষয় (অনাত্মা) ‘অয়ং’ পদার্থের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) অভেদ আরোপ করা হইয়া থাকে । ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় শুদ্ধ আত্মা নহে ; পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাই উহার বিষয়, কাজেই ‘আমি ওষী দুঃখী’ ইত্যাদি অনুভব দ্বারা বিগুহ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না ।

(২) তাৎপর্য—সাধারণতঃ ‘আমার হাতে দুঃখ, পায়ে দুঃখ, কিংবা মস্তকে দুঃখ, অথবা সুখ’ ইত্যাদিরূপে দেহাবয়ব হস্তপদাদিতেই সুখ-দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে ; হস্তপদাদি যে অনাত্ম বস্তু—বিষয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই ; হুতরাং উক্ত প্রকার প্রতীতি হইতেও জানা যায় যে, সুখ দুঃখাদি ধর্মগুলি আত্মার নহে ; পরন্তু অনাত্মা দেহাদিরই বটে, আত্মাতে তাহার আরোপ হয় মাত্র ।

আত্মা কখনই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা বিশেষিত (দুঃখের বিশেষ্য) হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । যদি বল, আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ শব্দ তাহার গুণ বা ধর্ম হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ আত্মাও প্রত্যক্ষ দুঃখের সহিত সম্বন্ধ হইবে, বাধা কি? না, তাহা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলেও এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না ; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয় (প্রত্যক্ষ-যোগ্য) যে, সুখগ্রাহক জ্ঞান, [তোমার মতে] নিত্যাত্মমেয় আত্মা ত কখনই তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা যখন এক বৈ দৃষ্ট নয়, তখন সেই আত্মাও ঐ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে (সেই আত্মাও বিষয়শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে) বিষয়ীরই (বিষয়-প্রকাশক—বিষয়গ্রাহকেরই) অভাব হইয়া পড়ে । আর যদি বল, দীপ যেমন নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (প্রকাশ ও প্রকাশক) হয়, তেমনি আত্মাও নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) হইবে ; না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, একই সময়ে কাহারো বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না ; বিশেষতঃ আত্মা যখন নিরংশ (নিরবয়ব), তখন অংশভেদেও যে, ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব কল্পনা, তাহাও সম্ভব হয় না (ক) । ৯

(ক) তাৎপৰ্য—তাকিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মাতে চতুর্দশ প্রকার গুণ আছে—“বুদ্ধাদিষট্ কঃ সংখ্যাদিপঞ্চকঃ ভাবনা তথা । ধর্মাদর্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দশ ॥” অর্থাৎ বুদ্ধি (জ্ঞান) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেব বস্তু (চেষ্টা), একত্বাদি সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ‘ভাবনা’ নামক সংস্কার, (বাহার সাহায্যে ক্ষাত বিষয় পুনঃ স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়) ধর্ম ও অধর্ম এই চতুর্দশটি গুণ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম । এখন আত্মাতে যদি সুখ-দুঃখের অন্তিম অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত তাকিকসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে : অতএব আত্মার সুখ-দুঃখাদি ধর্মসত্তাব স্বীকার করাই উচিত । তদন্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—

যুক্তি দ্বারাও যখন আত্মার সুখ-দুঃখাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে, তখন তাহাতে সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না । একটি যুক্তি এই যে, সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষের বিষয়, আত্মা কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিষয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কখনও ধর্ম-ধর্মিভাব হইতে পারে না । বিশেষতঃ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং তাহা বিষয়ী, আর আত্মগুণ সুখ-দুঃখ হইল তাহার বিষয় ; দীপ যেমন কথঞ্চিৎ নিজেই নিজকে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয়ও বটে, এবং বিষয়ীও বটে ; আত্মার পক্ষে কিন্তু সেরূপ বাধ্য হইতে

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারা [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞানের যে, গ্রাহ-গ্রাহকভাব, তাহাও খণ্ডিত হইল, এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হুঃখ আর অনুমানের বিষয়ীভূত আত্মাও যে, গুণ-গুণিতাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল ; কারণ, হুঃখ-পদার্থ নিত্যই প্রত্যক্ষের বিষয়, অধিকন্তু দৈহিক রূপাদির সহিত একাধিকরণে (একই দেহে) প্রতীত হইয়া থাকে ; [সুতরাং রূপাদি যেমন আত্মার গুণ নহে, তেমনি হুঃখও আত্মার গুণ হইতে পারে না] । আর আত্মাতে হুঃখ যদি মনঃসংযোগজনিতও হয়, তাহা হইলেও আত্মাতে সাবয়বত্ব, বিকারিত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে ; কারণ, কোথাও এমন কোনও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবার সময় স্বস্বল্প সাবয়ব দ্রব্যকে কিছুমাত্রও বিকৃত করে না । আর যাহার অবয়ব নাই, সেই নিরবয়ব পদার্থকেও কোথাও বিকৃত হইতে, অথবা কোন নিত্য পদার্থকেও অনিত্য গুণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না । বিশেষতঃ যাহারা আগমবাদী অর্থাৎ প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যমাত্রাবলম্বী, তাহারাও আকাশকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না ; অথচ এ বিষয়ে তত্ত্বির আর উপযুক্ত দৃষ্টান্তও দেখা যায় না । আর যদি বল, বিকৃত হইলেও যখন তৎ-প্রত্যয়ের নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞমানই থাকে, তখন উহা বিকারী হইলেও নিত্যই বটে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, দ্রব্যের রূপান্তর না ঘটাইয়া কখনও কোনও বিকার হইতে পারে না ; অর্থাৎ এরূপ কোথাও বিকার দেখা যায় না, যাহা দ্বারা বিকৃত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে না, পরন্তু উহাই বিকারের স্বভাব বা স্বরূপ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, হউক না কেন সাবয়ব, তথাপি উহা নিত্য ; তাহা হইলে অবয়বসমূহের পরস্পর সংযোগই যখন সাবয়ব পদার্থের কারণ, তখননিশ্চয়ই সেই সমস্ত অবয়বের পুনর্বার বিভাগও অংশস্তাবী [অবয়ব-বিভাগই ত সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস বা বিনাশ ; কাজেই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংসও অবশ্যস্তাবী] । যদি বল, বজ্রপ্রভৃতি কোন কোন সাবয়ব বস্তুতে যখন অবয়ব-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, তখন সংযোগপূর্বকত্ব নিয়মটি ঠিক

পারে না ; কারণ, দীপ সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ ; তাহার পক্ষে একাংশে একাংশকত্ব আর অপরাংশে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন নিরংশ পদার্থ, তখন তাহার পক্ষে একই সময় এরূপ বিষয়-বিষয়িত্ব হইতে পারে না । ইত্যাদি ।

অব্যভিচারী (সার্বত্রিক) নহে ; না, সে কথ্যও সঙ্গত হয় না ; কারণ, বজ্রাদিও যে. অবয়বসংযোগ হইতেই উৎপন্ন, তদ্বিবয়ে অনুমান করা যাইতে পারে ; অতএব আত্মাতে কখনই হুঃখাদি অনিত্যগুণের সম্ভাব উপপন্ন হইতে পারে না (১) । ১০

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মাও যদি হুঃখী (হুঃখাশ্রয়) না হইলেন, এবং তদ্বিত্তি অপর কাহাকেও যখন হুঃখী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না তখন সেই হুঃখশক্তির জ্ঞাত শাস্ত্রারম্ভের ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না ; না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, অবিজ্ঞাবশতঃ আত্মাতে হুঃখিত্ত্বময় অব্যায়োপিত হইয়াছে, তদ্বিস্তৃতি শাস্ত্রারম্ভের উদ্দেশ্য ; যেমন [“দশমস্বয়মসি” স্থলে] অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কল্পিত দশমহ সংখ্যার অপূরণ-ভ্রমনিবৃতির জ্ঞাত উপদেশের

(১) তাৎপর্য্য—এ স্থানে যে সমস্ত তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার এতোকটিই দৃষ্টল এবং পৃথগ্ভাবে আলোচনাব বিষয়, কিন্তু সেরূপ অবসর কোথায় ? তাই দুই একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আভাস প্রদান করিতেছি—প্রথম কথা হইল, আমরা আত্মাতে যে মুখ হুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নহে ; পরন্তু বিষয়-সম্বন্ধ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে সমুৎপন্ন ; সুতরাং, উহা অনিত্য । এ কথার উত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—আচ্ছা, আত্মার মুখ-হুঃখাদি যদি মনঃসংযোগজন্যই হয়, তাহা হইলেও আত্মার ঐ সমস্ত গুণকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিতে হইবে । দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ কখনও সাবয়বভিন্ন নিরবয়ব বস্তুতে থাকে না, এবং থাকেও সঙ্গত হয় না । অবশ্য, নৈমিত্তিকগুণ গুল-গুণবিশিষ্ট আকাশকেও নিরবয়ব বলেন ; কিন্তু উপনিষৎ প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে যখন গুলভূতকেই উৎপন্ন (জন্ত) পদার্থ বলিয়াছেন ; তখন শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে আকাশকেও গুণা-শ্রয়নিরবয়ব জব্যরূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না । অতএব আত্মাতে মুখ-হুঃখ স্বীকার করিলেই সাবয়বত্বও স্বীকার করিতে হয় ; অধিকন্তু, সাবয়ব জব্যে যখনই কোনও গুণ উৎপন্ন হয়, অথবা তাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার কিছু না কিছু বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে । অতএব আত্মার মুখ-হুঃখ স্বীকার করিলে বিকারিত্বও স্বীকার করিতে হয় ; বিকারিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হয় । বিকারশীল সাবয়ব বস্তুরাজিই কতকগুলি অবয়বের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; তাহা হইলেই ‘সংযোগান্ত বিয়োগান্তাঃ’ অর্থাৎ সংযোগের শেষ ফল হইতেছে—বিয়োগ ; অবয়ব-বিয়োগই সাবয়ব পদার্থের ধর্ম । বজ্র প্রভৃতি যে সমস্ত সাবয়ব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া অবয়বসংযোগলাভ নয় এইরূপ মনে হয় ; বস্তুতঃ সাবয়বত্ব দিবন্ধন সে সমস্ত বস্তুকেও সংযোগ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে ; সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুও ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ।

আবশ্যক হয়, * তেমনি এখানেও আত্মাতে স্বীকৃত করিত দুঃখসম্বন্ধ-
নিবৃত্তির ক্রমও শাস্ত্রারম্ভের প্রয়োজন আছে । ১১

জলের মধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাকৃত
জগতের মধ্যেও যে, আত্মার প্রতিবিম্বও উপলব্ধি বা প্রতীতি, তাহাই
আত্মার প্রবেশ । জগদ্ব্যপ্তির পূর্বে আত্মার উপলব্ধি ছিল না, পশ্চাৎ স্থূল
কর্য্য সৃষ্ট হইলে পর, বুদ্ধির অভ্যন্তরে তাহার উপলব্ধি হইল; এই
কারণেই জলাদির মধ্যে সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের দ্বারা কার্য্যস্বরূপ জগৎসৃষ্টির
পর, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্টবৎ অহুভূত হন বলিয়া ক্রটিতে নির্দেশ
রহিয়াছে,—‘তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন’, ‘তাগা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া
তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ কবিলেন’, ‘তিনি এই নীমা বিদীর্ণ করিয়া ইহা
দ্বারাই প্রাপ্ত হইলেন’, ‘সেই দেবতা (পরমেশ্বর) আলোচনা করিলেন,—ভাল,
আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর)
অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [নাম ও রূপ বিস্তার করিব]’ ইত্যাদি । [প্রবেশ
শব্দের যেরূপ অর্থ বলা হইল, সেরূপ না হইলে,] ‘সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার
দিক্, দেশ ও কালের সংযোগ-বিয়োগাত্মক প্রবেশ কখনও উপপন্ন হইতে
পারে না । আর প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত যে কেহ জ্ঞেয় আছেন,
তাহাও নহে ; কারণ, ক্রটি বলিতেছেন—‘ইহার অতিরিক্ত আর কেহ
জ্ঞেয় নাই’, ‘ইহার অতিরিক্ত আর কেহ শ্রোতা নাই’ ইত্যাদি ; এ কথা
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং সৃষ্ট জগতে

(*) তাৎপর্য্য—দশজন লোক বাড়ী ভইতে বাহির হইয়া বাইতে বাইতে পথে একটি
ক্ষুদ্র নদী পাইল ; নদীটা সমুদ্রগণের সাহায্যে পার হইলে পর, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত
হইল যে, আমরা দশ জনই পার হইতে পারিরাছি ? কিংবা কেহ নদীতে ডুবিয়া
গিয়াছে ? তখনই গণনা আরম্ভ হইল । সকলেই অজুত পণ্ডিত ! প্রত্যেকেই গণনার
সময় আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; সুতরাং নয় জনের বেশী লোক আর
কিছুতেই হইল না, তখন তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের দশম লোকটি নিশ্চয়ই জলে
ডুবিয়া মরিয়াছে । সকলেই দশম ব্যক্তির শোকে কাঁদিয়া আকুল । অপর একজন অভিজ্ঞ
ব্যক্তি তাহাদের দুঃখবহা দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন যে, ভোমরা পুনর্বার গণনা করিয়া
দেখ, দশম মরে নাই ; তখন তাহাদের একজন লোক পূর্ব্ববৎ গণনা করিতে করিতে যেই
দশম পর্য্যন্ত গণনা করিল, তখনই সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন যে, ‘দশমমৃত্যুসি’ অর্থাৎ তুমিই
সেই দশম : তখন তাহাদের দশম সংখ্যার অপূরণ্যম বিদূরিত হইল ।

ব্রহ্মের প্রবেশবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, সে সমস্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি-গোচর করান ; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধিই পুরুষার্থ (পুরুষেব মুখ্য প্রয়োজন) বলিয়া শ্রুত হয়,—‘আত্মাকেই জানিবে’, ‘সেই ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে সৰ্ব্বাশ্বক হইয়াছিলেন’, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন,’ ‘সেই যে কেহ পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান’, ‘আচার্য্যাবান্ পুরুষ (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) তাঁহাকে জানেন,’ ‘তাঁহার (ব্রহ্মদর্শীর) সেই পর্যান্তই বিলম্ব’ ইত্যাদি ; এবং ‘তাঁহার পর আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া পশ্চাৎ আমাতে (ব্রহ্মে) প্রবেশ লাভ করেন,’ ‘তাঁহাই (জ্ঞানই) সৰ্ব্ববিজ্ঞার শ্রেষ্ঠ, এবং ‘তাঁহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে’, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [জানা যায় যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রধান পুরুষার্থ বা তৎসাধন] । সৃষ্টাদি বাক্যের যে, আট্টম্বকজ্ঞান-সমুৎপাদনেই তাৎপর্য্য, তাঁহা ভেদ-দর্শনের নিন্দা হইতেও প্রতিপন্ন হয় । অতএব, স্বসৃষ্ট জগতে তাঁহার উপলব্ধিই ‘তাঁহার প্রবেশ’ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে । ১২

‘আ নখাগ্রেভ্যঃ’—নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আগ্ন-চৈতন্য অনুভূত হইয়া থাকে । আত্মাইবা সেখানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহা বলিতেছেন—জগতে ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানে—ক্ষুর বাহাতে রাখা হয়, তাঁহার নাম ক্ষুরধান—নাপিতের যজ্ঞাধার ; ক্ষুর যেমন সেই ক্ষুরধানের মধ্যে নিবেশিত থাকে, অথবা বিশ্বস্তর—অগ্নি, জগৎকে পোষণ করে বলিয়া অগ্নির নাম বিশ্বস্তর ; কুলায় অৰ্ধ—নীড় (বাসস্থান) ; অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ বিশ্বস্তর-কুলায়ে—কাষ্ঠ প্রভৃতির অন্তঃস্থত্রে প্রবিষ্ট থাকে ; কারণ, কাষ্ঠঘর্ষণ করিলেই তন্মধ্যে হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ক্ষুর যেমন ক্ষুরধামের একাংশে অবস্থান করে, এবং অগ্নি যেমন সৰ্ব্বতোভাবে কাষ্ঠকে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে, তেমন আত্মাও এই দেহকে সামান্য-বিশেষভাবে অর্থাৎ আংশিকভাবে ও সৰ্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে ; কিন্তু সেই দেহমধ্যে শ্বাস—প্রাণ-ব্যাপার ও দর্শনাদি ক্রিয়া সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে ; এই জন্তই সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করিতে পায় না । ১৩

ভাল, এখানে যখন দর্শনের কোন প্রসঙ্গই নাই, তখন ‘তাঁহাকে দর্শন করে না’ এই কথাটা ত অপ্রাপ্তপ্রতিবেদ হইল, অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারই নিষেধ করা হইল ? না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কেন না,

হৃষ্ট প্রভৃতি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—
 আত্মকত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা; সুতরাং আত্মদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে ;
 এই জ্ঞানই মন্ত্ৰেতে আছে—‘তিনি প্রত্যেক বস্তুতে পতিত হইয়া তত্ত্বরূপে
 প্রকাশ পাইয়াছিলেন ; লোকের বুদ্ধিগম্য হইবার জ্ঞানই ইহার সেই রূপটি
 অভিযুক্ত হইয়াছে’ ইত্যাদি । কেন যে, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মারই দর্শন
 হয়, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যে হেতু, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট
 সেই আত্মা অক্লান্ত—সমস্ত নয়, [সেই হেতুই অসম্যকবুদ্ধির বিষয় হইয়া
 থাকে] ; প্রাণনাদিবিশিষ্ট আত্মা যে, অসম্পূর্ণ কেন, তাহাও বলিতেছেন—
 আত্মা কেবল প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়াই প্রাণ-নামে
 অভিহিত হইয়া থাকে । [বুদ্ধিতে হইবে যে,] শুধু প্রাণধারণ কার্যের কর্তা
 বলিয়াই অর্থাৎ আত্মা প্রাণন করে বলিয়াই প্রাণনামে অভিহিত হয়, কিন্তু
 অন্য ক্রিয়ার কর্তৃত্বনিবন্ধন নহে ; যেমন, যে ব্যক্তি ছেদন করে, তাহাকে
 ‘লাবক’ (ছেদক) বলে, আর যে লোক পাক করে, তাহাকে ‘পাচক’
 বলে ; ইহাও তদ্রূপ । অতএব অপরূপের ক্রিয়ার কর্ত্বরূপে আত্মার
 অমুভূতি হয় না বলিয়াই ঐরূপ আত্মা অক্লান্ত বা অসম্পূর্ণ । ১৪

সেইরূপ বদন-ক্রিয়া করে বলিয়া—বাক্যোচ্চারণ করে বলিয়া বাক্ ; দর্শন
 করে বলিয়া চক্ষুঃ ; চক্ষুঃ অর্থ দর্শনকারী—দ্রষ্টা ; ‘শৃণু’—শ্রবণ করে বলিয়া
 শ্রোত্র । “প্রাণন্ এব প্রাণঃ,” আর “বদন্ বাক্” এই দুই কথায় আত্মাতে
 ক্রিয়াশক্তির অভিযুক্তি জ্ঞাপিত হইল । আর “পশুন্ চক্ষুঃ,” ও “শৃণু শ্রোত্রঃ”
 এই দুইটি কথায় জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব প্রদর্শন করা হইল ; কেন না, নাম ও
 রূপ, এই দুইটাই জ্ঞানশক্তির বিষয় বা গ্রহণীয় । শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষু হইতেছে—
 বিজ্ঞানোৎপাদনের উপায়, আর বিজ্ঞান হইতেছে নাম ও রূপের সাধন
 অর্থাৎ শ্রোত্র ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রথমে অনুভবাত্মক জ্ঞান জন্মে,
 তাহার পর সেই বিজ্ঞানই আবার নাম ও রূপ, এই দুইটি বিষয় গ্রহণ
 করে । জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু জাতব্য পদার্থ নাই ; সেই দুইটি
 বিষয় অনুভব করিতে হইলে চক্ষুঃ ও কর্ণ ভিন্ন আর কোনও সাধন বা উপায়
 নাই ; কাজেই চক্ষুঃ ও কর্ণকে নাম-রূপবোধের সাধন বলা হইতেছে ।
 তাহার পর, ক্রিয়ামাত্রই নাম-রূপের সাহায্যে নিষ্পাদিত হয়, এবং প্রাণই
 সেই ক্রিয়ার আশ্রয় ; সেই প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিযুক্তিতেও (প্রকাশনেও)
 বাগেন্দ্রিয়ই কারণ ; হস্ত, পদ, পাশ্ব (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়)

সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ; কেবল উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপে বাগিঞ্জয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাই যে ব্যাকৃতসমষ্টি বা সৃষ্টিসমষ্টি, তাহা ‘ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কশ্চ’ এই শ্রুতিতেও বলিবেন । এইরূপ ‘মনঃ’—মনন করে—ভালমন্দ চিন্তা করে বলিয়া ‘মনঃ’ নামে অভিহিত হয় । যাহা দ্বারা মনন করা হয়, এইরূপ অর্থানুসারে সর্ববিধ জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণকেও ‘মনঃ’ বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু পুরুষ সেরূপ অর্থে ‘মনঃ’ শব্দবাচ্য নহে, • পরন্তু তিনি নিজে মনন-কার্যের কর্তা বলিয়া ‘মনঃ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । ১৫

[এই যে সমস্ত নাম উল্লিখিত হইল,] প্রাণাদি সেই সমস্ত নামই এই আত্মার কৰ্ম্ম-নাম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কৰ্ম্মানুযায়ী নাম, কিন্তু কোনটাই প্রকৃত শুদ্ধ আত্মবস্তুর বোধক নহে ; আত্মা যথোক্তপ্রকার প্রাণনাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত প্রাণাদি নাম এবং তদনুরূপ রূপে অভিব্যক্ত হইলেও—সৃচিত হইলেও, ঐ সমস্ত নাম দ্বারা প্রকৃত আত্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না । অতএব, যে লোক উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টিরূপে গ্রহণ না করিয়া একএকটিকে—শুধু প্রাণ বা চক্ষু ইত্যাদি অংশ বিশিষ্টকে ‘ইহাই আত্মা’ বলিয়া মনে মনে উপাসনা করে—চিন্তা করে, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়াবিশিষ্টের অনুসন্ধান করে না ; বস্তুতঃ সে লোক ব্রহ্মকে জানে না । কারণ ? যেহেতু ঐরূপ এক একটি মাত্র গুণযুক্ত আত্মা অকৃত্বং অর্থাৎ উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টি হইতে পৃথগ্ভূত—এক একটিমাত্র বিশেষণে বিশেষিত আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে ; কারণ, অপর ক্রিয়াসমুদয়ের চিন্তা না থাকায় উহা আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ হইতে পারে না । অভিপ্রায় এই যে, উপাসক যে পর্য্যন্ত এইরূপ—‘দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা ও স্পর্শকর্তা’ ইত্যাদি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে চিন্তা করেন, তিনি সে পর্য্যন্ত ঠিক যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারেন না । ১৬

ভাল, কিরূপে দর্শন করিলে আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘আত্মা’-রূপে [ব্যাপকরূপে দর্শন করিলেই জানিতে পারে] । ইতঃপূর্বে যাহার সম্বন্ধে প্রাণাদি যে সমস্ত বিশেষণ বা কৰ্ম্মনাম উক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই সমস্ত বিশেষণের ব্যাপক বলিয়া এখানে ‘আত্মা’ নামে অভিহিত হইতেছেন (১) । সেই আত্মা

সমস্ত বিশেষণব্যাপী বলিয়া কুৎস্ন—পূর্ণ। কেন না, তিনি স্বীয় স্বভাববলেই প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ উপাধির ক্রিয়াজনিত সমস্ত বিশেষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; [কাছেই তিনি কুৎস্ন বা পূর্ণ]। ইতঃপর, 'যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন' ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইবে। অতএব, তাঁহাকে আত্মরূপেই উপাসনা করিবে ; ঐরূপ উপাসনা করিলেই যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ চিন্তা করিলেই আত্মার পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় কেন ? সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—যেহেতু, সর্বোপাধিবিবর্জিত শুদ্ধ বস্তুভূত এই আত্মাতে—জলে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্বসমূহ যেরূপ সূর্য্যে মিশিয়া এক হয়, তদ্রূপ প্রাণাদি-উপাধিজনিত কক্ষজ প্রাণাদি-নাম-বাচ্য যে সমস্ত বিশেষ বা ভেদসমূহ পূর্বে কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এক হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয়। ১৭

[লোকে যখন আপন ইচ্ছাতেও 'আত্মরূপে' আত্মার উপাসনা করিতে পারে, তখন আত্মোপাসনারও] পার্থক্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় 'আত্মাইত্যেব উপাসীত' এই বাক্যোক্ত উপাসনাবিধিটি 'অপূর্ব্ববিধি' নহে, অর্থাৎ লোকের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশক বিধি নহে। 'বাহ্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ' 'কোনটি আত্মা ? না, এই বাহ্য বিজ্ঞানময়' আত্মপ্রতিপাদক এই সমস্ত ঋতিতেই আত্মবিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ রহিয়াছে ; সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ত অনায়াসেই তৎকালীন এবং কারক ও ক্রিয়াকারোপাত্মক অবিজ্ঞা অপনোত হইয়া যায় ; অবিজ্ঞা-নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে আর কামাদি, দোষেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং কামাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া গেলে অনায়াসেই চিন্তাও আর

'অত্' ধাতুর অর্থ—সতত গমন বা সর্বব্যাপিত্ব ; সুতরাং 'আত্মা' শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্বগত বা সর্বব্যাপী, তিনিই আত্মা। এইরূপ যোগার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, 'প্রাণ', 'বাক্' ও 'শ্রোত্র' প্রভৃতি এক একট কক্ষ-নামে আত্মার যে সমস্ত আংশিক ভাব প্রকটিত হয়, এক আত্মরূপে সেই সমস্ত উপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি আত্মার ক্রোড়ীকৃত হয়। এই অল্প এক একটি বিশেষ ভাব ধরিয়া উপাসনা করিলে ঐকিক আত্মার সম্পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় না ; পরন্তু 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করিলেই ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ভাবগুলি গ্রহণ করা হয় ; কারণ, আত্মা ত ঐ সমস্ত ভাবেরই সমষ্টিবিশিষ্ট।

আসিতে পারে না ; কাজেই অবশিষ্ট আত্মবিষয়ক চিন্তাই পাওয়া যায় ।
অতএব, এই মতে আত্মোপাসনার অর্থ আর বিধির আবশ্যক হইতে পারে
না ; কারণ, উহা প্রমাণান্তর দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; [অথচ অপ্রাপ্ত
বিষয় ভিন্ন, প্রাপ্তবিষয়ে কখনই অপূর্ববিধি হইতে পারে না] (২) । ১৮

[অপূর্ববিধিবাচী পুনশ্চ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন]—থাকুক, —আত্মো-
পাসনার প্রাপ্ত পান্থিক বা নিত্য, এ কথা রাখিয়া দাও ; এটি ক্ষিত্ব অপূর্ণ-
বিধিই হইতে পারে ; কারণ, জ্ঞান ও উপাসনা যখন একই বস্তু, তখন উহা
নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত ; বিশেষতঃ “ন স বেদ” (সে লোক জানে না), এই কথা
বলার পর অর্থাৎ ‘বেদনে’র প্রসঙ্গে যখন “আত্মা ইত্যেব উপাসীত” (আত্মা
বলিয়াই উপাসনা করিবে) বলা হইয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে,
‘বেদন’ ও ‘উপাসনা’ শব্দের অর্থ—এক । তাহাব পর, ‘ইহা দ্বারা
(আত্মবিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত জগৎ জানা যায়,’ ‘আত্মাকেই জানিয়াছিলেন’
ইত্যাদি স্মৃতি হইতেও বিজ্ঞান ও উপাসনার একত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে ।
যথোক্ত বিজ্ঞান যখন অল্প কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত নহে, তখন তদ্বিষয়ে অব-
শ্যই বিধি হইতে পারে । আর [বিধি ব্যতীত] কেবলই বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা
করিলে, তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; অতএব ইহা
‘অপূর্ব-বিধি’ই বটে । বিশেষতঃ কৰ্ম্মবিধির অমূহরূপ বলিয়াও [ইহাকে
অপূর্ববিধি’ বলিতে হইবে] ; যেমন ‘যজ্ঞেত’ (যজ্ঞ করিবে , ‘জুহুয়াৎ’
(হোম করিবে) ইত্যাদি কৰ্ম্ম-বিধায়ক বাক্য হইতে আত্মোপাসনা-বিধায়ক
“আত্মেত্যেব উপাসীত” “আত্মা বা অরে ত্রৈব্যাঃ” ইত্যাদি বিধিগুলির ত
কিছুমাত্রও প্রভেদ বুঝা যাইতেছে না ; [অতএব ইহা অপূর্ববিধিই বটে] । ১৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞান পদার্থটি মানস ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়াও [এখানে অপূর্ববিধিই
স্বীকার করিতে হইবে] । যেমন, যে দেবতায় উদ্দেশ্যে হবিঃ (যজ্ঞীয় দ্রব্য)

(২) তাৎপর্য্য—যাহা দ্বারা লোককে কার্য্যবিশেষে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করা হয়,
তাহার নাম ‘বিধি’ । ইহাই বিধির সামান্ত্র লক্ষণ । বিধি প্রথমতঃ চারি প্রকার—(১)
পূর্ববিধি, (২) নিয়মবিধি (৩) পরিসংখ্যাবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি । ভদ্রাধ্যায়, অল্প
কোন প্রকারে বাহ্য জানিতে পারা যায় না, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ে যে বিধি তাহার
নাম ‘অপূর্ববিধি’, ইহার নামান্তর উৎপত্তিবিধি । আর বেরূপ কৰ্ম্ম লোকের জানা
আছে, এবং ইচ্ছা হইলে করিতেও পারে, ইচ্ছা না করিলে নও করিতে পারে, সেরূপ
নিয়মবোধক অবশ্যকর্ত্তব্যতাজ্ঞাপক বিধির নাম নিয়ম-বিধি ।—পরিসংখ্যা ও প্রয়োগবিধি ।

গ্রহণ করিতে হয়, বস্তুকার করিবার পূর্বেই (‘হবিঃ ত্যাগের অগ্রেই’) তাহাকে মনে মনে চিন্তা করিবে’ ইত্যাদি মানসী ক্রিয়ায় (শুধু চিন্তায়ক ক্রিয়ায়) বিধান হইয়া থাকে, তেমনি ‘আত্মাইত্যেব উপাসীত’ “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” স্থলেও জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াই বিহিত হইতেছে ; আর ‘বেদন’ ও ‘উপাসনা’ শব্দের যে, একই অর্থ, তাহা আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি । বিশেষতঃ অপূর্ববিধির অন্তরূপ যে, ‘ভাবনা’ নামক অংশত্রয়, তাহাও এখানে উপপন্ন হইতেছে ; দেখ, ‘যজ্ঞেত’ (যজ্ঞ করিবে), এই ভাবনা স্থলে (ভাবনা’ অর্থ ফলোৎপত্তির অল্পকূল ব্যাপারবিশেষ) যেমন সাধন ও ফলাদি-বিষয়ে আকাজ্জক নিবারণক—‘কিং ? কেন ? ও কথম ?’ অর্থাৎ কি ফল কি উপায়ে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে ? এই তিনটি অংশেব প্রভৃতি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি “উপাসীত” এই বিধায়মান ‘ভাবনা’তেও, কাহার উপাসনা করিবে ? কিসের দ্বারা করিবে ? এবং কি প্রকারে করিবে ? এইরূপ আকাজ্জক উপস্থিত হইয়া থাকে ; সেই আকাজ্জক অপনয়নের নিমিত্তই, ‘ব্রহ্মচর্যা, সম দম, উপবাস, ও তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতি-কর্তব্যতা সমন্বিত’ ও ‘ত্যাগী হইয়া মনের দ্বারা আত্মার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে বিধির অপেক্ষিত সেই অংশত্রয় প্রদর্শিত হইতেছে । ২০

[ইহার উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে যে,] ‘দর্শ পূর্ণমাস’ বাগের সমস্তটা প্রকরণই যেমন দর্শ পূর্ণমাস প্রভৃতি বাগের বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ঠিক তেমনি উপনিষদের আত্মোপাসনা-প্রকাশক সমস্ত প্রকরণটাই আত্মোপাসনাব বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে আর “নেতি নেতি” (ইহা নহে, ইহা নহে), ‘স্থল নহে’ ‘নশচয়ই এক ও অদ্বিতীয়’ এবং ‘তিনি অশনায়াদির অতীত’ এই বাণ্যগুলিরও কেবল উপাস্ত্র আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ; ইহার ফল অবিজ্ঞানিবৃত্তি অথবা মুক্তিলাভ । ২১

অপর সকলে বলিয়া থাকেন যে, [‘আত্মৈত্যেবোপাসীত’ এই বাক্যের অর্থ—] উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয় স্বতন্ত্র এক প্রকার জ্ঞান সমুৎপাদন করিবে ; সেই জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, এবং তাদৃশ জ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে ; কিন্তু কেবলই বেদবাক্যলব্ধ আত্মবিষয়ক জ্ঞান অবিজ্ঞান নিবারণে কিংবা আত্মার স্বরূপ-প্রকাশনে কখনই সমর্থ হয় না । এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে—‘বিশেষরূপে জ্ঞানিয়া শেষে প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট

জ্ঞান) লাভ করিবে', আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নির্দিধ্যাসন (ধ্যান বিশেষ) করিবে, অবশেষে দর্শন করিবে', 'আত্মার অমুসন্ধান করিবে, এবং সেই আত্মাকে জানিতে হইবে' ইত্যাদি । ২২

[পর পর দুইটি মত উল্লেখ করিয়া, সিদ্ধান্তবাদী এখন প্রথম মতটি খণ্ডন করিতেছেন (১)—] না,— স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় প্রথমোক্ত পক্ষটি সম্ভব হইতেছে না । 'আত্মোভ্যোবোপাসীত' এটি যে 'অপূর্ববিধি', তাহা কখনই নয় । কারণ ? যেহেতু, আত্মার স্বরূপ প্রকাশক ও অনাত্ম প্রতিবেদক বাক্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, এখানে তদতিরিক্ত এমন কোনও বিষয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহা মানস কিংবা বাহ্যরূপে অমুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে । সেখানেই বিধির সার্থকতা হয়, যেখানে বিধিবাক্য শ্রবণের পর, শব্দজ্ঞান ছাড়া পুরুষের অমুষ্ঠানযোগ্য আরও কিছু প্রতীতিগম্য হয় ; যেমন—'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' নামক দুইটি যাগ করিবে', ইত্যাদি স্থলে (২) । সেখানে 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' যাগের বিধায়ক বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শুধু সেই জ্ঞানটাই দর্শ-পূর্ণমাস যাগের অমুষ্ঠান

(১) তাৎপর্য—“আত্মোভ্যোবোপাসীত” বাক্যটি লইয়া প্রথমতঃ দুইটি পক্ষ দাঁড়াইল— এক পক্ষ বলিতেছেন—এটা অপূর্ববিধি, আত্মোপাসনাই তাহার বিধেয় সুতরাং আত্মার উপাসনার লোককে প্রবৃত্ত করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য । অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, না, “আত্মোভ্যোবোপাসীত” বাক্যে আত্মোপাসনার বিধান করা হয় নাই, পরন্তু বাক্যজনিত জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে । অপর অভিপ্রায় এই যে, সাক্ষাৎ ক্ষতি-বাক্য হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরোক্ষ শব্দ জ্ঞান, তাহা দ্বারা কাহারো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, এবং আত্মারও স্বরূপ-সাক্ষাৎকরণ হয় না ; পরন্তু সেই সমস্ত বাক্যজন্য জ্ঞান হইতে যে স্বতন্ত্র একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকরণের কারণ হয়, এবং সেই জ্ঞানলাভের অন্তই এখানে অপূর্ববিধির আবশ্যক হইতেছে । এ পক্ষের অমূল্য প্রমাণ এই যে, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞায় কুর্সীত” অভূতি ক্ষতিবাক্যে ‘বিজ্ঞায়’ শব্দে শব্দজ্ঞানের কথা বলিয়া পুনশ্চ ‘প্রজ্ঞায়’ কথায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপদেশ করা হইয়াছে ।

(২) তাৎপর্য—বিধিবাক্যের বিশেষজ্ঞ এই যে, বিধিবাক্য শ্রবণের পর শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রথমে জ্ঞোতার হৃদয়ে একটি শব্দ জ্ঞান (বাক্যার্থ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহার পর সেই বিধিবাক্যটি যে কার্যের উপদেশ দিতেছে, সেই বিষয়ে নিজের অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হয় ; যদি বুঝিতে পারে যে, অধিকার আছে, তবে বিহিত কার্যের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় আর অধিকার না থাকিলে, তদমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না । অন্তএব বিধিবাক্য স্থলে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই শেষ হয় না, তদনুরূপ ক্রিয়ামুষ্ঠানও জ্ঞোতার

নহে, অর্থাৎ কেবল ঐ বিধিবাক্য জানিলেই যে, দর্শপূর্ণমাস-যাগের ফললাভ হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহা অমুষ্ঠান-সাপেক্ষ ; সেই অমুষ্ঠানও আবার শ্রোতার অধিকারাদি-সাপেক্ষ : আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক “নেতি নেতি” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান ভিন্ন সেখানে ‘দর্শপূর্ণমাসাদি’ যাগের ত্রায় আর কিছুই কর্তব্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না ; কেন না, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যলব্ধ জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষকে সর্ববিধ কর্তব্যাদিকার হইতে মিস্ত্র করিবে । আর বিধি-নিষেধরহিত (উদাসীন) বাক্য হইতে কখনই লোকের ঐরুতি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না । বিশেষতঃ অরক্ষ্যতাবও অনাস্ব্যবুদ্ধি বিদূরিত করাই “তৎ ত্বমসি” “একমেব অদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি বাক্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ; অথচ তাদৃশ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান অপনীত হইলে পব, কখনই লোকের চেষ্টা জন্মিতে পারে না ; কারণ, উহার পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন ; [কাজেই অবিত্তানিবৃত্তির পর আর লোকের চেষ্টা আসিতে পারে না] ॥ ২৩

যদি বল, কেবল বাক্যজনিত জ্ঞানেই অরক্ষ্যতাবও অনাস্ব্যবুদ্ধি কখনই অপনীত হইতে পারে না । [তদন্তরে বলি যে,] না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, ‘তৎ ত্বমসি’ (তুমি তৎস্বরূপ), “নেতি নেতি” (ইহা নহে—ইহা নহে), “আত্মৈব ইদম্” (এ সমস্তই আত্মস্বরূপ), “একমেব অদ্বিতীয়ম্” (নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়), “ব্রহ্মৈব ইদমমৃতং পুরাতনং” (অগ্রে এই জগৎ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল), “নাগদতোহন্তি দ্রষ্টৃ” (এতদতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই), “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” (তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সে কথা বলিয়া দিতেছেন । যদি বল, এ সমস্ত বাক্যই “দ্রষ্টব্যঃ” এই দৃষ্টি-বিধির বিষয় সম্বন্ধ, অর্থাৎ দর্শনের কর্মপদার্থ নির্দেশক ; [তদন্তরে বলি যে,] না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, ‘দ্রষ্টব্য’ বাক্যে বিধিকল্পনার স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই ; কেন না, আত্মার স্বরূপজ্ঞাপক ‘তৎ ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্য হইতে যখন বাক্যশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন ‘দ্রষ্টব্য’ বিধি অমুসারে ত আর কিছুই

আবশ্যক হইয়া থাকে ; কিন্তু যেখানে দেরশন কোনও কর্তব্যের উপদেশ নাই, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়, সেখানে বিধিপ্রত্যয় (লিঙ্) থাকিলেও বিধি কল্পনা করা বাটতে পারে না । দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি বাগের বিধিবাক্য দেখিলেই এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইতে পারে ।

অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট থাকে না ; এই উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ; [স্মৃতরাং এখানে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক] ॥২৪

যদি বল, বিধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপমাত্র বর্ণনা করিলে তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [অতএব বিধির আবশ্যক হইতেছে] ; না, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য-শ্রবণেই যখন আত্মার সম্বন্ধে বথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন বল দেখি, কৃত বিষয়ের পুনর্ব্যার করণ (অনুষ্ঠান) হইতে পারে কি প্রকারে ? যদি বল, শুধু আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিলেও তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; [স্মৃতরাং লোকপ্রভতির জ্ঞান বিধির আবশ্যক] ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় ; আত্মবোধক বাক্য শ্রবণেও যেমন বিধির অভাবে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র বিধি না থাকিলে বিধিবাক্য শ্রবণেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; কাজেই তাহার জ্ঞানও আবার পৃথক বিধির আবশ্যক ; এইরূপ আবার সেই বিধিবাক্যার্থ শ্রবণেও [স্বতন্ত্র বিধিকল্পনার আবশ্যক হয়], এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৫

যদি বল, বাক্যার্থ-ভাবনা-জনিত যে স্মৃতিধারা অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞান, তাহা বাক্যশ্রবণজাত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ; [স্মৃতরাং তদ্ব্যক্ত বিধির আবশ্যক আছে] ; না,— তাহা হইলেও বিধির আবশ্যক হয় না ; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণে যেই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই উক্ত জ্ঞানটি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াই সমুৎপন্ন হয় ; স্মৃতরাং আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, বিভিন্নাকার অনান্নবস্তুর বিষয়ে জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অজ্ঞানমূলক অরণ্যাত্মক জ্ঞান, তাহারও আর উৎপত্তি সম্ভব হয় না । অনর্থকজ্ঞানও ঐরূপ স্মৃতি-সমুৎপত্তির প্রতিবন্ধক ; কেন না, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই অনান্নবস্তুমাত্রই অনর্থ (জীবের অপ্রার্থনীয়—দুঃখকর) বলিয়া বোধ হইতে থাকে ; কারণ, অনান্ন বস্তুমাত্রই অনিত্য, অন্তর্নিহিত ও দুঃখাদি বহুতর দোষের আকর ; পক্ষান্তরে, আত্মা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কাজেই আত্মজ্ঞান উদ্ভূত হইলে, পূর্বানুভূত অনান্নবস্তুর আল আর স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইতে পারে না ; স্মৃতরাং তখন তাহার পক্ষে কেবল অবশিষ্ট আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারার উদয়ই স্বাভাবিক ; তদ্ব্যক্ত আর বিধিকল্পনার আবশ্যক হয় না । বিশেষতঃ শোক-মোহাদি দোষ-নিচয় স্বতঃ

ব্রাহ্মজ্ঞানগ্রন্থত; আর আত্ম বিষয়ক স্মৃতিধারা হইতেছে সেই শোক; মোহ, ভয়, শ্রম ও দুঃখাদি সমস্ত দোষের নিবৰ্ত্তক। দেখ, ক্রটিও সে কথা বলিতেছেন—‘আত্মদর্শন হইলে পর, তাহার আর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?’ ‘আত্মজ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না,’ ‘হে জনক, তুমি অভয় (ব্রহ্ম) লাভ করিয়াছ’, ‘হৃদয়ের গ্রন্থি—কামরাগাদি দোষ নষ্ট হইয়া যায়’ ইত্যাদি। ২৬

ভাল, তাহা হইলেও, নিরোধ ত ইহা হইতে অতিরিক্তই বটে,—অর্থাৎ” চিত্তের ব্রাহ্মনিরোধ যখন বেদবাক্যজনিত আত্ম-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ পদার্থ, এবং অপরাপর শাস্ত্রেও যখন উহার কর্তব্যতা বিজ্ঞাপিত আছে, তখন উহার জন্ত ত বিধির আবশ্যক হয়? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের মোক্ষ-সাধনত্ব জানা যায় না; কেন না, বেদাস্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু যে, পবুমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধন আছে তাহা জানা যায় না; কেন না, ‘আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই সৰ্ব্বাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন’ ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ ‘সেই যে কেহ পর-ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও ব্রহ্মই হন’, ‘উপযুক্ত আচার্য্যগান্ পুরুষই জানেন’ ‘তাহার সেই পরিণামই বিলম্ব’, ‘যিনি ইহ তত্ত্ব জানেন, তিনিও অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন’ ইত্যাদি শত শত ক্রটি হইতে এ কথা জানা যাইতেছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের অনন্তসাধনত্বও ইহার অপর হেতু,—আত্মজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক স্মৃতিধারা (চিন্তা-প্রবাহ) ব্যতীত, চিত্তবৃত্তিনিরোধের যে, অপর কোনও উপায় আছে, তাহাও নহে; (পরন্তু উহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একমাত্র উপায়)। আর চিত্তবৃত্তি-নিরোধের যে, মোক্ষসাধনতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অভ্যুপগম বা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই মোক্ষ-সাধন আছে বলিয়া জানা যায় না। ২৭

বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেও এখানে ‘ভাবনা’ বা বিধিকল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্বে যে, বলা হইয়াছে,—“যত্তেত” ইত্যাদি ক্রিয়াবিধি-স্থলে যেরূপ ‘কি, কিসের দ্বারা? এবং কি প্রকারে? এই তিনটি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া, ফল, ফল-সাধন বাহা দ্বারা ফল লাভ হয়) ও তাহার অমুষ্ঠানপ্রণালীর নির্দেশ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষার অপনয়ন করা হইয়া থাকে, তেমনি এখানে এই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিধিতেও ঐ সমস্ত নিয়মই উপপন্ন হইতে পারে; না,—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কেন না, ‘তিনি

নিশ্চয়ই এক অধিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' 'ইহা নয়—ইহা নয়' 'তিনি বাহ্যভ্যন্তরবর্জিত' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থগোষণের সমকালেই সর্ববিষয়ে প্রাকাজ্ঞা নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বিধি দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই লোকে বাক্যার্থশ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ, তাহা হইলে বিধির জন্তও আবার অপর বিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়; 'এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর "একম্ এব অধিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যে যে, কোন প্রকার বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও নয়; কারণ, এই সমস্ত বাক্য কেবল আত্মবস্তুর স্বরূপমাত্র নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ২৮

তাল, এই সমস্ত বাক্য যদি কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে ত এই সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্যই হইতে পারে না, আর যদি এরূপেও প্রমাণ্য হয়, তাহা হইলে 'তিনি রোদন করিয়াছিলেন; তিনি, যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাও রুদ্ধের রুদ্ধত্ব অর্থাৎ রুদ্ধসংস্কার কারণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন শুধু বস্তু-স্বরূপমাত্রকথন হেতু বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়াছে, তেমন আত্মস্বরূপপ্রকাশক বাক্যগুলিরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে? এ কথা যদি বল, তহুত্তরে আমরা বলি যে, না,—অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। অতিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপকথন কিংবা ক্রিয়া-কথন কখনই বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কারণ হয় না; তবে কি? না, নিশ্চিতফলক বিজ্ঞানোৎপাদকত্বই প্রামাণ্যের কারণ;] যে বাক্য তাত্ত্বিক জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রমাণ, আর যে বাক্য তাহা জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ। ২৯

অপিচ, মহাশয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে সমস্ত বাক্যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত বাক্যে নিশ্চয়াত্মক সকল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় কি না? যদি সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর এই সমস্ত বাক্যজাত বিজ্ঞান, হইতে যে, সংসারের বীজভূত শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দোষনিবৃত্তিরূপ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কি দেখিতেছ না? এবং 'তখন আত্মৈকত্বদর্শীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'হে ভগবন্, আমি কেবল মজ্ঞত্বই জানি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানি না, সেই আত্মজ্ঞানবিহীন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি; সেই আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন' এই জাতীয় শত শত প্রতিবাক্যও

কি শুনিতেছ না ? [এখন জিজ্ঞাসা করি—] “সোহিরোদৌৎ” ইত্যাদি বাক্যে এবংবিধ সফল বিজ্ঞান আছে কি ? যদি না থাকে, তবে অপ্রামাণ্য হউক ; ঐ জাতীয় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইলেও, যে বাক্য সফল ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিতেছে, সে বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন ? আর যদি সফল ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞানোৎপাদক এই সমস্ত বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হ’, তাহা হইলে দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যের উপরই বা বিশ্বাস কি ? । ৩০

যদি বল, দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যগুলি লোকের ক্রিয়াপ্রবৃত্তিজনক জ্ঞান জন্মায়, এইজন্য প্রমাণ, কিন্তু আত্মবিজ্ঞাননিরূপক বাক্যে লোকের প্রবৃত্তিজনক কোন জ্ঞানের উপদেশ নাই, এই কারণে অপ্রমাণ ; হাঁ, এ কথা সত্য বটে ; কিন্তু তথাপি উক্ত দোষ এখানে হইতেছে না ; কারণ, এখানে প্রামাণ্যের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রামাণ্যের কারণও, পূর্বে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই, তদতিরিক্ত আর কিছু নহে ; [স্মরণার্থন নিশ্চিত জ্ঞান জন্মাইতেছে, এবং তাহার ফলও যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অপ্রামাণ্য হইবে কেন ?] । বিশেষতঃ আত্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলি যে, সর্ববিধ প্রবৃত্তির বীজভূত অবস্থা-নিবৃত্তিকম জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহা ত সে সমস্ত বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ ; স্মরণাৎ কখনই অপ্রামাণ্যের কারণ হইতে পারে না । ৩১

[এখন দ্বিতীয় বাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন—] আরও যে বলা হইয়াছে—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাঃ কুর্বীত” ইত্যাদি বাক্যের শর্দারজ্ঞান ছাড়া উপাসনা-প্রতিপাদনও আর একটি অর্থ ; সে কথা সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও [বাদীর অভিপ্রেত] অপূর্ববিধি উহার অর্থ নহে ; পরন্তু পক্ষে প্রাপ্ত বলিয়া বরং নিয়মার্থই হইতে পারে, অর্থাৎ “আত্মৈত্যেব উপাসীত” বাক্যে উৎপত্তিবিধ না হইয়া বরং নিয়মবিধিই কল্পিত হইতে পারে । ভাল, উপাসনার পাক্ষিক প্রাপ্তি সম্ভব হয় কিপ্রকারে ? যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ * ‘পারিল্লেখ্য’ নিয়মানুসারে নিত্য-প্রাপ্তই বটে (১) হাঁ, যদিও এইরূপই বটে, তথাপি, যে প্রাক্তন কক্ষফলে বর্তমান শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল স্মৃনিয়মিত, অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে, যে

(১) তাৎপর্য—পারিল্লেখ্য অর্থ—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে, ফলে ফলে যেটা অবশিষ্ট (অনিষিদ্ধ) থাকে, তৎসম্বন্ধেই যে, বিধিনিষেধাদি পর্য্যবসিত হওয়া । এহলেও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলেও

পরিমাণে হইবার ব্যবস্থা আছে, কিছুতেই তাহার অত্যাধিক্য হয় না ; অতএব, ক্ষিপ্ত বাণ প্রভৃতির গতির ত্রায় কলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই প্রায়ক কৰ্মের বলবত্তা-নিবন্ধন সাধারণতঃ তদনুসরণই লোকের বাচিক, কায়িক ও মানসিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইজন্য তত্তজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইতেও পারে, কাজেই জ্ঞানপ্রবৃত্তির দৌৰ্বল্যকে পান্থিক (পক্ষে) প্রাপ্ত বলা যায়। এই কারণেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পদ অবলম্বন দ্বারা আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহকে কেবল নিয়মিত ও সুদৃঢ় মাত্র করিতে হইবে, কিন্তু নূতন করিয়া আর উৎপাদন করিতে হইবে না ; কারণ, উহা ত প্রকারান্তরে প্রাপ্তই আছে ; প্রাপ্ত বিষয়ে যে, অপূৰ্ববিধি হইতে পারে না, সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকারান্তরে লব্ধ আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাদৃশ নিয়ম করাই “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্সীত” ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ ; কারণ, তত্ত্বিন্ন অল্প কোনও অর্থ এখানে সম্ভবপর হয় না। ৩২

ভাল, [“আত্মোতোবোপাসীত”, এই ঋতিতে যে, উপাসনার কথা আছে,] ইহা ত অনাত্মবস্তুর উপাসনা ; কারণ, ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যেমন ‘প্রিয় - এই বলিয়াই উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি স্থলে প্রিয়াদি গুণই উপাস্ত্র নহে, তবে কি ? না, প্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট প্রাণপ্রভৃতিই সেখানে উপাস্ত্র ; তেমনি এখানেও আত্ম-শব্দের পর ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম-গুণবিশিষ্ট অপর কোনও অনাত্মবস্তুর উপাসনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে সত্য সত্যই আত্মোপাসনার কথা আছে, সে সমস্ত বাক্যের সহিত এই বাক্যের বৈলক্ষণ্যও রহিয়াছে ; ইহা পরেও বলিবেন যে, ‘আত্মরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে’ ইতি ; সেখানে আত্ম-শব্দের পর দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দেশ থাকায় আত্মোপসনাতেই ঋতির তাৎপর্য্য ; কিন্তু এই “আত্মোতি+এব+উপাসীত” ঋতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির উল্লেখ নাই, অথচ আত্ম শব্দের পরেই ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখানে আগ্রা উপাস্ত্র নহে, পরন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মগুণই উপাস্ত্র। না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে

তাহা যখন আত্মজ্ঞানের বা যুক্তিপথের বিবোধী, তখন তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না,—নিবন্ধ ; হুতরাং কেবল আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিতেছে, কাজেই তাহাকে নিত্যপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে।

না; কারণ, বাক্যের শেষাংশে আত্মারই উপাস্তব্য প্রতীতি হইতেছে; এই বাক্যেরই শেষভাগে আত্মাই উপাসনীয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—
'এই যে, আত্মা, ইনিই সকল উপাসকের পদনীয় (প্রাপ্তব্য)', 'এই যে, আত্মা, ইনিই সর্বাপেক্ষা আত্মস্বরূপ' 'আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন' ইতি । ৩০

যদি বল, ভূতানুপ্রবিষ্ট আত্মার দর্শন যখন প্রতিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ত আর উপাস্তব্য হইতে পারে না; অর্থাৎ "তং ন পশুস্তি" (তাহাকে দর্শন করেন না) ইত্যাদি বাক্যে ['তৎ'পদে] আত্মার নির্দেশ করিয়া সেই প্রবিষ্ট আত্মার দর্শনযোগ্যতা নিষেধ কবা হইতেছে; অতএব কিছুতেই আত্মার উপাস্তব্য সিদ্ধ হইতে পারে না। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, "তং ন পশুস্তি" শ্রুতিতে যে, দর্শনের নিষেধ, তাহা আত্মার উপাস্তব্য নিবারণের জন্ত নহে; পরন্তু তাহার অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপে বাহারা আত্মার উপাসনা করে, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মার উপাসনা করে না; এইজন্যই তাদৃশ অকুৎসভাবে দর্শনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এবং এইজন্যই প্রাণন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিশেষিত করা হইয়াছে; আর সত্য সত্যই যদি আত্মোপাসনা শ্রুতির অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'অতএব এক একটি বিশেষবিশিষ্ট আত্মা অকুৎসব অর্থাৎ অর্পণ' ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি এক একটি মাত্র ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে অকুৎসব বলিয়া নির্দেশ করিবার কোনই আবশ্যক হইত না; বরং উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, এক একটি ক্রিয়া এই সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত আত্মাই কুৎস অর্থাৎ পূর্ণব্রতাব; অতএব সেই কুৎস আত্মা অবশ্যই জীবের উপাসনীয় । ৩৪

আরও যে, বলা হইয়াছে, এই আত্মা-শব্দের পর যে, একটি 'ইতি'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—যথার্থ আত্মতত্ত্ব কখনই আত্মা-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহা জ্ঞাপন করা, তাহা না হইলে, শ্রুতি কেবল "আত্মানুপাসাত", অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, শুধু এই কথাষাটাই বলিতেন; তাহাতেই ফলে ফলে আত্মার শব্দ ও প্রত্যয়গম্য সিদ্ধ হইতে পারিত, [ইতি-শব্দ প্রয়োগের কিছুই আবশ্যক হইত না]। অথচ "নেতি নেতি" "বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে" 'ব্রহ্ম নিজে অবিজ্ঞাত, অথচ বিজ্ঞাতা', 'বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরায়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতির

অভিপ্রেত নহে । আর যে, “আত্মানমেব উপাসীত” এই ইতি-শব্দ-রহিত আত্মোপাসনার বিধান ; বুঝিতে হইবে, অনাত্মোপাসনার লোকের আসক্তি নিবারণ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ; সুতরাং ইহা কখনই উপাসনা-বিধায়ক স্বতন্ত্র বাক্য নহে, [ইহা সেই পূর্ববাক্যেরই অনুকূল ভাবের প্রকাশকমাত্র] । ৩৫

আচ্ছা, আত্মাও যেরূপ অবিজ্ঞাত, অনাত্মাও ঠিক সেইরূপই অবিজ্ঞাত ; সুতরাং উভয়ই তুল্য ; কাজেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য বিষয় ; এমনতর অবস্থায় “আত্মা ইত্যেব উপাসীত” শ্রুতি অনুসারে কেবল আত্মোপাসনাতেই যত্ন করিতে হইবে, অনাত্মোপাসনাতে নহে, ইহার কারণ কি ? তদন্তরে বলা হইতেছে—সেই এই প্রস্তাবিত আত্মাই পদনীয় অর্থাৎ উপাসকের প্রাপ্তব্য ; তদ্বিত্ত আর কিছুই প্রাপ্তব্য নহে । শ্রুতির ‘অন্ত সর্বন্ত’ শব্দে যে বস্তু বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে—নির্দ্বারণ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে । “যৎ অয়ম্ আত্মা” অর্থ—যাহা এই আত্মতত্ত্ব । ভাল, তাহা হইলে আর কিছুই কি জ্ঞাতব্য নয় ? না, সে কথা নয় ; তবে কি না, অপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাতব্য হইলেও, সে সমুদায়ের জ্ঞান আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, এই আত্মবিজ্ঞানেই সে সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়া যায়, ইহার কারণ এট যে, আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারিলে, তাহা দ্বারাই, এট যে সমস্ত অনাত্মবস্তু আছে, তৎসমস্তই বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া যায় । ভাল, এক বস্তু জানিলে তাহা দ্বারা ত অপর বস্তু কখনও জানা যায় না ? হাঁ, হুন্মুচি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ আপত্তির পরিহার করিব । ৩৬

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য হয় কি প্রকারে ? হাঁ, বলা যাইতেছে—জগতে যেমন নষ্ট (হারান) পদার্থকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহার পদ দ্বারা—খুবচিহ্ন দ্বারা তাহাকে লাভ করিয়া থাকে, তেমনি আত্মাকে লাভ করিলেই তদ্বারা অপর সমস্ত বস্তু লাভ করা হইয়া থাকে । এখানে শ্রুতির ‘পদ’ শব্দে গো প্রভৃতি পশুর খুর-চিহ্ন ঐ স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ভাল কথা, এখানে আত্মবিজ্ঞানে অপর সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান হইতেছে আলোচ্য বিষয়, তাহার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক লাভের কথা বলা হইতেছে কেন ? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, এখানে জ্ঞান ও লাভ, এই উভয়েরই একাধিকতা শ্রুতির আভিপ্রেত । কেন না, আত্মার অলাভ অর্থ—অজ্ঞান ত্ত্ব আর কিছুই নহে ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মাকে জানাই আত্মার

লাভ ; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুর লাভ বৈরূপ অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, আত্ম-লাভ কখনই স্বেচ্ছা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে ত আর লক্ষ্য (লাভকর্তা) ও লক্ষ্যের (প্রাপ্য বস্তুর) কিছুমাত্র ভেদ নাই ।

যেখানে আত্মভিন্ন বস্তু লক্ষ্য হয়, সেখানেই আত্মা হয় লক্ষ্য, আর অনাত্ম-বস্তু হয় লক্ষ্য । সেই অপ্রাপ্ত বস্তুটিও আবার উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত থাকে ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারকের (ক্রিয়া-সাধনের) সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপাদন করিয়া তাহার পর সেই লক্ষ্য বস্তুটি লাভ করিতে, হয় ; অধিকন্তু সেই অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিরূপ যে লাভ, তাহাও স্বপ্নকালীন পুত্রাদি লাভের ত্রায় মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া অনিত্য, এই আত্মা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । ৩৭

[এখন অনাত্ম-পদার্থ হইতে আত্মার বৈপরীত্য বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা বলিয়াই, আত্মা উৎপাদ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত নয় (১) ; কেন না, আত্মা নিত্যই লক্ষ আছে, কেবল অবিদ্যামাত্র তাহার ব্যবধান ; অর্থাৎ কেবল অবিদ্যাদোষেই নিত্যলক্ষ আত্মাকেও অলক্ষ বলিয়া মনে হয় মাত্র ; যেমন শুক্তি (ঝিলুক) দোঁধলেও ভ্রম বশতঃ সেই শুক্তিই রক্ততথ্যরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া যথার্থ শুক্তির প্রতীত হয় না ; অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞানই সেখানে শুক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে ; সেইরূপ শুক্তির গ্রহণ অর্থেও শুক্তিবিশয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কারণ, বিপরীত জ্ঞানরূপ ব্যবধানের অপনয়নকরাই ঐরূপ জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এই প্রকার এখানেও অজ্ঞান দ্বারা ব্যবধানই আত্মার অলাভ ; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানাপসারণই আত্মার লাভ, অতএব প্রকার 'লাভ' কখনও উপপন্ন হয় না । এই কারণেই আমরা পরে আত্মলাভ বিষয়ে জ্ঞানাত্মিক সাধনের আনর্থক্য প্রতিপাদন করিব । অতএব নিঃশঙ্কভাবে জ্ঞান ও লাভশব্দের

(১) সাধারণতঃ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা,—(১) উৎপাদ্য (২) বিকার্য, (৩) প্রাপ্য ও (৪) সংস্কার্য । তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপাদন করিলে হয় 'উৎপাদ্য', যেমন ঘট । বিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব (বিকার) করিলে হয় 'বিকার্য'; যেমন সুবর্ণ নিষ্পিত কুণ্ডল । অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে তাহা হয় 'প্রাপ্য'; যেমন গ্রামাদি । আর কোমল বিদ্যমান বস্তুর দোষণনয়ন বা শুণাধান করিলে তাহা হয় সংস্কার্য, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণকে পরিষ্কার করা, কিন্তু নিত্য নিকরিকার আত্মার পক্ষে উক্ত চতুর্বিধের একটি ধর্মও সম্ভবপর হয় না ।

একার্থে বলিতে ষাটরা জানের প্রকরণে লাভবাচক ‘অমুবিদ্যেৎ’ ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন ; কারণ, ‘বিদ্’ ধাতুর অর্থই লাভ । ৩৮

এখন উক্ত গুণচিন্তার এইরূপ ফল কথিত হইতেছে যে, এই আত্মা যেমন নাম ও রূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ‘আত্মা’ প্রভৃতি নাম ও রূপানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং প্রাণাদির সমষ্টিভাবে মহিমাও প্রাপ্ত হইয়াছে ; ঠিক তেমনি যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনিও লোকপ্রতিষ্ঠা এবং অতোষ্টবস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, অথবা যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনি মুমুক্শুগণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কীৰ্ত্তি-শব্দবাচ্য যে, একত্ব জ্ঞান, তাহারই ফলস্বরূপ শ্লোকশব্দবাচ্য মুক্তি লাভ করেন ; ইহাই উক্ত উপাসনার মুখ্য ফল (১) ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিভাৎ প্রেয়োহশ্বশ্চাৎ
সৰ্ব্বশ্চাদিত্তরতরং যদয়মাশ্বা ।

স যোহশ্বশ্চাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ প্রিয়ং রোহস্ত-
তীতীশ্বরো হ তথৈব শ্চাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মান-
মেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাশ্ব প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

সম্বলনাথঃ । [সম্প্রতি আত্মন এষ উপাস্তব্যমুপাদয়িতুমাহ—
“তদেতৎ” ইত্যাদি ।] তৎ (পূর্বোক্তং) এতৎ (ব্রহ্ম বস্ত) পুত্রাৎ প্রেয়ঃ
(পুত্রাপেক্ষারূপি অভিশয়েন প্রিয়ং), বিভাৎ (ধনরত্নাদেঃ) প্রেয়ঃ, অশ্বশ্চাৎ
(প্রিয়তেনাভিমতাৎ) সৰ্ব্বশ্চাৎ প্রেয়ঃ ; [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] বৎ অয়ং
(ইদং) অন্তরতরং (পুত্রাদিত্যেহপি সন্নিহিততরং) আত্মা (আত্মতত্ত্বম্) ।
সঃ যঃ (আত্মজঃ), ক্রবঃ (সমর্থঃ সন্) আত্মনঃ অস্তং (পুত্রাদিকং) প্রিয়ং
ক্রবাণং ক্রয়াৎ (কথয়েৎ)—[তব] প্রিয়ং (পুত্রাদিকং) রোহস্ততি (নিরোধং
প্রাপ্যতি—বিনজ্জতি) ইতি হ (প্রসিদ্ধৌ) ; তথা এব শ্চাৎ (তস্ত প্রিয়-
নিরোধো ভবেদেব ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] আত্মানঃ এষ প্রিয়ং উপাসীত

(২) প্রথমে কীৰ্ত্তি ও শ্লোকশব্দের যে, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট-সংযোগ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের ফল হইলেও মুমুক্শুর পক্ষে কখনই আর্থনীয় নহে ; মুমুক্শু, একমাত্র আর্থনীয় হইতেছে—মুক্তি ও মুক্তিসাধন একত্ব-জ্ঞান ; তাই ভাষ্যকার ‘ববা’ বালরা দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় মুমুক্শুর অভিষত প্রয়োজনের নির্দেশ করিয়াছেন ।

[নাত্তং] ; যঃ যঃ কশ্চিৎ আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে, অস্ত (উপাসকস্ত) প্রিয়ং ন হ (নৈব) প্রমাদুকং (মরণশীলং) ভবতি । [যত্বেপি আত্মবিদঃ মরণার্থং প্রিয়মপ্রিয়ং বা কিঞ্চিৎ নাস্তি, তথাপি অনুবাদমাত্রমিদং কৃতমিতি ভাষঃ] ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ । [অত্র বস্তু ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] ‘সর্বাপেক্ষা অস্তুরতর অর্থাৎ সম্মিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষাও’ অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; এমন কি, অত্র সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয় । আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন ; তিনি, যে লোক আত্মাভিন্ন পদার্থকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি ‘তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে’ বলেন, তাহা তইলে ঠিক সেইরূপই হইবে ; অতএব আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে । সেই যে লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাহার প্রিয় বস্তু (আত্মা) কখনই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কৃতশ্চাত্তত্ত্বমেব জ্ঞেয়ম্ অনাদৃত্যাত্তং ? ইত্যাহ—তদেতৎ আত্মতত্ত্বং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ ; পুত্রো হি লোকে প্রিয়ঃ প্র সদ্ধঃ । তস্মাদপি প্রিয়তরম্—ইতি নিরতিশয়প্রিয়ত্বং দর্শয়তি । তথা বিত্তাৎ হিরণ্য-রত্নাদেঃ ; তথা অস্ত্রাৎ বদ্যলোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থঃ । তৎ কস্মাদাত্মতত্ত্বমেব প্রিয়তরং ন প্রাণাদি ?—ইতি ; উচ্যতে—অস্তুরতরম্—বাহ্যং পুত্র’ বিত্তাদেঃ, প্রাণাপ্তসমুদায়ো হি অন্তরোহত্যন্তরঃ স্নিকৃষ্ট আত্মনঃ ; তস্মাদপ্যন্তরাৎ অস্তুরতরম্, যদয়মাত্মা বদেতদাত্মতত্ত্বম্ । যো হি লোকে নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সৰ্ব্বগ্রন্থেন লব্ধব্যো ভবতি ; তথা অয়মাত্মা সৰ্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ ; তস্মাৎ তজ্জ্ঞাতে মহান্ বদ্র আহুয় ইত্যর্থঃ—কর্তব্যতাপ্রাপ্তমপাত্তপ্রিয়লাভে যত্নমুক্ত্বিষা ।

কস্মাৎ পুনঃ আত্মানাত্মপ্রিয়য়োরন্তরপ্রিয়ত্বানেন ইতরপ্রিয়োপাদানপ্রাপ্তৌ আত্মপ্রিয়োপাদানেনৈব ইতরত্বানং ক্রিয়তে, ন বিপর্যায়ঃ—ইতি ? উচ্যতে—স যঃ কশ্চিদন্তম্ অনাত্মবিশেষং পুত্রাদিকং প্রিয়তরমাত্মনঃ সকাশাদুক্ৰবাণং ক্রয়াৎ আত্মপ্রিয়বাদী ; কিম্ ? প্রিয়ং ভবাভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং যোঃ তত্ত্বাদি আদরণং

প্রাণসংরোধং প্রাপ্যতি বিনশ্চ্যতীতি । স কস্মাদেবং ব্রবীতি ? যস্মাদৌষধঃ সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোহসৌ এবং বক্তুঃ হ যস্মাৎ ; তস্মাৎ তদৈব স্তাৎ—যত্তে-নোক্তং—‘প্রাণসংরোধং প্রাপ্যতি’ । যথাকৃতবাদী হি সঃ, তস্মাৎ স ঐশ্বর্যো বক্তুন্ম । ঐশ্বর্যশব্দঃ ক্রিপ্রবাচীতি কেচিৎ ; ভবেদ, যদি প্রদিক্টিঃ স্তাৎ । তস্মাহুজ্জ্বিষ্যত্যং প্রিয়ম্, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত । স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে—আত্মৈব প্রিয়ে নাক্তোহতীতি প্রতিপত্তে—অন্ত্রলৌকিকং • প্রিয়মপ্যাপিয়মেবেতি নিশ্চিত্য, উপাস্তে চিস্তয়তি ; ন হ্যস্ত এবংবিদঃ প্রিয়ং প্রমাণ্যুং প্রমরণশীলং ভবতি । নিত্যাগ্রবাদমারম্ভেতং, আত্মবিনোহন্ত প্রিয়স্তাপ্রিয়স্ত চাতাবাৎ ; আত্মপ্রিয়গ্রহণস্তার্থং বা, প্রিয়গুণ-ফলবিধানার্থং বা মন্দাশ্বদর্শিনঃ, তাচ্ছালাপ্রত্যয়োগাদানান্ ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

টীকা । আত্মনঃ পদনীয়ত্বে তন্তৈবাজ্ঞাতত্বসম্ভবো হেতুরুক্তঃ, অধুনা তদৈব হেতুস্তরত্বে-নোত্তরবাক্যমবতারণ্যতি—কৃতশ্চেতি । অন্তদনাস্তেতি বাবৎ । বিস্তুস্ত পুত্রে প্রীতাতাবাৎ কথমাশ্বনস্তস্মাৎ প্রিয়তরমাত্মত্বমিতি শেষঃ । প্রিয়তরমাত্মত্বমিতি শেষঃ । লোকদৃষ্টমেবাবষ্টভাহ—তথ্যেতি । বিস্তুপদেন মাত্মবিস্তুবদৈবং বিংমপি গৃহ্যতে । বিশেষাণামানন্ত্যাং প্রত্যেকং প্রদর্শনমশক্যমিত্যাশয়েনাহ—তথাহিন্মস্মাদিত্তি । পুত্রাদৌ প্রীতিব্যভিচারেহপি প্রাণাদৌ তদব্যভিচারাদাত্মনো ন প্রিয়তমত্বমিতি শব্দে—তৎ কস্মাদিত্তি । পদান্তরমাদায় ব্যাকৃষ্টম্ পরিহরতি—উচ্যত ইত্যাদিনা । অন্তরতরত্বে প্রিয়তমত্বসাধনে হেতুরাত্মত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য বিশেষাৎ ব্যপদেশতি—যদাত্মমিতি । আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাম্পদত্বেহপি কৃতগুস্তৈব পদনীয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যার্থমাং—যো হীত্যাদিনা । পুত্রাদিলাভে দারাদীনাম্ কণ্ঠব্যভেদ প্রাপ্তপ্রযত্নাবিরোধাদাত্মলাভে প্রযত্নঃ শূন্যো ন ভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—কৃতব্যতোক্ত ।

আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাম্পদত্বে যুক্তিং পৃচ্ছতি—কস্মাদিত্তি । আত্মপ্রিয়স্তোগাদান-মত্মসম্ভানম্, ইতরস্তানাত্মপ্রিয়স্ত হানমনত্মসম্ভানম্ । বিপর্য্যয়োহনাত্মনি পুত্রাদাবতিনিবেশেনাত্ম-প্রিয়স্তানত্মসম্ভানমিতি বিতাপঃ । যুক্তিলেশং দর্শয়িতুমনস্তরমাত্মমবতারয়তি—উচ্যত ইতি । যঃ কশ্চিদাত্মপ্রিয়বাদী, স তস্মাদন্তঃ প্রিয়ং ক্রবাণং প্রতিজ্ঞয়াদিত্তি সম্বন্ধঃ । বক্তব্যং প্রপূৰ্ণকং একটয়তি—কিমিত্যাাদনা । আত্মপ্রিয়বাদিত্বেবং বদতৃণি পুত্রাদিনামন্তরমাত্মার্থো নিয়তো ন সিধ্যতীত্যশঙ্ক্য পরিহরতি—স কস্মাদিত্ত্যাাদিনা । ইশ্বোহবধারণার্থঃ সমৰ্পণদাহুপরি সম্বধ্যতে । তস্মাদেবং বক্তীতি শেষঃ । উক্তং সামর্থ্যমনুজ্ঞ কলিতমাহ—যস্মা-দিত্তি । অথাত্মপ্রিয়বাদিনা যথোক্তং সামর্থ্যমেব কথং লক্ষমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথ্যেতি । অতোহ-জ্ঞদার্তমিত্যানাত্মনো বিনাশিত্বাবিনাশিনশ্চ দুঃখাত্মকত্বাৎপ্রিয়ত্বস্ত ভ্রান্তিভ্রাত্ত্বাদাত্মনস্তদৈপ-রীত্যাশুখা প্রীতিভ্যেব, অনাত্মত্বমুখ্যোতি ভাবঃ । পক্ষান্তরমনুজ্ঞ বৃদ্ধপ্রয়োগাত্তাবেন দূরয়তি—ঐশ্বর্যশব্দ ইতি । অনাত্মত্বমুখ্যা প্রীতিরিত্তি হিত্তে কলিতমাহ—তস্মাদিত্তি ।

উপস্থিতমুত্তমং তৎকলং ৪র্থ্যতি—জ য ইতি। অমৃত্যুদ্যোতকো হ-শব্দঃ। প্রিয়মামৃতং, তস্মাপি লৌকিকমুখবরণঃ মুখাদিত্যাশঙ্কিতে তন্নিরাসার্থমমৃত্যুবাদমাত্রয়ত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—নিত্যোক্তি। কলশ্চ তেগত্যন্তরমাহ—আত্মপ্রিয়েতি। মহতীদমাশ্রয়প্রগ্রহণং, যৎ তন্নিষ্ঠস্ত প্রিয়ং ন প্রণশ্চতি; তস্মাত্তদমৃত্যুদানং কর্তব্যমিতি স্তব্যার্থং কলকীৰ্ত্তনমিত্যর্থঃ। পক্ষান্তরমাহ—প্রিয়গুণেতি। যো যদ্যঃ সন্নাস্তদগী, তস্ত প্রিয়গুণবিশিষ্টাশ্রোণাসনে প্রিয়ং প্রাণাদি নশ্চতীতি কলং বিধাতুং কলবচনমিত্যর্থঃ। নবান্নানং প্রিয়মুণাসীনস্ত প্রিয়ং প্রাণাদি বিজ্ঞাশামর্থ্যান নশ্চতি, তথা চ যদ্যবিশেষণং যদ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্ছীলোক্তি। তচ্ছীলোহর্ষে বিজিতস্তোকঞ্-প্রত্যয়স্ত কৃত্যোপাদানং স্বভাবহান্যাবোগাচ্চ প্রমরণশীলত্বা-ভাবেহপি প্রাণাদেবাত্মিকমপ্রমরণমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ চ ॥

ভাস্যানুবাদ। অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া কি কারণে যে, কেবল আত্মতত্ত্বেরই চিন্তা করিতে হইবে, তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন—যেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়; অর্থাৎ সমধিক প্রিয়; জগতে সাধারণতঃ পুত্রই সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও প্রিয়তর বলয় আত্মতত্ত্বের সর্বাধিক প্রিয়ত্ব সূচনা করিতেছেন। সেই প্রকার, বিত্ত—সুবর্ণ-রত্নাদি অপেক্ষাও এবং আরও যে সমস্ত বস্তু জগতে প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত অপেক্ষাও [অধিক প্রিয়]। ভাল কথা, সেই আত্মতত্ত্বই বা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় কেন, আর প্রাণাদি বস্তুই বা প্রিয় হয় না কেন? হাঁ, বলিতেছি—সাধারণতঃ পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রাণমণ্ডিই অন্তর—অত্যন্তর অর্থাৎ আত্মার ধুব ঘননঠ; সেই অন্তর বা সন্নিহিত পদার্থ অপেক্ষাও ইহা অন্তরতর অর্থাৎ আরও সন্নিহিত,—যাহা এই সেই আত্মা, অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব। জগতে যাহা সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, সর্বতোমুখী চেষ্টায় তাহাকেই লাভ করিতে হয়; এই আত্মাও লোক-প্রসিদ্ধ সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তর; অতএব অন্য প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক হইলেও, তাহা ত্যাগ করিয়া এই আত্মালাভের জন্যই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই প্রিয়; তন্মধ্যে একটি প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিতে হইবে; এমত অবস্থায়, কি কারণে আত্মারূপ প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিয়া, অপর—অনাত্ম-বস্তুটিই বা পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? ইহার বৈপর্য্য্যতাই বা হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা বাইতেছে—যে ব্যক্তি অন্ধকে—পুত্র প্রভৃতি অপর কোনও অনাত্মপদার্থকে আত্মা অপেক্ষাও সমধিক প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে, তাহাকে যদি সেট যে কোনও

আত্ম-প্রিয়বাদী (যে লোক আত্মাকেই সর্বাধিক প্রিয় বলিয়া থাকেন, তিনি) বলেন—কি ? না, প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তোমার অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তু ক্রুদ্ধ হইবে—আবরণ—প্রাণ-নিরোধ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে । ভাল, তিনি ঐরূপ কথা বলিবেন কেন ? [উত্তর—] বেহেতু, তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ঐরূপ কথা বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; সেই হেতুই তাহা সেইরূপই হইবে, অর্থাৎ তিনি যে প্রাণ নিরোধের কথা বলিয়াছেন, [তাহা ঠিক সেইরূপই হইবে] । কেননা, তিনি হইতেছেন যথার্থবাদী (সত্যবাদী) ; সেই জন্যই তিনি ঐরূপ বলিতে সমর্থ । কেহ কেহ বলেন - 'ঈশ্বর' শব্দটি ক্ষিপ্ৰতাবোধক ; যদি প্রসিদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ যদি অপ্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থও হইতে পারে । অতএব অপর প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রিয় আত্মারই উপাসনা করিবে । সেই যে লোক একমাত্র প্রিয় বস্তু আত্মারই উপাসনা করে,—আত্মাঃ একমাত্র প্রিয়, তন্নিম্ন কিছুই প্রিয় নাই, এইরূপ বুঝিতে পারে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ প্রিয়বস্তুকেও অপ্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিয়া [আত্মার উপাসনা (চিন্তা) করে ; নিশ্চয়ই তাৎশ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় বস্তু মরণশীল হয় না অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না । এ কথাটা নিত্যাবাদ মাত্র অর্থাৎ সত্যই বাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ মাত্র, [কিন্তু ইহা প্রকৃত বিজ্ঞা-ফল নহে] । কেন না, আত্মদর্শীর সম্বন্ধে তন্নিম্ন প্রিয় বা অপ্রিয় আর কিছুই সম্ভবপর হয় না । অথবা আত্মারূপ প্রিয়চিন্তার প্রশংসারও এই কথা হইতে পারে ; অথবা [প্রমায়ুক শব্দে] তাক্ষীল্য-প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় ঐরূপও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা যথার্থ আত্মজ্ঞানবিহীন মন্দাভ্যুদর্শী, তাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়গুণচিন্তার ফল-প্রকাশনার্থই ঐ প্রকার ফলোন্মেষ করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

তদাহ্বয়দ্বন্ধবিদ্যা সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্তন্তে । কিমু তদব্রহ্মাবদে যস্মান্তং সর্বমভবদিতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

সত্রনাথঃ । [ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ] তৎ (বক্ষ্যমাণং তৎ) আহঃ (কথয়তি) —[কিম্ ?] মনুষ্যাঃ বদব্রহ্মবিদ্যায়া (যয়া ব্রহ্মবিদ্যায়া) সর্বং ভবিষ্যন্তঃ (যয়া ব্রহ্মবিদ্যায়া বয়ং সর্বাণ্যুভাবং গমিষ্যামঃ ইতি) মন্তন্তে ; [অত্র অবিশেষণ প্রযুক্তমপি শাস্ত্রং প্রাধান্যতঃ মনুষ্যানৈবাধিকরোতি, তেষামেব ভূয়সা নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়লাধনৈধিকারাং, ইতি মন্তব্যম্] । [অত্র পৃচ্ছামঃ—] তৎ

ব্রহ্ম কিমু (কিং বস্তু) অবৎ (জাতবৎ), যন্মাৎ (বিজ্ঞানাত্) তৎ (ব্রহ্ম)
সৰ্বং (সৰ্বাত্মকং) অভবৎ ? ইতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বলিয়া থাকেন—মনুষ্যাগণ যে
ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা সৰ্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করে ; [জিজ্ঞাসা করি,] সেই
ব্রহ্মই বা কি বিষয় জানিয়াছিলেন ? যাহার প্রভাবে তিনি সৰ্বাত্ম্যভাব
লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । স্মৃতিতঃ ব্রহ্মবিজ্ঞা—“আত্মৈত্বেত্বেবোপাসীত”
ইতি, বদার্থোপনিষৎ কৃত্ত্বাপি ; তস্মৈতস্মৈ স্মৃতস্মৈ ব্যাচিধ্যাত্মঃ প্রয়োজনাত্তি-
থিংসয়া উপোজ্জিষাৎসতি—তদ্বিতী ব্রহ্মমাণমনস্তরবাক্যোহবজ্ঞোত্যং বস্তু,—
আহঃ—ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম বিবিদিষবঃ জন্মজরামরণপ্রবন্ধচক্র-লমণকৃত্যাসহঃখোদ-
কাপারমহোদগ্নিপ্রবৃত্ততং গুরুমাসাত্ম তত্তৌরমুত্তিতৌৰ্যবো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসাধন-তৎ-
ফললক্ষণাৎ সাধ্যসাধনরূপাৎ নির্কিঙ্করাঃ তদ্বিলক্ষণ-নিত্যানিরতিশয়শ্রেয়ঃ প্রীতি-
পিংসবঃ ; কিমাত্রিত্যাহ—যদুব্রহ্মবিজ্ঞয়া ; ব্রহ্ম পরমায়া। তৎ যয়া বেত্ততে,
সা ব্রহ্মবিজ্ঞা, তয়া ব্রহ্মবিজ্ঞয়া, সৰ্বং নিরবশেষং ভবিষ্যন্তঃ ভবিষ্যাম ইত্যেবং
মনুষ্যা যৎ মত্তন্তে ; মনুষ্যগ্রহণং বশেষতোহধিকারজ্ঞাপনার্থম্ ; মনুষ্যা এব
হি বিশেষতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনেহধিকৃতা ইত্যতিপ্রায়ঃ ; যথা কৰ্ম্মবিষয়ে
ফলপ্রাপ্তিঃ ক্রবাঃ কৰ্ম্মভ্যো মত্তন্তে, তথা ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ সৰ্বাত্ম্যভাব-ফলপ্রাপ্তিঃ
ক্রবামেব মত্তন্তে, বেদপ্রামাণ্যস্তোভয়ত্রাবিশেষাৎ ।

তত্র বিপ্রীতিবিধঃ বস্তু লক্ষ্যতে ; অতঃ পৃচ্ছামঃ—কিমু তদুব্রহ্ম,—যস্মৈ
বিজ্ঞানাত্ সৰ্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মত্তন্তে ? তৎ কিমবেৎ, যন্মাদ্বিজ্ঞানাত্ তৎ
ব্রহ্ম সৰ্বমভবৎ ? ব্রহ্ম চ সৰ্বমিতি শ্রুয়তে, তদ্ব্যদি অবিজ্ঞায় কিঞ্চৎ সৰ্বম-
ভবৎ, তথাহ্যেবামপ্যন্ত, কিং ব্রহ্মবিজ্ঞয়া ? অথ বিজ্ঞায় সৰ্বমভবৎ, বিজ্ঞান-
সাধ্যাত্মাৎ কৰ্ম্মকলেন তুল্যমেবেত্যনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ সৰ্বভাবস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাফলস্ত ;
অনবস্থাদোষচ—তদপ্যত্রবিজ্ঞায় সৰ্বমভবৎ, ততঃ পূৰ্বমপ্যত্রবিজ্ঞায়েতি । ন
তাবদবিজ্ঞায় সৰ্বমভবৎ, শাস্ত্রার্থ-বৈরূপ্যাদোষাৎ । ফলানিত্যত্বদোষন্তর্হি ?
নৈকোহপি দোষঃ, অর্থবিশেষোপপত্তেঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

টীকা । তদাহরিত্যাৎপদং তেন গ্রহেণ সম্বন্ধং বস্তুং বস্তুং কীৰ্ত্তয়তি—স্মৃতিতেতি । ততঃ
প্রমাণমাহ—যদুৎপত্তিঃ । তদ্বি স্মৃতিব্যাখ্যানেনৈব সৰ্বোপনিষদর্থসিদ্ধেস্তদাতিরক্তাঃ বৃথ-

ত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্ম্যতি । বিদ্যাশ্রমঃ বাখ্যাভুমিচ্ছন্তী ক্রতিঃ পুত্রিতবিদ্যাবিবক্ষিতপ্রয়ো-
জনাভিধানাথোপোদ্যাতং চিকীর্ষতি । প্রতিপাদ্যমর্থং বুভোঁ সংগৃহ্য তাদর্শোনার্থান্তরোপ-
বর্ননস্ত তথাহাং “চিন্ত্যং প্রকৃতসিদ্ধার্থামুপোদ্যাতং প্রচক্রে” ইতি দ্বায়াদিত্যর্থঃ । যদব্রহ্মবিদ্যা-
য়েত্যাদিবাক্যপ্রকাণ্ডঃ চোদ্যঃ তচ্ছব্দেনোচ্যতে, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবাদিত্যাহ—তদিতীতি ।
ব্রাহ্মণমাত্রস্ত চোদ্যকর্তৃত্বং ব্যাবর্তয়তি—ব্রহ্মোক্তি । উৎপ্রেক্ষয়া ব্রহ্মবেদনেচ্ছাবৎ
ব্যাবর্তয়িতুং তদেব বিশেষণং বিভজ্যতে—জন্মোক্তি । জন্ম চ জন্ম চ মরণং চ তেষাং
প্রবন্ধে প্রবাহে চক্রবদনবর্তনং ভ্রমণেন কৃতং যদাযাসাম্প্রকং দুঃখং, তদেবোদকং যন্মিন্নপারে
সংসারাত্ম্যে মহোদধৌ, তত্র প্রবৃত্তং তরণসাধনমিতি যাবৎ । তত্তীর্ণং তস্ত সংসারসমুদ্রস্ত
তীরং পয়ং ব্রহ্মভ্যর্থঃ । তেষাং বিবিদিষায়াঃ সাক্ষ্যার্থং তৎপ্রত্যয়ানীকে সংসারে বৈরাগ্যং
দর্শয়তি—ব্রহ্মোক্তি । নির্বোধস্ত নিরন্ধুশবঃ বারয়তি—তদ্বিলক্ষণোক্তি । উত্তরবাক্য-
ম্বতাত্য ব্যাচষ্টে—কিমিত্যাদিনা । “অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইতি প্রত্যস্তর-
মাশ্রিত্যাহ—তস্ম্যথেতি । মনুষ্যা যন্মজন্তে, তত্র বিরুদ্ধং বস্ত ভাতীতি শেষঃ । মনুষ্যা-
গ্রহণস্ত কৃত্যমাহ—মনুষ্যোক্তি । নহু দেবাদীনামপি বিদ্যাধিকারো দেবতাদিকরণ-
জ্ঞায়েন বন্ধাতে, তৎ কৃতো মনুষ্যাণামেবাধিকারজ্ঞাপনমিডাত আই—মনুষ্যা ইতি ।
বিশেষতঃ সর্বাণিসম্বাদেনেতি যাবৎ । তথাপি কিমিতি তে জ্ঞানামুক্তিং সিদ্ধবৎপ্রবর্তী-
ত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি । উভয়ত্র কর্তৃব্রহ্মণোরিতি যাবৎ ।

উত্তরবাক্যমুপাদন্তে—তস্ম্যতি । মনুষ্যাণাং মতং তচ্ছব্দার্থঃ । বস্তশব্দেন জ্ঞানং
ফলমুচ্যতে । আক্ষেপপৰ্বস্ত চোদ্যস্ত প্রবৃত্তৌ বিরোধপ্রতিভাসো হেতুরিত্যাতঃশব্দার্থঃ ।
তদব্রহ্ম পারিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নং বেতি কৃতো ব্রহ্মণি চোদ্যতে, তজ্জাহ—যস্ম্যতি ।
প্রশ্নাস্তরং কথোতি—তৎ কিমিতি । ব্রহ্ম স্বজ্ঞানমজ্ঞাসীদতিরিক্তং বেতি প্রশ্নস্ত প্রশ্নং
দর্শয়তি—যস্ম্যাদিতি । সর্বত্র বাতিরিক্তবিষয়ে জ্ঞানং প্রশ্নকং, তৎ কিং বিচারে-
ণেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্ম চেতি । “সর্বং ধরিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ ব্রহ্মণঃ সর্বাভ্যন্তরবর্ণাদতি-
রিক্তবিষয়াভাবাদাত্মনমেবাবেদিতি পুঙ্ক্ত সাবকাশ্যতৈত্যর্থঃ । কিংশকস্ত প্রশ্নার্থভ্রমুক্তা-
ক্ষেপার্থমাহ—তস্ম্যদীতি । ব্রহ্ম হি কিঞ্চিদজ্ঞাতা সর্বমভবৎ জ্ঞাতা বা ? নাছো ব্রহ্ম-
বিদ্যানর্থক্যাদিভূক্তা । দ্বিতীয়মনুবদতি—অথেতি । বরুণমন্ত্রা জ্ঞাতা ব্রহ্মণঃ সর্বা-
পরিব্রিতি বিকলোভয়ত্র সাধারণং দুষণমাহ—বিক্রান্তেনেতি । দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—
অনবহন্তে । বহিরেবাক্ষেপং পরিহর্যি—ন তাবদিতি । অজ্ঞাতত্বং ব্রহ্মণঃ সর্ব-
ভাবঃ, অজ্ঞাদাদেস্ত জ্ঞানাদিতি শাস্ত্রার্থে বৈরূপ্যম্ । ন চান্মদাদেুরপি তদন্তরেণ তত্তাবঃ,
শাস্ত্রানর্থক্যাত্ । জ্ঞানাদব্রহ্মণঃ সর্বভাবপক্ষে স্বাক্ষং দৌষমাক্ষেপ্তা আরয়তি—ফলেনেতি ।
যতোহপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম অবিদ্যাতৎকার্যাসম্বন্ধাৎ পরিচ্ছিন্নবস্তাতি, তন্নিবৃত্তোপাধিকং সর্বভাবস্ত
সাধ্যত্বং ; ন চানবস্থা, জ্ঞেয়াস্তরানলীকার্যং, নাশি ক্রিয়াবিরোধো বিষয়ত্ববস্তুরেণ বাক্যীয়বুদ্ধি-
বৃত্তৌ ক্ষুরণাদিতি পরিহরতি—নৈকোহপীতি । এতেন বিদ্যাবৈধর্ম্যমপি পরিহৃত-
মিত্যাহ—অর্থোক্ত । যদপি ব্রহ্মপরিচ্ছিন্নং নিভাসিদ্ধং, তথাপি তজ্জাবিদ্যাতৎকার্যসং-
কশত্বাৎ বিশেষস্ত জ্ঞানাদুপপত্তেন ভবৈধর্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ২ ।

ভাষ্যানুবাদ । যে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রতিপাদনের জন্য সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রের আরম্ভ, “আত্মৈতোব উপাসীত” ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাই সূত্রাকারে (সংক্ষেপে) উল্লেখিত হইয়াছে মাত্র ; এখন ক্রটি সেই সংক্ষিপ্ত কথটির ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন নির্দেশমানসে উপোদ্ঘাত (সম্বন্ধ) (১) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা কবিতোছেন—

ক্রটির ‘তং’ পদে অব্যবহিত পরবাক্যে যাহার সূচনা করা হইবে, সেই বস্তু বুঝিতে হইবে । যাহারা ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম বস্তু জানিতে ইচ্ছুক এবং জন্ম, জরা ও মরণ-প্রবাহরূপ চক্রে ভ্রমণজনিত দুঃখময় জলে পরিপূর্ণ অগার সংসার-সাগর পারের ভেলাস্বরূপ গুরু লাভ করিয়া সেই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তাহার ফল হইতে বিরক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ—নিত্য নিরতিশয় শ্রেয়োলাভে অভিলাষী, তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন ; কি বলিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা,—ব্রহ্ম অর্থ—পরমাত্মা, যে বিজ্ঞার সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহাব নাম ব্রহ্ম-বিজ্ঞা ; সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা দ্বারা সমস্ত অর্থাৎ যেরূপ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইরূপ সর্বাশ্রয়ভাব প্রাপ্ত হইব বলিয়া মনুষ্যগণ মনে করে ; যেমন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি প্রব বলিয়া মনে করে, তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতেও সর্বাশ্রয়ভাব-প্রাপ্তিরূপ ফলকেও অবশ্রয়ভাবী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে ; কারণ, বেদ-প্রামাণ্যের সম্ভাব উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ ; সুতরাং উভয় ফলই এক প্রমাণ-গম্য বলিয়া উভয়েতেই তুল্য বিশ্বাস হওয়া উচিত । মনুষ্যেরই বিশেষভাবে অধিকার জ্ঞাপনের জন্য, এখানে কেবল মনুষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে ; অভিপ্রায়

(১) তাৎপর্য্য—কোন একটি কথা বলিতে হইলেই তাহার সহিত পূর্বকথার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যিক ; নচেৎ অসম্বন্ধ বাক্য প্রলাপোক্তির দ্বারা উৎপেক্ষণীয় হয় । এরূপ সম্বন্ধ ছয় ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে ‘একটির নাম ‘উপোদ্ঘাত’ ; অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থনাত্মকূল চিন্তা ‘চিন্ত্যং একত্বসিদ্ধার্থাম্ ‘উপোদ্ঘাতং’ বিহুবৃথাঃ ’ অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়সিদ্ধির অন্তর্কূল চিন্তাকে পণ্ডিতগণ ‘উপোদ্ঘাত’ বলেন । ইতঃপূর্বে আত্মোপাসনার যে সংক্ষেপে উপদেশ করা হইয়াছে, এখন সেই কথারই অন্তর্কূল—কেন অপর্যাপ্ত সর্ববস্তুর পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মার উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণনির্দেশার্থ এই দশম ক্রটির অবতারণা করা হইতেছে ।

এই যে, বর্গাদি অভ্যাস এবং যুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়সাধনে যথু-
গণেরই বিশেষভাবে অধিকার, [অত্বেয় সেরূপ অধিকার নাই] ।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবৃদ্ধতাব লক্ষিত হইতেছে ; এইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা
করিতেছি যে, যাহার বিজ্ঞানে যথুগণ সর্বাশ্রক হইব বলিয়া মনে করিয়া
থাকে, সেই ব্রহ্ম নিজে কি বিষয় জানিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়া তিনি
সর্বাশ্রক হইয়াছেন ? শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সর্বময় ; তিনি যদি
অপর কোনও বস্তু না জানিয়াই সর্বাশ্রক হইয়া থাকেন, তবে অপরের
সম্বন্ধেও সেইরূপই হউক, ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রয়োজন কি ? আর তিনিও যদি কিছু
জানিবার পরই সর্বাশ্রক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল-
স্বরূপ সর্বাশ্রুতাব যখন বিজ্ঞান-সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তখন তাহাও
কর্মফলেরই তুল্য ; স্মৃত্যং তাহাও অনিত্য হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ অন-
বস্থা দোষও হয়,—কেন না, সেই সর্বাশ্রক ব্রহ্ম যেরূপ অল্প বস্তু অবগত হইয়া
সর্বাশ্রক হইয়াছেন, তৎপূর্ববর্তী ব্রহ্মও আবার সেইরূপই অল্প কিছু জানিয়া
—[সর্বাশ্রক হইয়াছিলেন, এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে] । আর
তিনি যে, কিছু না জানিয়াই সর্বময় হইয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না ;
কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রের তাৎপর্য দুই প্রকার কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ
কেবল আমাদের সর্বাশ্রুতাবেই অল্প বিজ্ঞানের আবশ্যক হয়, কিন্তু ব্রহ্মের
পক্ষে তাহা হয় না ; এই প্রকারে একই শাস্ত্রের দুইপ্রকার অর্থ কল্পনা
করিতে হয় । [আর যদি তিনি কিছু জানিয়াই সর্বময় হইয়া থাকেন],
তাহা হইলেও বিজ্ঞানফল সর্বাশ্রুতাবের অনিত্য হইতে পারে ; [তদন্তরে
বলিতেছেন যে,] না—এখানে ইহার একটি দোষও হয় না ; কারণ, অর্থভেদে
ইহার উপপত্তি বা সমাধান হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যদিও
নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রভাবে যে, আরোপিত অবিজ্ঞা ও
তৎকার্য্যের ধ্বংসসাধনরূপ প্রয়োজন, তাহা সেখানেও অব্যাহত রহিয়াছে,
কাজেই বিজ্ঞার নিষ্ফল দোষ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ । অহং ব্রহ্মাস্মীতি ।
তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ, তদ্যোযো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব
তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং, তদ্বৈতং পশুশ্চ মৃষির্বাদেবঃ
প্রতিপেদেহং মনুরভবৎ সূর্য্যশ্চেতি ।

তদিদমপ্যেতহি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সৰ্বং
ভবতি, তস্মৈ হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে । আত্মা হ্যেবাৎ
স ভবতি, অথ যোহন্তাং দেবতামুপাস্তেহন্তোসাবন্তোহহমস্মীতি,
ন স বেদ ; যথা পশুরেবং স দেবানাম্ । যথা হ বৈ বহবঃ
পশবো মনুষ্যঃ ভুঞ্জুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনন্ত্যে-
কস্মিন্বেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেবাং
তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যাঃ ॥ ৪৬ ॥ ১০

সন্ননাথঃ । প্রাগুক্ত্য প্রস্তত্ব প্রতিবচনমুচ্যতে “ব্রহ্ম বা” ইত্যা-
দনা ।] অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (এব) আসৌৎ ; তৎ
(ব্রহ্ম) আত্মানং (স্বমেব রূপং) অবেৎ (বিজ্ঞাতবৎ),—অহং ব্রহ্ম (বৃহত্তমং
—সৰ্বব্যাপি) আত্ম (ভবাম) ইতি ; তস্মাৎ (আত্মবিজ্ঞানাৎ) তৎ
(ব্রহ্ম) সৰ্বং (সৰ্বাত্মকম্) অভবৎ ; [কিং বহুনা,] দেবানাং মধ্যে যঃ যঃ
তৎ (ব্রহ্ম) প্রত্যবুধ্যত (জ্ঞাতবান্—আত্মবিজ্ঞানঃ লক্ষবান্), সঃ এব তৎ
(ব্রহ্ম) অভবৎ ; তথা ঋষীগাম্, তথা মনুষ্যাণাং [মধ্যেইপি যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত,
স এব তদভবৎ, ইতি সম্বন্ধঃ] । ঋষিঃ বামদেবঃ হ (ঐতিহ্যে) তৎ
এতৎ (ব্রহ্ম) পশুন্ (অশুভবন্) প্রাতপেদে (প্রতিপন্নঃ বভূব)—
অহং মনুঃ সূর্য্যঃ চ (অপি) অভবন্ ইতি । এতর্হি (ইদানীং) আপ
যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) তৎ (প্রাগুক্তং) ইদং অহং ব্রহ্ম
আত্ম’ ইতি বেদ (বিজ্ঞানাৎ), সঃ (সোইপি) ইদং (দৃশ্যমানং) সৰ্বং
(সৰ্বাত্মকং) ভবতি । দেবাঃ চ (আপ) তস্মৈ (সৰ্বভাবাপন্নস্মৈ) ‘অভূতো
(অকল্যাণায়) ন হ (নৈব) ঈশতে (সমর্থী ভবন্তি) ; [কুতঃ ?] । হ
(যস্মাৎ) সঃ (বিদ্বান্) এবাং (দেবানাং) আত্মা (অভিন্নরূপঃ) ভবতি ।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ (জনঃ) অসৌ (উপাস্তঃ দেবঃ) অঃ (যন্তঃ
পৃথক্), অহং (উপাসকঃ) অতঃ (উপাস্তাং পৃথক্) আত্ম (ভবাম),—ইতি
(এবং) অত্যাং (আত্মভিন্নাং) দেবতাম্ উপাস্তে ; সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ
(ব্রহ্ম ন জ্ঞানতি) ; [অতএব মনুষ্যাণাং] যথা পশুঃ (ভোগ্যঃ), সঃ
(অব্রহ্মবিৎ) [অপি], দেবানাং এবং (তথা ভোগ্যঃ), [অবিদ্বান্ পুরুষোইপি
পশুবৎ দেবানাং ভোগ্যঃ ভবতীতি ভাবঃ] । যথা (যদং) বহবঃ পশবঃ

(গো-মবাদয়ঃ) মনুষ্যঃ ভূগ্ন্যঃ (উপভোগং কুর্যন্তি), এষঃ (তদ্বৎ) একৈকঃ পুরুষঃ (মনুষ্যঃ) দেবান্ ভুনক্তি (তেবাং ভোগং নিষ্পাদয়তি) ; একস্মিন পশৌ আদীয়মানে (অপভ্রিয়মাণে সতি) অপ্রিয়ঃ (দুঃখঃ) ভবতি, কিমু বহু ? (বহু আদীয়মানেষু সংস্পৃ অপ্রিয়ঃ ভবতীতি কিমু বাচ্যম্ ?) তস্যাং (হেতোঃ) এষাং (দেবানাং) তৎ ন প্রিয়ম্, [কিং ?] যৎ মনুষ্যাঃ এতৎ (সর্বং ব্রহ্ম) বিজ্ঞঃ (জানীয়ুঃ) ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

‘মূলানুবাদ’। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল ; তিনি, ‘আমি হইতোছি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মাবেই জানিয়াছিলেন ; সেই কারণে তিনি সর্বাত্মক হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। বর্তমান সময়েও যে লোক এই প্রকার বুঝিতে পারে যে, ‘আমি হইতেছি—ব্রহ্মস্বরূপ’, তিনিও এই সর্বাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন ; দেবগণও তাঁহার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হন না। কারণ, তিনি এসমস্তেরই আত্মা হন ; পক্ষান্তরে, যে লোক ইহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে,—‘আমি (উপাসক) অন্য, এবং ইনি (উপাস্তও) অন্য’ এইরূপ ভেদ দৃষ্টিতে ‘অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জ্ঞানে না। মনুষ্যগণের যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু যেক্রপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগ সাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে ; একটি পশুও অপরে লইলে অথবা’ হস্তচ্যুত হইলে যখন অপ্রিয় বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত কথাই নাই ; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম। যদি কিমপি বিজ্ঞায়ৈব তদ্ব ব্রহ্ম সর্বমভবৎ,

পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ব্রহ্ম অপেদু, যস্মাৎ তৎ সৰ্বমভবদিতি । এবং সোদিত্তে সৰ্বদোষানাগন্ধিতঃ প্রতিবচনমাহ—

ব্রহ্ম অপরম্, সৰ্বভাবস্ত সাধ্যত্বোপপত্তেঃ ; ন হি পরস্ত ব্রহ্মণঃ সৰ্বভাবা-
পত্তিৰ্বিজ্ঞানসাধ্যা ; বিজ্ঞানসাধ্যাক্ষ সৰ্বভাবাপত্তিমাহ—‘তস্মাত্তৎ সৰ্বমভবৎ’
ইতি ; তস্মাদ্ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি অপরং ব্রহ্মেহ ভবিতুমৰ্হতি । ১

মনুষ্যাধিকারাদ্বা তদ্বাবৌ ব্রাহ্মণঃ স্তাৎ ; “সৰ্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মনুষ্যন্তে”
ইতি হি মনুষ্যাঃ প্রকৃতাঃ ; তেষাং চাত্মদয়নিঃশ্রেয়সসাধনে বিশেষতোহধিকার
ইত্যাশ্রম্, ন পরস্ত ব্রহ্মণো নাপ্যপরস্ত প্রজাপতেঃ । অতো দ্বৈতৈকত্বাপরব্রহ্ম-
বিজ্ঞয়া কৰ্ম্মসহিতয়া অপরব্রহ্মভাবমুপসম্পন্নো ভোজ্যাদপাবৃত্তঃ সৰ্বপ্রাপ্ত্যা
উচ্ছিন্নকামকৰ্ম্মবন্ধনঃ পরব্রহ্মভাবৌ ব্রহ্মবিজ্ঞাহেতোব্রহ্মৈত্যভিধীয়তে । দৃষ্টশ্চ
লোকেহপি ভাবিনীঃ স্মৃতিমাশ্রিত্য শব্দপ্রয়োগঃ—যথা ‘ওদনং পচতি’, ইতি ;
শাস্ত্রে চ—“পরিব্রাজকঃ সৰ্বভূতান্নমুদ্বক্ষিণাম্” ইত্যাদিঃ ; তথা হঠ—ইতি
কেচিৎ—ব্রহ্মভাবৌ পুরুষো ব্রাহ্মণ ইতি ব্যাচক্ষতে । ২

তন্ন ; সৰ্বভাবোপপত্তেরনিত্যত্বদোষাৎ । নহি সোহস্তি লোকে পরমার্থতঃ,
যো নিমিত্তবশাদ্ভাবান্তরমাপত্ততে নিত্যশ্চেতি । তথা ব্রহ্মবিজ্ঞান-নিমিত্তকতা
চেৎ সৰ্বভাবাপত্তিঃ, নিত্যা চেতি বিরুদ্ধম্ । অনিত্যত্বে চ কৰ্ম্মফলতুল্য-
তেতৃত্বো দোষঃ । ৩

অবিচ্ছারুতাসৰ্বত্বনিবৃত্তিঃ চেৎ সৰ্বভাবাপত্তিঃ ব্রহ্মবিজ্ঞাফলং মনুষ্যে,
ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যৰ্থা স্তাৎ । প্রাগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি সৰ্বৌ জন্তব্রহ্মহাৎ
নিত্যমেব সৰ্বভাবাপন্নঃ পরমার্থতঃ ; অবিজ্ঞয়া তু অব্রহ্মত্বমসৰ্বত্ব-
কাব্যারোপিতম্—যথা শুক্তিকায়ং রজতম্, ব্যোম্মি বা তলমলববাদি ;
তথেষ ব্রহ্মণি অধ্যারোপিতমাবিজ্ঞয়া অব্রহ্মত্বমসৰ্বত্বক ব্রহ্মবিজ্ঞয়া নিবৰ্ত্ততে,
ইতি মনুষ্যে যদি, তদা যুক্তম্—যৎ পরমার্থত আসীৎ পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্ত
মুখ্যার্থভূতং “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যস্মিন্ বাক্য উচ্যতে—ইতি
বক্তব্যম্ ; যথাভূতার্থবাদিত্বাদ্ বেদস্ত । ন স্থিয়ং কল্পনা যুক্তা—ব্রহ্মশব্দার্থ-
বিপরীতো ব্রহ্মভাবৌ পুরুষো ব্রহ্মৈত্যাচ্যত ইতি, শ্রুতহাশ্রুতকল্পনায়া অত্যাযা-
ত্বাৎ—মহত্তরে প্রয়োজনান্তরেহসতি । ৪

অবিচ্ছারুতব্যাতিরেকেণাব্রহ্মত্বমসৰ্বত্বক বিজ্ঞত এবেতি চেৎ ; ন ; তস্ত
ব্রহ্মবিজ্ঞয়া অপোহাহুপপত্তেঃ । ন হি কেচিৎ সাক্ষাদন্তর্ধস্তাপোত্ৰী দৃষ্টা
কত্ৰী বা ব্রহ্মবিজ্ঞা ; অবিজ্ঞায়ান্ত সৰ্বত্রেব নিবৰ্ত্তিকা দৃষ্টতে ; তথা

ইহাপি অত্রকৃত্তমসৰ্ব্বত্বকাবিজ্ঞাকৃতমেব নিবর্ত্যতাম্ ব্রহ্মবিজ্ঞা; ন হু
পারমার্থিকং বস্ত কৰ্ত্ত্বং নিবর্তয়িতুং বা অহঁতি ব্রহ্মবিজ্ঞা । তন্মাদ্ব্যর্থৈব
শ্রুতহাশ্রুতকল্পনা । ৫

ব্রহ্মণ্যবিজ্ঞানুপপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; ব্রহ্মাণ বিজ্ঞাবিধানাৎ । ন হি শুক্তি-
কায়াং রজতাধ্যারোপণেহঁতি, শুক্তিকাত্মং জ্ঞাপ্যতে—চক্ষুর্গোচরাপন্নাম্
'ইয়ং শুক্তিকা, ন রজতম্' ইতি । তথা 'সদেবেদঃ সৰ্ব্বং, ব্রহ্মৈবেদঃ সৰ্ব্বম্,
আত্মৈবেদঃ সৰ্ব্বং, নেদং দ্বৈতমস্তি অত্রক' ইতি ব্রহ্মণ্যেকত্ববিজ্ঞানং ন
বিধাতব্যম্, ব্রহ্মণ্যবিজ্ঞাধ্যারোপণায়ামসত্যাম্ । ন ক্রমঃ—শুক্তিকায়ামেব
ব্রহ্মণ্যতদ্ব্যর্থাদ্যারোপণা নাস্তীতি ; কিং তর্হি ? ন ব্রহ্ম স্বায়ত্ততদ্ব্যর্থাদ্যারোপ-
ণিমিত্তম্ অবিজ্ঞাকৰ্ত্তৃ চেতি । ভবত্বেবং—ন বিজ্ঞাকৰ্ত্তৃ ব্রাহ্মণ এক ; কিন্তু নেব
অত্রকাবিজ্ঞাকৰ্ত্তা চেতনো ব্রাহ্মোহহ ইহাং—“নাভ্যোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা”,
“নাভ্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ”, “তত্ত্বমসি”, “আত্মানমেবাবেৎ”, “অহং ব্রহ্মস্মি”,
“অভ্যোপাবভ্যোহহমস্মীতি ন স বেদ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । স্মৃতিভ্যশ্চ—“সমং
সৰ্ব্বেষু ভূতেষু”, “অহমায়ী শুদ্ধাকেশ”, “ভূনি চৈব স্বপাকে চ”, “যস্ত সৰ্ব্বাণি
ভূতানি”, “যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি” ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ । ৬

নূহেৎ শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যমিতি ; বাচ্যমেবম্, অবগতে অস্ত্বেবানর্থক্যাম্ ।
অবগমানর্থক্যমপীতি চেৎ ; ন ; অবগমনিবৃত্তেদৃষ্টত্বাৎ । তন্নিবৃত্তেরপ্যনুপ-
পত্তিরেকশ্চে ইতি চেৎ ; ন, দৃষ্টবিরোধাৎ ; দৃশ্যতে হি একত্ববিজ্ঞানাদেবানব-
গমনিবৃত্তিঃ ; দৃশ্যমানমপ্যনুপপন্নমিতি ক্রবতো দৃষ্টবিরোধঃ স্তাৎ । ন চ দৃষ্ট-
বিরোধঃ কেনচিদপ্যভূপগম্যতে ; ন চ দৃষ্টেহনুপপন্নং নাম, দৃষ্টত্বাদেব ।
দর্শনানুপপত্তিরিতি চেৎ ; তত্রাপ্যেষেব যুক্তিঃ । ৭

“পুণ্যো বৈ পুণেন কৰ্ম্মণা ভবতি ।” “তং বিজ্ঞাকৰ্ম্মণী সমধারভেতে ।”
“মন্তা বোদ্ধা কৰ্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিজ্ঞায়েভ্যঃ পর-
স্বাধিলক্ষণোহহঃ সংসারী অবগম্যতে ; তদ্বিলক্ষণশ্চ পরঃ “স এষ নেতি নেতি”
“অশনাদাদ্যতোতি” “য আত্মাপহতপাপ্যা বিজরো বিমৃত্যুঃ” “এতস্ত বা অক-
রস্ত প্রশাসনে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ; কণাণাৰ্কপাদাদিতৰ্কশাস্ত্রেণ চ সংসারি-
বিলক্ষণ জৈব উপপত্তিঃ সাধ্যতে ; সংসারত্বশাশনস্বার্থিত্বপ্রসুতিদর্শনাৎ স্মৃট-
মন্ত্রত্মীশ্বরাং সংসারিণোহবগম্যতে ; “অবাক্যানাদরঃ” “ন মে পার্থাস্তি”
ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ; “সোহষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” “তং বিদিত্বা ন
লিপ্যতে” “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” “একদৈবাতুদ্রষ্টব্যমেতৎ” “যো বা এতদকরং

গার্গ্যবিদিত্বা” “তমেব ধীরো বিজ্ঞায়” “প্রণবো ধনুঃ, শরো হ্যাস্মা, ব্রহ্ম তন্ন ক্য-
মুগতে” ইত্যাদিকৰ্ম্মকৰ্ত্ত্বনির্দেশাচ্চ ; যুযুক্ষোচ্চ গতি-মার্গবিশেষদেশোপ-
দেশাৎ ; অসতি ভেদে কস্ত কুতো গতিঃ স্তাৎ ? তদভাবে চ দক্ষিণোত্তর-
মার্গবিশেষাহুপপত্তিগন্তব্যাদেশাহুপপত্তিঃশ্চেতি ; ভিন্নস্ত তু পরস্মাদাত্মনঃ সৰ্ব-
মেতদুপপন্নম্ । ৮

কৰ্ম্ম-জ্ঞানসাধনোপদেশাচ্চ,—ভিন্নশ্চেব্রহ্মণঃ সংসারী স্তাৎ, যুক্তন্তঃ প্রত্যভ্যা-
দয়নিঃশ্রেয়সসাধনয়োঃ কৰ্ম্ম-জ্ঞানয়োরুপদেশঃ, নেশ্বরস্ত, আপ্তকামহাৎ ; তস্মাদ্
যুক্তঃ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষ উচ্যত ইতি চেৎ ;—ন, ব্রহ্মোপদেশানর্থকা-
প্রসঙ্গাৎ,—সংসারী চেৎ ব্রহ্মভাবী অব্রহ্ম সন্ বিদিত্বাত্মানমেব—অহং
ব্রহ্মস্মিতি সৰ্ব্বমভবৎ ; তস্ত সংসার্যায়াবিজ্ঞানাদেব সৰ্ব্বাত্ম্যভাবস্ত ফলস্ত
সিদ্ধহাৎ, পরব্রহ্মোপদেশস্ত ধ্রুবমানর্থকাৎ প্রাপ্তম্ ॥ ৯

তদ্বিজ্ঞানস্ত কচিৎ পুরুষার্থসাধনেহবিনিয়োগাৎ সংসারিণ এব—অহং ব্রহ্ম-
স্মিতি ব্রহ্মত্বসম্পাদনার্থ উপদেশ ইতি চেৎ ; অনিচ্ছাতে হি ব্রহ্মব্রহ্মণে কিং
সম্পাদয়েৎ—অহং ব্রহ্মস্মিতি ? নিচ্ছাতলক্ষণে হি ব্রহ্মণি শক্যা সম্পৎ কৰ্ত্ত্বম্,
ন ; “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাঙ্গম্ ।” “য আত্মা” “তৎ সত্যং
স আত্মা” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি প্রকৃত্য “তস্মাদ্ অতস্মাদাত্মনঃ”
ইতি সহস্রশো ব্রহ্মাত্মশব্দয়োঃ সামান্যাদিকরণাদেকার্থত্বমেবেত্যবগম্যতে ।
অতস্ত হি অত্র সম্পৎ ক্রিয়তে, নৈকত্বে ; “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা” ইতি চ
প্রকৃতশ্চৈব দ্রষ্টব্যস্তাত্মন একত্বং দর্শয়তি । তস্মাত্মাত্মনো ব্রহ্মত্বসম্পদুপ-
পত্তিঃ । ১০

ন চাপ্যত্রং প্রয়োজনং ব্রহ্মোপদেশস্ত গম্যতে ; “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”
“অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” “অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি” ইতি চ তদাপত্তিশ্র-
বণাৎ । সম্পত্তিশ্চেৎ, তদাপত্তিন স্তাৎ । ন হস্তাত্ম্যভাব উপপদ্যতে ।
বচনাৎ সম্পত্তেরপি তদ্ভাবাপত্তিঃ স্তাদিতি চেৎ ; ন ; সম্পত্তেঃ প্রত্যয়মাত্র-
হাৎ, বিজ্ঞানস্ত চ মিথ্যাজ্ঞাননিবৰ্ত্তকত্বব্যাঃরেক্ষণাকারকত্বমিত্যবোচ্যম্ । ন
চ বচনং বস্তনঃ সামর্থ্যজনকম্ । জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং ন কারকমিতি স্থিতিঃ ।
“স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ” ইত্যাদিবাচ্যো চ পরশ্চৈব প্রবেশ ইতি স্থিতম্ । তস্মাদ্-
ব্রহ্মেতি ন ব্রহ্মভাবি-পুরুষকল্পনা সাধ্বী । ১১

ইষ্টার্থবাধনার্থ—সৈদ্ধবখনবদনস্তরমাহমেকরসং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সৰ্ব-
স্তাহুপনিষদি প্রতিপাদয়িত্বোহর্থঃ—কাণ্ডদ্বয়েপ্যস্তেইবধারণাদবগম্যতে—

“ইত্যহুশাসনম্” “এতাবদরে খল্মতত্বম্” ইতি ; তথা সৰ্ব্বশাখোপনিষৎসু চ ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানং নিশ্চিতোহর্থঃ । তত্র যদি সংসারী ব্রহ্মণোহন্ত আত্মানমেবাবেৎ— ইতি কল্লোত, ইষ্টশ্রাবস্ত বাধনং শ্রাৎ ; তথা চ শাস্ত্রমুপক্রমোপসংহারয়োৰ্বিরোধাদসমঞ্জসং কল্পিতং শ্রাৎ । ব্যপদেশানুপপত্তেষ্চ—যদি চ “আত্মানমেবাবেৎ” ইতি সংসারী কল্লোত, ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ইতি ব্যপদেশো ন শ্রাৎ ‘আত্মানমেবাবেৎ’ ইতি ; সংসারিণ এব বেদান্তোপপত্তেঃ । ১২

• আত্মোক্তি বেষ্তুরতুদ্রুচ্য ইতি চেৎ ; ন ; “অহং ব্রহ্মস্মি” ইতি বিশেষণাৎ ; অত্মশ্চেদেষ্যঃ শ্রাৎ, ‘অয়মসৌ’ইতি বা বিশেষ্যোত, ন তু ‘অহমস্মি’ ইতি । ‘অহমস্মি’ইতি বিশেষণাৎ ‘আত্মানমেবাবেৎ’ ইতি চাবধারণাৎ নিশ্চিতম্ আত্মৈব ব্রহ্মৈত্যবগম্যতে ; তথা চ সত্যুপপন্নো ব্রহ্মবিজ্ঞাব্যপদেশঃ, নাগ্রথা সংসারিবিজ্ঞা হি অগ্রথা শ্রাৎ । ন চ ব্রহ্মত্বাব্রহ্মত্বে হেতুত্বোপপন্নে পরমার্থতঃ, তমঃপ্রকাশাবিব ভানোবিকল্পিতাৎ । ১৩

ন চোভয়নির্মিতত্বে ব্রহ্মবিদ্যোতি নিশ্চিতো ব্যপদেশো যুক্তঃ, তদা ব্রহ্মবিজ্ঞা সংসারিবিজ্ঞা চ শ্রাৎ ; ন চ বস্তুনোহর্কজ্বরভীয়ত্বং কল্পয়িতুং যুক্তম্ তবজ্ঞানবিক্কায়াম্, শ্রোতুঃ সংশয়ো হি তথা শ্রাৎ ; নিশ্চিতং চ জ্ঞানং পুরুষার্থসাধনমিষ্যতে—“যন্ত শ্রাদদ্ধা ন বিচিকিৎসান্তি” “সংশয়ায়া বিনশ্যতি” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ । অতো ন সংশয়িতো বাক্যার্থো বাচ্যঃ পরহিতার্থিনা । ১৪

ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অস্মদাদিষিব, অপেংলা—“তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সৰ্ব্বমভবৎ” ইতি—ইতি চেৎ, ন ; শাস্ত্রোপলভ্যঃ ; ন হস্মৎকরনৈয়ম্, শাস্ত্রকৃতাতু ; তস্মাচ্ছাস্ত্রশ্রায়মুপালম্ব্যঃ ; ন চ ব্রহ্মণ ইষ্টং চিকীৰ্ষুণা শাস্ত্রার্থবিপরীতকল্পনয়া স্বার্থপারতাগঃ কার্য্যঃ । ন চৈতাবতোবাক্ষমা যুক্তা ভবতঃ ; সৰ্বং হি নানাত্বঃ ব্রহ্মণি কল্পিতমেব “একৈবাহুদ্রুষ্টব্যম্” “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদিবাক্যশক্তেভ্যঃ, সৰ্ব্বো হি লোকব্যবহারো ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতো ন পরমার্থঃ সন্, ইত্যল্লমিদমুচ্যতে—ইয়মেব কল্পনা অপেশলতি । ১৫

তস্মাৎ—যৎ প্রাবিষ্টং শ্রুত্ব ব্রহ্ম, তদ ব্রহ্ম ; বৈশ্বকোহবধারণার্থঃ ; ঈদং শরীরস্থং যৎ গৃহতে, অগ্রে প্রাক্ প্রতিবোধাদপি ব্রহ্মৈবাগীৎ সৰ্ব্বক্ষেদম্ ; কিন্তু-অপ্রতিবোধাৎ ‘অব্রহ্মস্মি অসৰ্ব্বং চ’ ইত্যাত্মত্বধারণোপাৎ ‘কর্তাহং ক্রিয়াবান্, ফলানাঞ্চ ভোক্তা, স্ত্রী হুঃখী সংসারী’ ইতি চাধ্যারোপয়তি ; পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মৈব তদ্বিলক্ষণং সৰ্ব্বঞ্চ ; তৎ কথঞ্চিদাচার্য্যেণ দয়ালুনা প্রতিবোধিতং ‘নাসি

সংসারী'ইতি আত্মানমেবাবেৎ স্বাভাবিকম্, অবিজ্ঞাধ্যারোপিতবিশেষবজ্জিত-
মিত্যেব-শব্দস্তার্থঃ । ১৬

ক্ৰহি কোহসাবায়া স্বাভাবিকঃ, যমাত্মানং বিদিতবদ্ ব্রহ্ম । নহু ন স্বয়-
ত্মাত্মানম্ ; দর্শিতো হসৌ—য ইহ প্রবিশ্য প্রাণিত্যপানিত ব্যানিতি উদানিত
সমানিতীতি । নহু 'অসৌ গোঃ, অসাবশ্বঃ' ইত্যেবমসৌ বাপদিগ্ধাতে ভবতা,
নাত্মানং প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; এবং তর্হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা স আত্মেতি ।
নহুত্রাপি দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃঃ স্বরূপং ন প্রত্যক্ষং দর্শয়সি ; ন হি গমিরেব
গন্তঃ স্বরূপম্, ছিদির্কা ছেভঃ ; এবং তর্হি দৃষ্টেদ্রষ্টা, ক্রতেঃ শ্রোতা, মতেষ্মন্তা,
বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতা, স আত্মেতি । ১৭

নহু অত্র কো বিশেষো দ্রষ্টরি ? যদি দৃষ্টেদ্রষ্টা, যদি বা ষট্শ্চ দ্রষ্টা, সর্ব-
থাপি দ্রষ্টেব ; দ্রষ্টব্য এব তু ভবান্ বিশেষমাহ—দৃষ্টেদ্রষ্টেতি ; দ্রষ্টা তু যদি
দৃষ্টেঃ, যদি বা ষট্শ্চ, দ্রষ্টা দ্রষ্টেব । ন, বিশেষোপপত্তেঃ—অন্ত্যত্র বিশেষঃ, যো
দৃষ্টেদ্রষ্টা, স দৃষ্টিশ্চৈবতি, নিত্যমেব পশুতি দৃষ্টিম্, ন কদাচিদপি দৃষ্টির্ন দৃশ্যতে
দ্রষ্টা ; তত্র দ্রষ্টেদ্রষ্টা নিত্যয়া ভবিতব্যম্ ; অনিত্যা চেৎ দ্রষ্টুদৃষ্টিঃ, তত্র দৃশ্যা
বা দৃষ্টিঃ, সা কদাচিদ্র দৃশ্যেতাপি—যথা অনিত্যয়া দৃষ্ট্যা ষটাদি বস্ত । ন চ
তৎৎ দৃষ্টেদ্রষ্টা কদাচিদপি ন পশুতি দৃষ্টিম্ । ১৮

কিং যে দৃষ্টি দ্রষ্টঃ—নিত্যা অদৃশ্যা, অত্যা অনিত্যা দৃশ্যেতি ? বাচ্যম্ ; প্রসিদ্ধা
তাবদনিত্যা দৃষ্টিঃ, অন্ধানন্ধদর্শনাৎ ; নিতৈব চেৎ, সর্কোহনন্ধ এব স্তাৎ ;
দ্রষ্টুস্ত নিত্য্য দৃষ্টিঃ—“ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে” ইতি ক্রতেঃ ;
অনুমানাচ্চ—অকৃত্যপি ষটাদ্যাভাসবিষয়া স্বপ্নে দৃষ্টিরূপলভ্যতে ; সা তর্হি
ইতরদৃষ্টিনাশে ন নশুতি ; সা দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তয়া অবিপরিলুপ্তয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা
স্বরূপভূতয়া স্বয়ংজ্যোতিঃসমাখয়া ইতরামনিত্যাং দৃষ্টিং স্বপ্নাস্তবুদ্ধান্তয়ো-
র্কাসনাপ্রত্যয়রূপাং নিত্যমেব পশুন্ দৃষ্টেদ্রষ্টা ভবতি । এবঞ্চ সতি দৃষ্টিরেব
স্বরূপমস্ত অগ্নৌক্ষ্যবৎ, ন কাণাদানামিব দৃষ্টিব্যতিরিক্তোহগ্নশ্চৈতনো
দ্রষ্টা । ১৯

তৎ ব্রহ্ম আত্মানমেব নিত্যদৃগ্-রূপম্ অধ্যারোপিতানিত্যদৃষ্টাদিবজ্জিতমেব
অবেৎ বিদিতবৎ । নহু বিপ্রতিবিদ্ধং—“ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ”
ইতি ক্রতেঃ—জ্ঞাতুর্বিজ্ঞানম্ । ন ; এবং বিজ্ঞানান্ন বিপ্রতিবেধঃ ; এবং
দৃষ্টেদ্রষ্টা ইতি বিজ্ঞায়ত এব ; অজ্ঞানানপেক্ষত্বাচ্চ—নচ দ্রষ্টুর্নিত্যেব দৃষ্টিরি-
ত্যেবং বিজ্ঞাতে দ্রষ্টৃবিষয়াং দৃষ্টিমত্মানাকাজ্ঞতে ; নিবর্ততে হি দ্রষ্টৃবিষয়-

দৃষ্টাকাজ্জা, তদসম্ভবাদেব ; ন হবিষ্যমাণে বিষয়ে আকাজ্জা কস্তচিৎপভায়তে ; ন চ দৃশ্য। দৃষ্টির্দৃষ্টারং বিষয়ীকর্তৃমুৎসহতে, যতস্তামাকাজ্জেত । ন চ স্বরূপ-বিষয়াকাজ্জা স্বশ্চেব ; তস্মাদজ্ঞানাদ্যারোপণনিবৃত্তিরেব “আত্মানমেবাবেৎ” ইত্যুক্তম্, নাত্মনো বিষয়ীকরণম্ । ২০

তৎ কথমেবদিত্যাহ—অহং দৃষ্টের্দৃষ্টা আত্মা ব্রহ্মাশ্চি ভবামীতি । ব্রহ্মেতি—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ক্সত্ত্বং আত্মা অশনায়াত্তীতো নেতি নেত্যত্ম-মনসিত্যেবমাদিলক্ষণম্, তদেবাহমস্মি, নাশ্চঃ সংসারী, যথা ভবানাহ—ইতি । তস্মাদেবংবিজ্ঞানং তৎ ব্রহ্ম সর্ক্সমভবৎ—অব্রহ্মাধারোপণাপগমাৎ তৎ-কার্যাস্তাসর্ক্সত্বস্ত নিবৃত্ত্য। সর্ক্সমভবৎ । তস্মাদ্ ব্রহ্মমেব মনুষ্য। মনুষ্যে—যৎ ব্রহ্ম-বিষয়া সর্ক্সং ভবিষ্যাম ইতি । যৎ পূর্দম্—কিমু তৎ ব্রহ্মাবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্ক্সমভবদ্বিতি, তন্নির্গীতং—“ব্রহ্ম ব। ইদমগ্রাসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মামীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ক্সমভবদ্বিতি । ২১

তৎ তত্র যো যো দেবানাং মধ্যে প্রত্যবুধ্যত প্রতিবুদ্ধবান্ আত্মানং যথো-ক্তেন বিধিনা, স এব প্রতিবুদ্ধ আত্মা তদ্ব্রহ্ম অভবৎ ; তথা ঋষীগাম্, তথা মনু-জ্যাণাং চ মধ্যে । দেবাদীনামিত্যাди লোকদৃষ্ট্যাপেক্ষয়া, ন ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যোচ্চাতে ; “পুরঃ পুরুষ আবিশৎ” ইতি সর্ক্সত্র ব্রহ্মৈবাহুঃ প্রতিষ্টেমিত্যাবোচাম । অতঃ শরীরাদ্যাপাধিজানিত-লোকদৃষ্ট্যাপেক্ষয়া দেবানামিত্যাহ্যোচ্চাতে ; পরমার্থতস্ত তত্র তত্র ব্রহ্মৈবাগ্র আসীৎ প্রাক্ প্রতিবোধোৎ দেবাদিশরীরেভ্যস্তথৈব বিভাব্যমানম্, তদাত্মানমেবাবেৎ, তথৈব চ সর্ক্সমভবৎ । ২২

‘অত্মা ব্রহ্ম-বিষয়াঃ সর্ক্সভাবাপত্তিঃ ফলমিত্যেতস্তার্থস্ত জটিলে মজ্জানুদা-হরতি ঞ্চতিঃ । কথম্ ?—তদ্ব্রহ্ম এতদাত্মানমেব অহমস্মীতি পশুন্ এতস্মা-দেব ব্রহ্মণো দর্শনাদ্ ঋষীর্ক্সাদেবাধ্যঃ প্রতিপেদে হ প্রতিপন্নবান্ কিল । স এতস্মিন্ ব্রহ্মাদর্শনেহবস্থিত এতান্ মজ্জান্ দদর্শ—অহং মনুরভবঃ সূর্য্য-শ্চেত্যাদীন । তদেতদ্ব্রহ্ম পশুন্ন্বিতি ব্রহ্মবিজ্ঞা পরামুশ্রতে ; অহং মনুরভবঃ সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা সর্ক্সভাবাপত্তিং ব্রহ্ম-বিজ্ঞাফলঃ পরামুশ্রতি ; পশুন্ সর্ক্সাত্ম-ভাবং ফলং প্রতিপেদে, ইত্যস্মাৎ প্রয়োগাদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞাসহায়সাধনসাধ্যং মোক্ষং দর্শয়তি—ভুঞ্জানন্তুপাতীতি যৎ । ২৩

সেয়ং ব্রহ্ম-বিজ্ঞা সর্ক্সভাবাপত্তিরাসীদ্বহতাং দেবানাং বীৰ্য্যাতিশয়াৎ, নেনানীমৈদংযুগীনানাম্, বিশেষতো মনুজ্যাণাম্, অন্নবীৰ্য্যাসাৎ ; ইতি স্তাৎ কস্তচিৎকুঃ, তদ্ব্যাপনায়াহ—তদিদং প্রকৃতং ব্রহ্ম যৎ সর্ক্সভূতাম্প্রবিষ্টঃ

দৃষ্টিক্রিয়াদিলজন্ম, এতর্হি এতন্নিয়পি বর্তমানকালে, যঃ কশ্চিৎস্বানুভবাহোৎ-
সুক্য আত্মানমেব এবং বেদ অহং ব্রহ্মস্মীতি—অপোহোপাধিজনিতভ্রান্তিবিজ্ঞা-
নাধ্যারোপিতান্ বিশেষান্ সংসারধর্ম্মানাংগন্ধিতমনস্তরমবাহুং ব্রহ্মবাহমস্মি
কেবলমিতি, সঃ অবিজ্ঞাতাসর্ব্বত্নিবৃত্তেঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিদং সর্ব্বং ভবতি । ন
মহাবীর্য্যেযু বামদেবাদিযু বীনবীর্য্যেযু বা বার্তমানিকেযু মহুগ্নেযু ব্রহ্মণো
বিশেষঃ তদ্বিজ্ঞানস্ত বাস্তি । বার্তমানিকেযু পুরুষেযু তু ব্রহ্মবিজ্ঞাতলেহনৈকান্তি-
কতা শক্যতে, ইত্যত আহ—তস্ত হ ব্রহ্মবিজ্ঞাতুর্য়ধোক্তেন বিধিনা, দেবা
মহাবীর্য্যঃ, চন অপি, অভূতৌ। অভবনায় ব্রহ্ম-সর্ব্বভাবস্ত দেশতে ন
পর্য্যাপ্তাঃ; কিয়ুতাত্বে । ২৪

ব্রহ্মবিজ্ঞাতলপ্রাপ্তৌ বিঘ্নকরণে দেবাদয় ঈশত ইতি কা শক্য ? ইতি,
উচ্যতে—দেবাদীন্ প্রতি ঋণবস্তাং মর্ত্তানাম্; “ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিত্যঃ,
যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ” ইতি হি জায়মানমেব ঋণবস্তং পুরুষং
দর্শয়তি ঋতিঃ; পশুনিদর্শনাচ্—“অথো অয়ং বা...” ইত্যাদিলোকক্ৰতেশ্চ
আত্মনো বৃত্তিপরিপিপলয়িষয়া অধমর্ণানিব দেবাঃ পরতন্তান্ মহুগ্নান্ প্রতি
অমৃতত্বপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নঃ কুযুরিতি ত্রায্যৈবৈবা শক্য । ২৫

অপশূন্ অশরীরান্ চ ব্রহ্মন্ত দেবাঃ; মহন্তরাং হি বৃত্তিঃ কর্ম্মাধীনাং
দর্শয়িষ্যতি দেবাদীনাম্—বহুপশুসমতয়ৈকৈকস্ত পুরুষস্ত; “তস্মাদেবাং তন্ন
প্রিয়ন্, যদেতৎ মহুগ্না বিদ্যাঃ” ইতি হি বক্ষ্যতি; “যথা হ বৈ স্বায় লোকায়া-
রিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্তরিষ্টিমিচ্ছন্তি” ইতি চ; ব্রহ্মবিদে
পারার্থানিবৃত্তেন অলোকত্বং পশুত্বকোভ্যপ্রায়োহপ্রিয়ারিষ্টিবচনাত্ম্যমব-
গম্যতে; তস্মাদ্ভ্রহ্মবিদৌ ব্রহ্মবিজ্ঞাতলপ্রাপ্তিং প্রতি কুযুরেব বিঘ্নং দেবাঃ,
প্রভাববস্তৃশ্চ হি তে । ২৬

নহেবং সতি অত্মানপি কর্ম্মফলপ্রাপ্তিযু দেবানাং বিঘ্নকরণং পেষ-পান-
সমম্; হস্ত তর্হি অবিপ্রজ্ঞোহভ্যদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনানুষ্ঠানেযু; তথা ঈশ্বরস্তুচিন্তা-
শক্তিহাৎ বিঘ্নকরণে প্রভুত্বম্; তথা কালকর্ম্মমদ্বৌষধিতপসাম্; এবাং হি
ফলসম্পত্তি-বিপত্তিহেতুত্বং শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্; অতোহপ্যানাখাসঃ শাস্ত্রার্থা-
নুষ্ঠানে । ন; সর্ব্বপদার্থানাং নিয়তনিমিত্তোপাদানাত্, জগদৈচিত্র্যদর্শনাচ্,
অভাবপক্ষে চ তদুভয়াহপগন্তেঃ, সুখদুঃখাদিফলনিমিত্তং কর্ম্মেত্যেতন্নি পক্ষে
স্থিতে বেদম্বুতি-ভ্রায়-লোকপরিগৃহীতে, দেবেশ্বরকালান্তাবৎ ন কর্ম্মফল-
বিপর্য্যাসকর্ত্তারঃ, কর্ম্মণাং কাঙ্ক্ষিতকারকত্বাৎ—কর্ম্ম হি শুভাশুভং পুরুষাণাং

দৈবকালেঋতাদিকারকমনপেক্ষা নাশ্বানং প্রতিপত্তিতে, লক্ষ্যকর্মণি ফলদানেহসমর্থম্, ক্রিয়ায়া হি কারকাত্মনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যাৎ; তন্মাৎ ক্রিয়াতুগুণা হি দৈবেঋতাদয় ইতি কর্মসু তাবয় ফলপ্রাপ্তিং প্রত্যাবিস্তস্তঃ । ২৭

কর্মণামপ্যোবাৎ বশাহুগতং কচিৎ, স্বসামর্থ্যস্তাপ্রণোক্তত্বাৎ । কর্মকাল-দৈবদ্রব্যাদিশ্চভাবানাং গুণপ্রধানভাবস্থনিয়তো দুর্কিঞ্জেয়শ্চেতি তৎকৃত্তো মোহো^{*} লোকস্ত—কর্মেব কারকং নাহুৎ ফলপ্রাপ্তাবিতি কেচিৎ; দৈবমেবেত্যপরে; কাল ইত্যেকৈ; দ্রব্যাদিশ্চভাব ইতি কেচিৎ; সর্ব এতে সংহতা এবৈত্যপরে । তত্র কর্মণঃ প্রাধাত্মমঙ্গীকৃত্য বেদস্থতিবাদাঃ “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন” ইত্যাদয়ঃ । যত্বেপ্যোবাৎ স্ববিষয়ে কস্তচিৎ প্রাধা-
ত্বোক্তবৎ, ইতরেবাং তৎকালীনপ্রাধাত্মশক্তিস্তত্ত্বং, তথাপি ন কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তিং প্রতি অনৈকান্তিকত্বম্, শাস্ত্রত্যাগনির্দ্বারিতত্বাৎ কর্মপ্রাধাত্মম্ । ২৮

ন; অগ্নিপগমমাত্রাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলম্,—যত্নতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলং প্রতি দেবা বিদ্বৎ কুর্য্যুরিতি, তত্র ন দেবানাং বিদ্বৎকরণে সামর্থ্যম্; কস্মাৎ? বিদ্বাকালানন্তরিতত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলম্; কথম্; যথা লোকে দ্রষ্টৃশ্চক্ষুঃ আলোকেন সংযোগে যৎকালঃ, তৎকাল এব রূপাভিব্যক্তিঃ, এষমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালম্, তৎকাল এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিবোভাবঃ স্তাৎ; অতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকাব্যানুপপত্তেঃ, প্রদীপ ইব তমঃকার্য্যম্; তৎ কেন কস্ত বিদ্বৎ কুর্যাদেবাঃ—যত্রাত্মস্বমেব দেবানাং ব্রহ্মবিদঃ । ২৯

* তদেতদাহ—আত্মা স্বরূপং ধ্যেয়ম্ যত্নৎ সর্বশাস্ত্রৈর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, হি যন্মাৎ এবাং দেবানাং স ব্রহ্মবিদ ভবতি—ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেবাবিদ্যামাত্রব্যবধানা-
পগম্যাৎ শুক্তিকার্য্য ইব রক্ততাভাসায়াঃ শুক্তিকাস্বমিত্যবোচাম । অতো নাশ্বানং প্রতিকূলত্বে দেবানাং প্রযত্নঃ সম্ভবতি । যস্ত হি অনাত্মভূতং ফলং দেশকালনিমিত্তান্তরিতম্, তত্রানাত্মবিষয়ে সফলঃ প্রযত্নো বিদ্বাচরণায় দেবানাম্; ন ত্বিহ বিদ্বাসমকাল আত্মভূতে দেশকালনিমিত্তানন্তরিতে, অবসরানুপপত্তেঃ । ৩০

এবং তর্হি বিদ্বাপ্রত্যয়সম্ব্যতাবাৎ বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনা-
দন্ত্য এবাত্মপ্রত্যয়োহবিদ্যানিবর্তকঃ, ন তু পূর্ব ইতি । ন; প্রথমেনানৈ-
কান্তিকত্বাৎ—যদি হি প্রথম আত্মবিষয়ঃ প্রত্যয়োহবিদ্যাঃ ন নিবর্তয়তি,
তথাস্ত্যোহপি, তুল্যবিষয়ত্বাৎ । এবং তর্হি সম্ব্যতোহবিদ্যানিবর্তকঃ, ন নিচ্ছিন্ন

ইতি । ন ; জীবনাদৌ সতি সন্তত্যুপপত্তেঃ—ন হি জীবনাদিহেতুকে প্রত্যয়ে সতি বিজ্ঞাপ্রত্যয়সন্ততিরূপপদ্যতে; বিরোধেৎ । অথ জীবনাদিপ্রত্যয়তিরস্করণেনৈব আ মরণান্তাৎ বিজ্ঞাসন্ততিরিতি চেৎ ; ন ; প্রত্যয়েয়ন্তাসন্তানানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থানবধারণদোষাৎ—ইয়তাং প্রত্যয়ানাং সন্ততিরবিজ্ঞায়া নিবর্ত্তিকৈত্যানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থো নাবদ্রিয়েত ; তচ্চানিষ্টম্ । সন্ততিমাত্রস্বৈবধারণিত এবেতি চেৎ ; ন ; আগন্তয়োরবিশেষাৎ—প্রথমা বিজ্ঞা-প্রত্যয়সন্ততিঃ মরণ-কালান্তা বেতি বিশেষাভাবাৎ, আগন্তয়োঃ প্রত্যয়য়োঃ পূর্ব্বোক্তৌ দোষৌ প্রসজ্যাতাম্ । এবং তর্হি অনিবর্ত্তক এবেতি চেৎ ; ন ; “তদ্বাস্তৎ সর্ব্বমভবৎ” ইতি ক্রতেঃ, “ভিত্ততে হৃদয়গ্রহিঃ” “তত্র কো মোহঃ” ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চ । ৩১

অর্থবাদ ইতি চেৎ ; ন : সর্ব্বশাখোপনিষদামর্থবাদপ্রসঙ্গাৎ ; এতাবম্মাত্রার্থোপকীর্ণা হি সর্ব্বশাখোপনিষদঃ । প্রত্যক্ষপ্রমিতাস্ত্রবিষয়ত্বাদস্বৈবেতি চেৎ ; ন ; উক্তপরিহারত্বাৎ—অবিজ্ঞানশোকমোহভয়াদিদোষনিবৃত্তে: প্রত্যক্ষ-ত্বাদিতি চোক্ত: পরিহার: । তদ্বাদাত্ত: অস্ত্য: সন্তত: অসন্ততশ্চ—ইত্যচোক্ত-মেতৎ ; অবিজ্ঞাদিদোষনিবৃত্তিফলাবসানত্বাভিচ্ছায়াঃ—য এবাবিজ্ঞাদিদোষ-নিবৃত্তিফলরূপপ্রত্যয়: আগন্ত: অস্ত্য: সন্তত: অসন্ততো বা, স এব বিজ্ঞেত্যভ্যুপ-গমাৎ ন চোক্তস্তাবতারগন্ধোহপ্যস্তি । ৩২

যন্তু ক্তং বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যায়োশ্চ দর্শনাদিতি ; ন ; তচ্ছেষস্থিতিহেতু-ত্বাৎ—যেন কর্ম্মণা শরীরমারকং তৎ, বিপরীতপ্রত্যয়দোষনিমিত্তত্বাস্ত্র তথাভূত-শ্চৈব বিপরীতপ্রত্যয়দোষসংযুক্তস্ত ফলদানে সামর্থ্যম্, ইতি যাবচ্ছরীরপাতঃ, তাবৎ ফলোপভোগান্তয়া বিপরীতপ্রত্যয়ঃ রাগাদিদোষঞ্চ তাবম্মাত্রমাক্ষি-পত্যেব-যুক্তেনুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাত্তেতুকস্য কর্ম্মণ: । তেন ন তস্য নিবর্ত্তিকা বিজ্ঞা, অবিরোধেৎ ; কিং তর্হি ? স্বাশ্রয়াদেব স্বাস্ত্রবিরোধি অবিজ্ঞাকার্য্যং বহুংপিংসু, তন্নিরুণদ্ধি, অনাগতত্বাৎ ; অতীতং হি ইতরং । ৩৩

কিঞ্চ, নচ বিপরীতপ্রত্যয়ো বিজ্ঞাবত উৎপত্ততে, নির্কিয়ত্বাৎ—অনবধৃত-বিষয়বিশেষস্বরূপং হি সামান্যমাত্রমাপ্রিত্য বিপরীতপ্রত্যয় উৎপত্তমান উৎ-পত্ততে, যথা—গুক্তিকার্য্যং রজতমিতি । স চ বিষয়বিশেষাবধারণবতোহশেষ-বিপরীতপ্রত্যয়াশ্রয়স্যোপমর্দিতত্বাৎ ন পূর্ব্ববৎ সন্তবতি, গুক্তিকাদৌ সমাক-প্রত্যয়োৎপত্তৌ পুনরদর্শনাৎ । ৩৪

কচিৎ তু বিজ্ঞায়া: পূর্ব্বোৎপন্নবিপরীতপ্রত্যয়জনিতসংস্কারেভ্যো বিপরীত-

প্রত্যাবতাসাঃ স্মৃতয়ো জায়মানাঃ বিপরীতপ্রত্যয়ভ্রান্তিমকস্যাং কুর্ন্তুস্তি ; যথা—
বিজ্ঞাতদ্বিগ্ণবিভাগস্তাপি অকস্মাদ্বিগ্ণার্থায়ব্রহ্মণঃ । সম্যগ্জ্ঞানবতোহপি চেৎ
পূর্ববদ্বিপরীতপ্রত্যয় উৎপত্ততে, সম্যগ্জ্ঞানেহ্যবিব্রজ্যন্তাং শাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাদৌ
প্রবৃত্তিরসমঞ্জসা স্তাৎ, সর্বঞ্চ প্রমাণমপ্রমাণং সম্পত্ততে ; প্রমাণাপ্রমাণয়ো-
র্কিংশেদ্বাহুপপত্তেঃ । এতেন সম্যগ্জ্ঞানানন্তরমেব শরীরপাতাভাবঃ কস্যাৎ ?—
ইত্যেতৎ পরিহৃতম্ । ৩৫

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগুর্দ্ধং তৎকাল-জন্মান্তরসঙ্কিতানাঞ্চ কর্মণামপ্রবৃত্তফলানং
বিনাশঃ সিন্দো ভবতি, ফলপ্রাপ্তিবিঘ্ননিষেধশ্চতেরেব ; “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কস্মাণি”,
“তস্ত্য তাবদেব চিরম্”, “সর্বৈ পাপু্যানঃ প্রদুয়ন্তে,” “তং বিদিত্বা ন লিপ্যাতে
কস্মণা পাপকেন,” “এতম্ হৈষ্টবতে ন তরতঃ,” “নৈনং কৃতাক্রতে তপতঃ,” “এতৎ
হ বাব ন তপতি,” “ন বিভেতি কৃতশ্চন” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্যচ ; “জ্ঞানায়িঃ
সর্বকস্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে” ইত্যাদিস্মৃতিভাষ্যচ । ৩৬

যতু ঋগৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি, তন্ম, অবিজ্ঞাবিব্রজ্যন্তাং,—অবিজ্ঞাবান্ হি ঋগী,
তস্ত্য কর্তৃত্বাদ্ভ্যুপপত্তেঃ ; “যত্র বাহুদ্বিগ্ণ স্তাত্তত্রাত্তোহিত্যং পশ্বেৎ” ইতি হি বক্ষ্যতি
—অনন্তং সত্ত্বস্ত আত্মাত্ম, যত্রোবিজ্ঞায়্য সত্যামজ্ঞাদিব স্তাৎ, তিমিরকৃতদ্বিতীয়-
চক্রবৎ ; তত্রোবিজ্ঞাকৃতানেককারকপেঞ্চং দর্শনাদি কর্ম তৎকৃতং ফলঞ্চ
দর্শয়তি—তত্রাত্তোহিত্যং পশ্বেদিত্যাদিনা ; যত্র পুনরবিজ্ঞায়্য সত্যামবিজ্ঞা-
কৃতানেককৃতম্ প্রহাণম্, “তৎ কেন কং পশ্বেৎ” ইতি কর্মাসম্ভবং দর্শয়তি ।
তস্মাদবিজ্ঞাবিব্রজ্যন্ত এব ঋগিষ্ম, কর্মসম্ভবাৎ, নেতরত্র । এতচ্চোক্তরত্র
ব্যাচিখ্যাসিষ্যমাত্মৈণরেব বাটেক্যর্কিন্তরেণ প্রদর্শয়িত্বাম্ । ৩৭

তদ্বথেষ্টেব তাবৎ—অথ যঃ কশ্চিদব্রহ্মবিৎ অস্ত্যাম্ আত্মনো ব্যতিরিক্তাং
যাং কাঞ্চিদেবতাম্ উপাস্তে— স্ততিনমস্কারযোগবল্ল্যপহারপ্রাণধানধানাদিনা উপ-
আস্তে—তস্ত্য গুণভাবমূপগম্য আস্তে—অস্তোহসাবনায়া মত্তঃ পৃথক্, অস্তোহহ-
মস্মাধিকৃতঃ, মস্মাষ্টৈ ঋগিবৎ প্রতিকর্তব্যম্—ইত্যেবং প্রত্যয়ঃ সন্ উপাস্তে, ন স
ইখংপ্রত্যয়ঃ বেদ বিজ্ঞানাতি তবম্ । ন স কেবলমেবভূতোহবিষান্ অবিজ্ঞাদি-
দোষবান্বেব, কিং তর্হি, যথা পশুর্গবাদিঃ বাহনদোহনাভ্যুপকারৈরুপভূজ্যতে,
এবং স ইজ্যাত্তনেকোপকারৈরুপভোক্তব্যত্যাৎ একৈকেন দেবাদীনাম্ ; অতঃ
পশুরিব সর্কার্থেযু কর্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ । ৩৮

এতন্ত হি অবিদুষো বর্ণাপ্রমাদিপ্রবিভাগবতোহধিকৃতস্ত্য কর্মণো বিজ্ঞা-
সহিতস্ত কেবলস্ত চ শাস্ত্রোক্তস্ত্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিকো ব্রহ্মাস্ত উৎকর্ষঃ ;

শাস্ত্রোক্তবিপরীতস্ত চ স্বাভাবিকস্ত কার্য্যং মনুষ্যাদিক এব স্বাবরাস্তোহপ-
কৰ্ষঃ ; যথা চৈতৎ, তথা “অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যামঃ
কুৎস্নেনৈবাধ্যায়শেষেণ । বিভায়াশ্চ কার্য্যং সৰ্ব্বাশ্চভাবাপত্তিরিত্যেতৎ
সংক্ষেপতো দর্শিতম্ । সৰ্ব্বা হীয়মুপনিষৎ বিভাবিভাবিভাগপ্রদর্শনেনৈবোপ-
ক্ষীণা । যথা চৈবোহর্থঃ কুৎস্নস্ত শাস্ত্রস্ত, তথা প্রদর্শয়িত্বামঃ । ৩৯

তস্মাদেবম্, তস্মাদবিজ্ঞাবস্তং পুরুষং প্রতি দেবা ঈশতে এব বিদ্যাং কৰ্ত্ত্বম্
অনুগ্রহঞ্চ, ইত্যেতদর্শয়তি—যথা হ টৈব লোকে বহবো গোহৃষাদয়ঃ পশবঃ
মনুষ্যাঃ স্বামিনমাত্মনঃ বা অধিষ্ঠাতারং ভূজ্যাঃ পালয়েয়ুঃ, এবং বহুপশুস্থানীয়
একৈকোহবিধান পুরুষো দেবান্,—দেবানিতি পিত্রাহুপলক্ষণার্থম্,—ভূনজি
পালয়তীতি—ইমে ইন্দ্রাদয়ঃ অগ্নে মত্তঃ মমেশিতারঃ, ভূত্যা ইবাঃমেষাং
স্ততিনমক্ষারৈজ্যাদিনারাধনং কৃষাভ্যাদয়ং নিঃশ্রেয়সঞ্চ তৎপ্রভং ফলং প্রাপ্স্যা-
মীত্যেবমভিসন্ধিঃ । ৪০

তত্র লোকে বহুপশুমতো যথা একস্মিন্বেব পশাবাদীয়মানে ব্যাঘ্রাদিনা
অপহ্রিয়মাণে মহদপ্রিয়ং ভবতি, তথা বহুপশুস্থানীয়ে একস্মিন্ পুরুষে পশুভাবাৎ
ব্যুত্তিষ্ঠতি অগ্নিরং ভবতীতি কিং চিত্রং দেবানাম্, বহুপশুপহরণ ইব
কুটুদ্ভিনং । তস্মাদেবাং দেবানাং তন্ন প্রিয়ম্ ; কিং তৎ ? যদেতদ্ ব্রহ্মা-
তত্ত্বং কথঞ্চন মনুষ্যা বিদ্যাঃ বিজ্ঞানীয়ুঃ । তথা চ স্বরণমনুগীতানু ভগবতো
ব্যাসস্ত—

“ক্রিয়াবুদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাহৃতঃ ।

ন চৈতদিদৃষ্টং দেবানাং মৰ্ত্ত্যৈরুপরি বর্তনম্ ॥” ইতি ।

অতো দেবাঃ পশনিব ব্যাঘ্রাদিভ্যাঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানাচ্চ বিদ্যমাচিকীৰ্ষন্তি—
অনুদুপভোগ্যবাৎ মা ব্যুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি । যং তু যুয়োচয়িত্বাস্তি, তং শ্রদ্ধাদিভির্হো-
ক্ষ্যন্তি, বিপরীতমশ্রদ্ধাদিভিঃ । তস্মান্মনুজুর্দেবারাধনপারঃ শ্রদ্ধাভক্তিপারঃ
এণেয়োহপ্রমাদী স্তাৎ বিজ্ঞাপ্রাপ্তিঃ প্রতি বিজ্ঞাং প্রতীতি বা, কাকৈতৎ
প্রদর্শিতং ভবতি দেবাঃপ্রিয়বাক্যেন ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

টীকা । ইদানীং প্রশ্নমনস্ত তদ্বক্তব্যেন ব্রহ্মত্যাগিচ্ছতিমবগারহতি—যদীত্যাদিনা ।
তত্র ব্যুত্তিষ্ঠত্যং মতাম্বাসায়েণ ব্রহ্মণকার্য্যমাহ—ব্রহ্মেতি । তস্ত পরিক্ষিন্নবাক্যত্বেন সৰ্ব্ব-
ভাবস্তাধ্যাত্মসত্ত্ববাস্তি হেতুমাহ—অকর্ত্তব্যবাস্তেতি । সিদ্ধান্তে যথোক্তহেতুপত্তিঃ
দোষমাহ—ন ইতীতি । সা তর্হি বিজ্ঞানসাধ্যা মা ভূমিত্যত আহ—বিজ্ঞানেনেতি । ১

হিরণ্যগর্ভস্ত নোপদেশজন্তজ্ঞানাব্রহ্মভাবঃ ‘সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্’ ইতি স্মৃতে: স্বাভাবিক-

জ্ঞানবদ্বাং, তন্মাস্তৎসর্গমভবদ্বিতি চোপদেশাধীনবীসাখ্যোঃসৌ ক্ষতঃ; ন চাসীদিত্যতীত-
কালাবচ্ছেদস্থিকালে তস্মিন্ বুধ্যতে । সমবর্ততেতি চ জ্ঞানমাত্রং ক্ষয়তে । কালাত্মকে তৎ-
স্বকৃত্য স্বাশ্রয়পর্যাহতদ্বাং মনুষ্যাণাং প্রকৃতদ্বাচ্চ নাপরং ব্রহ্মে ব্রহ্মশব্দমিত্যপরিতোষাৎ-
বৃত্তিকারমতং হিঙ্গা ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষো নির্দিষ্টত ইতি ভর্তৃপ্রপঞ্চোক্তিমাপ্রিত্যা
তদ্ব্যতীতমাহ—মনুষ্যোতি । যদেব প্রপঞ্চয়তি—সর্বমিত্যাদিনা । তেতৈকত্বং সর্ব-
জগদাত্মকমপরং হিরণ্যগর্ভাখং ব্রহ্ম, তস্মিন্ বিদ্যা হিরণ্যগর্ভোহমিত্যাংগ্রাহোপাস্তিঃ তয়া
সমুচ্চিতয়া তত্ত্বাবগিষ্টৈবোপগতো হিরণ্যগর্ভপদে যন্তোজ্ঞা ততোহপি দেবদর্শনাদ্বিরক্তঃ
সর্বকক্ষণলপাণ্ড্য নিবৃত্তকামাদিনিগড়ঃ সাধ্যাস্তবাতাবাদ্বিত্যামেবার্হয়মানস্তবশাদব্রহ্মভাবী
জীবোহস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্মশব্দার্থ ইতি স্মৃতিমাহ—অত ইতি । কথং ব্রহ্মভাবিনি জীবো
ব্রহ্মশব্দস্ত প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টশেষতি । আদিশব্দেন ‘গৃহস্থঃ সদ্গুণী ভাষ্যাং বিন্ধেত’
ইত্যাদি গৃহ্যতে । ইহেতি প্রকৃতবাক্যকল্পনম্ । ৩

ভর্তৃপ্রপঞ্চব্যাপ্যনং দুষয়তি—তস্মেতি । ব্রহ্মশব্দেন পরম্বাদার্থান্তরস্ত গ্রহে তস্ত সর্ব-
ভাবাপত্তেঃ সাধ্যাত্মদনিত্যাপত্তেন তদ্ব্যতীতমিত্যর্থঃ । সাধ্যাত্মপি মোক্ষস্ত নিত্য-
মানন্ধ্যা, যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি জ্ঞানমাপ্রিত্যা—ন হীতি । সাধ্যাত্মজ্ঞায়ং প্রকৃতে
যোজয়তি—তথ্যেতি । তবত্ব সর্বভাবাপত্তেঃনিত্যত্বং, কা হানিত্যত্বাহ—অনিত্যত্বেন
চেতি । ৩

কিঞ্চ, জীবস্তাব্রহ্মত্বং তবাবিত্যাকৃতং পারমার্থিকং বেতি বিকল্যাণ্ডমনুজ দুষয়তি—
অবিদ্যারূপেতি । তত্রাত্মবাদভাগং বিভলতে—প্রাপ্তিত্যাদিনা । ব্রহ্মভাবিপুরুষ-
কল্পনা ব্যর্থত্বাত্তং ব্যক্তিকরোতি—তদেতি । তস্মিন্ পক্ষে যদব্রহ্মজ্ঞানংপূর্বমপি পর-
মার্থতঃ পরং ব্রহ্মাসীতদেব প্রকৃতে বাক্যে ব্রহ্মশব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং বক্তং, তন্নি ব্রহ্মশব্দস্ত
মুখ্যমালম্বনমিতি যোজন্য । গোষ্ঠার্থীক ইতিবদমুখ্যার্থোহপি ব্রহ্মশব্দো নির্বহতীত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যথ্যেতি । নিরতিময়মহত্ত্বসম্পন্নং বস্ত্র ব্রহ্মশব্দেন ক্ষতম্, অক্ষতস্ত ব্রহ্মভাবী পুরুষঃ,
ক্ষতহীনা অক্ষতকল্পনা ন জায়তী : তন্মাস্তৎকল্পনা ন যুক্তেতি ব্যাবর্ত্যমাহ—ন হীতি ।

অগ্নিবধীতেহনুবাচমিত্যাদৌ ক্ষতহাত্মা অক্ষতোপাদানং দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—মহত্তর-
ইতি । তত্রাগ্নিশব্দস্ত মুখ্যার্থেহে সত্যবিত্যভিধানানুপপত্ত্যা বাক্যার্থাসিদ্ধেত্ত্বজ্ঞানে প্রয়ো-
জনে ক্ষতমপি তিহা অক্ষতং গৃহ্যেত, প্রকৃতে ভ্রমতি প্রযোজনবিশেষে ক্ষতহাত্মাদিন যুক্তি-
মতীত্যর্থঃ । মনুষ্যাধিকারঃ নির্বোদঃ ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেষ্যাশঙ্ক্যাহ মহত্তরবিশেষণম্ ।
যদব্রহ্মবিদ্যয়েতি পরম্পরি তুল্যমধিকৃতত্বং, তস্ত চাবিত্যাশঙ্ক্যাহবিকারিত্বমবিকল্পিত্যগ্রো
স্বীকৃতিবিশয়ীতি ভাবঃ । ৪

দ্বিতীয়ঃ কল্পমুখ্যপয়তি—অবিদ্যোতি । ব্রহ্মবিদ্যাবৈষয়্যপ্রসঙ্গানুগ্ৰহমিতি দুষয়তি—
ন তস্মেতি । অনুপপত্তিম্বেব সাধয়তি—নহীতি । সাক্ষাদারোপমন্তরেণেতি
ষাৎ । বস্ত্রধর্মস্ত পরমার্থভূতস্ত পদার্থস্তে গর্ভঃ । বিদ্যাযান্তর্হি কথমর্থবদ্বং, তত্রাহ—
অবিদ্যামাস্তি । সর্বত্র শুভ্যাশাবতি ষাৎ । বিমতমবিদ্যাত্মকং বিদ্যানিবর্ত্তাদ্বাং
ব্রহ্মতাদিবিদিত্যাংপ্রত্য দাষ্টান্তিকমাহ—তথ্যেতি । বিমতং ন কারকং বিদ্যাভাৎ শুভি-

বিদ্যাবদিত্যাশয়েনাহ—নশ্চিতি । অবক্ষত্বাদেবোক্তবদ্যাবোগাদযুক্ত্য । ব্রহ্মভাবিপুরুষ-
কল্পনেভূপসংহরতি—তস্মাদিতি । ৫

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানিবৃত্তিবিদ্যাকলমিত্যত্র চোদয়তি—ব্রহ্মণীতি । ন হি সৰ্ব্বক্ষে প্রকটশক-
রসে ব্রহ্মণ্যজ্ঞানমাদিত্যে ভবোবদুপগমমিতি ভাবঃ । তত্ত্বাজ্ঞাতত্বমজ্ঞত্বং বাক্ষ্যতে ? নাহুঃ,
ইত্যাহ—ন ব্রহ্মণীতি । ন হি তত্ত্বমণীতি বিদ্যাবিধানঃ বিজ্ঞাতে ব্রহ্মণি যুক্তং, পিষ্ট-
পিষ্টপ্রসঙ্গঃ । অতস্তদজ্ঞাতমেষ্টব্যমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মাষ্টক্যমজ্ঞাতং শাস্ত্রেণ জ্ঞাপ্যতে, তদ্বিষয়ং
চ শ্রবণাদি বিধীয়তে, তেন তস্মিন্নজ্ঞাতত্বমেষ্টব্যমিত্যুক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—ন হীতি ।
মিথ্যাজ্ঞানস্তানব্যাতিরেকাব্রহ্মণ্যবিদ্যাব্যাপ্যারোপণায়ঃ স্তোত্রো রূপ্যাবোপণং দৃষ্টান্তিমিতি
দ্রষ্টব্যম্ । কল্পান্তরমালম্বতে—ন ব্রহ্ম ইতি ।

ব্রহ্মবিদ্যাকর্তৃ ন ভবতীত্যন্ত যথাক্রমো বা অর্থঃ ? তদন্তস্তদাশ্রয়োহন্তীতি বা ? তত্রাত্মমঙ্গী-
করোতি—ভবশ্চিতি । অনাদিত্যদবিদ্যায়াঃ কত্রপেক্ষাভাবাদিনা চ দ্বারং ব্রহ্মণি
জ্ঞানভূপগমমিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—কিস্তিতি । ব্রহ্মণোহন্তশ্চেতনো নাস্তীত্যত্র
শ্রুতিস্মৃতিরূদাহরতি—নান্যোহন্তোহন্তীত্যাদিনা । ব্রহ্মণোহন্তোহন্তেতনোহপি
নাস্তীত্যত্র মন্তদয়ং পঠতি—যস্তিতি । ৬

ব্রহ্মণোহন্তজ্ঞাতাভাবে দোষমাশঙ্কতে—নশ্চিতি । কিমিদমানবর্ণকামবগতেহনবগতে
বা চোদ্যতে ? তত্রাত্মমঙ্গীকরোতি—বাচমিতি । দ্বিতীয়ে, নোপদেশানবর্ণকামবগমার্থ-
বাদিতি দ্রষ্টব্যম্ । উপদেশবদবগমস্যপি স্বপ্রকাশে বস্তুনি নোপযোগোহন্তীতি শব্দে -
অবগমোতি । অনুভবমনুসৃত্য পরিহরতি—নানবগমোতি । সা বস্তুনো ভিন্না
চেদবৈভবানিঃ, ভিন্না চেজ্ঞানাদীন্যাসিক্লিরিতি শব্দে—তস্মিন্বেবজ্ঞেরিতি । অনবগম-
নিবৃত্তেদৃষ্টমানতয়া স্বরূপাপলাপ্যবোপণং প্রকারান্তরাস্তবচ্চ পঞ্চমপ্রকারত্বমেষ্টব্যমিতি
মত্বাহ—ন দৃষ্টেতি । দৃষ্টমপি বৃত্তিবিরোধে ত্যাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃশ্যমানমিতি ।
দৃষ্টবিরুদ্ধমপি কৃত্যে নৈব্যতে, তত্রাহ—ন চেতি । অনুপগমত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব
নাস্তীত্যাহ—ন চেতি । যুক্তিবিরোধে দৃষ্টরাস্তাসীভবতীতি শব্দে—দর্শনোক্ত ।
দৃষ্টবিরোধে যুক্তিরেবান্তাসৎ আদিতি পঠিহরতি—তদ্রাসীতি । অনুপগমত্বং চি সৰ্ব্বস্তু
দৃষ্টবলাদিষ্টং, দৃষ্টস্ত অনুপগমত্বং ন কিঞ্চিন্নিস্তমন্তীত্যর্থঃ । ৭

ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনং নিরাকৃত্য স্বপক্ষে শাস্ত্রস্বার্থবস্তুযুক্তং, সম্ভ্রুতি প্রকারান্তরেণ পূৰ্ণ-
পক্ষয়তি—পুণ্য ইতি । আদিশঙ্কেন ‘বোহং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু’ ইত্যাদ্য শ্রুতিগৃহ্যতে ।
‘কুরু কঠৈব তস্মান্’ ইত্যাদ্য স্মৃতিঃ । শ্রায়ো মিথোবিরুদ্ধয়োরেকত্বাবোগঃ । বিলক্ষণত্বমজ্ঞত্ব-
হেতুঃ । জীবন্ত পরস্পাদন্তত্বেপি ন তন্ত ততোহন্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বিলক্ষণশ্চেতি ।
পরন্ত তবিলক্ষণত্বং শ্রুতিতো দর্শয়িত্বা তত্রৈবোপপত্তিমাহ—কণাদেতি । ক্ষিত্যাদিক-
মুপলক্ষিমৎকর্তৃকং কার্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যাছোপপত্তিঃ । তয়োর্মিথো ভেদে হেতুস্তরমাহ—
জ্ঞানোতি । জীবন্ত স্বপত্বত্বংসংসং হুংসং মে মা ভূদিত্যর্থিভেন প্রযুক্তিদৃষ্টা, নেশন্ত
সাহস্তু, হুংসাত্বাৎ ; অতো ভেদস্তরোরিত্যর্থঃ । ইতশ্চেষ্বরন্ত ন প্রযুক্তিহেতুকলয়োরভাবা-
দিত্যাহ—অবাকীতি । মিথো ভেদে শ্রোতং লিঙ্গান্তরমাহ—দোহন্তেঘটব্য ইতি । ৮

তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—মুমুক্ষুশ্চেতি । গতিদেবযানাত্মা, তস্মাৎ মার্গবিশেষবোহিরাদিঃ, দেশো গন্তব্যঃ ব্রহ্ম, তেষামুপদেশান্তেহঁচিবমভিসম্ভবন্তীত্যাদয়ঃ, তথাপি কথং ভেদসিদ্ধিস্তত্রাহ—
অঙ্গভীতি । যা তুলাতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদভাবো চেতি । কথং তহি গতাদিক-
মুপপত্তে, তত্রাহ—ভিন্নশ্চেতি । জীবেশ্বরয়োর্মিথো ভেদে হেতুস্তরমাহ—কস্মৈতি ।
ভেদে সত্বাপনরা ভবন্তীতি শেষঃ । তদেব স্মৃতিয়তি—ভিন্নশ্চেদিতি । তন্ত্বেদে প্রায়া-
ণিকেহপি কথং ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যাশঙ্ক্যোপসংহরতি তস্মাদেতি । ব্রহ্মভাবিনো
জীবন্ত ব্রহ্মশব্দবাচ্যে ব্রহ্মোপদেশস্তানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ সৈবমিতি দৃশয়তি—নেত্যাাদিনা ।
প্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি—অঙ্গাদারী চেদিতি । ৯

বিধিণেষদ্বেন ব্রহ্মোপদেশোহর্থবানিতি চেৎ, তত্র কিং কর্ত্তবিধিশেষবদ্বেনোপাস্তিবিধিশেষ-
দ্বেন বা তদর্থবদ্বমিতি বিকল্যাভ্যঃ দৃশয়তি—তদ্বিজ্ঞানশ্চেতি । অবিনিয়োগাধীন-
যোজকশ্রুত্যাভাবাবাদিতি শেষঃ । কল্পান্তরমাদত্তে—অঙ্গাদারী ইতি । উপদেশস্ত
জ্ঞানার্থভাঙদনপেক্ষত্বাচ্চ সম্পত্তেস্তত্ত্ব কথং তদর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনিজ্ঞানতে হীতি ।
বাতিরেকমুক্তাহংদয়মচটে—নিজ্ঞানতেতি । পদয়োঃ সামান্যিকবণোন জীবব্রহ্মণো-
রভেদাবগম্যঃ সম্পৎকঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে—নেত্যাাদিনা । কথমেকত্বে পম্যমানে-
হপি সম্পদোহমুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যস্তু হীতি । একত্বে হেতুস্তরমাহ—ইদমিতি ।
একত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ১০

কিঞ্চ, সম্পত্তিপক্ষে তদাপত্তিঃ কলমন্ত্বেহেতি বিকল্যা দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন চেতি ।
আভ্যঃ দৃশয়তি—অঙ্গান্তিহৈচৈদিতি । তং যথাযথত্যাগিবািক্যমজ্ঞিত্য শব্দতে—
বচনাদিতি । সম্পত্তেরমানস্তায় তৎকালমন্ত্বেহেতি বিকল্যা দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন চেতি ।
হপোৎ, মানস্তাকারকত্বাৎ । ন চ হুত্রাদ্রাপাসনাদপ্যন্ত্যন্ত্যন্ত্য, স্থিতস্ত নষ্টস্ত বামুপপত্তেঃ ।
শ্রুতিশ্চ ন পূর্বসিদ্ধগুত্রাদিত্যাবাভিধায়িনী, তৎসাদৃশ্যাপ্তা তন্ত্যাবোপচারাৎ; অতো ব্রহ্মভাবঃ
দ্বতঃ' সিদ্ধো ন সাম্পাদিক ইত্যাহ—বিজ্ঞানশ্চেতি । অথাত্মন্ত্যন্ত্যভাবে যথোক্তং
বচনমেব শক্ত্যাধায়কমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ব্রহ্মোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গায় ব্রহ্মভাবি-
পুরুষকল্পনেতৃত্বা তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—অ এষ ইতি । ১১

ব্রহ্মোপদেশস্ত সম্পচ্ছেদ্যে দোষান্তরমাহ—ইষ্টার্থেতি । তদেব বিবৃণুন্নষ্টমর্থমাহ-
চটে—সৈববেতি । যথোক্তং বস্তু তাত্পর্যমামান্ত্যামুপনিবদীত্যত্র হেতুমাহ—কান্ত-
দ্বয়েহঁসীতি । যথাকান্তাবসানগতমবধারণং দর্শয়তি ইত্যনুশাসনমিতি । যুনি-
কান্তান্তে ব্যবস্থিতমুদায়তি—এতাবদিতি । ন কেবলমুপদেশস্ত সম্পচ্ছেদ্যে বৃহদার-
ণ্যকবিরোধঃ, কিং তু সর্কোণনিবদিরোধোহঁতীত্যাহ—তথোতি । ইষ্টমর্থমিথমুক্তা
তদ্বাধনং নিপদয়তি—তত্রৈতি । নমু বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকণ্ডিকায়াং জীবগরয়োর্ভেদোহঁতি-
প্রতঃ, উপসংহারে ভেদে ইতি ব্যবহায়াং তদ্বিরোধঃ শক্যঃ সমাধাতুমিত্যত্র আহ—তথা-
চেতি । ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনায়ামুপদেশানর্থক্যমিষ্টার্থবাধশ্চেতুস্তম্, ইদানীং ব্রহ্মত্যাগিবািক্যে
ব্রহ্মশব্দেন পরন্ত্যাগ্রহণে ভবিষ্যায় ব্রহ্মবিদ্যেতি সংজ্ঞামুপপত্তিঃ দোষান্তরমাহ—ব্যপ-
দেশানুপপত্তেঃশ্চেতি । ১২

অত্রোক্তব্রহ্মশব্দার্থাৎ তু জীবাদন্তস্তদাত্মানমিত্যত্রোক্তশব্দেন পরো গৃহ্যতে, তদ্বিত্বা চ ব্রহ্ম-
বিদ্যেতি সংজ্ঞাসিদ্ধিরিতি শব্দভেদে—আত্মোক্ততীতি । বাক্যশেষবিরোধাত্মৈবমিত্যাহ—
নাহমিতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—অন্যশ্চেদেতি । যথোক্তাবগমে ফলিতমাহ—
তথা চ সত্যতীতি । অত্যন্তভেদে ব্যাপদেশানুপপত্তিঃ বিশদয়তি—সংজ্ঞারীতি ।
জীবব্রহ্মণোভেদাভেদোপগম্যভেদেন ব্রহ্মবিদ্যেতি ব্যাপদেশঃ সংজ্ঞাত্যাশঙ্ক্যাহ—
ন চেতি । ১৩

জ্ঞাতাং বা ব্রহ্মজ্ঞানোভেদাভেদে, তথাপি ভিন্নাভিন্নবিদ্যায়াং ব্রহ্মবিদ্যেতি নিয়তো ব্যাপ-
দেশো ন আদিত্যাহ—ন চেতি । নিমিত্তং বিষয়ঃ । ভিন্নাভিন্নবিষয়া বিদ্যা ব্রহ্মবিষয়াপি
ভবত্যেবেতি ব্যাপদেশসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—তদেতি । উচ্যায়কত্বাবগমনস্তদ্বিত্বাপি তথ্যেতি
বিকল্পোপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । অন্ত তর্হি বস্ত্র ব্রহ্ম বাহুব্রহ্ম বা বৈকল্লিকমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—শ্রোতুরিতি । সংশয়িতমপি জ্ঞানং বাক্যাহুৎপত্তিতে চেত্তাবটৌব পুরুষার্থঃ
শ্রোতুঃ সিধ্যাত্যাশঙ্ক্যাহ—নিশ্চিতং চেতি । শ্রোতুনিশ্চিতজ্ঞানস্ত ফলবৎস্বৈপি বক্তৃঃ
সংশয়িতমর্থং বদতো ন কাচন হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি । নিশ্চিতশ্চৈব জ্ঞানস্ত
পুণ্যসাধনত্বং ন সংশয়িতম্ভেতি অন্তঃশঙ্ক্যাহঃ । ১৪

জীবপরয়োরত্যন্তভেদস্ত ভেদাভেদয়োঃচাযোগাৎ পরমৈব ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং, ন জীব-
স্তদ্ব্যবীত্যাহং, সম্প্রত্যাত্মভেদপক্ষে দোষমাশঙ্কতে—ব্রহ্মণীতি । তদাত্মানমেবাদিত
জ্ঞাত্বং ব্রহ্মগূঢ়তে, তদযুক্তং, তস্ত জ্ঞানমুক্তির্ভাৎ ; অত এব ন তৎকর্তৃত্বমপি । ন চ স্বকর্তৃ-
কর্তৃকজ্ঞানান্ মুক্তিঃ, পরন্তু ক্রিয়াকারকফলবিলক্ষণভেদো ন পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দমিত্যর্থঃ ।
শাস্ত্রং ব্রহ্মণি সাধকত্বাদি দর্শয়তি, তচ্চাপৌরুষেয়মদোষাঃ পালস্তার্থং, তথা চ তস্মিন্নাবিদ্যং
সাধকত্বাবিকল্পকমিহ সমাধস্তে—ন শাস্ত্রেতি । স চাযুক্তস্তাপৌরুষেয়ত্বেনাসম্ভাবিত-
লোপত্বাদিতি শেনঃ । ননু ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বপরীক্ষণার্থং শাস্ত্রপুণ্যপালভাতে, নেতাচ --
ন চেতি । শাস্ত্রাং ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বং প্রমাণ্যতে, সাধকত্বাদি চ তস্ত তেনৈবোচ্যতে, ন
চাঙ্গিরসীযমুচিং ; তথা চ বাস্তবং নিত্যমুক্তত্বং কল্পিতমিতরদিত্যাশঙ্ক্যাহ । যদি তস্ত নিত্য
মুক্তত্বার্থং সর্বথৈব সাধকত্বাদি নেয্যতে, তদা স্বার্থপরিত্যাগঃ স্ত্রাৎ, সাধকত্বাদিনা বিনা
ইত্যুদয়ানঃ প্রেসয়োরসম্ভবাৎ । ন চ ব্রহ্মণোহস্ত্যশ্চেতনোহচেতনো বাহুস্ত ‘নাথোহতোহস্তি
ঐষ্টা’ ‘ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্’ ইত্যাদিশ্রুতেঃ ; তস্মাৎ যথোক্তা ব্যবস্থাস্থেয়োত্বার্থঃ ।

কিঞ্চ, সর্বস্তাপি সংসারস্ত ব্রহ্মণ্যবিদ্যায়ৈবাসাতদন্তত্বত্ব সাধকত্বাচ্চাপি এতাদৃশ-
মিত্যভ্যুপগমে কাহ্নপত্তিরিত্যাহ—ন চেতি । অস্ত এন্নি কল্পিতত্বং কৃতোহব-
গতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একশ্চেতি । উক্তশ্রুতিভাৎপর্যায়ঃ সফলয়তি—অকো হীতি ।
সর্বস্ত ধৈতব্যবহারস্ত ব্রহ্মণি কল্পিতত্বে প্রকৃতচোদ্যত্বাভাসতঃ ফলভাত্যাহ—
ইত্যস্মমিতি । ১৫

পরপক্ষং নিরাকৃত্য স্বপক্ষং দর্শয়তি—তস্মাদিতি । তদ্যতিরেকশ জগন্নাগীতি
সূচয়তি—বৈশব্দ ইতি । তৎপদার্থমুক্তাঃ জং-পদার্থং কথয়তি—ইদমিতি । তয়ো
রন্তত্বতো ভেদং শব্দিত্বা পদান্তরং ব্যাচষ্টে—প্রাগিতি । তস্তাপরিচ্ছিন্নত্বমাহ—অব্যং

চেতি । কথং তর্হি বিপরীতধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্বেতি । যথা প্রতিভাসং কর্তৃবাদে-
কাস্তবৎশাস্ত্র্য শাস্ত্রবিবোধং যৈবমিত্যাহ—পরমার্থতিস্তিতি । তদ্বিলক্ষণমধ্যান্তসমন্ত-
সংসাররহিতমিতি যাবৎ । কিমু তদ্বরক্ষেতি চোক্তং পরিস্কৃত্য কিং তদবেদিতি চোক্তান্তরং
প্রত্যাহ—তৎ কথং প্রকৃতি । পূর্ববাক্যোক্তমবিদ্যাবিশিষ্টমধিকারিতেন ব্যবস্থিতং ব্রহ্ম
নাসি সংসারীত্যাচার্য্যেণ দয়াবতী কথঞ্চিৎবেদিতমায়ানমেবাবেদিতি সম্বন্ধঃ । আত্মৈব
প্রণেয়ন্তজ্ঞানমেব প্রমাণমিত্যেবমর্থজমেবকারন্ত বিবক্ষ্যাহ—আবিদ্যেতি । ১৬

প্রকৃতমায়াজ্ঞানার্থং বিবিচ্য বক্তুং পৃচ্ছতি—কহীতি । স এষ ইহ এবিষ্ট ইত্যজ্ঞানেন
দশিতক্যং প্রাণনাদিলিঙ্গন্ত তন্ত যমৈবামুসন্ধাতুং শক্যত্মানন্তি বক্তব্যমিত্যাহ—নশ্চিতি ।
আজ্ঞানং প্রত্যক্ষয়িতুং পৃচ্ছতত্ত্বং পরোক্ষবচনমন্তুরমিতি শকতে—নশ্চজ্ঞানীতি । আজ্ঞানং
চেৎ প্রত্যক্ষয়িতুমিচ্ছসি, তর্হি প্রত্যক্ষমেব তং দর্শয়ামীত্যাহ এবং তহীতি ।

নেদং প্রতিজ্ঞারূপং প্রতিবচনমিতি চোদয়তি—নশ্চেন্নেতি । প্রত্যক্ষাদাকর্শনাদি-
ক্রিয়ায়াস্তৎকর্ত্ত্বং স্বরূপমপি তথেষ্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । যদি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্ত্বস্বরূ-
পোক্তিমাত্রেন জিজ্ঞাসা নোপশ্যামিতি, তর্হি দৃষ্টাদিসাক্ষিৎবেনাশ্রোক্ত্য তুয়াতু তবানিত্যাহ—
এবং তর্হি দূর্ঘটোরিতি । ১৭

পূর্বমায়ং প্রতিবচনাদামুন্ প্রতিবচনে দ্রষ্টৃবিদ্যায়া বিশেষো নান্তীতি শকতে—নশ্চিতি ।
বিশেষভাবঃ বিশদয়তি ঘদীত্যাদিনা । ঘটন্ত দ্বয়া দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি বিশেষে প্রতীয়মানে
তদভাবোক্তিস্বাংহতেত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টব্য এবেতি । ৩থা দ্রষ্টব্যপি বিশেষো ভবিষ্যতী-
ত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টোক্তি । বৃত্তিমদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নঃ সবিচারো ঘটদ্রষ্টা কূটগচনাত্র-
স্বভাবঃ সন্নিধিসত্ত্বামাত্রেন বুদ্ধিতদ্ব্যভীনাঃ দ্রষ্টেতি বিশেষমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি—নেত্যা-
দিনা । এতদেব স্মৃতিয়তি অস্তীতি । সপ্তমী দ্রষ্টারমধিকরোতি । দৃষ্টের্দ্রষ্টৃস্তাবদময়ব্যতি-
রেকাত্যাং বিশেষঃ বিশদয়তি—যো দূর্ঘটোরিতি । তবতু দৃষ্টিসত্তবে দ্রষ্টঃ সদা তদ্-
দ্রষ্টং তথাপি কথং কূটস্থদৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতি । নিত্যামুপগাদয়তি—আনিত্য
চোদতি । উক্তপদ্যপরামর্শার্থা সপ্তমী । কাদাচিত্তকে দ্রষ্টৃদৃষ্টত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যথৈতি ।
ঘটাদিবদদৃষ্টরপি কদাচিত্তদেব দ্রষ্টা দৃষ্টত্বে, ন সর্বদা, ইত্যানিষ্টাপত্ত্যভাবমাহ—ন চেতি ।
বিকারিণশ্চিন্তস্তাদ্রষ্টং ক্রমদ্রষ্টৃভ্রমস্তথা দ্রষ্টং চ দৃষ্টং তৎসাক্ষিণো ব্যাবর্ত্তমানঃ তন্ত নিবি-
কারত্বং প্রময়তীতি ভাবঃ । ১৮

দৃষ্টদ্রষ্টং প্রমাণাভাবাদদ্রষ্টমিতি শকতে—কিমিতি । তদ্ব্যয়মঙ্গীকরোতি—বাচ-
্যমিতি । তদ্রানিত্যাং দৃষ্টিমতুত্বেন সাধয়তি—প্রদিক্ষেতি । উক্তমর্থং যুক্ত্য ব্যস্তী-
করোতি নিত্যাংবেতি । সম্প্রতি নিত্যং দৃষ্টিং শ্রুত্যা সমর্থয়তে—জ্ঞপ্তুরিতি ।
তত্রৈবোপপত্তিমাহ—অনুমানাচ্ছেতি । তদেষ বিয়ুগোতি—অক্ষম্ভাসীতি ।
জাগরিতে চক্ষুরাদিহীনস্তাপি পুংসঃ স্বপ্নে বাসনাময়যটাদিবিষয়া দৃষ্টিকলপকা, বা চ সা তদ্বিন-
তালে চক্ষুরাদিহীনতদুদ্ভাববেগে স্বয়মবিনশ্চাস্তমুভূয়তে, সা দ্রষ্টঃ স্বভাবভূতাবদৃষ্টিনিত্যা-
ষ্টব্য ; বিমতঃ নিত্যমব্যভিচারিত্বং পরেষ্টাস্তবেদিতি প্রয়োগোপপত্তেরিত্যর্থঃ । নযাজ্ঞা
দৃষ্টিস্বভাবশ্চেৎ কথং দৃষ্টের্দ্রষ্টেতুস্তমত আহ—তথৈতি । নিত্যত্বে হেতুঃ—অবিপারি

লুপ্তয়েতি । নিত্যস্বয়ং পরিহৃতং স্বরূপভূতয়েত্যুক্তম্ । তস্মা দৃষ্টান্তরাপেক্ষাং বারয়তি—
স্ময়মিতি । উক্তমবিপরিপ্লবং বানতি—ইত্যস্মাতি । আত্মা দৃষ্টেঈষ্টেতি হিতৈ
কলিতমাহ—এবং চেতি । অত্বেতেনোহেতেনো বেতি শেষঃ । ১৯

নিত্যদৃষ্টস্বভাবমায়পদার্থং পরিশোধ্য ক্ষতাক্ষরাণি যোজয়তি—তদব্রহ্মেতি । বাক্য-
শেষবিরোধং চোদয়তি—নম্বিতি । কিং কর্ণদেনাত্মনো জ্ঞানং বিকৃত্যতে, কিং বা
সাক্ষিভেনেতি বাচ্যং, নাট্যোহনভূপগমাদিত্যাঃ—নেতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—এবমিতি ।
তদেব স্পষ্টয়তি—এবং দৃষ্টেঈষ্টেতি । তর্হি তদ্বিষয়ং জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমিতি কৃত্য
বিরোধো ন প্রসঙ্গীত্যাশঙ্ক্যাহ—অম্বজ্ঞানেনেতি । ন বিপ্রতিষেধ ইতি পূর্বেণ সন্ধ্যঃ ।
সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি—ন চেতি । নিত্যৈব স্বরূপভূতেতি শেষঃ । বিকৃত্যতঃ বাক্যীয়-
বুদ্ধিবৃত্তিবাধ্যাদম্ । অস্তাং দৃষ্টং ক্ষুরগলক্ষণম্ । আত্মবিষয়ক্ষুরণাকাক্ষাভাবং প্রতি-
পাদয়তি—নিবর্ত্ততে ইতি । আত্মনি ক্ষুরগরূপে ক্ষুরগস্তাত্মাসত্ত্ববেহি কৃতগুণা-
কাক্ষোপশান্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । কিং চ, দৃষ্টেঈ দৃষ্টাহদৃষ্টা বা দৃষ্টিরপেক্ষাতে? নাট্যঃ,
ইত্যাহ—ন চেতি । আদিত্য প্রকাশস্ত রূপাদেত্তৎপ্রকাশকত্বাভাবমিতি ভাবঃ । ন
দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চেতি । আত্মনো বৃত্তিবাধ্যাদেহি ক্ষুরগবাধ্যাদানলীকরণায় বাক্য-
শেষবিরোধোহস্তীত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২০

বাক্যান্তরমাকাক্ষাপূর্বকমাদিত্যে—তৎ কথমিতি । তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—দৃষ্টে-
ন্বিতি । ইতি-পদমবেদিত্যনেন সন্ধ্যাতে । ব্রহ্মলক্ষণং ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেতীতি । ব্রহ্মাহং-
পদার্থয়োর্মিথো বিশেষণবিশেষ্যভাবমভিপ্রেত্য বাক্যার্থমাহ—তদেবেতি । আচার্যোপ-
দিষ্টেহর্থে স্বস্ত নিশ্চয়ং দর্শয়তি—যথৈতি । ইতি শব্দো বাক্যার্থজ্ঞানসমাপ্ত্যর্থঃ । ইদানীং
কলবাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি । সর্বভাবমেব ব্যাকরোতি—অব্রহ্মেতি । ব্রহ্মবা-
বিদ্যায়া সংসরতি বিদ্যায়া চ মুচ্যত ইতি পক্ষস্ত নিদোষবদুপসংহরতি—তস্মাদমুক্তমিতি ।
বৃত্তং কীৰ্ত্তয়তি—যৎ পূর্নমিতি । ২১

যথাযিহোজ্ঞাদি মনুষ্যবাদিজ্ঞাতিমন্তমথিত্বা বিশেষবস্তঃ চাধিকারিণমপেক্ষতে, ন তথা জ্ঞান-
মিতি বক্তুং তদ্ব্যযো যো দেবানামিত্যাদিবাক্যং তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্ত্বত্রেতি ।
যথোক্তেন বিধিনা হনুয়াদিকৃতপদার্থপরিশোধনাদিনেত্যর্থঃ । জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন সাধনান্তরা-
দিত্যেব কার্যার্থঃ । বিবক্ষিতমধিকার্যনিয়মং একটয়তি—তথৈত্যাদিনা । যো যঃ
প্রভাবুধ্যত, স এব তদভবদ্বিতি পূর্বেণ সন্ধ্যঃ । ব্রহ্মবাবিদ্যায়া সংসরতি, মুচ্যতে চ বিদ্যায়া,
ইত্যুক্তত্বাদেবাদীনং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোকোক্তিত্ত্বদ্বিকৃত্যেত্যাহ—দেবানামিত্যা-
দীতি । তদ্বদৃষ্টোব ভেদবচনে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুন ইতি । আবিদ্যকং ভেদ-
মনুত তত্তদায়না স্বিতব্রহ্মচৈতন্ত্যন্তেব বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোকোক্তে ন পূর্বাপরবিরোধে-
তীতি কলিতমাহ—অত ইতি । অবিদ্যাদৃষ্টমনুত তদ্বদৃষ্টম্ব্যচষ্টে পরমার্থ-
স্থিতি । প্রবোধাৎ প্রাণপি তত্র তত্র দেবাদিশরীরেষু পরমার্থতো ব্রহ্মবাদীভেৎ, উপ-
দেশিকং জ্ঞানমর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যৈথৈবেতি । নানাজীববাদস্ত তু নাবকাশঃ
প্রকমবিরোধাদিত্যাশংয়েনাহ—তদ্বিতি । তথৈবেত্যুৎপন্নজ্ঞানানুসারিত্বপরিমার্শঃ । ২২

তদ্বৈতদিত্যাদিবাক্যমবত্যা ব্যাকরোতি—অজ্ঞা ইতি । মন্ত্রোদাহরণশ্রুতিমেব প্রশ্নদ্বারা ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাदिना । জ্ঞানানু মুক্তিযিত্যত্বার্থবাদোহয়মিতি দ্বোভয়িতুং কিলেভ্যুক্তম্ । আদিশব্দঃ সমস্তবাক্যমবত্বগ্রহণার্থম্ । তত্রাবান্তরবিভাগমাহ—তদেত-
দিত্তি । শত্ৰুপ্রত্যয়প্রয়োগপ্রাপ্তমর্থং কথয়তি—পশ্যমিতি । “লক্ষণহেতোঃ ক্রিয়ায়াঃ”
(পাং সূ. ৩।২।১০) ইতি হেতোঃ শত্ৰুপ্রত্যয়বিধানান্নৈরন্তর্য্যো চ সতি হেতুত্বসম্ভবাৎ প্রকৃতে
চ প্রত্যয়বলাদব্রক্ষ-বিদ্যামোক্ষয়োর্নৈরন্তর্য্যাপ্রতীতেত্তয় । সাধনান্তরানপেক্ষয়া লভাৎ মোক্ষং
দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ । অতোদাহরণমাহ—ভুঞ্জান ইতি । ভূজিক্রিয়ায়াজ্ঞাসাধ্যা হি
তৃপ্তিরত্র প্রতীয়তে, তথা পশ্যমিত্যাদাবপি ব্রক্ষবিদ্যামন্ত্রাসাধ্যা মুক্তির্ভূতীত্যর্থঃ । ২০

তদ্বৈতদিত্যাদি ব্যাখ্যায় তদ্বৈতমিত্যাদ্যবতারয়িতুং শব্দতে স্নেহমিতি । এদং-
যুগ্মানানং কলিকালবস্তিনামিতি যাবৎ । উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবত্যা ব্যাকরোতি—তদ-
ব্যুৎপাদনাম্যেতি । তন্তু তাটস্থ্যং ব্যয়য়তি—যৎ সর্ব্বভূতেতি । প্রবিষ্টে প্রমাণ-
মুক্তং স্মারয়তি—দৃষ্টীতি । ব্যাবৃত্তং বাহ্যেযু বিষয়েষুৎসুকং সাদ্বিলাবং মনো যন্ত স
তথোক্তঃ । এবংশস্বার্থমেবাহ—অহমিতি । তদেব জ্ঞানং বিবরণোতি—অপোহ্যেতি ।
যদা মনুষ্যোহহমিত্যাदिজ্ঞানে পরিগম্বিনি কথং ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপো-
হ্যেতি । অহমিত্যস্বজ্ঞানং সদা সিদ্ধমিতি ন তদর্থং প্রযত্নিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
সংজ্ঞারোতি । কেবলমিত্যভিযুজয়ত্বমুচ্যতে । জ্ঞানমুক্তা তৎকলমাহ—সোহবি-
দ্যেতি । যৎ তু দেবাদীনাং মহাবীৰ্য্যবাদব্রক্ষবিদ্যাঃ মুক্তিঃ সিধ্যতি, নাস্তদাদীনামন্তরী-
ত্বাদিত, তত্রাহ—নহীতি ।

শ্রেয়াঃসি বহুবিদ্যানীতি প্রসিদ্ধিমাশ্রিত্য শব্দতে—বার্ত্তমানিকেষিতি । শব্দো-
ত্তরত্বেনোত্তরবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাदिना । যথোক্তেনাষ্ময়াদিনা
প্রকারেণ ব্রক্ষবিজ্ঞাতুরিতি সম্বন্ধঃ । অপিশস্বার্থং কথয়তি—কিমুচেতি । অন্তরীক্যাপ্তত্র
বিস্বকরণে পথ্যাপ্তা নেতি কিমুত বাচ্যমিতি বোজনম্ । ২৪

অপ্রাপ্তপ্রতিষেধাযোগমভিপ্রোভ্য চোদয়তি—ব্রক্ষবিদ্যেতি । শব্দানিষত্ত্বং দর্শয়ন্
উত্তরমাহ—উচ্যত ইতি । অধর্ম্মগানিবোক্তমর্থ্য দেবাদ্যো মর্ত্ত্যান্ প্রতি বিদ্বং কুর্কন্তীতি
শেষঃ । কথং দেবাদীন্ প্রতি মর্ত্ত্যানামুণিৎ, তত্রাহ—ব্রক্ষচর্য্যেণেতি । যথা পশু-
রেষং স দেবানামিতি মনুষ্যাণাং পশুসাদৃশ্যপ্রবণাচ্চ তেবাং পারতন্ত্র্যাৎদেবাদয়ন্তান্ প্রতি
বিদ্বং কুর্কন্তীত্যহ—পশ্বীতি । ‘অথো অয়ং বা আস্মা সর্কেষবাং ভূতানাং লোকঃ’
ইতি চ তেবাং সর্কপ্রাণিভোগ্যত্বশ্রুতেশ্চ সর্কেষ তদ্বিস্বকর্য্য ভবন্তীত্যাহ—অথো ইতি ।
লোকশ্রুত্যাভিপ্রেতমর্থং একটয়তি—আত্মান ইতি । যথাহধর্ম্মগান্ প্রত্যুত্তমর্গ্য বিদ্ব-
মাচরন্তি, তথা দেবাদয়ঃ স্বর্জিতপরিগম্বণার্থং পরতন্ত্র্যান্ কর্ণিণঃ প্রত্যমৃতত্বপ্রাপ্তিমুদিত্ব বিদ্বং
কুর্কন্তীতি তেবাং তান্ প্রতি বিদ্বংকর্ত্তৃত্বশব্দা দাবকাশেবেত্যর্থঃ । ২৫

পশুনিদর্শনেণ বিবাক্তমর্থং বিবরণোতি—স্বপশুনীতি । পশুহানীনাং মনুষ্যাণাং
দেবাদিভী রক্ষ্যত্বং হেতুমাহ—মহত্তরামিতি । ইতশ্চ দেবাদীনাং মনুষ্যান্ প্রতি
বিস্বকর্ত্তৃত্বমুত্বপ্রাপ্তৌ সত্তাবিত্যমিত্যা—তস্মাদিতি । ইতশ্চ তেবাং তান্ প্রতি

বিদ্বকর্তৃত্বং ভাতীত্যাহ—যথেষ্টি । স্বলোকো দেহঃ । এবংবিধং সর্বভূতভোজ্যো-
হহমিতি কল্পনাবস্তুম্ । ক্রিয়াপদানুসঙ্গার্থশ্চকারঃ । ব্রহ্মবিজ্ঞেপি মনুষ্যাণাং দেবাদি-
পারতন্ত্র্যাবিধাতাং কিমিতি তে বিদ্বদচরণস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিজ্ঞ ইতি । দেবাদীনাং
মনুষ্যান্ এতি বিদ্বকর্তৃত্বে শঙ্কামুপাদিতামুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ন কেবলমুক্ত-
হেতুবলাদেব, কিং তু সামর্থ্যাচ্ছেতাহ—প্রস্তাববস্তুশ্চেতি । ২৬

সামর্থ্যাচ্ছেদিত্বাফলপ্রাপ্তৌ তেযাং বিদ্বকরণং, তর্হি কর্মফলপ্রাপ্তাবপি জ্ঞাদিত্যতিপ্রসঙ্গং
শব্দতে—নদ্বিতি । ভবতু তেযাং সর্বত্র বিদ্বদচরণমিত্যত আহ—হস্তেতি ।। অবি-
শ্রান্তো বিধাসাভাবঃ । সামর্থ্যাবিদ্বকর্তৃত্বেহতিপ্রসক্তান্তরমাহ—তথেষ্টি । অতিপ্রসঙ্গা
স্তরমাহ—তথা কালেন্দিতি । বিদ্বকরণে প্রভূতমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । ঈশ্বরদীনা-
যথোক্তকাণ্যকরত্বে প্রমাণমাহ—এষাং হীতি । “এষ হেব সাধু কর্ম কারয়তি ।” “কর্ম
হৈব তদুচ্যুতুঃ” ইত্যাদিবাং শাস্ত্রশকার্যঃ । দেবাদীনাং বিদ্বকর্তৃত্ববদৌশ্বরাদীনাংপি তৎসম-
বাহেদার্থানুষ্ঠানে বিধাসাভাবান্তদপ্রমাণাং প্রাপ্তিমিতি ফলিতমাহ—অতোহপিতি ।

কিমিদমবৈদিকস্ত চোদ্যং ? কিং বা বৈদিকস্ত ? ইতিবিকল্যাণ্ডং দৃশ্যতি—নেত্যাদিনা ।
দধ্যাদ্যুৎপাদয়িষয়া বুদ্ধাদ্ভাদানদর্শনাৎ প্রাণিনাং সুখদুঃখাদিত্যতিরতমাদুট্টেঃ স্বভাববাদে চ
নিয়তনিমিত্তাদানবৈচিত্র্যদর্শনয়োরনুপপত্তেস্তদযোগাৎ কর্মফলং ঽপদেষ্টব্যমিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং
প্রত্যাহ—হস্তেতি । ‘কর্ম হৈব’ ইত্যাদ্য ঋতিঃ । ‘কর্মণা নধাতে জন্তুঃ’ ইত্যাদ্য
শ্রুতিঃ । জগদৈচিত্র্যানুপপত্তিশ্চ জ্ঞায়ঃ । কথংতোবতা দেবাদীনাং কর্মফলে বিদ্বকর্তৃত্বা-
ভাবস্তত্রাহ—কর্মণামিতি । কথং হেতুসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্মণঃ স্বোৎপত্তৌ দেবাদ্য-
পেক্ষাং ব্যতিরেকস্থথেন(ণ) দর্শয়তি—কর্ম হীতি । স্বফলোপ তস্ত তৎসাপেক্ষত্ব-
মন্তীত্যাহ—নক্কেতি । নিষ্পন্নমপি বর্ষ পূর্বোক্তং কারকমনপেক্ষ্য স্বফলদানে শব্দং ন
ভবতীত্যর্থঃ । কর্মণঃ স্বোৎপত্তৌ স্বফলে চ কারকসাপেক্ষত্বে হেতুমাহ ক্রিয়ামাহ হীতি ।
কারকাদীনাংনেকেষাং নিমিত্তানামুপাদানেন স্বভাবো নিষ্পত্ততে যন্তাঃ, সা তথোক্তা, তস্তা
ভাবঃ কারকাত্মনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাবাৎ, তস্মাদুভয়ত্র পরতন্ত্রং কর্মত্যাগঃ । দেবাদীনাং
কর্মণাপেক্ষিতকাবেকত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ২৭

ইতোহপি কর্মফলে নাবিশ্রান্তোহন্তীত্যাহ—কর্মণামিতি । এষাং দেবাদীনাং কচিদ্-
বিদ্বলক্ষণে কার্যে কর্মণাং বশবর্ত্তিত্বমেষ্টব্যং প্রাণিকর্ম্মাণকামন্তরেন বিদ্বকরণেহতিপ্রসঙ্গাদ-
তোহজ্ঞাপি সর্বত্র তেযাং ভদপেক্ষা বাচ্যোত্যর্থঃ । তত্র তেযাং কর্ম্মবশবর্ত্তিত্বে হেতুস্তরমাহ
—সমসামর্থ্যশ্চেতি । বিদ্বলক্ষণং হি কার্যং দুঃখমুপাদয়তি । ন চ দুঃখমুতে পাণ্য-
দুপপত্ততে, দুঃখবিষয়ে পাণ্যসামর্থ্যন্ত শাস্ত্রাধিগততাপ্রত্যাহ্বয়ত্বাৎ, তস্মাৎপ্রাণিনামদৃষ্টবশা-
দেব দেবাদয়ো বিদ্বদারণমিত্যর্থঃ । দেবাদীনাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যে কর্ম্ম তৎপরতন্ত্রং ন জ্ঞাৎ,
প্রধানগুণভাববৈশ্বরীত্যাযোগাদিত্যাশঙ্ক্য—কন্মেতি । ইতশ্চ নামীযাং নিয়তো গুণ-
প্রধানভাবোহন্তীত্যাহ—দুর্বিজ্ঞেয়শ্চেতি । ইতি-শব্দো হেতুর্ধ্বঃ । যতো গুণপ্রধানকৃতো
মতিবিভ্রমো লোকতোপলভ্যতে, তস্মাদসৌ দুর্বিজ্ঞেয়ো ন নিয়তোহন্তীতি স্বোজনা ।
মতিবিভ্রমে বাদিবিপ্রতিপত্তিঃ হেতুমাহ—কর্ম্মবৈবেত্যাদিনা । কথং তর্হি নিশ্চয়স্তত্রাহ—

তেন্নেতি বেদবাদানুদাহরতি—পুণ্যো বা ইতি । আদিপদেন 'ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রহ্মেদ্ব্যম্' ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদা গৃহ্যন্তে । অধ্যোদয়-দাহ-সেচনাদৌ কাল-জলন-সলিলাদেঃ প্রাধান্ত্যপ্রসঙ্গে-ন কঠৈব প্রধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যুপৌতি । অনৈকান্তিকত্বমপ্রধানত্বম্ । তত্র হেতুমাং শাস্ত্রেতি । ক্রতিস্মৃতিলক্ষণং শাস্ত্রমুদাহৃতম্ । জগদৈবচিত্ত্যামুপপত্তিষ্ঠায়ঃ । ২৮

কর্ম্মফলে দেবাদীনাং বিয়কত্বং প্রসঙ্গাগতং নিরাকৃত্য বিদ্যাকলে তেষাং তদাশঙ্কিতং নিরাকরোতি নাবিদ্যেতি । তত্র নঞর্থমুক্তানুবাদপূর্ব্বকং বিশদয়তি—যদুক্তান্মতি । তত্র প্রঙ্গপূর্ব্বকং পূর্ব্বোক্তং হেতুং স্মৃতিয়তি—কস্মাদিতি । আত্মনো ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিকপায় মুক্তেরজানব্রহ্মত্বাত্তাত্ত্বাচ্চ জ্ঞানেন তুল্যকালত্বাভিন্নি সতি তত্ত্ব কলস্তাবশ্যকত্বাদে-বাদীনাং বিপ্রাচরণে নাবকাশোন্তীত্যর্থঃ । উক্তমেবার্থমাকাজ্ঞাপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—কথমিত্যাदिনা । ব্রহ্মবিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালত্বে কলিতমাহ—অত ইতি । দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাকলে বিয়কত্বভাৱে হেতুস্তরমাহ—যেন্নেতি । যন্তাং বিদ্যায়াং সত্য্যং ব্রহ্মবিদো দেবাদীনাং ব্রহ্মত্বমেব, তন্তাং সত্য্যং কথং তে তত্ত্ব বিয়মাচরণে, অবিষয়ে তেষাং প্রতিকূল্যাচরণামুপপত্তিরিত্যর্থঃ । ২৯

হেতুহর্থে সমনস্তরবাক্যমুখ্যং ব্যাচষ্টে—তদৈতদদাহেতি । কথং ব্রহ্মবিদ্যাসম-কালমেব ব্রহ্মবিদেবাদীনাং ভবতি, তত্রাহ—অবিদ্যামাত্রেন্নেতি । যথেন্দ্রঃ রজতমিতি রজতাকারাবাঃ শুক্রিকারাবাঃ শুক্রিকারাবিদ্যামাত্রব্যবহিতং, তথা ব্রহ্মবিদোপি সর্ব্বাভ্যন্ত্রে তদ্রূপাব্যবধানাত্তাত্ত্বাচ্চ বিদ্যোদয়ে নাস্তরীধকত্বেন নিবৃত্তেযুক্তং বিদ্যাতৎফলয়োঃ সমান-কাঃত্বম্ । উক্তং চৈতৎ প্রতিবচনদশায়ামিত্যর্থঃ । উক্তস্ত হেতোরপেক্ষতঃ বদন্ ব্রহ্ম-বিদো দেবাদ্যন্ত্রে কলিতমাহ—অত ইতি । কৈবল্যে তেষাং বিয়কত্বত্বে কৃত্ত তৎ-কর্ত্তভেদ্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যুপৌতি । তেষাং নিরক্ষুপ্রসরৎ বারয়তি—ন ত্রিতি । সকলঃ প্রযত্ন ইতি পূর্ব্বোক্তং সম্বন্ধঃ । তত্ত্ব নিববকাশবাদিতি হেতুমাং—অবশ্যেন্নেতি । ৩০

জ্ঞানস্তানন্তরফলত্বাৎফলে দেবাদীনাং ন বিয়কত্বভেদ্যুক্তমুপেত্য স্বব্যাঃ শব্দতে এবং তহীতি । জ্ঞানস্তানন্তরফলত্বেন তদজ্ঞানং নিবর্ত্তয়েদজ্ঞানমিতি তত্ত্বজ্ঞানান্য ব্রহ্মান্নীতি জ্ঞানসম্বৃত্তাভাবঃ । ১ চাত্তমেব জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসি আগিবোদ্ধিমপি রাগাদেশুৎকাংস্ত চ দৃষ্টত্বাৎ । অতো দেহপাতকালীনঃ জ্ঞানজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীতি কুতো জীবস্মৃতিরিত্যর্থঃ । অন্ত্যজ্ঞানস্তাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং তৎসম্বৃত্তেকী ? প্রথমে তন্তাত্ত্বাদান্নবিষয়ত্বাৎ তদধ্বংসিতা ? ইতি বিকলোভয়ত্র দৃষ্টান্তাভাবঃ মহা দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ ন প্রথমেন্নেতি । তদেবানুমানেন ক্ষোরয়তি—যদি ইতি ।

কলান্তরং শব্দয়তি—এবং তহীতি । অবিচ্ছিন্না জ্ঞানসম্বৃত্তিরজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীত্যে-তদদ্বয়তি—নেত্যাদিনা । জীবনাদিহেতুকঃ প্রত্যয়ো বুভুক্ষিতোহং ভোক্ষ্যেহংমিত্যাদি-লক্ষণঃ । তত্ত্ব বুভুক্ষাপ্রাপ্ততত্ত্ব ব্রহ্মান্নাবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়সম্বৃত্তেচ্চ বিরুদ্ধতয়া যোগপত্যা-যোগে হেতুমাং—বিরোধাদিতি । প্রত্যয়সম্বৃত্তিমুপপাদয়মাশঙ্কতে—অথেন্নেতি । উক্তরীত্যা প্রত্যয়সম্বৃত্তিমুপেত্য দ্বয়তি—নেত্যাদিনা । তমেব দোষং বিশদয়তি—যত্নামিতি । শাস্ত্রার্থো জ্ঞানসম্বৃত্তিরজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীত্যেবাম্ব্যকঃ ।

কথং অসিক্রিষ্টিতাহ—কিং তহীতি । অসিক্রিষ্টিবিরমাহ—স্মাশ্রমাদিত্তি ।

বিরোধি যদজ্ঞানকাৰ্য্যানরকং কৰ্ম্ম জ্ঞানাত্ম্যপ্রমাত্ৰাত্ম্যাদজ্ঞানং কলাত্মনা অস্মাভিমুখং, তন্নিবৰ্ত্তকং জ্ঞানমিতি অসিক্রিষ্টিবিরুদ্ধেত্যর্থঃ । বিষয়ং ন জ্ঞাননিবৰ্ত্ত্য কৰ্ম্মত্বাদারককৰ্ম্মবদি-
তামুমানাদানরকমপি কৰ্ম্ম ন জ্ঞাননিবৰ্ত্তয়িত্যাহ—অনাগতত্বাদিত্তি । অনারকং
কৰ্ম্ম ফলরূপেণাপ্রযুক্তত্বাৎ প্রযুক্তেন জ্ঞানেন নিবৰ্ত্ত্যম্ । আবকং তু কৰ্ম্ম ফলরূপেণ জাতত্বাত-
স্তোগাদতে ন নিবৃন্তিমহীতি । অমুমানং ত্ৰাপনাপৰাধিতমপ্রমাণমিত্যর্থঃ । ৩০

নহনাবরককৰ্ম্মনিবৃত্তাবপি বিদুষশ্চৈদারককৰ্ম্ম ন নিবৰ্ত্ততে, তথাচ যথাপূৰ্বে বিপরীতপ্রত্যয়াদি-
প্রযুক্তেবিশদবিষয়িণেষো ন তাদত অহ—কিং তহীতি । হেতুসিদ্ধার্থং বিপরীতপ্রত্যয়বিষয়ং
বিশদয়তি—অনলধুতেতি । সম্প্রতি বিদুষিষয়ে বিষয়াভাবাদিবিপরীতপ্রত্যয়ত্বামুৎপ-
ন্নগুণত্বমিতি—অ চেতি । আশ্রয়ত্বাগৃহীতবিশেষত্ব সংশ্লিষ্টত্বাত্তালম্বনস্যোতি যাবৎ ।
আশ্রয়স্যোতি পাঠেপ্যারম্ভেবার্থঃ । বিদুনো বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রতিভাসেপি ন যথাপূৰ্বে
তৎসত্ত্বং, যস্মা তু যথাপূৰ্বে সংসারিত্বমিত্যাदिশ্রায়বিরোধাদিতি মদেজ্ঞাতম্ ন পূৰ্ণবদিত্তি ।
তদ্বাত্তত্ত্বং প্রমাণয়তি—সুত্বিকাদাবিতি । ৩১

যথাজ্ঞানবতো বিপরীতপ্রত্যয়ভাবোমুভূতঃ, তথা তদ্বতোপি কচিদিপরীতপ্রত্যয়ে
দৃষ্টতে, তথাচ কথং তবাত্তত্ত্ববিরোধো ন প্রসরেন্নিত্যাশঙ্ক্য পরোকজ্ঞানবতি বিপরীতপ্রত্য-
য়ত্বোপি নাপরোকজ্ঞানবতি তদ্বাদ্যমিত্যভিপ্রোত্যাহ—কচিচ্ছিত্তি । পরোকজ্ঞানাদারঃ
সম্ভব্যঃ । পঞ্চমী ত্রপরোকজ্ঞানার্থা । অকস্মাদিত্যজ্ঞানাতিরিক্তকপ্তসংপ্রাপ্তাবোক্তেঃ ।

বিদুষো মিথ্যাজ্ঞানাত্মবক্তা বিপকে দোষমাহ—অম্যাগতি । তৎপূৰ্ব্বকমুষ্ঠান-
বাদিশব্দার্থঃ । সমাগ্জ্ঞানাবিস্রস্তে দোষান্তরমাহ—অকং চেতি । জ্ঞানাদজ্ঞানসংসে-
ত্তত্বমিথ্যাজ্ঞানস্য সবিষয়স্য বাধিতত্বাৎ বিদুষো রাগাদিরিত্যুপপাদ্য জ্ঞানায়োকে তজ্জ-
নাত্রেণ শরায় স্থিতিকৃত্তাবাৎ পতেদিত্তি সন্তোমুক্তিপক্ষং প্রোত্যাহ—এতেনেতি । প্রযুক্ত-
কুলস্য কৰ্ম্মণো ভোগাদতে কয়ো নাস্তীভূক্তেন জ্ঞাতেনেতি যাবৎ । ৩২

আরককৰ্ম্মণা দেহস্থিতিযুক্তত্বেরবাং জ্ঞাননিবৰ্ত্ত্যামুশংসয়তি—জ্ঞানোপেক্ষে-
রিত্তি । তস্মা চ ন দেবাস্থনেতি বিদুষো বিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ বিষয়নিষেধকৃত্তামুশংস্যা
যথোক্তোহর্থো ভাত্ত্যর্থঃ । ন কেবলং ঐতর্য্যাপত্তয়া যথোক্তার্থসিদ্ধিঃ, কিন্তু স্রুতিস্মৃতি-
জ্ঞানমণীতাত্ত্ব—ক্ষীমন্তে চেত্যাদিনা । ৩৩

কৌবল্যুত্তিং সাধয়তা জ্ঞানকলে প্রতিবন্ধকতাব উক্তঃ, ইদানীং পূৰ্ব্বোক্তং শঙ্কাবেজমুদয়তি
—যত্নিত্তি । ঋণিষঃ হি বিদুষোহবিদুষো বেতি বিকল্যাহস্তং দুষ্যন্তিতীয়মজীকরোতি—
তন্মৈত্যাদিনা । ঋণিষস্যোতি শেষঃ । তদেব স্মৃটয়হি—অবিদ্যাবান্নিতি ।
অবিদুষোহস্তি কষ্টত্বাদীত্যহ মানমাহ—যত্নেতি । বক্ষ্যমাণবাক্যার্থং একতোপযোগিত্বেন
কথয়তি—অনম্যাদিত্তি । ঋণিষঃ বিদুষো নেতৃত্বং বাজীকৰ্ত্তং চস্য নাস্তি কৰ্ত্তৃত্বাদী-
ত্যাপি প্রমাণমাহ—যত্ন পুনরিত্তি । বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাস্তত্ত্বত্বতানেকত্বভ্রমশা
চ প্রমাণং যত্র সম্পদ্বতে, তত্র তস্মাদেব কারণাত্ত্বং কেনেন্ত্যাদিনা কৰ্ম্মাদেবসম্ভবঃ দর্শয়তীতি
যোজনম্ । প্রমাণসিদ্ধমর্থঃ নিগময়তি—তস্মাদিত্তি । ৩৭

অবিদ্যাবিশয়মিহিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়ন্নবিদ্যাস্বত্রমবতারয়তি—এতচ্চেতি । তদগিহ্মমবিদ্যা-
বিশয়ং বধা ক্ষুণ্ণং ভবতি, তথা “অথ যোহক্ষ্যাম্” ইত্যাদাবনন্তবগ্নয় এব কথ্যতে প্রথমমিত্যর্থঃ ।
তদক্ষয়ানি ব্যাকরোতি—অথৈতাদ্যাদিনা । বিদ্যাস্বত্রানন্তর্য্যমবিদ্যাস্বত্রম্যা(হ্ম)বশকার্থঃ ।
যাণো গুরুপুষ্পাদিনা পূজা । বলুগহায়ো নৈবেদ্যসমর্পণম্ । গ্রন্থিধানমৈকাগ্রাম্ । ধ্যানং
তদ্রৈবানন্তরিতপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ । আদিপদং প্রদক্ষিণাদিগ্রহণার্থম্ । ভেদদর্শনমতোপাসনং
ন শাস্ত্রীয়মিত্যভিপ্রৈতাতদেব বিবৃণোতি—অন্যোহিঙ্গাবিতি । তস্য মূলমাহ—ন স
ইতি । বাক্যাস্তবমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—ন স কেবলমিতি । সোহবিদ্বানেবমুক্তদৃষ্টান্ত-
বশাং পশুত্রিবিদেবানাং ভবতি । তেষাং মধ্যে তস্মৈতৈকেন বহুভিরূপকটরৈর্ভোগ্যাদিতি
যোজন্য । পশুসান্যে সিদ্ধমর্থং কথয়তি—অত ইতি । ৩৮

অথানেনাবিদ্যাস্বত্রেণ কিং কৃতং ভবতীত্যপেক্ষায়ামবিদ্যায়াঃ সংসারঃ তুহ্যং সৃজিতমিতি
বক্তৃমবিদ্যাকারণ্যং কর্তৃকলং সজ্জপতি—এতচ্চেতাদ্যাদিনা । কর্তৃসহায়ভূতা বিদ্যা দেবতা
ধ্যানাত্মিকা । শাস্ত্রীয়বৎ স্বাভাবিককর্তৃগোপিত্বৈববিধাং সৃচয়িতুং চ শব্দঃ । তত্র তু সহ-
কারিণী বিদ্যা নগ্রনীর্দর্শনাদিরূপেতি ভেদঃ । কথং বথোক্তং কর্তৃকলমবিদ্যাবতঃ স্মাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যথা চেতি । স্বত্রৈববিধাসিদ্ধার্থং বিদ্যাস্বত্রার্থমহুত্রামতি—বিদ্যাম্যাসেতি ।
স্বত্রান্তরাশঙ্ক্যং বারয়তি—অকী ইতি । কথমেতদবগম্যতে, কতাহ যথৈতি । ৩৯

মনুষ্যাণামবিদ্যাবতং দেবপশুভে স্থিতে কলিতমাহ—অস্মাদিতি । তত্র প্রমাণ-
ভেদোক্তরং বাক্যমুখ্যায়তি—এতদিতি । কিমিদমবিদ্যাবতো দেবাদিশালনমিত্যা-
শঙ্ক্য বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—ইম ইন্দ্রাদয় ইতি । অভিসজ্জিরবিদ্যাবতঃ পুরুষস্তেতি
শেষঃ । ৪০

একশিন্নেবেত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—তন্নেতি । মনুষ্যাণাং পশুতাব্যবস্থান-
মপ্রিয়ং দেবানামিতি স্থিতে তদুপায়মপি তত্ত্বজ্ঞানং তেষাং দেবা বিদ্বিবদীত্যাহ—অস্মা-
দিতি । তত্ত্ববিদ্যায় দৌলভ্যং কথঞ্চনেতু্যকম । মনুষ্যাণ্যামুৎকর্ষং দেবা ন
মুযাস্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—তথা চেতি । তেষাং ব্রহ্মবিদ্যায় কৈবল্যাপ্তিঃ স্তবরা-
মনির্দেহিভাবঃ ।

দেবাদীনাং মনুষ্যেষু ব্রহ্মজ্ঞানস্বাপ্রিয়ভেদপি কিং স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি ।
তেষাং বিদ্বমচরতামিত্যগ্রামাহ অস্মাদিতি । তহি দেবাদিভিরূপহতানং মনুষ্যাণাং
মুয়ৈকৈব ন সম্পাদ্যেতেত্যশঙ্ক্যাহ—যং স্ত্রিতি । উক্তং হি—

“ন দেবা নপুমানায় ব্রহ্মস্তু পশুপালবৎ ।

যং হি ব্রহ্মতুমিচ্ছন্তি বুক্য সংযোজয়ন্তি তম্” ॥ ইতি ॥

তহি কিমিতি সর্বান্বেব দেবা নাহুগৃহস্থত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপারীতমিতি । দেবতা-
পরাগৃহস্থমুগোচয়িমিহিত্যিতি যাবৎ । সম্প্রতি দেবতাপ্রিয়বাকোন ধ্বনিতমর্থমাহ—অস্মা-
দিতি । অবিদ্বৎস্ব মনুষ্যেষু দেবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যং তচ্ছকার্থঃ । ব্রহ্মাদিগ্রন্থানন্তদাং-
ধনপন্নঃ সন্ দেবাদীনাং প্রিয়ঃ স্মাদিগ্নিকস্ত মুমুক্ষাবৈকল্যাদিত্যর্থঃ । তৎপ্রীতিবিশয়স্ত
তৎপ্রসাদাসাদিতবৈষ্ণবাঃ সর্বাণি কর্মাণি সংস্কৃত্য বিদ্যাপ্রাপকশ্রবণাদিকং প্রতি একাগ্র

মনাঃ শ্রাদ্ধিত্যাহ—অপ্রমাদীতি । শ্রবণাদিকমহুতিষ্ঠন্নপি বর্ণাপ্রমাচারণরো ভবেৎ, অথবা বিদ্যালক্ষণে কলে প্রতিবন্ধসম্ভবাদিত্যাশয়েনাহ—বিদ্যাং প্রতীতি । ভয়াদিনিমিত্তা ধনেবিকৃতিঃ কাকুক্ষ্যতে, যথাহ—‘কাকুঃ স্ত্রিয়াঃ বিকারো যঃ শোকভীত্যা-দিভিক্ষণেনঃ’ ইতি তয়া কাকো কাণ্ডশ্রুতেঃ স্বরকম্পন(ণ) ভয়মূলক্য দেবাদিভক্ষনে কল্যাতে তাৎপর্যমিত্যাহ—কাক্ষেতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এখানে ব্রহ্ম অর্থ—অপর ব্রহ্ম (কার্য্য ব্রহ্ম); কেন না, সর্কাত্তাবাপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ ফল-সম্বন্ধ উপপন্ন হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্কাত্তাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিম্পন্ন নয় তাহা স্বাভাবিক ; অথচ “তস্মাৎ তৎ সর্কম্ অভবৎ” এই শ্রুতি অত্রত্য সর্কভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অতএব “এখানে ব্রহ্ম বা ইদমগ্র্য আসীৎ” এই ব্রহ্ম-শব্দের অপর ব্রহ্ম অর্থ হওয়া উচিত । ১

অথবা মহুগ্ধ্যাধিকার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইতেছে ; এই জন্য, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে সর্কভাবাপন্ন হইবার উপযুক্ত, তাদৃশ ব্রাহ্মণও এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতে পারেন ; কেন না, এখানে “সর্কং ভবিষ্যন্তো মহুগ্ধ্যা মহুগ্ধ্যো” এই শ্রুতিতে মহুগ্ধ্যগণেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; আর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায়ানুষ্ঠানে যে, মহুগ্ধ্যগণেরই বিশেষাধিকার আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম প্রজাপতি কাহারো তাহাতে অধিকার নাই । অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ, দৈত-সম্বন্ধসম্বিত অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি অপর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সর্কপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী হইতে বিরত ও সর্কভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন যাহার কাম-কাম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পরব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মভাবী তাদৃশ জীবই এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতেছে । ব্যবহারক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা অবস্থা ধরিয়াও শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়; যথা—‘ওদনং পচতি’ (ভাত পাক করিতেছে); প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চাউলই পাক করে, ভাত পাক করে না ; কারণ, চাউল পাক করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম ভাত (ওদন); সুতরাং বলিতে হইবে যে, সেখানে চাউলের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । শাস্ত্রেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়; যথা—“পরিব্রাজকঃ সর্কভূতা-ভয়দক্ষিণাম্” (পরিব্রাজক, সর্কভূতে অভয়প্রদানই যাহার দক্ষিণা, সেইরূপ

ষজ্জ করিয়া); সৰ্বভূতে অভয় দান হইতেছে পারিত্রাজ্য-গ্রহণের (পারিত্রাজক হইবার পূর্ববর্তী) উপায়; ‘এখানে- কিন্তু অগ্রেই সেই ভবিষ্যৎ পারিত্রাজকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে’); এখানেও তদ্রূপ; এইরূপ যুক্তি অনুসারে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মভাবী ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবই এখানে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে । ২

না, এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সৰ্বভাবা-পত্তি ফলের অনিত্যত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। জগতে এরূপ কোনও সত্য পদার্থ নাই, যাহা নিত্য, অথচ কারণবিশেষের সহযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; এইরূপ সৰ্বভাবাপত্তি যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যতাবাদ নিশ্চয়ই বিকল্প হয়। আর যদি উহা অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও উহা যে, কৰ্মফলেরই তুল্য হইয়া পড়ে, এ দোষ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । ৩

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মবিজ্ঞান ফল যে, সৰ্বভাবাপত্তি, তাহার অর্থ—অবিভাকৃত অসৰ্বভাবনিবৃত্তি মাত্র, তন্নিম্ন আর কিছু নহে; তাহা হইলেও ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের কল্পনা করা বিফল হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বেও সমস্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিরকালই ব্রহ্মভাবাপন্ন; কেবল অবিজ্ঞাবশে যেমন ভুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে; অথবা নভোমণ্ডলে যেমন তল-মালিনাদিভাবে আরোপ হইয়া থাকে; তেমনি এই ব্রহ্মেতেও অবিজ্ঞান প্রভাবে অসৰ্বত্ব ও অব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়াছে; ব্রহ্মবিজ্ঞান তাহারই নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে; তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শব্দের মূখ্যার্থস্বরূপ যে পরব্রহ্ম জগতির পূর্বে বিद्यমান ছিলেন, “ব্রহ্ম বা ইদমাগ্রে আসীৎ” বাক্যে সেই ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন বলাই যুক্তিযুক্ত হয়; কেন না, যথার্থত্ব প্রতিপাদন করাই বেদের স্বভাব। কিন্তু যে লোক ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাব লাভ করিবে, অগ্রেই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, এরূপ অর্থ—ব্রহ্ম-শব্দের যাহা মূখ্যার্থ, তাহার বিপরীত; অধিকন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে যে, যথাক্রম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহাও যুক্তিবিহীন । ৪

আর যদি বুল, অবিভাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসৰ্বভাব ভিন্নও স্বতন্ত্র অসৰ্বত্ব ও অব্রহ্মভাব নিশ্চয়ই আছে; না; [যদি এরূপ থাকে, তাহা হইলে], ব্রহ্ম-

বিজ্ঞায় তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না ; কেননা, বিজ্ঞা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সত্য বস্তুর অপলাপ বা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা কোথাও দেখা যায় না ; পরন্তু সর্বত্রই অবিজ্ঞামাত্র নিবারণ করিতে দেখা যায় । তদ্রূপ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যা কেবল অবিদ্যাকৃত অব্রহ্ম ও অসর্বভূই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও পারমার্থিক বস্তু জন্মাইতে বা নিবারণ করিতে পারে না (১) । অতএব যথাক্রম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুত অর্থের ফলনা করা, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । ৫

যদি বল, ব্রহ্মেতে অবিজ্ঞা থাকা সম্ভব হয় না ; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ ? যেহেতু [শাস্ত্রে] ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি রহিয়াছে । শুক্তিতে যদি রজতের অধারোপ না থাকে, তাহা হইলে, শুক্তি চক্ষুর গোচর হইলে পর ‘ইহা শুক্তি—রজত নহে’ এরূপ উপদেশের কখনও আবশ্যক হয় না ; এইরূপ ব্রহ্মেতে যদি অবিজ্ঞার আরোপ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই ‘এ সমস্তই সৎ, এ সমস্তই ব্রহ্ম, এ সমস্তই আত্মা’ ‘ব্রহ্মাতিরিক্ত এই ঐশ্বরের সম্ভা নাই ।’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ে একঅবিজ্ঞানের বিধান আবশ্যক হইত না । [পক্ষান্তরে যদি বল যে,] শুক্তিকার হ্রায় ব্রহ্মেতেও অতদ্বর্ণের (অব্রহ্ম-ভাবে) আরোপ যে আদৌ নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না ; তবে কি না, ব্রহ্ম নিজেই আপনাতে অধ্যস্ত অব্রহ্মধর্ম আরোপের নিমিত্ত নহে, এবং তিনি তাহার কর্তাও নহে । [হাঁ, এরূপ বলিলে,] ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্তা বা ব্রাহ্মযুক্ত হন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন আর কোনও চেতনপদার্থ যে অবিজ্ঞার কর্তা কিংবা ব্রাহ্মযুক্ত, তাহাও ত তোমার অভিপ্রেত নহে । বিশেষতঃ ‘ব্রহ্মাতিরিক্ত অত্র কোনও বিজ্ঞাতা নাই’, ‘এতদতিরিক্ত অপর বিজ্ঞাতা নাই’ ‘তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ’, ‘আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন,’ ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ ‘[যিনি মনে করেন] ইনি অত্র এবং আমি অত্র, বস্তুতঃ তিনি জানেন না’ ইত্যাদি বহু শ্রুতি হইতে, এবং ‘সর্বভূতে সমান,’ ‘হে জিতেন্দ্র অর্জুন, আমিই আত্মা’ ‘কুকুরে ও চাণ্ডালে’ ‘যিনি সর্বভূতকে’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, আর

(১) তাৎপর্য—জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণতঃ অজ্ঞানেরই বিরোধ ; সেই কারণে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে ; কিন্তু বাহা অজ্ঞান বা অজ্ঞানের ফল নহে, তাহা কখনই জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় না ; কাজেই অব্রহ্ম ও অসর্বভূ যদি অবিজ্ঞাজনিত না হইয়া সত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেও সেই অসর্বভাব ও অব্রহ্মাব বিধ্বস্ত হইতে পারে না ।

‘যাহাতে সমস্ত ভূত বর্তমান’ এই যজ্ঞ হইতেও বঞ্চিত হইয়াই জানা যায় । ৬

ভাল কথা, [ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিজ্ঞাতা না থাকাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত] শাস্ত্রোপদেশের কোনই আবশ্যক হয় না ; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশও নিরর্থক হয় । হাঁ, এ কথা সত্যই বটে, ব্রহ্মাবগতির পর, শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় হউক ; [তাহাতে ক্ষতি কি ?] যদি বল, ব্রহ্মাবগতিও অনর্থক বা নিম্প্রয়োজন হইয়া পড়ে ? না, এক্ষণ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, অবগতি দ্বারা যে, ব্রহ্মবিষয়ক অনবগতি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ । যদি বল, এক্ষণপক্ষে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তিও সম্ভব হয় না ; না ;—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা ; একত্ব-বিজ্ঞানে যে, অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষতাই দেখিতে পাওয়া যায় । প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বিষয়কেও সমস্ত বা অর্থোক্তিক বলিলে, তাহাও দৃষ্টবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে ; আর প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা কেহ স্বীকারও করে না ; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টবিষয়ে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতে পারে না । যদি বল, প্রত্যক্ষ-দর্শনেরও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয়, সে সম্বন্ধেও ইহাই যুক্তি, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ দর্শনে বাচনিক অসঙ্গতি কখনই বাধক হইতে পারে না । ৭

তাহার পর, ‘পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান, আর পাপ দ্বারা পাপী হয়,’ ‘ব্রহ্ম (জ্ঞান) ও কর্ম তাহার অনুগামী হয়,’ ‘পুরুষ (জীবাত্মা) মনন, অবধারণ ও ক্রিয়ার কর্তা’ ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার বিপরীতস্বভাব-সম্পন্ন স্বতন্ত্র সংসারী আত্মার অস্তিত্ব জানা বাইতেছে । আর ‘সেই এই আত্মা (পরব্রহ্ম) ইহা নহে ইহা নহে’ ‘অশনায়াদি (ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি) অতিক্রম করে,’ ‘যে আত্মা নিম্পাপ এবং অরশমরণবর্জিত,’ ‘এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব-বিলক্ষণ পরমাত্মার সম্ভাব অবগত হওয়া যায় ; এবং কণাদ ও গৌতম প্রভৃতিকর্তৃক প্রণীত তর্কশাস্ত্রে যুক্তি দ্বারাও সংসারী জীবের বিপরীতস্বভাবাপন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে । বিশেষতঃ জীবের সাংসারিক দুঃখজালা-নিবৃত্তির চেষ্টাদর্শনেও বুঝা যায় যে, সংসারী জীব নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ ; ‘তিনি বাগিজিয়রহিত ও আদররহিত’ ‘হে পার্শ্ব (অর্জুন,) ত্রিজগতে আমার কিছুই কতব্য নাই’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থন করিতেছে । তাহার পর, ‘তাহাকে অবেষণ করিবে, তাঁহাকেই জানিবে’ ‘তাঁহাকে জানিলেই আর লিপ্ত হয় না,’ ‘ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষ আত্মা’ক লাভ করেন’ ‘একইরূপ দর্শন করিবে’ ‘হে গার্গি, যে ব্যক্তি

এই অক্ষর—পরব্রহ্মকে না জানিয়া ‘দ্বীপ পুরুষ তাঁহাকেই অবগত হইয়া’ ‘প্রণবকে ধৃতঃ, আত্মাকে শর, আর ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বা বেধ্য বলা হইয়া থাকে’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে [জীব ও ব্রহ্মের] কর্তা ও কর্মরূপে নির্দেশ হইতেও [জীব ও পরমাত্মার ভেদ সমর্থিত হইতেছে] ।

তাঁহার পর, যুমুক্ষু ব্যক্তির দেহত্যাগের পর গমনোপযোগী মার্গবিশেষের উপদেশ হইতেও [উক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়] ; কারণ, জীব ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, কাহার কোথা হইতে গতি হইবে ? আর গমনাভাবে, তরুপযোগী দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, এই দ্বিবিধ মার্গোপদেশও উপপন্ন হয় না, এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখও উপপন্ন হয় না ; পক্ষান্তরে, পরমাত্মা হইতে ভিন্নের (পরিচ্ছিন্ন জীবের) পক্ষে উক্ত সমস্ত কথাই সঙ্গত হইতে পারে । ৮

কর্ম ও জ্ঞানসাধনের উপদেশও ইহার অপর কারণ ; কেননা, সংসারী জীব যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে মুক্তির জ্ঞানোপদেশ ও অভ্যাসের স্বর্গাদিফলের জ্ঞান কর্মোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সেরূপ উপদেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্ত এমন কোনও কাম্যবস্ত নাই, যাহা তাঁহাকে পাইতে হইবে । অতএব ব্রহ্ম-শব্দে যে, ব্রহ্মভাবী পুরুষ অভিহিত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত ; এ কথা যদি বল, তদ্বত্তরে আমরা বলি যে, না, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মোপদেশের আনন্দার্থক হইতে পারে,—ব্রহ্মভাবী পুরুষ যদি ব্রহ্ম না হইয়াও কেবল ‘আমি ব্রহ্ম’ এই প্রকারে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াই সর্বাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংসারী-আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানেই তাহার সেই সর্বাত্ম্যভাবরূপ বিজ্ঞানফলের সিদ্ধি সম্ভাবনা থাকায়, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে । ৯

পুনশ্চ যদি বল, কোনরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়রূপে আত্মবিজ্ঞানের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সংসারীর ব্রহ্মজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্তই “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই উপদেশ ; কেন না, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা না থাকিলে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া কিসের সম্পাদন করিবে ? (১) কারণ,

(১) তাৎপর্য—উপাসনা অনেক প্রকার—‘সম্পদ উপাসনা’ তাহাওই অন্ততম । সম্পদ অর্থ—অপেক্ষাকৃত অগুরুত কোন এক বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা ।

ব্রহ্মলক্ষণ যথাযথরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেই আত্মাতে তত্ত্বাব সম্পাদন করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে । না, এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, 'এই আত্মা ব্রহ্মরূপ', 'যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম' 'যে আত্মা' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা' এই প্রকরণে 'সেই এই আত্মা হইতে' ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্ম-শব্দের সামান্যিকরণ্য নির্দেশ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মা-শব্দের একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে । অত পদার্থকেই অত পদার্থরূপে-সম্পাদন (আরোপ) করা হইয়া থাকে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থকে কখনই করা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ 'এই সমস্তই সেই আত্মা' এই শ্রুতিও প্রস্তাবিত দৃষ্টব্য আত্মারই একত্ব প্রদর্শন করিতেছে । অতএব এখানে কিছুতেই আত্মার ব্রহ্মত্ব-সম্পাদন করা (আরোপ) করা উপপন্ন হইতে পারে না । ১০

ব্রহ্মোপদেশের এতদ্ভিন্ন যে অত কোন প্রকার প্রয়োজন আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না ; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন' 'হে জনক, তুমি ভয় ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ', এবং 'মিচ্ছয়ই ব্রহ্ম বস্ত্র অভয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মত্বাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন শ্রুত হইতেছে । 'অহং ব্রহ্মস্মি' চিন্তা যদি সম্পৎ হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মত্বাপত্তিকল সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, এক পদার্থ কখনই অপর পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না । যদি বল, বচনের (শ্রুতিবাক্যের) বলে সম্পদুপাসনার ফলেও তত্ত্বাবাপত্তি হইবে ; আমরা বলি, না, তাহা হইতে পারে না ; কেন না, 'সম্পদ'-উপাসনা ত জ্ঞান বা চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; আর জ্ঞান যে, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুমাত্র করিতে পারে না, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । বিশেষতঃ শুধু শাস্ত্রীয় বচন ত কখনও কোনও বস্তুর শক্তিবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ নহে ; শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞাপক অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য, কিন্তু কোন বস্তুর শক্তিবিশেষ উৎপাদন বা অপনয়ন করা তাহার কার্য্য নহে ; ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । 'সেই এই পরমেশ্বর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট' ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । অতএব, এখানে ব্রহ্ম-শব্দে

এখানেও সংসারী জীব ব্রহ্মোপেক্ষা অপকৃষ্ট, তাই তাহার আপনাতে ব্রহ্মত্বাব সম্পাদন করা আবশ্যক হইতেছে'; অথচ যে বস্ত্র জানা শুনা নাই, সেরূপ বস্তুর তত্ত্বাব সম্পাদন করা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না ; এইজন্য সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইতেছে । শ্রুতি 'অহং ব্রহ্মস্মি' কথায় সেই অপেক্ষিত বিষয়টির নির্দেশ করিয়াছেন যাহা ।

ব্রহ্মভাবী পুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, তাঁহার গ্রহণ করা সমীচীন হইতেছে না । ১১

বিশেষতঃ এরূপ অর্থ করিলে অভীষ্ট অর্থেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে—ব্রহ্ম বস্তুটি সৈন্ধবপিণ্ডের দ্বারা ভিতরে বাহিরে—সর্বত্রই একরস অর্থাৎ একরূপ, এইরূপ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করাই যে, এই সমগ্র উপনিষদের অভিমত প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা এই উপনিষদেরই মধুকাক্ত ও মুনিকাক্তের অন্তে অবধারণবাক্য হইতে জানা যাইতেছে—[মধুকাক্তের শেষে আছে—] “ইত্যমু-শাসনম্” (ইহাই অমুশাসন), আর [মুনিকাক্তের শেষে আছে—] “এতাবদ্ অরে থলু অমৃতত্বম্” অর্থাৎ ইহাই নিশ্চিত অমৃতত্ব । এইরূপ, সর্বশাখীয় উপনিষৎ-সমূহেরও ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানই একমাত্র অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অবধারণিত হইয়াছে । এমত অবস্থায়, ‘আত্মানম্ এব অবৎ’ বাক্যে যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে সংসারী আত্মা কল্পিত হয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্যের অভীষ্ট একত্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া যায় ; তাহার ফলে উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটায় শাস্ত্রেরই অসামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হয় । এরূপ নির্দেশের অল্পপপত্তিও অপর কারণ,—“আত্মানম্ এব অবৎ” বাক্যে যদি সংসারী আত্মারই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে, “আত্মানমেব অবৎ” এই বাক্যটি ব্রহ্ম-বিজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারিত না ; কেন না, এই পক্ষে সংসারী আত্মারই বেত্তৃত্ব (বিজ্ঞেয়ত্ব) হইয়া পড়ে (কিন্তু পরব্রহ্মের নহে) । ১২

যদি বল, ‘আত্মা’ শব্দে বেত্তা—উপাসকের অতিরিক্ত অল্প বস্তুর কথা বলা হইয়াছে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’) এইরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে । অল্প পদার্থই যদি বেত্তা হইত, তাহা হইলে ‘অহম্ অসৌ’ অর্থাৎ ‘ইনি অমুকস্বরূপ’ এইরূপই নির্দেশ করা উচিত হইত ; কিন্তু কখনই ‘অহম্ অস্মি’ বলা সম্ভব হইত না । এখানে বিশেষ করিয়া ‘অহম্ অস্মি’ বলায় এবং “আত্মানমেব অবৎ” এইরূপ অবধারণ থাকায় নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য আত্মা অর্থ কখনই ব্রহ্ম ভিন্ন সংসারী হইতে পারে না । আর এইরূপ অর্থ হইলেই “আত্মা-নমেবাবৎ” বাক্যের “ব্রহ্মবিজ্ঞা” নামে অভিধান করাও সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ নহে ; পক্ষান্তরে, এরূপ অর্থ না হইলে ইহা ‘সংসারি-বিজ্ঞা’ নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল । সূর্য্যের সম্বন্ধে আশৌক ও অরুণারের দ্বারা, একই পদার্থের সম্বন্ধে ব্রহ্ম ও অরুণা রূপবিরুদ্ধ বর্ণনায় উপপন্ন হইতে

পারে না; কারণ, একই স্বর্গের আলোক ও অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধলাভ
যে রূপ বিরুদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ; [সুতরাং একই বস্তুর উক্ত উভয়বিধ
ভাব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না]। ১৩

আর যদি ঐ উভয়কেই ইহার নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ও
ইহার কেবল ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ নামকরণ সম্ভব হয় না; বরং তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’
ও ‘সংসারবিজ্ঞা’, এই উভয় নামে ব্যবহার করাই সম্ভব হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান
উপদেশ করাই যদি বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে
কখনই ওরূপ অর্দ্ধজরতীয়ভাব কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না (১);
কারণ, তাহা হইলে উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে।
অর্থাৎ ‘যাহার নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, কোনরূপ সংশয় না থাকে’ এবং ‘সংশয়াত্মক
লোক বিনষ্ট হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, নিশ্চ-
য়াত্মক জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মুক্তির সাধন; অতএব পরহিতার্থী ব্যক্তির
পক্ষে সংশয়াত্মক বাক্যার্থ কল্পনা করা কখনই উচিত হয় না। ১৪

আর যদি বল, “তদান্যানমেবাণ্যে” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, আমাদের
জ্ঞান ব্রহ্মতে ও যে সাধকত্ব-কল্পনা, তাহা সম্ভব নহে; না, এরূপ আপত্তিও
করিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতিই ভিরঙ্কার বা
অনুযোগ করিতে হয়; কারণ, ইহা ত আর আমাদের কল্পনা নয়, পরন্তু
শাস্ত্রই এরূপ কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং এই উপালম্ব বা অনুযোগ
শাস্ত্রের উপরই প্রযোজ্য, (আমাদের উপর নহে); অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রিয়-সাধনের
ইচ্ছায় প্রকৃতার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা কখনই শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করা
উচিত হয় না। আরও এক কথা, শুধু এই সাধকত্ব-কল্পনাতেই তোমার
অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না; কারণ, জাগতিক নানাত্ব বা বিভাগ-
মাত্রই ত ব্রহ্মতে পরিকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহা—“তাহাকে এক
প্রকারেই দর্শন করিবে” ‘একগতে নানা—ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই’ ‘যে অবস্থায়
দৈতের জ্ঞান হয়,’ ‘নিশ্চয়ই তিনি এক ও অদ্বিতীয়’ ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে

(১) তাৎপর্য—‘অর্দ্ধজরতীয়’ শ্রাবটি এইরূপ—একই ব্যক্তির অর্দ্ধাংশে যৌবন, আর
অর্দ্ধাংশে জরা (বৃদ্ধিক্য); যৌবনাংশে যুবকমূলভ ভোগ, আর জরাভারাক্রান্ত অংশে
প্রাণীনমূলভ জ্ঞানার্থ্যনাদি করিতে পারে; এরূপ ব্যবস্থা যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমনি
একই বিন্দুতে ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ ও ‘সংসারবিজ্ঞা’ এই উভয়ভাব কল্পনা করা হইতে পারে না।

প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ যখন সৰ্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারই একমাত্র ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত, প্রকৃতপক্ষে কোনটিই সং নহে, তখন, ব্রহ্মের কেবল সাধক-কল্পনারই যে, অশোভনও বলা, ইহা অতি সামান্ত কথা, (উপেক্ষার যোগ্য) । ১৫

অতএব, স্রষ্টারূপে যে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এখানে তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ; শ্রুতির 'বৈ' শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'ইদং' অর্থ—শরীরমধ্যস্থরূপে যাহা গৃহীত হয়; অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্বেও এ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু প্রতিবোধ বা সম্যক জ্ঞানের অভাবে অব্রহ্মভাব ও অসর্বত্র অধ্যারোপিত হওয়ায়—'আমি কর্তা, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং স্বকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ও সংসারী' ইত্যাদি ভাবনিচয় আত্মাতে অধ্যারোপিত করিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালেও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির বিপরীত ব্রহ্মস্বরূপই এবং সর্বাত্মকও থাকে। দয়ালু আচার্য্য কোন রকমে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তুমি সংসারী নহ'; শিষ্য সেই প্রতিবোধের কলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রুতির 'এব'শব্দের অভিপ্রায় এই যে, [তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাতে] কোন প্রকার অবিজ্ঞান-সমরোপিত বিশেষ ধর্মের সম্বন্ধ ছিল না। ১৬

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই স্বাভাবিক আত্মা কে?—স্বয়ং ব্রহ্মও বাহ্যকে অবগত হইয়াছিলেন? কেন, আত্মার কথা কি স্মরণ করিতেছ না?—'যিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান-ব্যাপার করিতেছেন' এইরূপে ত অগ্রেই এই আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। [আত্মা, জিজ্ঞাসা করি,] লোকে যেমন 'এটি গো, এটি অশ্ব' ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি পরোক্ষভাবেই আত্মার নির্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ত দেখাইতে পারিতেছ না? ভাল কথা, এরূপ নির্দেশই যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে বলিতেছি—সেই আত্মা হইতেছেন দ্রষ্টা (দর্শনের কর্তা), শ্রোতা (বাক্য-শ্রবণের কর্তা), মন্তা (সদস্য চিন্তার কর্তা) ও বিজ্ঞাতা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কর্তা); [স্মৃত্যং শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহযোগে আত্মা ত প্রত্যক্ষবৎই প্রদর্শিত হইল। ভাল কথা, এরূপেও দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা বলিতে তাহার স্বরূপ ত প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করান হইতেছে না; কেননা, সম্যকই ত আর গন্তব্য স্বরূপ নয়, অথবা ছেদনই ত ছেদনকর্তার স্বরূপ নয়। তাহা, তাহা হইলে

বলিতেছি—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের কর্তা ও বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা, তিনিই সেই আত্মা । ১৭

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই শেষ উক্তরেও দ্রষ্টার সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা কি বিশেষ বলা হইল ? আত্মা দৃষ্টিরই (জ্ঞানেরই) দ্রষ্টা হউক, বা ঘটেরই দ্রষ্টা হউক, সর্বত্রই দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; তুমি ‘দৃষ্টির দ্রষ্টা’ বলিয়া কেবল দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিতেছ ; কিন্তু দ্রষ্টা যদি দৃষ্টির কিংবা ঘটের দর্শনকর্তা হয়, তাহা হইলেও তিনি দ্রষ্টাই, তন্নির আর কিছুই নহে । না, তাহা নহে ; কারণ, এখানেও বিশেষত্বের উপপত্তি হয়—এখানেও বিশেষ আছে—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, তিনিও যদি দৃষ্টিস্বরূপই হন, তাহা হইলে দৃষ্টি (জ্ঞান) সর্বদাই তাঁহার দর্শনগোচর হইতে পারে, কখনই দ্রষ্টার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না । দ্রষ্টার দৃষ্টি (জ্ঞানসত্তাব) নিত্য হওয়া আবশ্যক, আর দ্রষ্টার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তি যদি অনিত্য (সাময়িক) হয়, তাহা হইলে, যে দৃষ্টিটি তাহার দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশনীয়, সময়বিশেষে হয় ত সেই দৃষ্টিটি দর্শনের বিষয় না হইতেও পারে ; যেমন অনিত্য লোকদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য ঘটাদি বস্তু [সময়ে দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে অদৃষ্ট থাকে,] দৃষ্টির দ্রষ্টা কিন্তু তদ্রূপ কখনও দৃষ্টিকে প্রকাশ না করিয়া থাকে না, অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখনই যেরূপ বস্তুর উদয় হউক, স্বতঃ প্রকাশশীল দ্রষ্টা (আত্মা) তৎক্ষণাৎ সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ; আত্মার অবিজ্ঞাত কখনও জ্ঞান থাকে না ; কাজেই আত্মার দৃষ্টিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । ১৮

ভাল, তবে কি দ্রষ্টার দৃষ্টি দুইটি ?—একটি নিত্য অথচ অদৃশ্য, আর অপরটি অনিত্য অথচ দৃশ্য ? হাঁ, দ্রষ্টার অনিত্য দৃষ্টি ত (ঘটপটাদি-বিষয়ক জ্ঞান ত) প্রসিদ্ধই আছে ; কেননা, জগতে অন্ধ ও অনন্ধ দুই প্রকারই লোক দেখিতে পাওয়া যায় । দৃষ্টি যদি নিত্যই হইত, তাহা হইলে কেহই আর অন্ধ থাকিত না ; দ্রষ্টার দৃষ্টি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই বিद्यমান ; কারণ, ঋতি বলিতেছেন—‘দৃষ্টির দ্রষ্টা বিলুপ্ত হয় না’ ; এবং অজ্ঞান দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে—দেখিতে পাওয়া যায় অন্ধ ব্যক্তিকেও অল্পসময়ে প্রাতিভাসিক ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তিকেও অল্পসময়ে ঘটাদি বিষয় দর্শন করিতে দেখা যায়, তবেই হইল যে, বাহ্য দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলেও সেই নিত্য দৃষ্টিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; তাহাই দ্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টি । দ্রষ্টা আপনার স্বরূপভূত স্বয়ংপ্রকাশনামক সেই

অবিলুপ্ত নিত্য দৃষ্টি দ্বারা—অগ্নি ও আগ্রহ সময়ে বাসনাময় ও বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ অপর দৃষ্টিটিকে সর্বদা দর্শন করেন; এইজন্যই তাহাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা বলা হয়। থাকে। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অগ্নির উষ্ণতা যেরূপ স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই নিত্য দৃষ্টিই আত্মার প্রকৃতস্বরূপ; কিন্তু কণাদমতে যেরূপ দৃষ্টির (জ্ঞানের) অতিরিক্ত চেতন আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, বেদান্তের আত্মা সেরূপ পৃথক্ বস্তু নহে। ১৯

সেই ব্রহ্ম আপনাকেই অধ্যারোপিত অনিত্যাদিদৃষ্টিবর্জিত স্ব-স্বরূপকেই জানিয়াছিলেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কথা ত শ্রুতিবিরুদ্ধ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিবে না’ ইত্যাদি। না, এবংবিধ বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না; কেন না, আত্মা যে দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানের প্রকাশক, ইহা ত নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ আত্মাকে সাধারণতঃ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষও বলিতে হইবে; কেননা, দ্রষ্টার নিত্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধ বিজ্ঞাত থাকিলে, দ্রষ্টার সৃষ্টি আর অল্প বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও হয় না, অর্থাৎ দ্রষ্টা অপর জ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে জানিয়া থাকে—এরূপ জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। দ্রষ্টার অতিরিক্ত বিজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই, দ্রষ্টৃবিষয়ে অল্প দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; কেন না, যে বিষয় বিজ্ঞমান নাই—নিতান্ত অসত্য, তাহা জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ হয় না বা হইতেও পারে না। আর দৃশ্য দৃষ্টি অর্থাৎ দ্ব্যগ্রপ্রকাশ্য বুদ্ধিবৃত্তিও কখনই দ্রষ্টাকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না যে, তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবে। তা’ছাড়া, আপনার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া সম্ভবপরও হয় না। অতএব, “আত্মানম্ এব অবৎ” কথার অর্থ—অজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাদি আরোপনিবৃত্তি-মাত্র, কিন্তু আত্মাকে প্রকাশিত করা নহে (১)। ২০

(১) তাৎপর্য—আপত্তি হইয়াছিল, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ, আর জ্ঞান বা জানা অর্থ যখন বিষয়কে প্রকাশকরা; অথচ স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করাও যখন অসম্ভব, তখন উক্ত শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হয় কিরূপে? ভাষ্যকার তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন যে, এখানে ‘অৎ’ (জানিয়াছিলেন) কথার অর্থ—প্রকাশ করা নহে, কিন্তু অজ্ঞানের মতিমায় আত্মাতে যে, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জড়ত্ব আরোপিত হইয়াছিল, কেবল তাহার নিবৃত্তি করাই এখানে ‘অবেৎ’ কথার অর্থ;

তিনি কিপ্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—‘আমি হইতেছি দৃষ্টির ত্রুটি (বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক) আত্মা—ব্রহ্মস্বরূপ,’ [এই প্রকার জানিয়া-
ছিলেন]। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ, সর্বাত্মরূপ, অশনা-
য়াদির অতীত, “নেতি নেতি” ঋতিপ্রতিপাদ এবং অস্থূল ও অননু ইত্যাদি
প্রকার সর্বভগৎ-বিলক্ষণ; সেই ব্রহ্মই আমি, কিন্তু আপনি যেরূপ বলি-
ছেন, আমি সেরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সংসারী নহি। অতএব, এবংবিধ জ্ঞানের
প্রভাবে সেই ব্রহ্ম সর্বাঙ্গক হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আরোপিত অব্রহ্মভাব
অপনয়ন ও আরোপকৃত অসর্বভাব নিবৃত্তির ফলে সর্বাঙ্গভাবাপন্ন হইয়া-
ছিলেন। অতএব মহেশ্বেরা যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা দ্বারা সর্বভাবাপন্ন হইব বলিয়া
মনে করে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—‘সেই
ব্রহ্ম আমার কাহাকে জানিয়াছিলেন, যাহাকে জানিয়া তিনি সর্বাঙ্গক
হইয়াছেন?’ “ব্রহ্ম বা ইন্দ্রমগ্রে আগীৎ” ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উত্তর
নিরূপিত হইল। ২১

এই জগতে দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ
যথোক্ত বিধানে আত্মস্বরূপ জানিয়াছিলেন, প্রতিবুদ্ধ সেই আত্মাই সেই ব্রহ্ম
হইয়াছিলেন; সেইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং সেইরূপ মহেশ্বগণের মধ্যেও
হইয়াছিল। এখানে যে, দেবমহেশ্বাদি বিভাগোক্তি করা হইতেছে, তাহা কেবল
লৌকিক ব্যবহারানুযায়িমাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানুসারী নহে; কেননা, “পুরঃ
সরুৰ্ব আবিশৎ” এই ঋতি অনুসারে ব্রহ্মই যে, সর্বত্র অমুখ্যত আছেন,
একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব বুঝিতে হইবে, ঋতিতে যে,
‘দেবানাম্’ ইত্যাদি ভেদোক্ত্যে করা হইয়াছে, তাহা কেবল শরীরাদি-
উপাধিকৃত লোকপ্রতীতির অনুযায়িমাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিজ্ঞানলাভের
পূর্বেও সেই সমস্ত দেবাদি শরীরেও ব্রহ্ম বিद्यমানই ছিলেন, কেবল অল্প
প্রকার তাহার প্রতীতি হইত মাত্র; পরে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি
করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানানুসারেই সর্বাঙ্গভাব লাভ করিয়াছিলেন। ২২

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা হইতে যে, সর্বভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়, এ কথাই তুচ্ছতা
লক্ষ্যাদিনাৰ্হ ঋতি দ্বিজেই মন্ত সমূহের উল্লেখ করিতেছেন তাহা কি প্রকার ?

কেননা, “যয়ং প্রকাশমানম্ভাৎ নাতাস উপযুক্ত্যতে ।” অর্থাৎ যয়ং প্রকাশ পদার্থের প্রকাশ
করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

